ঢাকার পূর্ব-উপকণ্ঠের ডেমরা থানার শ্রমিকশ্রেণীর ভাষা

গবেষক

হোসেন আফরোজ আরা শিল্পী

পিএইচ-ডি গবেষক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক

ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ

প্রফেসর, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

GIFT

Dhaka University Library

465964

465964

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ-ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

ভাষা বিজ্ঞান বিভাগ

ডিসেম্বর, ২০১২

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

পিএইচ-ডি গবেষক হোসেন আফরোজ আরা শিল্পী কর্তৃক উপস্থাপিত 'ঢাকার পূর্ব-উপকণ্ঠের ডেমরা থানার শ্রমিকশ্রেণির ভাষা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বাবধানে প্রণীত। আমার জানা মতে এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ অন্যকোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করা হয়নি বা কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

১২.১১.১২

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ

প্রফেসর, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক
ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

465964

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচডি ডিগ্রি অর্জনের লক্ষে 'ঢাকার পূর্ব-উপকণ্ঠের ডেমরা থানার শ্রমিক শ্রেণির ভাষা' শীর্ষক বর্তমান অভিসন্দর্ভটি ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদের তত্ত্বাবধানে রচনা করা হয়।

বিভিন্ন পেশার শ্রমিক শ্রেণি এবং ডেমরার স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে ভাষার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা একটি কঠিন ও সময়সাপেক্ষ কাজ হওয়া সত্ত্বেও ডেমরা থানার মাতুয়াইল এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ায়, আমার পক্ষে কাজটি করা সহজ হয়েছে। প্রাথমিক স্তরে মাঠ পর্যায়ের কাজে আমার মা মরিয়ম বেগম এবং আমার কাকা জনাব আলী হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। পি-এইচডি গবেষণার মতো একটা পরিশ্রমী কাজে শুরু থেকেই আমার মায়ের স্নেহের পরশ ও আশীর্বাদ সবসময় ছায়ার মতো সঙ্গী হিসেবে ছিল। মায়ের অনুপ্রেরণা আমার গবেষণায় যুগিয়েছে কর্মশক্তি, বাড়িয়েছে কাজের গতি।

পৃষ্ঠপোষণকারীদের মধ্যে সর্বাগ্রে যাঁর নাম শ্রদ্ধাভরে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি তিনি আমার মা-বাবার শিক্ষক প্রয়াত ড. কাজী দীন মুহম্মদ। তিনি আমারও শিক্ষক ছিলেন। তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা আমার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে উৎসাহিত করেছে। বাংলা বিভাগ ও ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অনেক শিক্ষক আমার গবেষণা কাজের প্রতিনিয়ত খোঁজ-খবর নিয়ে সহায়তা করেছেন, তাঁদের সকলের কাছে আমি অশেষ ঋণী।

পি-এইচডি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আমাকে দুটি সেমিনার করতে হয়েছে। সেমিনার দুটির বিষয় ছিল– এক. গবেষণা পদ্ধতিও অন্যান্য দিক; দুই. ঢাকার পূর্ব উপকণ্ঠের ডেমরার শ্রমিক শ্রেণির ভাষার কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সেমিনারে নানা বিজ্ঞজনের আলোচনা ও পরামর্শে আমি নানাভাবে উপকৃত হয়েছি, বিশেষ করে ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন গুলশান আরা, শিক্ষক অধ্যাপক ড. সাখাওয়াৎ আনসারী, অধ্যাপক ড. ফিরোজা ইয়াসমীন, ড. হাকিম আরিফসহ অন্যান্য শিক্ষকদের মন্তব্য আমার গবেষণার কাজকে সুশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপন করতে সাহায্য করেছে। তাঁদের সকলকে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা।

465264

সরকারি কবি নজরুল কলেজের ছাত্র স্নেহভাজন হাসিবুর রহমান এবং বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পিপিআরসি-এর কম্পিউটার অপারেটর সালেহা আক্তার প্রাথমিক পর্যায়ে আমার কম্পোজের কাজে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।আমার স্বামী নূরুল আনোয়ার তাঁর ত্যাগ ও অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা অভিসন্দর্ভটি সম্পাদনা করেছেন ও আমার গবেষনা কর্মকে সহজ সাধ্য করেছেন।তার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোন ভাষা নেই। আমার শিশুপুত্র সিফাত ছফা আপন আমার গবেষণাকর্মে ছোট ছোট কাজে সহায়তা করেছে তার প্রতি রইল আমার স্নেহাশীষ।

আমার পরিবারের সকলে এ গবেষণাকাজে কোনো না কোনোভাবে সাহায্য করেছে, নইলে একাজে আরও দীর্ঘ সময় লেগে যেত। আমার পরিবার এবং শিশুপুত্রের সার্বক্ষণিক দেখাশুনা করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে আমাকে লক্ষে পৌঁছতে সাহায্য করেছেন আমার ছোট ভাইয়ের স্ত্রী মাহমুদা পারভিন শিলু। তার ঋণকে ছোট করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। মাঠ পর্যায়ে জরিপের কাজে যাঁরা আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতিও রইল আমার কৃতজ্ঞতা।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

আমার শিক্ষক ও গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ভাষাবিজ্ঞান বিষয়টি যখন শ্রেণিকক্ষে সহজ, সুন্দর ও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করতেন তখন থেকেই ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে আমার আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং তাঁরই তত্ত্বাবধানে 'ঢাকার পূর্ব উপকণ্ঠের ডেমরা থানার শ্রমিক শ্রেণির ভাষা'–শিরোনামে পি-এইচডি গবেষণায় আত্মনিয়োগ করি। তিনি আমাকে সবসময় উৎসাহ যুগিয়েছেন, দিয়েছেন গবেষণাকাজে মূল্যবান পরামর্শ। নিজস্ব গ্রন্থাগার থেকে বই ও তথ্য প্রদান করে তিনি আমার গবেষণাকর্মকে মূল্যবান করেছেন। তাঁর সুচিন্তিত মতামত, পরামর্শ, উৎসাহ ও সহায়তার ফসল এই অভিসন্দর্ভটি। তাঁকে ধন্যবাদ কিংবা কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার জানা নেই। তাঁর প্রতি রইল আমার শ্রদ্ধা।

আমার এই সামান্য প্রচেষ্টা ঢাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা সংরক্ষণে যদি কোনো ভূমিকা রাখে তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব।

–হোসেন আফরোজ আরা শিল্পী

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

মানুষের অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম ভাষা। ভাষা জড় কোন বস্তু নয়। নদীর স্রোতের মত প্রবাহিত। মনের ভাব প্রকাশের এই মাধ্যমটি কখনো হঠাৎ করে কিংবা কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একদিনে সৃষ্টি হয়নি। কালের পরিক্রমায় যে কোনো বস্তু বা প্রাণী যেভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করে ভাষার ক্ষেত্রেও অনুরূপ যুক্তিটি ক্রিয়াশীল। সৃষ্টির আদিকাল থেকে অর্থাৎ ভাষা শেখার প্রক্রিয়াটি যখন থেকে আরম্ভ হয়েছিল সেই প্রক্রিয়াটি অদ্যাবধি থেমে নেই। যে কারণে যত দিন যাচ্ছে প্রতিটি ভাষার ক্ষেত্রে নতুন নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে, এমন কি ভাষার সংশোধন এবং বিয়োজনও হচ্ছে। কোনো ভাষা কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। ফলে কোনো কোনো ভাষা প্রতিনিয়ত তার পুষ্টিসাধনে কালাতিক্রম করছে, আবার কোনো ভাষা সুদীর্ঘ পথ পেরিয়ে দিশেহারা হয়ে অর্থাৎ অন্যভাষার করালগ্রাসে পতিত হয়ে তার কক্ষপথ হতে ছিটকে পড়ে বিলুপ্তি হতে চলেছে। ভাষার নিয়তিটা বড়ই বিচিত্র! কারো বলার উপায় নেই, কোনো ভাষা বর্তমানে পরিপূর্ণতা অর্জন করে একটি লক্ষ্যে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থান-কাল-পাত্রভেদে ভাষা নিরন্তর পরিবর্তনশীল। চিরপরিবর্তনশীল ভাষা সমাজ-সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও বিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে।

গবেষণার আলোচ্য বিষয় ঢাকার পূর্ব-উপকণ্ঠ অর্থাৎ শীতলক্ষ্যা নদীর তীরঘেঁষা ডেমরা থানার শ্রমিকশ্রেণির ভাষা। ডেমরা থানা একটি নদী বিধৌত এলাকা। যেহেতু নদীর তীর এলাকায় ডেমরার অবস্থান, ভৌগোলিক পরিবেশের কারণে এখানে মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের দুটি জিনিস চোখে পড়ার মতো হবে এটাই স্বাভাবিক। এক. নদী এলাকায় প্রভূত পলিমাটি বিদ্যমান। এই পলিমাটি কৃষির বড় নিয়ামক শক্তি, যেটার ওপর ভর করে শ্রমিকশ্রেণির একটা বড় অংশ কালাতিপাত করে; দ্বিতীয়ত, শ্রমিকশ্রেণি গড়ে উঠার পেছনে যে জিনিসটি বড় ভূমিকা পালন করে সেটি হলো জলপথ। সুদীর্ঘকাল থেকে শীতলক্ষ্যার জলপথকে পুঁজি করে এ এলাকায় গড়ে উঠেছে নানাধরনের কলকারখানা। কৃষি এবং কলকারখানায় নিয়োজিত এসব শ্রমজীবী মানুষের কর্মপরিধি আরো বেড়েছে। এখন শ্রমজীবী মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কৃষি এবং কলকারখানার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বর্তমানে শ্রমিকদের বড় একটা অংশ পরিবহনখাতে কর্মরত।

গবেষণার মূল বিষয় ডেমরার শ্রমজীবী মানুষের ভাষা। প্রশ্ন হতে পারে, বাংলাদেশে আরো নানা জায়গা থাকতে ডেমরা অঞ্চলকে এবং শ্রমজীবী মানুষকে কেন বেছে নেয়া হলো? কারণ ডেমরা অঞ্চল মূলত কলকারখানা সমৃদ্ধ শিল্প প্রধান এলাকা। তাই ডেমরা অঞ্চলের রয়েছে একটি স্বতন্ত্র ভাষা, আর এই ভাষা স্থানীয় শ্রমজীবী মানুষ ব্যবহার করে। ডেমরায় যেহেতু স্থানীয় এলাকার শ্রমজীবী মানুষের পাশাপাশি বাংলাদেশের নানাঅঞ্চলের মানুষের আগমন ঘটেছে, ফলশ্রুতিতে যেটা হয়েছে এই এলাকার ভাষার ওপর নানাএলাকার ভাষার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ একটা প্রভাব পড়েছে তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। বর্তমানে নানা অঞ্চলের ভাষার দৌরাত্ম্যে ভাষাটি একরকম হারিয়ে যেতে বসেছে। এছাড়া যত কাল অতিক্রান্ত হচ্ছে মানুষ শিক্ষার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তথ্য-প্রযুক্তি ও আকাশ-সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। এর ফলে এলাকার স্বতন্ত্র আঞ্চলিক ভাষা অর্থাৎ পূর্ব-পুরুষের ভাষাকে এড়িয়ে গিয়ে শুদ্ধ বাংলা কিংবা ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কথা বলতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে।

Dhaka University Institutional Repository

ডেমরার স্থানীয় শিক্ষিত শ্রেণির মুখের ভাষা প্রমিত ভাষারীতির কাছাকাছি, যা ডেমরা অঞ্চলের স্থানীয় ভাষা নয়। সুতরাং শিক্ষিত শ্রেণির মুখ থেকে ডেমরার স্থানীয় ভাষা বের করা একরকম অসম্ভব, যেটা স্থানীয় শ্রমজীবী মানুষের কাছ থেকে সহজে আদায় করা যায়।

গবেষণার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার ভাষার স্বতন্ত্র গঠনগত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। পৃথিবীর যেকোনো দেশের বা জাতির ভাষার ইতিহাস আলোচনা করলে ভাষা ও উপভাষার বিভিন্নমুখী বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের প্রমিত বাংলা রূপের বিভিন্ন আঞ্চলিকরূপই উপভাষা নামে পরিচিত। ভাষার এই আঞ্চলিক রূপবৈচিত্র্য প্রধানত দ্বিবিধ :

১. আঞ্চলিক উপভাষা
২. সমাজস্তরভিত্তিক উপভাষা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত ভাষাভাষীদের ভাষাগত পার্থক্য বিদ্যমান। তার পাশাপাশি শহর ও গ্রাম, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, ধর্ম ও বর্ণ ইত্যাদি ভেদে পার্থক্য দৃশ্যমান। বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে স্থানভেদে ও সমাজের উঁচু-নিচু স্তরভেদে বাংলা উপভাষার মৌখিকরূপেও পার্থক্য বিদ্যমান। এ ছাড়াও উপভাষার শব্দের অর্থ ও উচ্চারণগত বৈষম্যেও বিভিন্ন শ্রেণির জীবিকা, জীবন, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি সম্পর্কেও পাওয়া যায় বিভিন্ন তথ্য।

ঢাকার ডেমরা এলাকায় মূলত কল-কারখানা ইত্যাদি অবস্থিত। তাই এ অঞ্চলে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা বেশি। এজন্য ঢাকার প্রচলিত ভাষার সঙ্গে ঢাকা জেলার ডেমরা থানার প্রচলিত ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক ও বাক্যগঠনগত দিক থেকে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। এ অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় প্রমিত ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকলেও ধ্বনি, রূপমূল ও বাক্য গঠনের দিক থেকে কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হওয়ায় ডেমরার ভাষাকে স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ডেমরা থানার আঞ্চলিক ভাষার বিভিন্ন দিক এখন পর্যন্ত অনুদঘাটিত। আঞ্চলিক ভাষা থেকে ভাষার অতীত ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করার লক্ষ্যে গবেষণার জন্য ঢাকার পূর্ব-উপকণ্ঠে অবস্থিত ডেমরা থানার শ্রমিকশ্রেণির ভাষা বিশ্লেষণ গবেষণার বিষয় হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। ভাষার সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ডেমরা এলাকার শ্রমিকশ্রেণির ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয় ও বিশ্লেষণ বর্তমান গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

গবেষণা-পদ্ধতি

গবেষণার মূল বিষয় হলো ডেমরা অঞ্চলের শ্রমিকশ্রেণির ভাষা। ডেমরায় বসবাসরত শ্রমিকদের প্রাত্যহিক জীবনাচরণে ব্যবহৃত ভাষাসমূহের ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্ব আলোচনার প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ভাষিক-উপাত্ত সংগ্রহ করে তার ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, বাক্যতাত্ত্বিক ও অর্থতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার দুটো দিক তত্ত্ব বা theory ও বাস্তব পরিস্থিতি বা fact. তত্ত্ব ও বাস্তব পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ সামনে রেখে অভিসন্দর্ভের গবেষণা পদ্ধতি তিনটি ধাপে করা হয়েছে। যথা–

গবেষণা পদ্ধতির ধাপ–

১. পূর্ব-প্রস্তুতি
২. ভাষা-উপাত্ত সংগ্রহ
৩. উপাত্ত-বিশ্লেষণ

পূর্ব-প্রস্তুতি

গবেষণার পূর্ব-প্রস্তুতি পাঁচটি ধাপে করা হয়েছে। যেমন–

ক. প্রাক-ধারণা, খ. সাহিত্য-পর্যবেক্ষণ (Literature Review), গ. নমুনা-নির্বাচন, ঘ. গবেষণার একক বা চলক নির্ধারণ, ঙ. প্রশ্নপত্র প্রণয়ন

বর্তমান অভিসন্দর্ভের গবেষণা শুরুর আগে পূর্ব-প্রস্তুতি হিসেবে গবেষণার বিষয়ে কিছু প্রাক্-ধারণা (hypotheses) নেয়া হয়। এই প্রাক্-ধারণা সম্পূর্ণই অনুমাননির্ভর।

প্রাক-ধারাণা হল : (ক) ডেমরা থানার স্থানীয় শ্রমিকশ্রেণি (খ) ডেমরার বহিরাগত বিভিন্ন জেলার শ্রমিক শ্রেণির ভাষা। এই 'ক', 'খ' শ্রেণির কথোপকথনের ভাষায় পারস্পরিক সংমিশ্রণ অবশ্যম্ভাবী।

খ. সাহিত্য-পর্যবেক্ষণ (Literature review)

গবেষণার বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত গ্রন্থ, পূর্বতন গবেষণা কাজগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাঠ করার পর এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে গবেষণার বিষয় সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গ. নমুনা নির্বাচন

পুরো এলাকার ভাষার বৈচিত্র্য খোঁজার লক্ষে নমুনা নির্বাচনে ডেমরার শ্রমজীবী মানুষকে ছয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। এই ছয় শ্রেণির মানুষের কাছ থেকে তিন শ' প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে জরিপ চালানো হয়। প্রতিটি শ্রেণিতে পঞ্চাশ জন শ্রমিক জরিপে অংশগ্রহণ করে। এই শ্রেণিগুলো হল :

১. কৃষি শ্রমিক
২. অকৃষি শ্রমিক (মাটি কাটা, পাথর ভাঙা, কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি ইত্যাদি)
৩. কলকারখানার শ্রমিক
৪. পরিবহন শ্রমিক (বাস, টেম্পো, রিকশা, ভ্যান, নৌকার মাঝি ইত্যাদি)
৫. ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী (ফেরিওয়ালা, কাঁচা বাজারের দোকানদার, মাছবিক্রেতা, ছোট দোকানি)
৬. স্বনিয়োজিত পেশা (মুচি, নাপিত, স্বর্ণকার, কামার, কুমার ইত্যাদি)

Dhaka University Institutional Repository

উপাত্ত সংগ্রহ-পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণায় পরিমাণগত ও গুণগত উভয় ধরনের উপাত্তই সংগ্রহ করা হয়েছে

ভাষা উপাত্ত সংগ্রহ দুটি পদ্ধতির সাহায্যে করা হয়েছে, যথা–

ক. প্রশ্নমালা প্রণয়ন পদ্ধতি (পরিমাণগত তথ্যের জন্য)

খ. সাক্ষাৎকার পদ্ধতি (গুণগত তথ্যের জন্য)

প্রশ্নমালা প্রণয়ন :

গবেষণা প্রক্রিয়া

ভাষা সংগ্রহে নির্ধারিত রূপমূল তালিকা সংবলিত প্রশ্নমালা প্রণয়ন ও তার সাহায্যে ভাষা সংগ্রহ করা হয়। গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত প্রশ্নমালা নিয়ে ডেমরা থানার অন্তর্গত সব অঞ্চলে/এলাকায় নিজে গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। উপাত্ত সংগ্রহ করে তুলনামূলক পর্যালোচনার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়।

উপাত্ত বিশ্লেষণ :

প্রশ্নমালা ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গৃহীত রূপমূল থেকে ধ্বনি, শব্দের বৈচিত্র্য, বাক্যের গঠন ও বৈচিত্র্য তুলে ধরা হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণির ভাষার উপাত্ত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ধ্বনিতত্ত্বে স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি চিহ্নিত করে তা উচ্চারণ স্থান ও রীতিতে উপস্থাপন করে রূপতাত্ত্বিক উপাদানসমূহ যেমন–মুক্তরূপমূল, বদ্ধরূপমূল, কারক, বিভক্তি, বচন, সর্বনাম ইত্যাদির আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে। বাক্যতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের পাশাপাশি অর্থতাত্ত্বিক দিক আলোচিত হয়েছে। প্রশ্নমালা পূরণ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ, তথ্য সংগ্রহের এই পদ্ধতিগুলোর অন্যতম মূল লক্ষ্য হল পর্যবেক্ষণ। গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুযায়ী তথ্যগুলো পর্যায়ক্রমে সুসংবদ্ধভাবে উপস্থাপন করা হয়। বর্তমান গবেষণা-উপাত্ত বিশ্লেষণপর্বে সংগৃহীত তথ্য সমন্বয়, ব্যাখ্যা প্রদান তথ্য-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ছক, সারণি, মানচিত্র ও পাইচার্টের মাধ্যমে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণার অভিসন্দর্ভটি আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে ডেমরা থানার ভৌগোলিক পরিচয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণাকর্মে ব্যবহৃত গবেষণা-পদ্ধতি ও উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় স্থান পেয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ডেমরার আঞ্চলিক ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে বিভিন্ন মুক্ত ও বদ্ধরূপমূলের সাহায্যে ভাষার গঠন, প্রকৃতি নির্দেশ, পরিবর্তন ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে বাক্যতত্ত্ব। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ডেমরার আঞ্চলিক ভাষার অর্থতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় ব্যবহৃত রূপমূল বিষয় স্থান পেয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে উপসংহারে বর্তমান গবেষণার ফলাফল উপস্থাপিত হয়েছে এবং উপভাষা মাত্রচিত্র সংযুক্ত করা হয়েছে।

–হোসেন আফরোজ আরা শিল্পী

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র পৃষ্ঠা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় : ভৌগোলিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট ০১

দ্বিতীয় অধ্যায় : গবেষণা-পদ্ধতি ও অন্যান্য দিক ১৭

তৃতীয় অধ্যায় : ধ্বনিতত্ত্ব ৩৬

চতুর্থ অধ্যায় : রূপতত্ত্ব ৯৬

পঞ্চম অধ্যায় : বাক্যতত্ত্ব ১৪৬

ষষ্ঠ অধ্যায় : অর্থতত্ত্ব ১৮২

সপ্তম অধ্যায় : রূপমূল ভান্ডার ১৯৭

অষ্টম অধ্যায় : উপসংহার ২২৯

Dhaka University Institutional Repository

অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত চিহ্ন ও সংকেত

–	ঋণাত্মক দিক
+	ধনাত্মক দিক (ধ্বনিতত্ত্বে)
+	রূপমূল সংযুক্তি ও সংযোগস্থলে ব্যবহৃত
//	মূলধ্বনি নির্দেশক
/	বিকল্প প্রয়োগ
>	পূর্ব থেকে বর্তমান রূপ
<	বর্তমান থেকে পূর্ব রূপ
√	ধাতু চিহ্ন
-	অন্ত/পূর্ব বর্ণ সংযুক্তিসূচক
*	অব্যকরণ সম্মত
স্ব.রূ.	স্বতন্ত্র রূপমূল
ডে.আ.	ডেমরার আঞ্চলিক ভাষা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
ভৌগোলিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট

১.০ ভূমিকা

মানব-সম্প্রদায়ের পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের সক্রিয় মাধ্যম হল ভাষা। সংস্কৃত √ভাষ্ ধাতু থেকে ভাষা শব্দটির উৎপত্তি, যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'কথা বলা'। প্রধানত ভাষা হচ্ছে কণ্ঠনিসৃত ধ্বনি, যার অর্থগত দিক বিদ্যমান এবং বিশেষ সম্প্রদায় দ্বারা ব্যবহৃত।

উপভাষা হলো কোনো নির্দিষ্ট জনসম্প্রদায়ের দ্বারা ব্যবহৃত ধ্বনিগত, রূপগত ও বাক্যগঠনগত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ভাষা, যা সেই ভাষার অন্তর্গত অন্য জনসম্প্রদায় দ্বারা ব্যবহৃত ভাষা অথচ পরস্পর বোধগম্য। ভাষাতাত্ত্বিক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদের মতে, কোনো অঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী একটা বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে বসবাস করেন তখন ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক, পেশাগত কারণে চলিত ভাষার বিভিন্ন ধারিক পরিবর্তন সাধিত হয় এবং বিভিন্ন অঞ্চলের চলিত ভাষার পাশাপাশি তার ব্যতিক্রমধর্মী রূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অতএব উপভাষা হচ্ছে চলিত ভাষার একটা উপরূপ, যা ভাষার চেয়ে কম ভাষাভাষীদের অঞ্চলে নিজস্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। *(আধুনিক ভাষাতত্ত্ব, ১৯৯৭, পৃ. ১৪২)*

ভাষার সঙ্গে ব্যক্তি, সমাজ, সভ্যতা এবং সামগ্রিক মানবজীবন প্রবাহ পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। ভাষার ওপর বিভিন্ন সামাজিক আঞ্চলিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাই স্থান-কাল-পাত্রভেদে সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও নিয়ত পরিবর্তনশীল। সমাজের বিভিন্ন রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, সাংস্কৃতিক-সামাজিক ঘটনাবলি সবই ভাষার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। একটি সমাজে বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার লোক বাস করে। সমাজে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উচ্চবিত্ত-নিম্নবিত্ত, ধর্মগত, লিঙ্গ, বয়স, ব্যক্তিগত প্রভাব-প্রতিপত্তি, পেশাগত ইত্যাদি বিভিন্নতার কারণে সমাজে ভাষার বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য দেখা যায়। আর এই পার্থক্য ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক স্তরে যেমন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে, তেমনি রূপতাত্ত্বিক ও বাক্যতাত্ত্বিক স্তরেও ভাষা বৈচিত্র্য দান করে। তাই কোনো অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করার আগে সে অঞ্চলের ভৌগোলিক, সামাজিক ও মানুষের জীবন-জীবিকা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। নিচে গবেষণা এলাকার ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো।

১.১ ভৌগোলিক অবস্থান

বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তরপাড়ে অবস্থিত ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। বৃটিশ শাসনামলে বাংলাদেশ পূর্ববঙ্গ বা পূর্ববাংলা নামে পরিচিত ছিল এবং ঢাকা ছিল এ পূর্ববাংলার প্রধান শহর। ঢাকা জেলার উত্তরে ময়মনসিংহ জেলা, পূর্বে ত্রিপুরা, দক্ষিণে বাকেরগঞ্জ ও পশ্চিমে ফরিদপুর জেলা অবস্থিত।

Dhaka University Institutional Repository

অসম ত্রিভুজ আকৃতিসম্পন্ন ব-দ্বীপিয় ঢাকা অঞ্চলের শীর্ষদেশ তিনটি মোহনায় আবৃত। ঢাকা জেলার একদিকে গঙ্গা নদী, ব্রহ্মপুত্র নদ ও অন্যদিকে মেঘনা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল। আর পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রসারিত সর্বনিম্ন অংশে প্রবাহিত বেশ কয়েকটি ছোট-বড় নদী। এসব অসংখ্য নদ-নদীর মধ্যে অধিকাংশ নদ-নদী গ্রীষ্মকালে থাকে শুষ্ক, আর বর্ষাকালে নাব্য। তাই ঢাকার অধিকাংশ ভূমির গঠন প্লাবন-পলিতে, আর পলিমাটির সঞ্জীবনী সুধায় উর্বর এই ব-দ্বীপ ঢাকা প্রাকৃতিক সম্পদ, অনুকূল আবহাওয়া ও ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে কৃষিপণ্যে এতই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল যে এ অঞ্চলকে ব্রিটিশ আমলে বাংলার শস্যভাণ্ডার নামে আখ্যা দেয়া হয়েছিল।

পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও অন্যান্য উপনদীগুলোর পলিমাটি পূর্ববাংলাকে কেবল সমৃদ্ধই করেছিল তাই নয়, এ নদীগুলো দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াতের সুবিধাও করে দিয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম সার্ভেয়ার জেনারেল জেমস রেনেল (James Rennell) ১৭৬৫ সালে বাংলার নদীগুলো জরিপ করেছিলেন। জরিপের পর ঢাকা ও নদীগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে তার উপলব্ধি নিম্নোক্ত মন্তব্য থেকে স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়–

'বাংলা রাজ্যটি বিশেষ করে এর পূর্বাঞ্চল প্রাকৃতিক নানাবিধ সুবিধার কারণে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য পরিচালনার জন্য পৃথিবীর যেকোন দেশের চে' উত্তম। কেননা এখানকার নদীগুলো শাখা-প্রশাখায় এমনভাবে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে আছে যে এখানকার অধিবাসীরা যেকোনো জলপথে অনায়াসেই কোনো এক প্রধান স্থান থেকে অন্যএক প্রধান স্থানে চলে যেতে পারে।' *(ঢাকা ইতিহাস ও নগরজীবন ১৮৪০-১৯২১, শরীফ উদ্দিন আহমেদ, পৃ. ১৩)*

পূর্ববাংলার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ঢাকা এই গুরুত্বপূর্ণ নদীপথকে অত্যন্ত সার্থকভাবে ব্যবহার করতে পেরেছিল। বুড়িগঙ্গা ও ধলেশ্বরীর মাধ্যমে পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার মতো নাব্য নদ-নদীগুলোর সঙ্গে ঢাকার সংযোগ তৈরি হয়, যার ফলে আশেপাশের জেলাগুলোর সঙ্গে ঢাকার সম্পর্ক নিবিড় হয়ে ওঠে। প্রায় ২৬ মাইল দীর্ঘ বুড়িগঙ্গা নদী নারায়ণগঞ্জের কাছে পুনরায় ধলেশ্বরী নদীর সঙ্গে মিশে গেছে।

ঢাকা জেলার পূর্ব-উপকণ্ঠে ডেমরা থানা অবস্থিত। পরিসংখ্যানগতভাবে এটি একটি মেট্রোপলিটন এলাকা, যেটি ১৯৭৬ সাল থেকে বিদ্যমান। কেউ নিশ্চিতভাবে জানেন না এটির সূচনা কোথায় থেকে হয়েছে। সাধারণ মানুষের ধারণা, এই নামটি মৌজা থেকে এসেছে, যেটি সদর-দপ্তর থেকে নির্দেশিত।

১.১.১ সীমানা এবং অবস্থান

ডেমরা থানার আয়নত ৩৯.৬৬ বর্গকিলোমিটার। এটার অবস্থান উত্তর অক্ষাংশের ২৩°৪১ ও ২৩°৪৬ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের ৯০°২৫ এবং ৯০°৩১এর মধ্যে। থানাটির সীমানা– উত্তরে গুলশান থানা, পূর্বে নারায়ণগঞ্জ সদর থানা, দক্ষিণে শ্যামপুর থানা এবং পশ্চিমে মতিঝিল ও সূত্রাপুর থানা। *(তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ আদমশুমারি ২০০১; কমিউনিটি সিরিজ, জেলা ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৭)*

Dhaka University Institutional Repository

১.২ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক ও নদ-নদীর প্রাচুর্যের জন্য ১৬১০ সালে বাংলার মোগল শাসনকর্তা ইসলাম খান বিহারের তাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তর করেন। ইসলাম খানের সময় থেকে ঢাকা বিস্তৃত হতে থাকে এবং ঢাকার বর্তমান কেন্দ্রীয় কারাগার (পুরনো দুর্গ) অঞ্চলটি নতুন মোগল শহরে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে। এরপরেই ঢাকা বাণিজ্যিক এলাকাতে পরিণত হয়।

এ অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকর্ম বিশেষ করে সুতি কাপড় ও পোষাক সংগ্রহ করে উত্তরে গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চল ও বহির্বিশ্বে রপ্তানি করে এবং আমদানিকৃত সকল কাঁচামাল ও শিল্পকর্ম সারা পূর্ববাংলায় বিতরণ করার মধ্যদিয়েই ঢাকার উন্নয়ন শুরু হয়।

ইউরোপীয়, আরমেনিয়, মোগল, পাঠান, তুর্কি, মাওয়ারি ও উত্তর ভারতীয় হিন্দুসহ সকল বিদেশি ও ভারতীয় বণিক, ব্যবসায়ী ও ব্যাংকার সকলে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে ঢাকায় আসতে শুরু করে। সংগঠিত ইউরোপীয় বাণিজ্য কোম্পানিগুলোও আসতে থাকে। ইংল্যান্ড, হল্যান্ড এবং ফ্রান্সের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও ঢাকায় এসে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। ঢাকা এসময়ে একটি বৃহৎ শিল্পএলাকা হিসেবে বিকশিত হয়। শহর গড়ে ওঠার সাথে সাথে আগমন ঘটে বিভিন্ন কারিগর, শিল্পী এবং উৎপাদনকারীদের। রাজধানী প্রতিষ্ঠার পর পর ঢাকাও একটি বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ সুতিবস্ত্র তৈরির কেন্দ্র হিসেবে বিকশিত হয় এবং মোগল শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকা শহরের অদূরে ডেমরা এলাকার তাঁতিদের তৈরি মসলিন শিল্পের উৎপাদন চূড়ান্ত উৎকর্ষ এবং খ্যাতি অর্জন করে। এ সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে শুরু করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ঢাকার তাঁতিদের তৈরি এই সূক্ষ্ম মসলিন কাপড় রপ্তানি করা হত।

কালের পরিক্রমায় এ শিল্প হারিয়ে গেছে, কিন্তু এ শিল্পের সঙ্গে জড়িত কারিগরদের বংশধরেরা যুগ যুগ ধরে এ শিল্পধারা বহন করে আসছে বলে জামদানি শাড়ি আমরা আজও দেখতে পাই। নারায়ণগঞ্জ জেলার নওয়াপাড়া গ্রামেই জামদানি শিল্পের কারিগরদের বসতি, আর ডেমরাঘাট এলাকা জামদানি শাড়ি বিক্রির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

১.৩ জনসংখ্যা

ডেমরা থানার জনসংখ্যা ৪,২৭,৯৭২ জন, যার মধ্যে ২,৩৮,১৭৩ জন পুরুষ এবং ১,৮৯,৭৯৯ জন মহিলা। *(প্রাগুক্ত)*

Dhaka University Institutional Repository

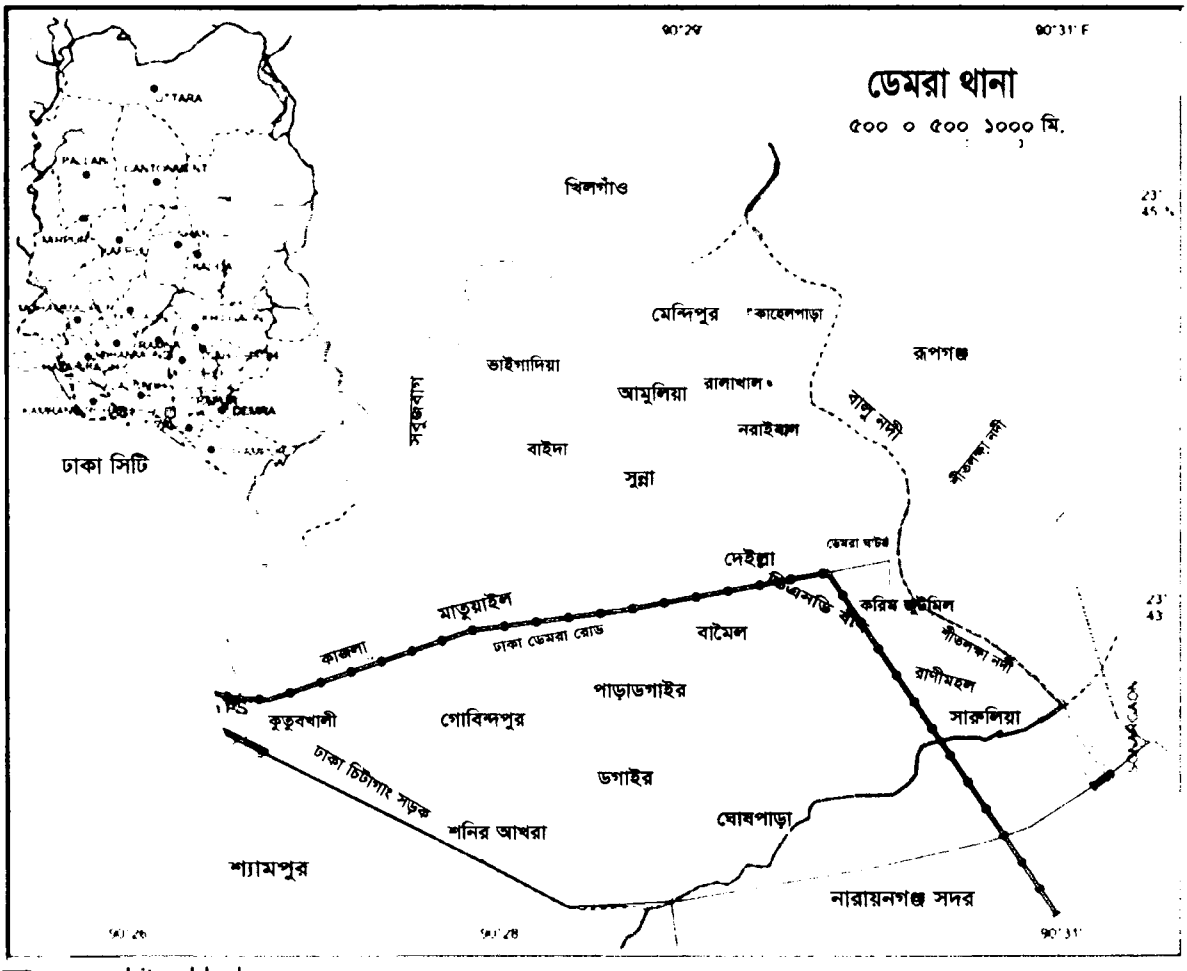

সূত্র : manschitrasblock.com

১.৩.১ ডেমরার ইউনিয়ন-ওয়ার্ড এবং মৌজা-মহল্লার বৈশিষ্ট্য

ডেমরা থানায় ৩টি ওয়ার্ড, ৩টি ইউনিয়ন, ৯টি মহল্লা, ২৪টি মৌজা এবং ৪৭টি গ্রাম রয়েছে। ওয়ার্ড/ইউনিয়ন, মহল্লা/মৌজা এবং গ্রামের গড় জনসংখ্যার আকার যথাক্রমে–৭১,৩২৯, ১২,৯৬৯ এবং ৯,১০৬ জন। *(প্রাগুক্ত)*

১.৩.২ স্থানীয় ও বহিরাগত

ডেমরা থানা বিভিন্ন ধরনের কলকারখানা সমৃদ্ধ কৃষি প্রধান এলাকা। এ এলাকার অধিবাসীরা কৃষিকাজ, ক্ষেতমজুর, দোকানদারি ক্ষুদ্র ব্যবসা, সেই সঙ্গে কলকারখানায় কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। বর্তমানে ডেমরায় শ্রমিকদের কর্মপরিধি বেড়েছে, সেই সঙ্গে বেড়েছে শ্রমিকদের আধিক্য। এক সময় স্থানীয় শ্রমিকেরা ছিল কাজের মূলশক্তি। কাজের পরিধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের শ্রমিকেরাও এসে যুক্ত হচ্ছে নানাকাজে। বর্তমানে বাইরের শ্রমিকের সংখ্যা এত বেড়েছে তারা স্থানীয় শ্রমিকদের ছাড়িয়ে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

করিম ও বাওয়ানি জুট মিল ও পাইটি এবং স্টাফ কোয়ার্টার এলাকার কয়েকটা কলকারখানা পরিদর্শন করে দেখা গেছে, ওইসব কলকারখানার মোট শ্রমিকের ৬০ ভাগ বাইরের থেকে আসা এবং বাকি ৪০ ভাগ স্থানীয়। এ সংখ্যা পরিবহণ, কৃষি, ইটভাঙা, রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি ইত্যাদি খাতেও পরিলক্ষিত হয়েছে।

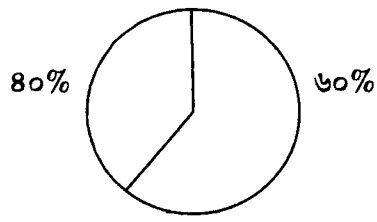

চিত্র : পাই-চার্টের মাধ্যমে স্থানীয় ও বহিরাগত শ্রমিকদের শতকরা হিসাব

বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়ণের পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। মফস্বল শহরগুলোতে যেভাবে বিস্তৃতি ঘটছে ঢাকা শহরে তার চে' অনেক বেশি। ফলে ডেমরা অঞ্চলে যে আবাদি জমি ছিল দ্রুত নগরায়ণের ফলে তা হ্রাস পেতে পেতে অনেক জায়গায় এমন একটা পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে, এক সময়কার কৃষিনির্ভর এলাকা দালান-কোটার শহরে পরিণত হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের পাশাপাশি জায়গা করে নিয়েছে অন্য পেশার শিক্ষিত মানুষ।

১.৩.৩ পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস

ডেমরা থানায় যত পরিবার রয়েছে তার ৩.১১% কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল। কৃষিকাজের এই অংশে ফসল, গরু-ছাগল, বন ও মৎস্যচাষের সঙ্গে জড়িত ১.৬২%, কৃষিতে মজুরি দেয় ১.৪৯%। অন্যান্য উৎসের সঙ্গে জড়িত পরিবার হল–অকৃষি মজুরি ১.৭৯%, কলকারখানা ২.০৬%, ব্যবসা ২৮.৪২%, চাকরি ৩২.০৮, নির্মাণ কাজ ৩.২১, ধর্মীয় সেবা ০.১৭, ভাড়া ও বৈদেশিক আয় ২.৯৫, ট্রান্সপোর্ট ও যোগাযোগ ১১.৩২ এবং অন্যান্য ১৪.৮৮%। *(প্রাগুক্ত, আদমশুমারি রিপোর্ট)*

১.৩.৪ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড

ডেমরা থানায় ২১.৬২% শিশু রয়েছে, যাদের বয়স ১০ বছরের নিচে। জনসংখ্যার মধ্যে ১০ বছর এবং তার ওপরের বয়সী রয়েছে ৩২.৩১%, যারা কোন কাজ করে না। কাজ অনুসন্ধান করছে এমন জনসংখ্যা রয়েছে এখানে ২.৮৯%। গৃহস্থালি কাজে জনসংখ্যা ২২.৫৫% এবং বাদ বাকি ৪২.২৫% নানাকাজের সঙ্গে জড়িত। এই ৪২.২৫%এর মধ্যে কৃষিতে ৬.৩৫%, কল-কারখানায় ২.৪১%, ব্যবসায়ে ৯.৫২%, চাকরিতে ১.২৮%, নির্মাণকাজে ১.৬৮%, ট্রান্সপোর্ট এবং যোগাযোগে ৪.৩১% এবং অন্যান্য কাজে ১৬.৭১% নিয়োজিত রয়েছে। *(প্রাগুক্ত, আদমশুমারি রিপোর্ট)*

Dhaka University Institutional Repository

ডেমরায় করিম জুটমিল ও বাওয়ানি জুটমিল নামে দুটি বড় পাটকল রয়েছে। বস্ত্রশিল্পের কারখানা রয়েছে দুটি। এর মধ্যে একটি পাইটি এলাকায়, অন্যটি ডেমরার স্টাফ কোয়ার্টার এলাকায়। এছাড়া ছোট বড় অনেক কলকারখানা আছে ডেমরা এলাকায়। এসব কলকারখানায় স্থানীয় ও বহিরাগত শ্রমিকেরা কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। ডেমরার অন্তপুর নিবাসী অল্পশিক্ষিত ও নিরক্ষর মেয়েরাও ঘরে বসে নেই। তারা ঘরে বসে টুপি সেলাই, জামা, শাড়িতে জরি, পুতি ও সুতার কাজ করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে।

১.৩.৫ সামাজিক জীবন

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ডেমরা থানার মানুষের জীবনযাত্রার মান উচ্চ, মধ্য ও নিম্নশ্রেণিভুক্ত। তবে বেশিরভাগ মানুষেরই জীবনযাত্রার মান মধ্যবিত্ত শ্রেণি পর্যায়ের। বহিরাগত অধিবাসীদের মধ্যে ৭০% ভাগ অধিবাসীর জীবনযাত্রার মান নিম্নপর্যায়ের। তারা বেশিরভাগ কলকারখানার শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত। এ এলাকার মানুষ ভিক্ষাবৃত্তি করে না। বহিরাগত ভিক্ষুকও তুলনামূলকভাবে অনেক কম দেখা যায়।

১.৩.৬ স্বভাব

এ এলাকার মানুষেরা স্বভাবগত দিক থেকে অধিকাংশই অলস, জেদি এবং মারমুখি। তবে বড় কোন সমস্যায় এলাকার মানুষ একজোট হয়ে কাজ করে। এখানকার সংসারজীবন এবং কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিভিন্ন কাজের সঙ্গে জড়িত।

ডেমরা থানার সর্বত্রই পৈতৃক জায়গাজমি নিয়ে ঝগড়াঝাটি হয় এবং তা মামলা-মোকদ্দমা পর্যন্ত গড়ায়। বর্তমানে সেটি অনেকগুণে বেড়ে গেছে।

১.৩.৭ খাদ্য

খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে এ এলাকায় বসবাসরত জনগণের নিজস্বরীতি ও ঢং রয়েছে। তারা সাধারণত অন্য সকলের মতো সাধারণ খাবার খেয়ে থাকে। তবে টকজাতীয় খাবারের প্রতি এ অঞ্চলের মানুষের আগ্রহ একটু বেশি। টকজাতীয় তরকারিকে এ অঞ্চলের লোকেরা সাধারণত খাট্টা বলে থাকে।

'মাছে ভাতে বাঙালি'–এ প্রবাদটি ডেমরার জনগণের জন্য প্রযোজ্য। কারণ আগে এখানে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। বর্ষা-মৌসুমে সেটি বেশি পরিমাণে পরিলক্ষিত হত। আগে এসব এলাকার মানুষ সকালের নাস্তায় পান্তা ভাত, গরম ভাত, তরকারি, খৈ, মুড়ি ইত্যাদি খেত। বর্তমানে খাবারের তালিকায় আটার রুটি, চা, পাউরুটি ইত্যাদি স্থান করে নিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এলাকার মানুষের প্রতিটি ঘরে দুপুর ও রাতের খাবার তালিকায় ডাল অবশ্যই থাকে। এছাড়া মাছ, মাংস, সবজি খেয়ে থাকে। এ এলাকার মানুষ নিরামিশ খুব পছন্দ করে। মিষ্টিজাতীয় খাবারের প্রতি এলাকার মানুষের দুর্বলতা অত্যধিক।

সারণি : ১

দৈনিক খাদ্যের বিবরণ (১টি পরিবারের)

উচ্চবিত্ত/মধ্যবিত্ত	নিম্নবিত্ত
সকাল : পাউরুটি, ডিম, কলা, রুটি, ভাজি, চা	পান্তা, মরিচ, চিতল পিঠার সাথে ভর্তা ইত্যাদি
দুপুর : ভাত, ডাল, (মাছ/মাংস) সবজি, মিষ্টিজাতীয় খাবার	ভাত, ডাল, শাক-সবজি, মাছ (কদাচিৎ), আলু ভর্তা
রাত : ভাত, ডাল, (মাছ/মাংস) সবজি, দুধ/দৈ	ভাত, ডাল, মাছ, ভর্তা, শাক-সবজি

বাড়িতে আগত অতিথিদের আপ্যায়নের পর পান-তামাক পরিবেশনের প্রচলন আগেও ছিল, এখনো আছে।

১.৩.৮ পোশাক-পরিচ্ছদ

পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে বাঙালি সংস্কৃতি ও আধুনিকতার ছাপ বিদ্যমান। সাধারণত মহিলারা আটপৌঢ়ে পোশাক পরিধান করে। বর্তমানে আধুনিকতার ছাপ ও সেটেলাইটের প্রভাব পড়েছে তরুণপ্রজন্মের ওপর। আগে এ এলাকার পুরুষেরা পাঞ্জাবি, পায়জামা, লুঙ্গি ব্যবহার করত। মেয়েরা ব্যবহার করত জামা, পায়জামা, গামছা। তারা বিয়ের পর শাড়ি পরত। মহিলাদের একটি অংশ শাড়ির নিচে ব্লাউজ, পেটিকোট ব্যবহার করত না।

অলঙ্কার হিসাবে সোনা-রূপার চল ছিল, তবে রূপার গয়না বেশি ব্যবহার করত। পায়ে মল, কোমরে বিছা, হাতে বাজুবন্ধ, গলায় হাশুলি ইত্যাদি ব্যবহার ছিল চোখে পড়ার মতো।

১.৩.৯ বাড়িঘর

ডেমরার স্থানীয় অধিবাসীদের ৯০% নিজ নিজ পৈতৃক নিবাসে, ১০% শহর এলাকায় বসবাস করে। এই থানার অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলে বহিরাগত ২০% মানুষ নিজেরা জায়গা কিনে বাড়ি করে বসতি স্থাপন করেছে। ৮০% মানুষ অন্যদের বাড়িতে ভাড়া এবং বস্তিতে বসবাস করে।

ডেমরা থানার অন্তর্গত গ্রামগুলো বাঁশঝাড়, আম, জাম, তাল এবং নানা গাছপালায় আচ্ছাদিত। প্রায় প্রতিটি বাড়িতে গাছপালা আছে। বাড়িঘর পূর্বে মাটির ছিল, টিনের চাল ছিল। জমি থেকে ঘরের ভিটা বেশ উঁচুতে ছিল, কারণ পূর্বে ডেমরা এলাকা চারদিক থেকে পানি দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এসব এলাকায় স্থানে স্থানে মাটির টিলার মত উঁচু এলাকায় ঘরবাড়ি নিয়ে গড়ে উঠেছিল এসব গ্রাম। স্বচ্ছল ও কম স্বচ্ছল

Dhaka University Institutional Repository

পরিবারের ঘরের বাহ্যিক অবস্থার খুব বেশি তারতম্য ছিল না। তবে স্বচ্ছল পরিবারের অবস্থা অন্যদের তুলনায় ভাল ছিল।

স্বচ্ছল পরিবারগুলোতে খাট-পালঙ্ক ব্যবহৃত হত, তবে খুব কম। চৌকি ব্যবহার করত। তাছাড়া ঘরের মেঝে মাটিতে বিছানা করেও তারা ঘুমোত। গোয়ালঘর, রান্নার ব্যবস্থা আলাদা আলাদা ছিল সব বাড়িতেই।

১.৩.১০ উৎসব

সামাজিক উৎসবগুলোর সবই এখানে পালিত হয়। ঈদ, শবেবরাত, শবেকদর, সুন্নতে খাতনা, বিবাহ, কান ফোঁরানোর উৎসব, জন্মদিন ইত্যাদি ছাড়াও পহেলা বৈশাখে ডেমরার মাতুয়াইলে বিরাট মেলা হয়। সেখানে স্বপ্নে পাওয়া একটি ঔষধ দেয়া হয়, যা দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এসে নিয়ে যায়। এই ঔষধ সকালে খালি পেটে খেতে হয়। যেদিন ঔষধটি খায় সেদিন সবাইকে নিরামিশ খেতে হয়।

শীতলক্ষ্যা নদীর তীরবর্তী বালু নদীর পাশে বাউলের বাজার এলাকায় প্রতি বছর বাউলমেলা হয়। মাঘী পূর্ণিমার পরের দিন এ মেলা বসে। মেলায় দুপুরে কীর্তন এবং রাতে যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এ মেলার এক সপ্তাহ পর আরেকটি মেলা বসে, যা দীনবন্ধু মেলা নামে পরিচিত। বালু নদীর পাড়ে অবস্থিত মন্দিরের গাত্রের ফলক থেকে জানা যায়, মহাপুরুষোত্তম শ্রী শ্রী সুধারাম বাউল প্রায় আড়াই শ' বছর আগে সাধনার পর সিদ্ধি লাভ করে ডেমরার কায়েত পাড়ায় এসে জীবের কল্যাণ কামনায় আত্মনিয়োগ করেন। তখন থেকে ওই জায়গার নাম হয় বাউলের বাজার (তীর্থভূমি)। আগে এলাকার মানুষ মুসলমানেরা বাউলভাবাপন্ন এবং পীরবাদী ছিল। তারা তাদের গাছের ফল বা উৎপাদিত ফসলের রান্না করা খাবার আগে পীর বা মোল্লাকে দিত, পরে নিজেরা খেত। বর্তমানে তার প্রচলন নেই বললে চলে।

১.৩.১১ শিশুদের নামকরণ

নতুন শিশু জন্মগ্রহণ করলে নাম রাখা হত মসজিদের ইমামকে দিয়ে। এছাড়া নিজেদের পরিবারের টাইটেল ব্যবহার করেও নাম রাখার প্রচলন দেখা যায়। যেমন : হোসেন, মোল্লা, খান ইত্যাদি টাইটেল।

১.৩.১২ সামাজিক সংস্কার

সামাজিক সংস্কার মানুষের মজ্জাগত সহজাতপ্রবৃত্তি। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের মধ্যে কিছু কিছু সামাজিক সংস্কার বিদ্যমান। যেমন–যাত্রাপথে পেছন থেকে ডাকলে অমঙ্গল ভাবে, হাঁচি দিলে অমঙ্গল মনে করে। স্বপ্নে দাঁত পড়া দেখলে মুরুব্বি শ্রেণির কেউ মারা যাবে এ জাতীয় সংস্কার বিদ্যমান। সন্ধায় কেউ ঘর ঝাট দেয় না অমঙ্গল হবে ভেবে।

সংস্কারাচ্ছন্ন শ্রেণির লোকেরা ভূত, প্রেত ইত্যাদি বিশ্বাস করে। মানুষ বিশ্বাস করে ভূত প্রাচীন বটগাছে বাস করে। কারণ বটগাছের ঘন পাতায় সব সময় এক রহস্যময় পরিবেশের সৃষ্টি করে। সহজ সরল

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ রহস্যঘেরা পরিবেশে আতঙ্কিত হয়ে বিশ্বাস করে এখানে ভূত বাস করে। আর ভগ্নপ্রায় জীর্ণ মন্দির নয়তো কবরস্থানে বাস করে জ্বিন-ভূত এটাই তাদের বিশ্বাস। শুধু সহজ সরল সাধারণ মানুষই নয়, শিক্ষিত লোকেরাও এই জ্বিন-ভূতের আতঙ্কে আতঙ্কিত।

১.৩.১৩ কৃষিকাজ

লাঙ্গল, দা, কাঁচি, শাবল ইত্যাদি সাধারণ যন্ত্রপাতি ছাড়াও উন্নত ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতিও ব্যবহার করে থাকে। কৃষিতে স্থানীয় নিম্নবিত্ত মানুষ ও বহিরাগত শ্রমিক উভয়ে শ্রম দিয়ে থাকে। উত্তরবঙ্গ বিশেষ করে রংপুর জেলার মানুষ এখানে এসে কৃষিতে শ্রম বিক্রি করে। সবচে' বড় সংখ্যক মানুষ আসে ময়মনসিংহ জেলা থেকে।

১.৩.১৪ শিক্ষা ও সংস্কৃতি

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার হার তুলনামূলকভাবে অতীতে কম ছিল। বর্তমানে শিক্ষার হার অনেক বেড়েছে। ডেমরা এলাকার মানুষ বরাবরই সাহিত্য ও সংস্কৃতি অনুরাগী। এখানে যাত্রাপালা, কবিগান, বয়াতির গান, মঞ্চ-নাটক, সাহিত্যক্লাব ইত্যাদির প্রচলন রয়েছে।

১.৩.১৫ ধর্ম

ডেমরা এলাকায় মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকের আধিক্য লক্ষণীয়। অন্য ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা নগণ্য। ডেমরার ধার্মিকপাড়া নামক স্থানে তুলনামূলকভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস বেশি চোখে পড়ে। সূফি, বাউল ও ভাববাদী মনের পরিচয় এ এলাকার মানুষের মধ্যে বেশি দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ২

একনজরে ডেমরা থানার পরিসংখ্যান

বিষয়		২০০১	১৯৯১	প্রবৃদ্ধির হার	
				দশক	বার্ষিক
১.	**এলাকা**				
	বর্গ কিলোমিটার	৩৯.৬৬	৪৭.৩৫		
	বর্গমাইল	১৫.৩১	১৮.২৮		
২.	**খানা/পরিবার**				
	থানা	৯১৩৮৪	১০২৭৫৭	(-) ১১.০৭	(-) ১.১৭
	নগর	৯১৩৮৪	১০২৭৫৭	(-) ১১.০৭	(-) ১.১৭
৩.	**খানার আকার (অধিবাসী)**				
	থানা	৪.৭	৫.১	(-) ৭.৮৪	(-) ০.৮১
	নগর	৪.৭	৫.১	(-) ৭.৮৪	(-) ০.৮১
৪.	**জনসংখ্যা**				
	উভয় লিঙ্গ	৪২৭৯৭২	৫২১১৬০	(-) ১৭.৮৮	(-) ১.৯৫
	পুরুষ	২৩৮১৭৩	২৯৪০৪৪	(-) ১৯.০০	(-) ২.০৯
	মহিলা	১৮৯৭৯৯	২২৭১১৬	(-) ১৬.৪৩	(-) ১.৭৮
৫.	**ঘনত্ব**				
	প্রতি বর্গ কিলোমিটার	১০৭৯১	১১০০৭	(-) ১.৯৬	(-) ০.২০
	প্রতি বর্গ মাইল	২৭৯৫৪	২৮৫১০	(-) ১.৯৫	(-) ০.২০
৬.	**লিঙ্গ অনুপাত**				
	থানা	১২৫	১২৯		
	নগর	১২৫	১২৯		
৭.	**স্বাক্ষরতার হার (৭ বছর এবং তার উপরে)**				
	উভয় লিঙ্গ	৬৪.২	৫২.৩	২২.৭৫	২.০৭
	পুরুষ	৬৭.৭	৫৮.২	১৬.৩২	১.৫২
	মহিলা	৫৯.৭	৪৪.২	৩৫.০৭	২.৯৩
৮.	**বিদ্যালয়ে উপস্থিতি (৫-২৪ বছর)**				
	উভয় লিঙ্গ	৭৮৩৪৭	৯৭৯২৩	(-) ১৯.৯৯	(-) ২.২১
	পুরুষ	৪২৪৭৭	৫৩৬৫৮	(-) ২০.৮৪	(-) ২.৩১
	মহিলা	৩৫৮৭০	৪৪২৬৫	(-) ১৮.৯৭	(-) ২.০৮
৯.	শহরের জনসংখ্যা (%)	১০০.০০	১০০.০০		
১০.	**প্রশাসনিক বিভাগ**				
	সিটি ওয়ার্ড	৩	৫		
	সিটি মহল্লা	৯	২৩		
	ইউনিয়ন	৩	৩		
	মৌজা	২৭	৩১		
	গ্রাম	৪৭	৫৫		

তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ আদমশুমারি ২০০১; কমিউনিটি সিরিজ, জেলা ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

১.৪ ডেমরার আভ্যন্তরীণ ভাষা-বৈচিত্র্য

ডেমরা থানার অন্তর্গত সব অঞ্চলের মানুষের ভাষার উপর গবেষণা চালানো হয়েছে। গবেষণার জন্য উপভাষার রূপমূল সংগ্রহ করে রূপমূলের সাধারণ বৈশিষ্ট্য নির্ণয় ও প্রমিত ভাষার সঙ্গে এর সম্পর্ক উদঘাটন করা হয়েছে। এভাবে প্রতিটি গবেষণা অঞ্চলের ভাষা-গবেষণা করে দেখা গেছে, ডেমরা থানার অন্তর্গত কিছু কিছু এলাকার ভাষায় রয়েছে স্বতন্ত্র ভাষাগত বৈশিষ্ট্য। একই ভাষা ব্যবহারকারী জনসমষ্টির মধ্যে ভৌগোলিকভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে অবস্থানের জন্য একপ্রান্তের মানুষের সঙ্গে অন্যপ্রান্তের মানুষের যোগাযোগ এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান তুলনামূলকভাবে কম হয়। ফলে তাদের কথাবার্তায় ভাষাগত পার্থক্য বা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন–আমুলিয়া, নড়াইল এলাকা ডেমরা থানার অধীন হওয়া সত্ত্বেও এ থানার অন্তর্গত অন্যান্য এলাকা থেকে ভাষাগত দিক থেকে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। নড়াইল ও আমুলিয়া এলাকার ভাষায় ব্যবহৃত বাক্যের শেষ রূপমূলে একটা অতিরিক্ত 'টান' লক্ষ করা যায়, যা ডেমরা থানার অন্য কোথাও ব্যবহৃত হতে দেখা যায় না। এসব অঞ্চলে ধ্বনির উচ্চারণ, রূপমূলের প্রয়োগ, বাক্যের বিন্যাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য সুস্পষ্ট। কেননা ভৌগোলিক অবস্থান ও পেশাগত কারণে ডেমরার অন্যত্র থেকে বসতি স্থাপন করছে বহু বহিরাগত মানুষ। বহিরাগত মানুষের সঙ্গে সহাবস্থানের কারণে স্থানীয় ভাষা এবং বহিরাগতদের ভাষার কিছুটা সংমিশ্রণ ঘটেছে। যেমন– 'আঙগো' এই রূপমূলটি চাঁদপুর অঞ্চলের। ঢাকায় এর রূপমূল 'আমগো'। কিন্তু বর্তমানে মাতুয়াইল, ডগাইর, আমুলিয়া এলাকার মানুষের ভেতর চাঁদপুর অঞ্চলের ভাষার সংমিশ্রণ ঘটায় এসব এলাকার কথোপকথনে 'আঙগো' রূপমূলের ব্যবহার দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ–

প্রমিতরূপ	ডেমরার আঞ্চলিক রূপ	বহিরাগত ভাষারূপ	বহিরাগত অঞ্চল	ব্যবহৃত এলাকা
আমাদের	আমগো	আঙগো	কুমিল্লা/চাঁদপুর	আমুলিয়া
আমরা	আমরা	মোরা	বরিশাল	সারুলিয়া
হবে	হইবো	অইবে	বরিশাল	সারুলিয়া

ডেমরার আমুলিয়া এলাকায় একই রূপমূলের দুটি রূপ প্রচলিত। প্রথম রূপটি স্থানীয়। দীর্ঘদিন ধরে যারা বসবাস করছে এই অঞ্চলে তারা 'আমাদের' রূপমূলটি 'আমগো' রূপে উচ্চারণ করে। 'আমাদের' রূপমূলের দ্বিতীয় রূপ 'আঙগো' রূপে উচ্চারণ করে। আমাদের রূপমূলের দ্বিতীয় রূপ 'আঙগো'–উচ্চারণ করছে, যারা বহিরাগত অত্র এলাকায় বসবাস করছে বর্তমানে। বহিরাগতদের সঙ্গে স্থানীয়দের বসবাস ও কথোপকথনের ফলে স্থানীয় রূপমূল 'আমগো' রূপের পরিবর্তন দেখা যায়।

আমুলিয়া এলাকায় 'কুমিল্লা' চাঁদপুর অঞ্চলের লোক বেশি বসবাস করার ফলে কুমিল্লা অঞ্চলের ভাষার কিছুটা প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তদ্রুপ সারুলিয়া এলাকায় বরিশালের লোক বেশি থাকায় 'আমরা' রূপমূলের দুটি রূপ 'আমরা' 'মোরা' প্রচলিত।

ডেমরা অঞ্চলে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র এবং বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের বসবাস। তবে ডেমরা অঞ্চল যেহেতু শিল্পপ্রধান এলাকা, তাই এ অঞ্চলে শ্রমজীবী মানুষের আধিক্যই বেশি। এই উৎকৃষ্ট শ্রেণির

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমিকেরা যে ভাষায় কথা বলে সে ভাষাটাই ডেমরার আঞ্চলিক ও প্রকৃত ভাষা। ডেমরার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের দিক থেকে সমাজের শিক্ষিত-অশিক্ষিত, স্ত্রী-পুরুষ ভেদে ভাষায় পার্থক্য দেখা যায়। শিক্ষিত শ্রেণির ধ্বনির উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য প্রমিত বাংলার ন্যায়। আর স্বল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত শ্রেণির ভাষায় আঞ্চলিক উচ্চারণভঙ্গি লক্ষ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ–

ব্যবহারকারী	আঞ্চলিক রূপ	প্রমিত রূপ	ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য
শিক্ষিত	সকাল	সকাল	-
স্বল্পশিক্ষিত	সহাল	সকাল	'সকাল'-এর 'ক' ধ্বনি 'হ' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়েছে
সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন	বিহান		স্বতন্ত্র রূপমূলের প্রয়োগ ঘটেছে
নিরক্ষর	বিয়ান		স্বতন্ত্র রূপমূলে

স্বল্পশিক্ষিত বা নিরক্ষর শ্রেণি যখন শিক্ষিত শ্রেণির সঙ্গে কথা বলে তখন কিছুটা সচেতন হয়ে কথা বলতে গিয়ে আঞ্চলিক রূপমূলটি প্রমিত ভাষার আদলে বিকৃতরূপে উচ্চারণ করে।

১.৪.১ ডেমরার থানায় প্রচলিত সম্বোধনবাচক রূপমূল

সম্বোধন পদ দ্বারা কাউকে আহ্বান করা বোঝায়। ডেমরা থানায় প্রচলিত ভাষায় সম্বোধনবাচক অব্যয় ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। প্রমিত বাংলায় সর্বনামের ক্ষেত্রে আপনি/ তুমি/ তুই ব্যবহৃত হয়। ডেমরার উপভাষায় 'আপনি'র ব্যবহার আছে। তবে কথা প্রসঙ্গে ছেলেমেয়ে পিতা বা মাতাকে 'হেয়' বলে সম্বোধন করে। অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন বা নিরক্ষর সবাই সম্বোধনের ক্ষেত্রে 'হেয়', 'হ্যায়', 'উইয়ে', 'উয়ে' উচ্চারণ করে থাকে। সামাজিক সম্পর্কের দিক থেকে তিনি বয়স্ক ব্যক্তি হলেও তার ক্ষেত্রে 'হেয়' মুরুব্বি বলে সম্বোধন করে। গ্রামের স্ত্রীরা স্বামীকে সাধারণত আমনে (আপনি), তুমি সম্বোধন করে। ডেমরা থানার শ্রমিক শ্রেণিদের কথোপকথনে সম্বোধনের ক্ষেত্রে স্থানীয় সম্বোধনবাচক অব্যয় ছাড়াও এলাকাগত বৈচিত্র্যের কারণে বহিরাগত শ্রমিকদের আঞ্চলিক সম্বোধনবাচক অব্যয়ও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। নিচে তা বর্ণনা করা হল :

ডেমরার স্থানীয় সম্বোধনবাচক অব্যয়

হে–হে গেছেগা (তিনি চলে গিয়েছেন)।
উইয়ে–উইয়ে কতা কয় না। (সে কথা বলে না)
অরা–অরা আমগর বাই (তারা আমাদের ভাই)
ওরে–ওরে লইয়া যামু (ওকে নিয়ে যাবো)
অই–অই কি কও (এই কি বল)
ওগো–ওগো মা আহ না (ওমা আস না)

নারীদের সম্বোধনে ব্যবহৃত অব্যয়

লো–ছেরি লো কতা কম ক
ওলো–ওলো তোর বাফের বাড়ি পাইছত
গো আয় গো যাই-গা (আস তো চলে যাই)
তাই–তাইতো কইবোই–তুচ্ছার্থে (কুমিল্লা)
হ্যাতি–হ্যাতি এমুন কামই করে (নোয়াখালী)

Dhaka University Institutional Repository

ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় সম্বোধনে কিছু কিছু রূপমূল ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ জানা না থাকলে রূপমূল বোঝা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

যেমন – হে, হ্যায়, উইয়ে, অরা, হ্যারা।

নাম পুরুষে প্রমিত ভাষায় সে, তিনি ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ডেমরা থানার কথ্যভাষায় 'সে' বা 'তিনি'র পরিবর্তে হ্যায়, হে, উইয়ে, অরা, হ্যারা ইত্যাদি রূপমূল প্রচলিত।

ডেমরা থানায় সম্মানীয় ব্যক্তির সম্বোধনে, 'পুত্র' তার 'পিতা'কে সম্বোধনের ক্ষেত্রে 'হেয়', 'হ্যারা' রূপমূলটি প্রয়োগ করে। যেমন : হ্যায় না গেলে কি অইবো (সে না গেলে কি হবে)। হ্যায় তো কইয়াই শেষ (সে/তিনিতো বলেই শেষ)। বয়স্কদের মুরুব্বি বলে সম্বোধন করে। 'মুরুব্বি আয়েন এনো'।

বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকদের মধ্যে 'হ্যায়', 'তুই' সম্বোধন সর্বাধিক প্রচলিত। শ্রমিকশ্রেণি পারিবারিক পরিবেশে স্ত্রী বা স্বামী পরস্পরকে সরাসরি সম্বোধন না করে প্রতিশব্দ ব্যবহার করে। স্বামী স্ত্রীকে 'পরিবার' বলে সম্বোধন করে। স্ত্রী স্বামীকে সন্তানের বাবা বলে সম্বোধন করে। যেমন : 'ও ময়নার বাপ'।

সম্বোধনের ক্ষেত্রে নামের বিভিন্নতা : একই ব্যক্তির নাম সম্বোধনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন : একজনের নাম 'হাসিব'। মা, বাবা, বন্ধুর সম্বোধনের ক্ষেত্রে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষক সম্বোধন করেন 'হাসিব', বন্ধু 'হাছিব্যা', মা-বাবা 'হাসু' বলে সম্বোধন করে।

জবাব দেবার রীতি/সাড়াদানের রীতি (Form of responce) : ডেমরা অঞ্চলে কাউকে সম্বোধনের পর জবাব দেওয়ার রীতিতে বিভিন্নতা দেখা যায়, এখানে 'কেরে', 'কেগো', 'গো', 'লো', 'কি', 'হু' ইত্যাদি রূপমূল ব্যবহৃত হয়। যেমন : ডাকতাছো কেরে (ডাকো কেন), কেডায় মায়গো (কে মাগো), আহি লো (আসি)–'লো' বদ্ধরূপমূলটি সচরাচর মহিলারা ব্যবহার করে থাকে।

১.৪.২ বয়সগত ব্যবধান

বয়সের তারতম্যেও আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার ভিন্ন হয়। শিশু, বৃদ্ধ, প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মুখের ভাষার মধ্যে ধ্বনিগত, শব্দগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বৃদ্ধদের ভাষা অস্পষ্ট, এলোমেলো ও জড়তাপূর্ণ তাই তুলনামূলকভাবে উচ্চারণ আনুনাসিক হতে দেখা যায়। তুলনামূলকভাবে উচ্চারণ সহজবোধ্য বিধায় স্বরধ্বনি উচ্চারণের প্রবণতা শিশুদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। শিশুরা তালব্য এবং ওষ্ঠ্যধ্বনির ব্যবহার বেশি করে। অপরিণত জিহ্বার আড়ষ্টতার জন্য শিশুরা মহাপ্রাণ ধ্বনির উচ্চারণ করে না। শিশুরা খেলার সময় কিছু সাংকেতিক রূপমূল ব্যবহার করে। যেমন–তুককু, আলাববু, টুক পলান্তি ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

বয়সের স্তরভিত্তিক ভাষাগত তারতম্য

প্রমিত রূপ	**শিশু**	**তরুণ**	**বৃদ্ধ**
রক্ত	লতত	রক্ত	নকত
পানি	মানি	পানি	পানি
খাব	থাবো	খামু	খামু

শিশুদের উচ্চারণে 'র' ধ্বনি রূপান্তরিত হয়েছে 'ল' ধ্বনিতে–রক্ত>লতত এবং 'খ' ধ্বনি রূপান্তরিত হয়েছে 'থ' ধ্বনিতে–খাবো>থাবো।

১.৪.৩ পেশাভিত্তিক ভাষা

নগরায়ণের ফলে মানুষজন সকলে শহরমুখি। দূর-দূরান্ত থেকে চাকরির প্রয়োজনে নিজেদের পৈতৃক এলাকা ছেড়ে ঢাকায় বসবাস করতে এসেছে। ঢাকার ডেমরা অঞ্চলেও বহিরাগত বিভিন্ন পেশার শ্রমিকদের বসবাস লক্ষ করা যায়। ডেমরা থানার অন্তর্গত প্রতিটি এলাকায় রয়েছে বিভিন্ন শ্রেণির পেশাজীবী মানুষের বসবাস। যেমন–কলকারখানার কর্মচারী, কামার, কুমার, জেলে, স্বর্ণকার, ধোপা, নাপিত, পরিবহন শ্রমিক, ফেরিওয়ালা, নৌকার মাঝি, ইট ভাঙার শ্রমিক, রিকশাচালক, অকৃষি শ্রমিক, রাজমিস্ত্রি ইত্যাদি।

পেশাগত ভিন্নতার জন্য পেশাজীবীদের ভাষায়ও বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। কৃষক, কারখানা শ্রমিক, পরিবহন শ্রমিকসহ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকের ব্যবহৃত ভাষায় তারতম্য ঘটে। প্রত্যেক পেশার শ্রমিকের নিজস্ব পেশা সম্পৃক্ত কিছু স্বতন্ত্র রূপমূল প্রচলিত আছে, যা শ্রমিকদের নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পেশাগত ভিন্নতার কারণে ধ্বনি ব্যবহার ও উচ্চারণেও কিছু স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। নিচে ডেমরার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায় বসবাসরত বিভিন্ন পেশার শ্রমিকদের ভাষা বৈচিত্র্য উল্লেখ করা হল :

কল-কারখানার শ্রমিকের ভাষা

ডেমরার স্থানীয় শ্রমিক ও বহিরাগত শ্রমিকদের মধ্যে পারিবারিক আঞ্চলিক ভাষাসহ তাদের নিজস্ব পেশার অনুগামী কিছু ভাষা প্রচলিত তা নিম্নরূপ :

শ্রমিকের ভাষা	**প্রমিত ভাষা**
মেইল	মিল
ইশটাপ	স্টাফ
পেনছন/পেশন	পেনশন
পোরমোশোন	প্রমোশন
কোয়ারটার	কোয়ার্টার

Dhaka University Institutional Repository

ওপিশ	অফিস
বর ছার	বড় স্যার
ইশটর কিপা	স্টোর কিপার

মাছ ও সবজি বিক্রেতার ভাষা

টাকটা	টাটকা/তাজা
বেনগাড়ি	ভ্যানগাড়ি
টুরহি	টুকরি
বালা	ভাল
মেগনার মাচ	মেঘনার মাছ
খ্যাত	ক্ষেত
মুট	আঁটি
হস্তা	সস্তা
কাটতি	বিক্রি
দর	দাম
হাবডা	সবগুলো
বাগা	ভাগ (মাছ, সবজির ক্ষেত্রে)

পরিবহন শ্রমিকের ভাষা

বাচ	বাস
টিরাক/টেরাক	ট্রাক
পিরাইবোট	প্রাইভেট
ডিরাইবার	ড্রাইভার
কনটাকটার	কন্ট্রাক্টর
হেলপার	হেলপার
লাইচেন	লাইসেন্স
মারা/লাগা	ধাক্কা দেওয়া
বারা	ভাড়া

Dhaka University Institutional Repository

বারা কাটা	ভাড়া নেওয়া
বানতি	ভাংতি
টেকা/টেহা	টাকা
বর লোট	৫০০/১০০০ টাকার নোট
অছতাদ	ওস্তাদ

রিকশা শ্রমিকের ভাষা

বদলি	আধাবেলা রিকশাচালনা
পারছ	পার্টস
চেন	চেইন
গদি	সিট
ইসকুরুব	স্ক্রু
হাওয়া	বাতাস
লাগাইচে	দুই রিকশার চাকা আটকে যাওয়া
হুড	হুক
ব্যাল	হর্ণ
পেডল	পেডেল
ফরদা	রিকশার পর্দা (বৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত)

পরিবহন শ্রমিকদের বেশিরভাগই বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত শহরের ছিন্নমূল পর্যায়ে বসবাসরত পরিবারের ছেলেরা। তারা কেউ অল্পশিক্ষিত ও নিরক্ষর বিধায় তাদের ভাষায় অশ্লীল শব্দের আধিক্য বেশি। কথায় কথায় গালি অশ্লীল শব্দের প্রয়োগ যেন তাদের কাছে স্বাভাবিক ব্যাপার। যেমন– মাদারচোত, মাগির পোলা, খানকির পোলা, বাইনচুত, হালার পো ইত্যাদি।

নিরক্ষর, অর্ধশিক্ষিত কৃষক শ্রমিক সাধারণ মানুষের মধ্যে অপশব্দ বা অশ্লীল শব্দের প্রবণতা বেশি। তাদের উচ্চারণভঙ্গি হালকা ও অমার্জিত এবং ব্যবহৃত ভাষাও প্রমিত থেকে আলাদা। নারী-পুরুষের ভাষা ব্যবহারেও বেশ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

গবেষণার পদ্ধতি ও অন্যান্য দিক

২.১ ভূমিকা

ভাষা মানুষের মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম। মনের ভাব প্রকাশের এই মাধ্যমটি কখনো হঠাৎ করে কিংবা কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একদিনে সৃষ্টি হয় না। কালের পরিক্রমায় যেকোনো বস্তু বা প্রাণী যেভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করে ভাষার ক্ষেত্রেও অনুরূপ যুক্তিটি ক্রিয়াশীল। সৃষ্টির আদিকাল থেকে অর্থাৎ ভাষা শেখার প্রক্রিয়াটি যখন থেকে আরম্ভ হয়েছিল সেই প্রক্রিয়াটি অদ্যাবধি থেমে নেই। যে কারণে যত দিন যাচ্ছে প্রতিটি ভাষার ক্ষেত্রে নতুন নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে, এমন কি ভাষার সংশোধন এবং বিয়োজনও হচ্ছে। কোনো ভাষা কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। ফলে কোনো কোনো ভাষা প্রতিনিয়ত তার পুষ্টিসাধনে কালাতিক্রম করছে, আবার কোনো ভাষা সুদীর্ঘ পথ পেরিয়ে দিশেহারা হয়ে, অর্থাৎ অন্যভাষার করালগ্রাসের কবলে পড়ে তার কক্ষপথ হতে ছিঁটকে গিয়ে বিলুপ্তি হতে চলেছে। ভাষার নিয়তিটা বড়ই বিচিত্র! কারো বলার উপায় নেই, কোনো ভাষা বর্তমানে পরিপূর্ণতা অর্জন করে একটি লক্ষে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ স্থান-কাল-পাত্রভেদে ভাষা নিরন্তর পরিবর্তনশীল। চিরপরিবর্তনশীল ভাষা সমাজ-সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। ১৭৮৬ সালের আগে পৃথিবীতে প্রচলিত সকল ভাষার সঠিক ইতিহাস জানা নেই, কারণ স্যার উইলিয়াম জোনসের ঐতিহাসিক ভাষণের পর থেকে বৈজ্ঞানিকভাবে ভাষার ইতিহাস সংরক্ষণ ও চর্চার প্রয়াস শুরু হয়।

প্রায় দু' তিন শ' বছর আগেও ভাষাতাত্ত্বিকরা উপভাষা বলতে সাধু ভাষার পরিবর্তিত রূপকেই গণ্য করেছেন। ড. রফিকুল ইসলাম, উপভাষাতত্ত্ব ও বাংলাদেশের উপভাষা বিশ্লেষণ প্রবন্ধে লিখেছেন, '১৮৭৫ থেকে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন ভাষার ইতিহাস বা উদ্ভব বা বিবর্তন স্থির করতে গিয়ে বিভিন্ন ভাষা ও উপভাষার সংগঠন বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ তথ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড বা শিষ্ট ভাষা বিশেষ ঐতিহাসিক বা সামাজিক কারণে কোনো না কোনো উপভাষা থেকেই উদ্ভূত এবং উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা শিষ্ট বা সাধু ভাষার বিকৃত রূপ নয়', *(বাঙলা ভাষা : বাঙলা ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধসংকলন, হুমায়ুন আজাদ, পৃ. ৩৩৬)।*

'উপ' শব্দের অর্থ নৈকট্য বা সাদৃশ্য।'ভাষা' শব্দের আগে 'উপ' উপসর্গযোগে তৈরি হয়েছে 'উপভাষা' শব্দটি, যার শাব্দিক অর্থ দাঁড়ায় 'ভাষার সাদৃশ্য' বা ভাষার মতো, অর্থাৎ যা মূল ভাষার মতো তা-ই হল উপভাষা। উপভাষার কোনো লিখিত রূপ নেই। লোকের মুখে মুখে প্রচলিত তাই এটি স্বতঃস্ফূর্ত ও অকৃত্রিম। মূল ভাষা থেকে উপভাষার পার্থক্যের কারণ এর উচ্চারণ পার্থক্যের জন্য স্বতন্ত্র ধ্বনি বিন্যাস, নিজস্ব মৌলিক শব্দ-ভাণ্ডার ও ব্যাকরণের সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে না চলা।

ভাষাতাত্ত্বিক ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ উপভাষার সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন–'কোনো অঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যখন একটা বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে বসবাস করেন তখন ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়,

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক ও পেশাগত কারণে চলিত ভাষার বিভিন্ন ধারিক পরিবর্তন সাধিত হয় এবং বিভিন্ন অঞ্চলের চলিত ভাষার পাশাপাশি তার ব্যতিক্রমধর্মীরূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অতএব উপভাষা হচ্ছে চলিত ভাষার একটা উপরূপ যা চলিত ভাষার চেয়ে কম ভাষাভাষীদের অঞ্চলে নিজস্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবহৃত হয়' *(আধুনিক ভাষাতত্ত্ব, ১৯৯৭, পৃ.১৪২)।*

গবেষণার আলোচ্য বিষয়, ঢাকার পূর্ব-উপকণ্ঠ অর্থাৎ শীতলক্ষ্যা নদীর ডান তীর ঘেঁষা ডেমরা থানার শ্রমিক শ্রেণির ভাষা। ডেমরা থানা একটি নদী বিধৌত এলাকা। যেহেতু নদীর তীর এলাকায় ডেমরার অবস্থান, ভৌগলিক পরিবেশের কারণে এখানে মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের দুটি জিনিস চোখে পড়ার মতো হবে এটাই স্বাভাবিক। এক. নদী এলাকায় প্রভূত পলিমাটি বিদ্যমান। এই পলিমাটি কৃষির বড় নিয়ামক শক্তি, যেটার ওপর ভর করে শ্রমিকশ্রেণির একটা বড় অংশ কালাতিপাত করে; দ্বিতীয়ত, শ্রমিকশ্রেণি গড়ে উঠার পেছনে যে জিনিসটি বড় ভূমিকা পালন করে সেটি হল জলপথ। সুদীর্ঘকাল থেকে শীতলক্ষ্যার জলপথকে পুঁজি করে এ এলাকায় গড়ে উঠেছে নানাধরনের কলকারখানা। কৃষি এবং কলকারখানাকে ফলবান করার জন্য তখন থেকে দরকার ছিল উৎকৃষ্টসংখ্যক মানুষের। মানবশ্রেণির এ বড় একটি অংশ তারা কারা? তারা সৃষ্টির আদি পেশায় নিয়োজিত শ্রমজীবী মানুষ। নিজেদের গতর খাটিয়ে তারা কৃষিকাজ করে ফসল উৎপাদন করত, অথবা বণিকশ্রেণির কলকারখানায় শ্রম বিক্রি করে টাকা কামাই করত, যেটা এখনো তারা নিরন্তরভাবে করে চলেছে। কৃষি এবং কলকারখানায় নিয়োজিত যেসব শ্রমজীবী মানুষের কথা বলা হল এসব কর্মে তাদের উপস্থিতি বহুকাল আগে থেকে। বর্তমানে ডেমরাতে শ্রমজীবী মানুষের কর্মপরিধি আরো বেড়েছে। এখন শ্রমজীবী মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কৃষি এবং কলকারখানার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। শ্রমজীবীদের এখন বড় একটা অংশ পরিবহন খাতে কর্মরত।

গবেষণার মূল বিষয় শ্রমজীবী মানুষের ভাষা। ডেমরার শ্রমজীবী মানুষের রয়েছে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত উপভাষা। কিন্তু সেই স্বতন্ত্র উপভাষাটি কোন পর্যায়ে রয়েছে তা গবেষণা করে দেখার অপেক্ষা রাখে। আগেই বলেছি, ভাষার মধ্যে কোনো স্থায়ী স্থিরতা নেই। নানাকারণে ভাষার মধ্যে পরিবর্তন আসতে পারে। ডেমরায় যেহেতু স্থানীয় এলাকার শ্রমজীবী মানুষের পাশাপাশি বাংলাদেশের নানা অঞ্চলের মানুষের আগমন ঘটেছে, ফলশ্রুতিতে যেটা হয়েছে, এই এলাকার ভাষার ওপর নানা এলাকার ভাষার প্রত্যক্ষ হোক বা পরোক্ষ হোক তার যে একটা প্রভাব পড়েছে তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। প্রশ্ন হতে পারে, বাংলাদেশে আরো নানা জায়গা থাকতে ডেমরা অঞ্চলকে কেন বেছে নেয়া হল? কারণ ডেমরা অঞ্চলের রয়েছে একটি স্বতন্ত্র ভাষা, যেটি শ্রমজীবী মানুষ ব্যবহার করে। এই শ্রমজীবী ভাষাভাষী মানুষের ভাষার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশের আরো নানা অঞ্চলের মানুষের ভাষা। এসব ভাষার ভেতর থেকে একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভাষাকে বের করে এনে গবেষণা করা সত্যিই একটি দুরূহ কর্ম। তথাপি এই ভাষাটির প্রতি আগ্রহী হওয়ার কারণ, নানা অঞ্চলের ভাষার দৌরাত্ম্যে ভাষাটি একরকম হারিয়ে যেতে বসেছে। আরো একটি প্রশ্ন হতে পারে, কেবল ডেমরা অঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষের ভাষাকে গবেষণার বিষয় হিসেবে বেছে নেয়া হল কেন? কারণ ভাষার কোনো স্থিরতা নেই। যত কাল অতিক্রম করছি আমরা শিক্ষার দিকে বেশি করে ঝুঁকছি। আমরা যত শিক্ষিত হচ্ছি এলাকার স্বতন্ত্র উপভাষাকে

Dhaka University Institutional Repository

এড়িয়ে গিয়ে শুদ্ধ বাংলা কিংবা ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কথা বলতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছি। পূর্ব-পুরুষের ভাষাকে যতটুকু এড়িয়ে যেতে পারছি ততটুকু আমরা ভদ্র হয়ে উঠছি, এটা ভাবতে আমরা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছি। আঞ্চলিক ভাষা থেকে ভাষার অতীত ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করার লক্ষ্যে এ বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে।

ভাষা সংস্কৃতির একটি অংশ। সংস্কৃতি ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা জাতি ঋদ্ধ হতে পারে না। শিক্ষিত মানুষের মুখের ভাষা ভদ্রগোছের হতে পারে, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণির ভাষাকে মনে হবে অশ্লীল। যেমন, ডেমরা অঞ্চলের নিরক্ষর শ্রমিক সাধারণ কথায় কথায় 'মাদার চোত, খানকির পোলা' বললেও ভদ্রলোকের মুখে তা একেবারে বেমানান। তারা বড়জোর 'হারামজাদা, কিংবা কুত্তার বাচ্চা' বলতে পারেন। সেটা শুনতেও শোভনীয়। কিন্তু ডেমরার নির্ভেজাল ভাষা এটা নয়। উল্লেখ থাকা দরকার, তারা যে অশ্লীল শব্দগুলো ব্যবহার করে এগুলো আক্ষরিক অর্থে গালি নয়। অনেক সময় তারা ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতেও অশ্লীল শব্দগুলো মনের অজান্তে বলে থাকে। যেমন–নানা নাতিকে কথায় কথায় 'হালা' (শালা) বলে। সুতরাং যেটা হয়, শিক্ষিত ভদ্রলোকের মুখ থেকে অবিকৃত ভাষা টেনে আনা একরকম অসম্ভব, যেটা শ্রমজীবী মানুষের কাছ থেকে সহজে আদায় করা যায়।

২.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার ভাষার স্বতন্ত্র গঠনগত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। পৃথিবীর যেকোনো দেশের বা জাতির ভাষার ইতিহাস আলোচনা করলে ভাষা ও উপভাষার বিভিন্নমুখী বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত ভাষাভাষীদের ভাষাগত পার্থক্য বিদ্যমান। তার পাশাপাশি শহর ও গ্রাম, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, ধর্ম ও বর্ণ ইত্যাদি ভেদে পার্থক্য দৃশ্যমান। বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে স্থান ভেদে ও সমাজের উঁচু-নিচু স্তরভেদে বাংলা উপভাষার মৌখিকরূপেও পার্থক্য বিদ্যমান। এ ছাড়াও উপভাষার শব্দের অর্থ ও উচ্চারণগত বৈষম্যেও বিভিন্ন শ্রেণির জীবন-জীবিকা, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি সম্পর্কেও পাওয়া যায় বিভিন্ন তথ্য।

গ্রাম থেকে আগত শিক্ষিত শ্রেণির মানুষ সবসময় তাঁদের আঞ্চলিক ভাষা ও সেই সঙ্গে সাধু ও চলিত এই দুই ভাষাগত রূপ সামাজিক মর্যাদার জন্যে সংরক্ষণ করে থাকেন। শিক্ষিত শ্রেণির মানুষ সাধারণত অফিস আদালতে প্রমিত ভাষায় কথা বলে থাকেন। আর বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারি মানুষ সাধারণত আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেন। তাই সমাজের অঞ্চল বিশেষের ভাষাভাষীর মুখের ভাষায় আঞ্চলিক রূপবৈচিত্র্য অধিকতর বিদ্যমান। কেননা, তাদের ভাষায় পরিবর্তনের ধারা কম বলে এই শ্রেণির ভাষার মাঝেই ভাষার জীবন্তরূপ নিহিত। ভাষার ইতিহাস পুনর্গঠনে আঞ্চলিক রূপ বা উপভাষার প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

ঢাকার ডেমরা এলাকায় মূলত কলকারখানা ইত্যাদি অবস্থিত। তাই এ অঞ্চলে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা বেশি। এজন্য ঢাকার প্রচলিত ভাষার সঙ্গে ঢাকা জেলার ডেমরা থানার প্রচলিত ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক,

Dhaka University Institutional Repository

রূপতাত্ত্বিক ও বাক্যগঠনগত দিক থেকে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। ডেমরা থানার আঞ্চলিক ভাষার বিভিন্ন দিক এখন পর্যন্ত অনুদঘাটিত। আঞ্চলিক ভাষা থেকে ভাষার অতীত ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করার লক্ষে গবেষণার জন্য ঢাকার পূর্ব-উপকণ্ঠে অবস্থিত ডেমরা থানার শ্রমিকশ্রেণির ভাষা বিশ্লেষণ গবেষণার বিষয় হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। ভাষার সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ডেমরা এলাকার শ্রমিকশ্রেণির ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয় ও বিশ্লেষণ বর্তমান গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

২.৩ গবেষণা-পদ্ধতি

গবেষণার মূল বিষয় হল ডেমরা অঞ্চলের শ্রমিকশ্রেণির ভাষা। ডেমরায় বসবাসরত শ্রমিকদের প্রাত্যহিক জীবনাচরণে ব্যবহৃত ভাষাসমূহের ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্ব আলোচনার প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ভাষিক-উপাত্ত সংগ্রহ করে তার ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, বাক্যতাত্ত্বিক ও অর্থতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণার দুটো দিক তত্ত্ব বা theory ও বাস্তব পরিস্থিতি বা fact. বস্তুত তত্ত্ব বা বাস্তব পরিস্থিতির পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। Fact বা বাস্তব পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত উপাত্তের সুশৃঙ্খল শ্রেণিবদ্ধ রূপ হলো তত্ত্ব। তত্ত্ব ও বাস্তব পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ সামনে রেখে অভিসন্দর্ভের গবেষণা পদ্ধতি তিনটি ধাপে করা হয়েছে। যথা–

গবেষণা পদ্ধতির ধাপ–

১. পূর্ব-প্রস্তুতি
২. ভাষা-উপাত্ত সংগ্রহ
৩. উপাত্ত-বিশ্লেষণ

২.৩.১ পূর্ব-প্রস্তুতি

গবেষণার পূর্ব-প্রস্তুতি গ্রহণের আগে কতগুলো ধাপ অতিক্রম করতে হয়, যেমন–

ক. প্রাক-ধারণা
খ. সাহিত্য-পর্যবেক্ষণ (Literature Review)
গ. নমুনা-নির্বাচন
ঘ. গবেষণার একক বা চলক নির্ধারণ
ঙ. প্রশ্নপত্র প্রণয়ন

ক. প্রাক-ধারণা

গবেষণার পূর্ব-প্রস্তুতির একটি মৌলিক ধাপ হচ্ছে প্রাক্-ধারণা। গবেষণার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য অনুযায়ী গবেষণার বিষয়ে প্রাক-ধারণা নেয়া হয়। তাই প্রাক্-ধারণাকে যেকোন গবেষণাকর্মের কেন্দ্রবিন্দু বলা

Dhaka University Institutional Repository

যায়। এটিই গবেষণার লক্ষ্যবস্তু ঠিক করে দেয়। যেকোন গবেষণার প্রস্তুতির পর্বে প্রাক-ধারণা যত সুষ্ঠু হবে ততই সঠিক ও যথার্থ তথ্য পাওয়া সম্ভব। বর্তমান অভিসন্দর্ভের গবেষণা শুরুর আগে পূর্ব-প্রস্তুতি হিসেবে গবেষণার বিষয়ে কিছু প্রাক্-ধারণা (hypotheses) নেয়া হয়। এই প্রাক্-ধারণা সম্পূর্ণই অনুমাননির্ভর।

প্রাক-ধারাণা হল : (ক) ডেমরা থানার স্থানীয় নিরক্ষর শ্রমিকশ্রেণির ভাষা (খ) বহিরাগত বিভিন্ন জেলার শ্রমিকশ্রেণির মানুষের ভাষা এই 'ক' ও 'খ' শ্রেণির কথোপকথনের ভাষায় পারস্পরিক সংমিশ্রণ অবশ্যম্ভাবী। উদাহরণস্বরূপ–

প্রমিতরীতি	'ক' শ্রেণি	'খ' শ্রেণি
আমরাও যাবো	আমরা অবি যামু	মোরা অবি যামু (বরিশাল)
আমাদের গ্রাম	আমগো/আঙগো গেরাম	আঙগো গেরাম (চাঁদপুর)

১ নম্বর উদাহরণে 'ক' ভাষায় ব্যবহৃত সংযোজক অব্যয় 'ও'এর আঞ্চলিক রূপ 'অবি'র প্রভাব দেখা যায় 'খ' ভাষায়। ২ নম্বর উদাহরণে 'খ' ভাষার 'আঙগো' রূপমূলের প্রভাব দেখা যায় 'ক' ভাষা।

খ. সাহিত্য-পর্যবেক্ষণ (Literature review)

ড. হোসেন জিল্লুর রহমানের মতে, গবেষণার বিষয় নির্বাচন করার পর ওই বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট করার লক্ষ্যে ওই সংক্রান্ত পূর্ববর্তী কাজগুলো সম্পর্কে ধারণা রাখা দরকার। কোনো গবেষণা বিষয়ে পূর্ববর্তী কাজ সম্পর্কে ধারণা করাকে বলে সাহিত্য পর্যবেক্ষণ বা **Literature review.** *(মাঠ-গবেষকের ডায়েরি, ১৫২)।* বর্তমান অভিসন্দর্ভে গবেষণার বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন বই, প্রবন্ধ, গবেষণা, প্রতিবেদন ইত্যাদির তথ্য-উপাত্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। গবেষণার বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত গ্রন্থ, পূর্বতন গবেষণা কাজগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাঠ করার পর এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে গবেষণার বিষয় সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গ. নমুনা নির্বাচন

ড. জিল্লুরের মতে, 'গবেষণার বিষয়বস্তুর যেমন একটি নির্দিষ্ট পরিধি দরকার, তেমনি গবেষণা ক্ষেত্রেরও একটি পরিধি দরকার। গবেষণা কতজনকে নিয়ে বা কোন কোন জায়গায় করা হবে তা ঠিক করে নেওয়া গবেষণার পূর্ব-প্রস্তুতির আওতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। গবেষণার বিষয়বস্তু ও পরিধি ঠিক করার পর কাদের নিয়ে কোথায় কাজটি করা হবে তা গবেষণাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে।

গবেষণাধীন কোনো জনসংখ্যা বা বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ বা গোটা অংশকে বলা হয় সমগ্রক (Population বা Universe) এবং সমগ্রকের প্রতিনিধিত্বশীল একটি অংশকে বলা হয় নমুনা (Sample)। আর এই নমুনা বাছাইয়ের কাজটিকে বলা হয় Sampling বা নমুনায়ন, অর্থাৎ সমগ্রক থেকে একটি অংশ গ্রহণ করা হয়,

Dhaka University Institutional Repository

যার মধ্যে সমগ্রকের মোটামুটি বা সবগুলো বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করা যায়' *(মাঠ-গবেষকের ডায়েরি, পৃ. ১৫৫)*।

ডেমরা থানার সমগ্র অঞ্চলের লোকজনের একটি প্রতিনিধিত্বশীল অংশ ওই এলাকার শ্রমিকশ্রেণি। এই শ্রমিকশ্রেণির ওপর পরিচালিত হয় গবেষণাকর্ম, যাদের সঙ্গে কথা বলে তুলে আনা হয়েছে ডেমরার শ্রমজীবী মানুষের মুখের প্রকৃত ভাষা।

পুরো এলাকার ভাষার বৈচিত্র্য খোঁজার লক্ষে নমুনা নির্বাচনে ডেমরার শ্রমজীবী মানুষকে ছয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। এই ছয় শ্রেণির মানুষের কাছ থেকে তিন শ' প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে জরিপ চালানো হয়। প্রতিটি শ্রেণিতে পঞ্চাশ জন শ্রমিক জরিপে অংশগ্রহণ করে। এই শ্রেণিগুলো হল :

১. কৃষি শ্রমিক
২. অকৃষি শ্রমিক (মাটি কাটা, পাথর ভাঙা, কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি ইত্যাদি)
৩. কলকারখানার শ্রমিক
৪. পরিবহন শ্রমিক (বাস, টেম্পো, রিকশা, ভ্যান, নৌকার মাঝি ইত্যাদি)
৫. ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী (ফেরিওয়ালা, কাঁচা বাজারের দোকানদার, মাছ বিক্রেতা, ছোট দোকানি)
৬. স্বনিয়োজিত পেশা (মুচি, নাপিত, স্বর্ণকার, কামার, কুমার ইত্যাদি)

ঘ. গবেষণার চলক ও একক নির্ধারণ

গবেষণার বিষয়বস্তু ও পরিধি অনুযায়ী গবেষণার একক বা একাধিক হতে পারে। কোনো এলাকার ভাষা গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহে সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য যে এলাকার ভাষা জরিপ হবে সেই তালিকা ও এলাকার মানুষ দুই-ই একক হতে পারে। চলক বা Variable হল গবেষণার আরেকটি বহুল ব্যবহৃত শব্দ। সঠিক চলক নির্বাচন গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। চলক নির্বাচন গবেষণার পূর্ব-প্রস্তুতির অন্তর্গত। যে বিষয়টি জানতে চাওয়া হচ্ছে তাই হল চলক। চলক তালিকা প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সময় করা হয়। আলোচ্য গবেষণায় ডেমরা অঞ্চলে ভাষা জরিপের কাজে প্রাসঙ্গিক চলকের তালিকা তৈরি করে সেই তালিকা অনুযায়ী উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়েছে।

ঙ. প্রশ্নমালা প্রণয়ন

গবেষণার পূর্ব-প্রস্তুতির শেষ ধাপটি হল প্রশ্নমালা প্রণয়ন। গবেষণার মূল বিষয়ের সঙ্গে প্রশ্নমালায় প্রতিটি যৌক্তিকভাবে সম্পর্কিত। প্রশ্নমালার প্রথমাংশে উত্তরদাতার নাম, বয়স, পেশা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পারিবারিক সদস্য সংখ্যা ইত্যাদি ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। দ্বিতীয় ধাপ হল, প্রশ্নমালা সহজ ও সাবলীলভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। তৃতীয়ত, প্রশ্নমালা এমনভাবে তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে যাতে উত্তরদাতা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে না পড়ে। চতুর্থত, বিষয়বস্তুর সঙ্গে ধারাবাহিকতা রেখে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২.৩.২ ভাষার উপাত্ত সংগ্রহ

তথ্য বা উপাত্ত দু'ধরনের। যথা–ক. পরিমাণগত তথ্য (Quantitative Data) খ. গুণগত তথ্য (Qualitative Data)|

বর্তমান গবেষণায় পরিমাণগত ও গুণগত উভয় ধরনের উপাত্তই সংগ্রহ করা হয়েছে। ভাষা-উপাত্ত সংগ্রহ দুটি পদ্ধতির সাহায্যে দুটি ধাপে করা হয়। প্রথমত, ডেমরা থানার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শ্রমিকদের পূর্বে চিহ্নিত করে শ্রমিকদের বসবাসের অবস্থান, কর্মক্ষেত্র, পেশার ধরন নির্ধারণ করা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে শ্রমিকদের কাছ থেকে মাঠপর্যায়ে ভাষা-উপাত্ত সংগৃহীত করা হয়। দ্বিতীয় ধাপে ডেমরায় বসবাসরত বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষের কাছ থেকে সংগৃহীত ভাষা-উপাত্ত সংগ্রহের পর তাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাছ থেকেও ভাষা-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

উপাত্ত সংগ্রহ-পদ্ধতি

ভাষা উপাত্ত সংগ্রহ দুটি পদ্ধতির সাহায্যে করা হয়েছে, যথা–

ক. প্রশ্নমালা প্রণয়ন পদ্ধতি (পরিমাণগত তথ্যের জন্য)

খ. সাক্ষাৎকার পদ্ধতি (গুণগত তথ্যের জন্য)

২.৩.২.১ প্রশ্নমালা প্রণয়ন

গবেষণা প্রক্রিয়া

ভাষা সংগ্রহের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হল প্রশ্নমালা প্রণয়ন ও তার সাহায্যে ভাষা সংগ্রহ করা।
নির্ধারিত রূপমূল তালিকা সংবলিত প্রশ্নমালা তৈরি।

রূপমূল তালিকা

১. ঘরে ব্যবহৃত জিনিসপত্র, আসবাবপত্র
২. পোশাক-পরিচ্ছদ
৩. মানুষ ও জীবজন্তুর দৈহিক অংশ নির্দেশক রূপমূল
৪. পেশাগত ও বৃত্তিমূলক রূপমূল
৫. সম্পর্কবাচক রূপমূল
৬. উদ্ভিদ ও প্রাণীর রূপমূল
৭. খাদ্য ও প্রস্তুত প্রণালী বিষয়ক রূপমূল
৮. রোগ ও ঔষধের রূপমূল
৯. খেলাধুলা ও অনুষ্ঠানের রূপমূল

Dhaka University Institutional Repository

১০. সর্বনামবাচক রূপমূল

১১. বর্ণগঠন বিষয়ক রূপমূল

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত প্রশ্নমালা নিয়ে ডেমরা থানার অন্তর্গত সব অঞ্চলে/এলাকায় নিজে গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। উপাত্ত সংগ্রহ করে তুলনামূলক পর্যালোচনার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়।

২.৩.২.২ সাক্ষাৎকার পদ্ধতি

সাক্ষাৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিটি এলাকার বিভিন্ন পেশা, বয়স, ধর্মানুযায়ী বিভিন্ন তথ্যপ্রদানকারীর সাক্ষাৎকার নেয়ার পূর্বে উপযুক্ত ও অনুকূল সময় হিসেবে বিকেলবেলাকে নির্ধারণ করে তথ্য প্রদানকারীর সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে গল্প, পারিবারিক আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় সহজবোধ্য ভাষায় কৌতূহলোদ্দীপক এবং জটিলতামুক্ত ও অবিতর্কিত বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করায় কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়নি।

আলোচনার সময় শ্রমিক পরিবারের শিশু এবং বৃদ্ধদের কথোপকথনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। কারণ বৃদ্ধ ও শিশুদের মুখের ভাষায় ভাষার সঠিক রূপটি পাওয়া যায়। আঞ্চলিক ভাষায় স্বরের বৈচিত্র্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাই সাক্ষাৎকারগুলো ক্যাসেটে ধারণ করা হয়।

প্রশ্নমালা পূরণ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে ভাষার রূপমূল সংগ্রহের এই পদ্ধতিগুলোর অন্যতম মূল লক্ষ্য হল পর্যবেক্ষণ (observation) সজাগ ও সতর্ক পর্যবেক্ষণ দ্বারাই ভাষার স্বরের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। সাক্ষাৎকার গ্রহণের শুরুতেই উত্তরদাতার নাম, বয়স, পেশা, পারিবারিক সদস্য সংখ্যা, জেলার নাম ইত্যাদি ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও প্রশ্নমালা প্রণয়নে প্রশ্ন এমনভাবে করা হয়, যাতে উত্তরদাতা ক্লান্তিবোধ না করে, অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে না পড়ে। সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, কম স্মৃতিনির্ভর তথ্য প্রদান। স্মৃতিনির্ভর তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা যায়, এ ধরনের তথ্যে ভুল উত্তরের আশঙ্কা থাকে। স্মৃতিনির্ভর তথ্যে নির্ভুল উত্তর আশা করা অনুচিত। সেক্ষেত্রে একটু সতর্কতার সাথে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। প্রশ্নমালা ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গৃহীত রূপমূল থেকে ধ্বনি, শব্দের বৈচিত্র্য, বাক্যের গঠন ও বৈচিত্র্য তুলে ধরা হয়েছে। শ্রমিক শ্রেণির ভাষার উপাত্ত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ধ্বনিতত্ত্বে স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি চিহ্নিত করে তা উচ্চারণ স্থান ও রীতিতে উপস্থাপন করে রূপতাত্ত্বিক উপাদানসমূহ যেমন–মুক্তরূপমূল, বদ্ধরূপমূল, কারক, বিভক্তি, বচন, সর্বনাম ইত্যাদির আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে। বাক্যতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের পাশাপাশি অর্থতাত্ত্বিক দিক আলোচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

কাফর	শাড়ি	স্বতন্ত্র রূপমূল
নিসা/বুকি/জামা	ব্লাউজ	স্বতন্ত্র রূপমূল
গোল টুপি	টুপি	প>ফ
ফোরাক	ফ্রগ	গ>ক
বুরকা	বোরকা	ও>উ

পোশাক অলঙ্কার ও প্রসাধনি বিষয়ক শব্দ

নারী দেহের বিভিন্ন অলঙ্কারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে অলঙ্কার কেন্দ্রিক শব্দ।

নাকের গহনা	ফুরফুরি, নথ, নাকফুল
মাথার গহনা	শিথিপাটি, টিকলি, টায়রা
গলার গহনা	গলার চিক, হাসুলি, মাদুলি, কণ্ঠহার, সীতাহার
হাতের গহনা	অনন্ত, বাউটি, গুলায়া, বুলি
কানের গহনা	হাইরবালি (কানে ফুটো করে পরা হয়) কানবালি, কানমাকরি, কানপাশা

প্রসাধন সামগ্রি

ডেমরার আঞ্চলিক ভাষা	প্রমিত ভাষা	বৈশিষ্ট্য
ঠোড পালিশ	লিপস্টিক	স্বতন্ত্র রূপমূল
নক পালিশ	নেল পশিল	স্বতন্ত্র রূপমূল
ছুনু	স্নো	স্বতন্ত্র রূপমূল
কাহই	চিরুনি	স্বতন্ত্র রূপমূল
আইলাইন	আইলাইনার	স্বতন্ত্র রূপমূল
ছেন/বাশনা	পারফিউম	স্বতন্ত্র রূপমূল

মন-মানসিকতা সংক্রান্ত

ডেমরার আঞ্চলিক ভাষা	প্রমিত ভাষা	বৈশিষ্ট্য
গোশ্যা	অভিমান	স্বতন্ত্র রূপমূল
নালোচ	লোভ	স্বতন্ত্র রূপমূল
ঝাল	ক্রোধ	স্বতন্ত্র রূপমূল

Dhaka University Institutional Repository

ডেমরার আঞ্চলিক ভাষা	প্রমিত ভাষা	বৈশিষ্ট্য
খিদা	খিদে	এ>আ
কান্দা	কান্না	স্বতন্ত্র রূপমূল
আসা	হাসা	হ>আ
বোক	খিদে	স্বতন্ত্র রূপমূল
কামর/মোচরানো	আমাশয়ের পেট ব্যথা	স্বতন্ত্র রূপমূল
দুক	দুঃখ	খ>ক
আউশ	শখ	স্বতন্ত্র রূপমূল

সামাজিক অনুষ্ঠান বিষয়ক

বিয়েকেন্দ্রিক ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতার শব্দ

পানচিনি (গায়ে হলুদের দিনের অনুষ্ঠান) চলন (বরযাত্রা), এজিন, কাবিন, ইষ্টিখাওন (বউভাত), বিয়ের সময় পালকির পরিবর্তে পালকির মতো একটি বহনযোগ্য ঝুড়ি ব্যবহৃত হত, তাকে বলা হত মাফা/ডুলি/মেন। বর্তমানে এ পালকির প্রচলন নেই। জরমোদিন (জন্মদিন)। কান ফুরানি (কান ফুটানো উপলক্ষে অনুষ্ঠান।)

ঘরবাড়ির প্রাসঙ্গিক শব্দ

পালং	উঁচু খাট
বর আলনা	ড্রেসিং টেবিল
মিছচেপ	আলমারি
খানাডুলি	খাবার রাখার কাঠের আলমারি
মটকি	বড় মাটির কলস
চকি	চৌকি
চঙো	মই
ফিরি	পিড়ি
কেঅর	দরজা
জিনালা	জানলা

Dhaka University Institutional Repository

কার	টিনের মাটির ঘরের উপরে জিনিসপত্র রাখার স্থান
পিছা	ঝাড়ু
কোটা	লম্বা বাঁশ
দুয়ার মুরি	দরজার মুখ
গোফাট	রাস্তা
ওমুরা	বারান্দা
পিরা	ঘরের পাশের উঁচু অংশ
মাইজাল	ঘরের মেঝে
ছনছা	ঘরের চালের বাড়তি অংশ
আইছাল	ঘরের পেছনে ময়লা ফেলার জায়গা
পাইছদুয়ার	রান্না করার জন্য খোলা জায়গা
বারবারি	মূল ঘরের বাইরে বসার জায়গা
হালট	খাল

রান্নার কাজে ব্যবহৃত জিনিসের নাম

শিশি	বোতল
কোউটা	ডিব্বা
পাইলা	পাতিল
গেলাস	গ্লাস
মগ	জগ
বাসন/থাল	প্লেট
হানকি	মাটির তৈরি খাবারের থানা
গামলা	বালতি
খোরা	মাটির মালসা
হরা	ঢাকন
লোটা/নোটা	বদনা
ছেনি	খুরচুন

Dhaka University Institutional Repository

বুল/বল	ভাত বাড়ার বাটি
আইচা	নারিকেলের শক্ত বহিরাবরণ
ডাবুর	নারিকেলের আইচা দিয়ে তৈরি চামচ
চামচা	ভাত নাড়ার চামচ
গুটুনি	ডাল ঘুটনি
আতা	চুলার ছাই উঠানোর মাটির চামচ বিশেষ
গটি	কলস
আউতা	চাল, ডাল, মাছ ইত্যাদি ধোয়ার মাটির পাত্র
ছিলবরের ছেনি	রুটি বানিয়ে রাখার পাত্র
তাওয়া	রুটি সেকার পাত্র
ছিপি	ভাত বাড়ার চামচ
আতানি	ভাতের মার গালার মাটির পাত্র
ফুকনি	লোহার তৈরি চোঙা, যা দিয়ে চুলায় ফু দেওয়া হয়
এহাইকা চুলা	মাটির তৈরি একমুখি চুলা
দোহাইকা চুল	মাটির তৈরি দু'মুখি চুলা
ছাইদারি	চুলায় খড়কুটোর আগুন আগুন নাড়ানো লাঠি

মুড়ি ভাজার কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জাম

জানজুর	মুড়ি ভাজার পাত্র
ছামনি	বালি রাখার পাত্র
বাউলারি	বড় মাটির পাতিল
খোলা	চাল ভাজার মাটির পাত্র
উছি/পিছি	ঝাড়ু কাঠির একমুঠো শলা, যা চাল নাড়ার কাজে ব্যবহৃত হয়
বোনদা	মুড়ি নাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত কলাগাছের ডালের কাণ্ড
ছিয়া	কাঠের তৈরি লম্বা গোল লাঠি
কাহাইল	কাঠের তৈরি পাত্র (ধান, চাল ইত্যাদি গুড়া করার যন্ত্র)
ডেহি	ঢেকি
চুংগা	তেল মাপার পাত্র

Dhaka University Institutional Repository

খাদ্য ও প্রস্তুত-প্রণালী

পিডা	পিঠা
লুডি	রুটি
উমনি	খুদের চালের ভাজা ভাত
মিটুরি	ফিরনি/পায়েশ
লুডি পিডা	চালের রুটি
বাত	ভাত
ছালুন	তরকারি
ছান	তরকারি
মউ	তরকারির ঝোল
হাগ	শাক
সান ডাইল	আমের টক ডাল
খাট্টা	মিষ্টি আলু টক তরকারি
চুহা	টক জাতীয় তরকারি
হুটকি লারা	শুটকির ভাজি
ছিননি	গুড়, নারিকেল দিয়ে নতুল চালের তৈরি পায়েস
বাকলা	দারচিনি
পাচশমবারি	পাঁচ ফোড়ন মসল্লা
শইশ্যা	সরিষা
হউরার ত্যাল	সরিষার তেল
অলদি	হলুদ
এলাইচ	এলাচি
রহুন/লেহুন	রসুন
হজগুরা	ধনিয়ার গুড়া
চাইল	চাল
আদার	হাঁস-মুরগির খাবার
আইননা	লবণহীন

Dhaka University Institutional Repository

কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি

নিরিকাচি	ধান কাটার কাঁচি
মই	চঙো
নিরানি	মাটি খুড়ার পাতলা মাথাযুক্ত লোহার যন্ত্র
খুরপি	চ্যাপ্টা পাতলা লোহার যন্ত্র
আছরা	সরু দাঁতওয়ালা লোহার যন্ত্র
আতা	কাঠের তৈরি ধান জমানোর যন্ত্র
কুটি	লাঙলের হাতল
পানিকাট	লাঙলের একটি অংশ
ফাল	লাঙলের একটি অংশ
লগি/কোটা	লম্বা চিকন বাঁশ
শাবোল	লম্বা মাটি খুঁড়ার যন্ত্র
আলচোয়	হালচাষ
কামলা	কৃষি মজুর

ফল ও সবজি

উইদ্যা	উচ্ছে
উশি	শিম
বাইগুন	বেগুন
লুইব্যা	বরবটি
লেহুন	রসুন
হুপারি	সুপারি
কুইশাখ	পুঁইশাক
নাইল্যা হাগ	পাটশাক
ডুইল্যা হাগ	লালশাক
কদু	লাউ
লেমু	লেবু

Dhaka University Institutional Repository

গ্যাস্তারি	আখ
তেতুই/আমলি	তেতুল

উদ্ভিদ ও প্রাণী

আশ	হাঁস
মুরগা	মুরগি
লাতা	মোরগ
বকরি	ছাগল
ইন্দুর	ইঁদুর
কইতর	কবুতর
হাপ	সাপ
গুরা	ঘোড়া
অরিন	হরিণ
গাই	গাভী
চরাই	চড়ুই
কাউয়া	কাক
হকুন	শকুন
কুইল	কোকিল
গুগু	ঘুঘু
হালিক	শালিক
ফেছা	পেঁচা
আত্তি	হাতি
হিয়াল	শিয়াল
কুত্তা	কুকুর
বিলাই	বিড়াল
বাগ	বাঘ

Dhaka University Institutional Repository

মাছের নাম

খৈলশা, বাউশ, পোনা, ইছা (ইচা মাছ), মলায়, নলা, হিলিশ

সম্পর্কবাচক রূপমূল

ডেমরা অঞ্চলে মুসলমান ও হিন্দু দুই ধর্মসম্প্রদায়ের জনগণের অস্তিত্ব রয়েছে। হিন্দু ও মুসলমান জনগোষ্ঠীর সম্বোধনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়।

মুসলমান জনগোষ্ঠীর সম্বোধন

আম্মা/মা	মা
আব্বা/বাজান	বাবা
বাই	ভাই
দাদাভাই	বড় ভাই
কাকা/কাক্কু	চাচা
জেডি	বড় চাচি
জিয়া	বড় চাচি
মামানি	মামি
মামু	মামা
হালা	শালা
হালি	শালি
বাবিছাব	ভাবী
বাউজ	ভাবী
ফুবু	ফুপু
দেঅর	দেবর
হই	সই/বান্ধবী
বুয়া	দাদি
বুয়া	কাজের মহিলা

হিন্দু জনগোষ্ঠীর সম্বোধন

বড়দা	বড় দাদা
দি	দিদি
বদদি	বড় দিদি

Dhaka University Institutional Repository

মাছি	মাসি
পিছি	পিসি
দোছ/দোস্ত	বন্ধু

সময় নির্দেশক রূপমূল

কতখন	কতক্ষণ
অতখন	এত সময়
অহন	এখন
হাইনজালা	সন্ধ্যাবেলা
বিয়াইন রাইত	ভোররাত
বেইননালা	সকালবেলা
দুইফর	দুপুর
বিয়াল	বিকাল
বিহাল	বিকাল
রাইত	রাত
বেইল	দুপুর

কথোপকথনে ব্যবহৃত রূপমূল

করাল	প্রতিজ্ঞা করা
জিগা	জিজ্ঞাসা করা
জুরাক	ঠাণ্ডা হোক
ঠাইশ্যা	বেশি করে রাখা ঠেঁশে রাখা
গুইনজা	গুঁজে রাখা

গ্রামীণ সমাজের দৈনন্দিন জীবনাচরণে, কথোপকথনে, খাদ্যাভ্যাসে সবসময় সম্পর্কে সামাজিক রীতিনীতি, পারস্পরিক সম্পর্ক সবক্ষেত্রে পৃথক পৃথক রূপমূলের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। ডেমরার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ভাষায় ব্যবহৃত এই বিভিন্ন রূপমূলের ধ্বনিগত পরিবর্তন, রূপমূলের অর্থগত পরিবর্তন, একই রূপমূলের ধ্বনিগত পরিবর্তন, রূপমূলের অর্থগত পরিবর্তন, একই বস্তুবাচক ভিন্নতর রূপমূল ব্যবহারের মাধ্যমে ডেমরার ভাষার ধ্বনিগত, রূপমূলগত, বাহ্যিক ও শব্দার্থগত তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণে স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)

৩.০ ভূমিকা

ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ধ্বনি বলতে বোঝায় মানুষের বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত বাগধ্বনি। ভাষায় ব্যবহারের উপযোগী নির্দিষ্টসংখ্যক ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি মানুষ ব্যবহার করে তার নিজ নিজ ভাষায়। তাই ব্যবহারিক মূল্যবোধে ধ্বনির উচ্চারণ ও ধ্বনির প্রয়োগ প্রতিটি ভাষার নিজস্ব রূপ, নিজস্ব ধ্বনিবণ্টন।

ঢাকা শহরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যবহৃত ভাষায় ধ্বনি, শব্দ ও বাক্য গঠনের মধ্যে কিছুটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। পূর্ব-উপকণ্ঠের ডেমরা অঞ্চলের উপভাষার সঙ্গে ঢাকাস্থ কুট্টি উপভাষার কিছুটা মিল পরিলক্ষিত হলেও ধ্বনিগত, রূপগত ও বাক্যগঠনগত দিক থেকে এ অঞ্চলের ভাষার কিছুটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হওয়ায় এ অঞ্চলের ভাষা স্বতন্ত্র উপভাষার মর্যাদায় উপনীত হয়েছে।

ডেমরা থানার অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত ভাষার নমুনাবিচার বিশ্লেষণ করে যেসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তা নিচের আলোচনায় তুলে ধরা হল। প্রথম পর্যায়ে স্বরধ্বনি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যঞ্জনধ্বনি সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩.১ স্বরধ্বনি

স্বরধ্বনি উচ্চারণে মুখের ভেতর শ্বাসবায়ু কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় না। স্বরতন্ত্রীদ্বয় টানটান অবস্থায় থাকে বলে শ্বাসবায়ুতে কম্পন যুক্ত হয় এবং সেই কারণেই সকল স্বরধ্বনি ঘোষধ্বনি। স্বরধ্বনির উচ্চারণে জিভের সম্মুখে, পশ্চাতে, ওপরে ও নিচে গতিবিধি পরিলক্ষিত হয়, ওষ্ঠদ্বয় কখনও প্রসারিত, কখনও বা বর্তুলাকার আবার কখনও অপ্রসারিত বর্তুল অবস্থায় থাকে।

প্রমিত বাংলা ভাষায় সাধারণত সাতটি স্বরধ্বনির ব্যবহার দেখা যায়। এই সাতটি স্বরধ্বনি সানুনাসিকভাবেও উচ্চারণ করা যায়। আনুনাসিক ও সানুনাসিক স্বরধ্বনির মধ্যে পরস্পর ধ্বনিমূলীয় বিরোধ থাকায় প্রচলিত বাংলা ভাষার স্বরধ্বনির সংজ্ঞা নিরূপণে ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। মুহম্মদ আবদুল হাই *(ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব ২০১০:১৬)*, সুকুমার সেনের মতে স্বরধ্বনির সংখ্যা 'আট'। আবার রফিকুল ইসলাম, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, পবিত্র সরকারের মতে স্বরধ্বনির সংখ্যা 'সাত'।

ডেমরা থানার বিভিন্ন প্রান্তের শব্দে ব্যবহৃত স্বরধ্বনির সংখ্যা নির্ণয়কল্পে ধ্বনিতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা যায় এ উপভাষায়ও স্বরধ্বনির সংখ্যা সাত।

স্বরধ্বনিগুলো হল–ই, এ, এ্যা, আ, অ, ও, উ।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১.১ স্বরধ্বনি বিচার

ড্যানিয়েল জোনস স্বরধ্বনি বিচার পদ্ধতির ক্ষেত্রে মূলত জিভের উচ্চতা ও অবস্থানের ওপর নির্ভর করেছেন। মুহম্মদ আবদুল হাই তাঁর *'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব'* শীর্ষক গ্রন্থে (২০১০ : ১৩) স্বরধ্বনি বিচারের মানদণ্ড প্রসঙ্গে বলেছেন–

"স্বরধ্বনি বিশ্লেষণ এবং বিচারের মাপকাঠি তিনটি, যথা–

১. স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার যে অংশ উঁচু করা হয় তা খুঁজে বের করা;
২. জিহ্বার যে অংশ উঁচু করা হয় তার পরিমাণ অর্থাৎ তা কতটুকু উঁচু করা হয় তা জানা এবং
৩. স্বরধ্বনির উচ্চারণে ঠোঁটের ও চোয়ালের অবস্থা কেমন থাকে সে সম্বন্ধে অবহিত হওয়া।"

।

মুহম্মদ আবদুল হাই-এর স্বরধ্বনি বিচারের প্রথম পদ্ধতি অনুযায়ী স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিভের সম্মুখ পশ্চাৎ ও মধ্যবর্তী ভাগের উঁচু করা দিক থেকে স্বরধ্বনি তিন ভাগে বিভক্ত–

১. ই, এ, এ্যা (সম্মুখ পর্যায়)
২. অ, ও, উ (পশ্চাৎ পর্যায়)
৩. আ মধ্যবর্তী মৌলিক স্বরধ্বনি

ভাষাতাত্ত্বিক রফিকুল ইসলাম ও আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁদের মতে উল্লেখিত প্রক্রিয়ায় স্বরধ্বনি চার ভাগে বিভক্ত, যথা–

১. উচ্চ – এ, উ
২. উচ্চমধ্য – এ, ও
৩. নিম্নমধ্য – এ্যা, অ
৪. নিম্ন – আ *(মোরশেদ ১৯৯৭)*

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় ঠোঁট খোলার পরিমাণগত দিক থেকে স্বরধ্বনি চার ভাগে বিভক্ত :

১. /ই/ সংবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি
২. /এ/ অর্ধ-সংবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি
৩. /এ্যা/ অর্ধ-বিবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি
৪. /আ/ সম্মুখ ও পশ্চাতের মাঝামাঝি বিবৃত স্বরধ্বনি

ঠোঁট প্রায় বদ্ধ থাকলে 'সংবৃত' স্বরধ্বনি, ঠোঁট সবচেয়ে বেশি খোলা থাকলে বিবৃত স্বরধ্বনি।

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চাৎ পর্যায়ের চারটি স্বরধ্বনি

১. /অ/ অর্ধবিবৃত পশ্চাৎ

২. /ও/ সিকি সংবৃত পশ্চাৎ

৩. /ও/ অর্ধ সংবৃত পশ্চাৎ

৪. /উ/ সংবৃত পশ্চাৎ

তৃতীয় পদ্ধতিতে স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় ঠোঁট ও চোয়ালের অবস্থানগত দিক থেকে

/ই/–ঠোঁট ঈষৎ প্রসৃত

/এ/–ঠোঁট নির্লিপ্ত থেকে ঈষৎ প্রসৃত

/এ্যা/–

আ–ঠোঁট খোলা ও বিবৃত

ও–ঠোঁট গোল

ও–ঠোঁট অপেক্ষাকৃত কম গোল (এ ধ্বনিটির নাম অভিশ্রুত 'ও')

উ - ঠোঁট যথেষ্ট গোল হয়

স্বরধ্বনির গঠনে ব্যবহৃত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সকল বাকপ্রত্যঙ্গের উচ্চারণকালীন আকৃতি, প্রকৃতি, অবস্থান ও উচ্চারণস্থানগত দিক বিবেচনা করে ভাষাতাত্ত্বিক রফিকুল ইসলাম ও আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ তাঁদের গ্রন্থে স্বরধ্বনির শ্রেণিকরণ নিম্নোক্তভাবে করেছেন–

১. উচ্চ সম্মুখ স্বরধ্বনি /ই/

২. উচ্চ-মধ্য সম্মুখ স্বরধ্বনি /এ/

৩. নিম্ন-মধ্য সম্মুখ স্বরধ্বনি /এ্যা/

৪. মধ্য-পশ্চাৎ স্বরধ্বনি /অ, ও/

৫. উচ্চ-পশ্চাৎ স্বরধ্বনি /উ/

৬. মধ্য স্বরধ্বনি /আ/

নিচে রেখাচিত্রের মাধ্যমে মৌলিক স্বরধ্বনি

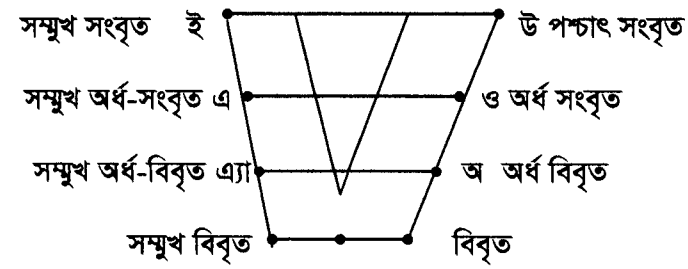

আ

স্বরধ্বনি বিচারের মানদণ্ড হিসেবে বর্তমানে ১. জিভের অবস্থা, ২. জিভের উচ্চতা, ৩. ঠোঁট ৪. চোয়ালের পাশাপাশি ৫. কোমল তালুর অবস্থাকে বিবেচনা করা হয়। এই পাঁচটি মানদণ্ডের আলোকে প্রথম পর্যায়ে স্বরধ্বনি সম্পর্কে আলোচনা করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

জিভ ও ঠোঁটের প্রকৃতি অনুসারে স্বরধ্বনির অবস্থান নির্ণয়

ঠোঁটের আকার	জিভের উচ্চতা	জিভের অবস্থান			ঠোঁটের উন্মুক্ত অবস্থা	ঠোঁটের আকার
		সম্মুখ	মধ্য	পশ্চাৎ		
অগোলাকার	উচ্চ	ই		উ	সংবৃত	গোলাকার
	উচ্চমধ্য	এ		ও	অর্ধ-সংবৃত	
	নিম্নমধ্য	এ্যা		অ	অর্ধ-বিবৃত	
	নিম্ন		আ		বিবৃত	

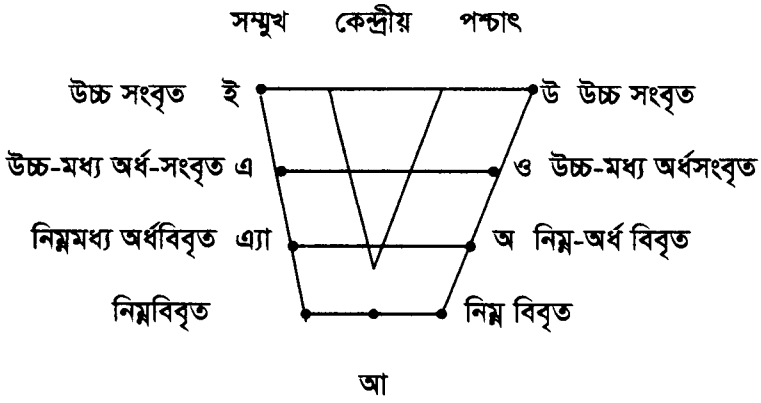

বাংলায় যে সাতটি স্বরধ্বনি আছে সেগুলি হল যথাক্রমে ই, এ, এ্যা, আ, অ, ও, উ। এই সাতটি স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে মুখের ভেতর জিভের ওপরে নিচে ওঠানামা ও সম্মুখে পশ্চাতে এগিয়ে যাওয়া ও পিছিয়ে আসা এবং ওষ্ঠদ্বয়ের সংকোচন ও প্রসারণে মুখগহবরের আকৃতির পরিবর্তন লক্ষ্য করা হয়। ছকের বাঁদিকে আছে ই, এ, এ্যা ধ্বনি। এই ধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় জিভ মুখের ভেতরে কঠিন তালুর দিকে সম্মুখে অগ্রসর হয়। /ই/ ধ্বনি উচ্চারণে জিভ সর্বোচ্চ সীমায় থাকে, /এ/ ধ্বনি উচ্চারণে জিভ ওপর থেকে এক ধাপ অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ ছেড়ে নিচে নেমে উচ্চ-মধ্যসীমায় অবস্থান করে ও /এ্যা/ ধ্বনি উচ্চারণে জিভ আরও এক ধাপ নিচে অর্থাৎ দুই-তৃতীয়াংশ ছেড়ে নিম্ন-মধ্যসীমায় অবস্থান করে। ছকের ডানদিকে আছে উ, ও, অ ধ্বনি। এই ধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় জিভ পেছনের দিকে সরে যায়। সম্মুখ স্বরধ্বনির মতো জিভের সর্বোচ্চ সীমায় আমরা পাই /উ/ ধ্বনি। জিভের উচ্চ-মধ্য অবস্থায় পাই /ও/ ধ্বনি ও নিম্ন-মধ্য অবস্থানে পাই /অ/ ধ্বনি। এই স্বরধ্বনিগুলো পশ্চাৎধ্বনি। সর্বোচ্চ সীমায় জিভ উঠে গেলে চোয়ালসমেত মুখের হাঁ থাকে সংকুচিত ও সংবৃত। তাই /ই/ /উ/ ধ্বনি উচ্চ ও সংবৃত। /এ/ /ও/ ধ্বনি উচ্চারণে চোয়ালসমেত মুখের হাঁ থাকে অর্ধ-সংবৃত অর্থাৎ অর্ধ-সংকুচিত। /এ্যা/ /অ/ ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভের উচ্চতা থাকে নিম্ন-মধ্য অবস্থায়। তাই মুখের হাঁ থাকে অর্ধ-বিবৃত অর্থাৎ আধ-খোলা।

Dhaka University Institutional Repository

ওষ্ঠদ্বয়ের আকৃতি বিচার করলে দেখা যায়, /ই/ ধ্বনিতে ওষ্ঠদ্বয় সম্পূর্ণ প্রসারিত থাকে। /উ/ ধ্বনিতে সম্পূর্ণ গোলাকার থাকে। /এ/ ধ্বনির বেলায় ওষ্ঠদ্বয় অর্ধ-প্রসারিত /ও/ ধ্বনিতে অর্ধ-গোলাকার; /এ্যা/ ধ্বনিতে সামান্য প্রসারিত ও /অ/ ধ্বনিতে ওষ্ঠদ্বয় সামান্য গোলাকার। /অ/ ধ্বনি উচ্চারণে জিভ থাকে সর্বাপেক্ষা নিম্ন অবস্থায়, জিভ সামনে বা পিছনে সরে যায় না। তাই /আ/ ধ্বনি কেন্দ্রীয়, নিম্ন ও বিবৃত।

কোমল তালুর অবস্থা অনুসারে স্বরধ্বনি দুই ভাগে বিভক্ত :

১. মৌখিক
২. আনুনাসিক

মৌখিক ধ্বনি উচ্চারণে কোমল তালু স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে এবং ফুসফুস তাড়িত বাতাস মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়।
আনুনাসিক স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় কোমল তালু নিচে নেমে যায় এবং ফুসফুসতাড়িত বাতাস মুখ ও নাক দিয়ে বেরিয়ে আসে। ফলে ধ্বনিগুলোর নাসিক্যজাত অনুরণন শোনা যায়।
ডেমরা থানার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত ভাষায় আনুনাসিক ধ্বনির ব্যবহার খুব একটা দেখা যায় না।

৩.১.২ ডেমরা অঞ্চলের শ্রমিক শ্রেণির ভাষায় ব্যবহৃত স্বরধ্বনি

ঢাকার পূর্ব-উপকণ্ঠে অবস্থিত ডেমরা থানার উপভাষায় প্রমিত বাংলার মূল স্বরধ্বনিগুলোর প্রয়োগ দেখা যায়।

ডেমরায় উপভাষায় স্বরধ্বনিমূল তালিকা (The list of vowels)

স্বরধ্বনিগুলো হল- ই (i), এ (e), এ্যা (æ) আ (a), অ (ɔ) ও (o) উ (u)

স্বরধ্বনি	উদাহরণ	
ই /i/	কাইল /kail/ (কাল)	হিকর /hikɔr/ (শিকড়)
এ /e/	কেটা /keta/ (কে)	টেকা /teka/ (টাকা)
এ্যা /æ/	এ্যা /æ/ (ডাকের জবাব অর্থে)	
আ /a/	জামা /Jama/	
অ / ɔ/	অহন /ɔhɔn/ (এখন)	
ও /o/	ওনদা /onda/ (ওদিক দিয়ে)	
উ /u/	উফরে /uphre/ (উপরে)	

ধ্বনির উচ্চারণগত দিক থেকে ধ্বনির যে পরিবর্তন ঘটে সেই পরিবর্তনের মধ্যদিয়েই ভাষার রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়। ধ্বনির এই পরিবর্তনের ফলে শব্দের গঠনগত রূপেও পার্থক্য দেখা যায়। প্রমিত ভাষা

Dhaka University Institutional Repository

থেকে ডেমরা থানার প্রচলিত উপভাষার উচ্চারণে তারতম্য দেখা যায়। শব্দের উচ্চারণের এই পরিবর্তন শব্দের 'আদি', 'মধ্য' ও 'অন্তে' এই তিন ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়।

নিচে পরিবর্তনগুলো দেখানো হল–

৩.১.৩ স্বরধ্বনির অবস্থান (Distribution of vowels)

স্বরধ্বনি	রূপমূলের আদিতে/প্রথমে	রূপমূলের মধ্যে	রূপমূলের শেষে/অন্তে
/ই/ /i/ (সংবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি বৈশিষ্ট্য উচ্চ সম্মুখ, অগোলাকার সংবৃত স্বরধ্বনি	**প্রমিত আঞ্চলিক** ইঁদুর > ইন্দুর /indur/ একটু > ইট্টু /iṭṭu/ স্কুল > ইছকুল /ichkul/ ক্রু > ইছকুরুব /ichkurub/ স্ট্যাম্প > ইছটাম /ichṭam/ স্ত্রী > ইশতিরি /iʃtiri/	**প্রমিত আঞ্চলিক** শিকড় > হিকর /hikor/ ঝাড়ু > পিছা /Picha/ ছিল > আছিল /achilo/ কাত > কাইত /kait/ কাল > কাইলকা /kailka/ ডাল > ডাইল /ḍail/ অতিথি > অতিত /ɔtit/	**প্রমিত আঞ্চলিক** টাকি > টাহি /ṭahi/ দেখি > দেহি /dehi/ ঘূর্ণিঝড় > বাউরানি /bɔurani/ আসি > আহি /ahi/ শেষ > ফুরাই /furai/
/এ/ /e/ অর্ধসংবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি	এদিক > এদিক /e̲dik/ এফিল /efil/ এই > এই /ei/ একটু > এটটু/একটু /eṭṭu/ekṭu/ এগুলো > এগুলি /eguli/ এটা > এইটা /eiṭa/	মেয়ে > ছেরি /che̲ri/ চকলেট > লেবেনচুশ /lebencuʃ/ কেরেসিন > কেরাশিন /keraʃin/ প্রথম > পেত্তোম /pettom/	করবো > করমুনে /kɔrmune̲/ ওকে > অরে/ওরে /ɔre/ore/ ওখানে > উনে /une/ তাকে > হেরে /here/ ধরে > দরে /dɔre/
/এ্যা/ /æ/ অর্ধসংবৃত অর্ধবিবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি	এক > এ্যাক /æk/ একেবারে > এ্যাক্কেবারে/ এ্যাক্কেরে /ækkebare/ækkere/ এদিকে > এ্যাদিগে /ædige/ এমনি > এ্যামনই /æmnɔi/ এখন > এ্যাহনি /æhɔni/ মেয়ে > ছ্যামরি /chæmri/	ঐদিকে > হ্যাদিকে /hædige/ টাকা > ক্যাশ /kæʃ/ তৈল > ত্যাল /tæl/ বেল > ব্যাল /bæl/ কলা > ক্যালা /kæla/ তাদের > হ্যাগো /hægo/	সে > হ্যায় /hæ/ কেন > ক্যা /kæ/ ভাতের মার গালার পাত্র > আইত্যা/আউত্যা /aitæ/autæ/ করে > কইর‍্যা /kɔiræ/ উঠে > উইট্যা /uiṭæ/ গিলে > গিল্যা /gilæ/ মেরে > মাইর‍্যা /mairæ/ ধরে > দইর‍্যা /dɔiræ/
/আ/ /a/ বিবৃত মধ্যবর্তী স্বরধ্বনি	আঁধার > আন্দার /andar/ বুদ্ধি > আক্কল /akkɔl/ আমাদের > আমগো/ আমরার /amgo/amrar/ আমের বরা > আটি /aṭi/ অলস > আইলশা /ailʃa/	বাবা > বাজান /baja̲n/ পেলেট> বাশুন /baʃun/ নারিকেল > নাইরল /nairɔl/ প্রতিজ্ঞা > করাল /kɔral/	ছেলে > পোলা /Pola/ চেচালো > চিল্লা /Cilla/ মাটির কলস > ঠিল্লা /Thilla/ ছিড়া > ফারা /fara/ সুগন্ধ > বাশনা /baʃna/

Dhaka University Institutional Repository

	অন্যদিকে সরে যাওয়া > আউলি /auli/		
/অ/ /ɔ/ অর্ধবিবৃত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি	এখন > অহন /ɔhɔn/ ওদের > অগো /ɔgo/ নোংরা স্থান > অজাগা /ɔjaga/ খারাপ কথা > অকতা /ɔkɔta/	কথা > কতা /kɔta/	বয়স > বঅস /bɔɔʃ/ বল > ক /kɔ/ বস > ব /bɔ/ নাও > ল /lɔ/
/ও/ /o/ অর্ধসংবৃত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি	ধানবাখার বেতের তৈরি পাত্র > ওরা /ora/ ঐদিক > ওদিগ /odig/ তাকে > ওরে /ore/	শিকড় > হিকর/হিঅর /hikor/hiɔr/	নৌকা > নাও /nao/ ওদের > অগো /ago/ তাদের > হ্যাগো /hægo/ এত (খুববেশি) > এ্যাত্তো /ætto/ এতগুলো > অত /ɔtɔ/
/উ/ /u/ সংবৃত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি	উঠান > উডান/উট্যান /uɖan/uţæn/ ওখানে > উনো /uno/ ওটা > উইট্যা /uiţæ/ ওদিল > উদিক /uɖik/	টক > চুক্কা /cukka/ পুকুর > পুশকুনি /puʃkuni/ শুনে > হুইনা /huina/ থাক > থাউক /thauk/ এলোমেলো > আউলা /aula/	মামা > মামু /mamu/ যাব > যামু /jamu/ খাব > খামু /khamu/ দাদি > বুবু /bubu/ ভ্রু > বুরু /buru/

স্বরধ্বনির অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, ডেমরা থানার আঞ্চলিক ভাষায় স্বরধ্বনিগুলো শব্দের প্রথমে, মাঝে এবং শেষে ব্যবহৃত হয়, তবে শব্দের মাঝে 'ও' স্বরধ্বনির ব্যবহার কম।

৩.১.৪ স্বরধ্বনির পরিবেশ বন্টন

শব্দের মধ্যে ধ্বনির অবস্থান এবং একটি ধ্বনির সঙ্গে অন্য ধ্বনির সংযোগ সম্মিলনের মাধ্যমে ভাষার ধ্বনি সমষ্টির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়।

শব্দের মধ্যে ধ্বনির অবস্থান (Distribution) তিন জায়গায় হতে পারে শব্দের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে।

বাংলায় প্রায় সব ধ্বনি আদি, মধ্য ও অন্ত্য ত্রিবিধ অবস্থানেই বসে, শুধু দু' একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা যায়। /অ/ ধ্বনিটি শব্দের আদি ও মধ্যে বসে, কিন্তু অন্তে ব্যবহৃত হয় না। তবে শব্দের অন্তে বাংলায় প্রায়ই /অ/ এর স্থানে /ও/ উচ্চারিত হয়। ঢাকার ডেমরার উপভাষায় সব স্বরধ্বনি রূপমূলের আদি, মধ্য ও অন্তে ব্যবহৃত হয়। রূপমুলের মধ্যে ধ্বনিমূল /অ/-এর ব্যবহার ব্যাপক, তবে 'অন্তে' ব্যবহারের সময় অন্য ধ্বনির সঙ্গে মিশে থাকে এবং /অ/ ধ্বনিমূল /ও/এর মত উচ্চারিত হয়। যেমন–

রূপমূলের শেষে বড় বড়ো অ > ও

কত কতো অ > ও

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা একক স্বরধ্বনিগুলোর দৈর্ঘ্য মূলত একই। অবস্থানগত পরিবেশের কারণেই প্রতিটি মৌলিক হ্রস্বস্বর দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে যায়। শব্দের আদ্য অবস্থানে যেকোনো মূলস্বরের উচ্চারণ হ্রস্ব থাকে। কিন্তু পরবর্তী ধ্বনি থেকে শুরু করে শেষ অবধি ক্রমশ এই ধ্বনির দৈর্ঘ্য বাড়তে থাকে, অর্থাৎ শব্দের অন্তস্বরের উচ্চারণ দীর্ঘতর হয়। যেমন–ডেমরার আঞ্চলিক রূপমূল খাইবা (খাবে) রূপমূলটিতে (খ+আ+ই+ব+আ) তিনটি স্বরধ্বনি আছে। আদ্যস্বর 'খা' এর চেয়ে /ই/ একটু বেশি দীর্ঘ, আবার অন্ত স্বরধ্বনি /আ/-এর উচ্চারণ দীর্ঘ হয়েছে। রূপমূল উচ্চারণের ক্ষেত্রে ধ্বনির স্বল্প ও দীর্ঘ উচ্চারণের জন্য শব্দের অর্থগত তারতম্য ঘটে না।

৩.১.৫ স্বরধ্বনির পরিবর্তন

প্রমিত বাংলার সঙ্গে ডেমরার আঞ্চলিক ভাষার উচ্চারণের ক্ষেত্রে স্বরধ্বনিগত পার্থক্য লক্ষ্যণীয়।

প্রমিত রূপ		**আঞ্চলিক রূপ**			**বৈশিষ্ট্য**
ক্ষুধা	>	খিদা	উ >	ই	/উ/ ধ্বনি পরিবর্তিত হয়েছে /ই/ ধ্বনিতে
লিখ	>	ন্যাকো/ল্যাখো	ই >	এ্যা	/ই/ ধ্বনি পরিবর্তিত হয়েছে /এ্যা/ ধ্বনিতে
প্রস্রাব	>	পিশাপ	র >	ই	

প্রমিত রূপমূলের উচ্চ মধ্য অর্ধ সংবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি /এ/ পরিবর্তিত হয় /ই/ ধ্বনিতে

একটু > ইটটু
ছেড়া > ছিরা
সেজদা > শিজদা
সেমাই > শিঅই
এটা > ইততা

নিম্ন মধ্য অর্ধ বিবৃত /এ্যা/ ধ্বনি পরিবর্তিত হয় উচ্চ সংবৃত /ই/ ধ্বনিতে

ধ্যান > দিয়ান

নিম্ন বিবৃত /আ/ ধ্বনি পরিবর্তিত হয় উচ্চ সংবৃত /ই/ ধ্বনিতে

ঠাণ্ডা > টান্ডি
ঘণ্টা > গন্টি

উচ্চ মধ্য অর্ধ সংবৃত /ও/ ধ্বনি পরিবর্তিত হয় উচ্চ সংবৃত /ই/ ধ্বনিতে

সোজা > শিদা

উচ্চ সংবৃত /উ/ ধ্বনি পরিবর্তিত হয় উচ্চ সংবৃত /ই/ ধ্বনিতে

ক্ষুধা > খিদা

Dhaka University Institutional Repository

/ঋ/ ধ্বনি পরিবর্তিত হয় উচ্চ সংবৃত /ই/ ধ্বনিতে

কৃপন > কিরপিন

সৃষ্টি > ছিরিশটি

উচ্চ সংবৃত /ই/ ধ্বনি পরিবর্তিত হয় উচ্চ মধ্য অর্ধ সংবৃত /এ/ ধ্বনিতে

নিমন্ত্রণ > নেমেনতননো

নিম্ন বিবৃত /আ/ ধ্বনি পরিবর্তিত হয় উচ্চ মধ্য অর্ধ সংবৃত /এ/ ধ্বনিতে

গ্লাস > গেলাশ

ঢাকা > ডেকা

বাঁকা > বেহা

আঁকা > এহাবেহা

নিম্ন অর্ধ বিবৃত /অ/ ধ্বনি পরিবর্তিত হয় উচ্চ মধ্য অর্ধ সংবৃত /এ/ ধ্বনিতে

মেজো > মাজে

সেজো > শাজে

খেল > খাইল

উচ্চ মধ্য অর্ধ সংবৃত /ও/ ধ্বনি পরিবর্তিত হয় উচ্চ মধ্য অর্ধ সংবৃত /এ/ ধ্বনিতে

ওমা > এমা

ওহ্ > এহ

উচ্চ সংবৃত /ই/ ধ্বনি পরিবর্তিত হয় নিম্ন মধ্য অর্ধ বিবৃত /এ্যা/ ধ্বনিতে

ছি > ছ্যা

জীবন্ত > জ্যান্ত

লিখ > ল্যাখ

ঢিল > ড্যাল

উচ্চ মধ্য অর্ধ সংবৃত /এ/ ধ্বনি পরিবর্তিত হয় নিম্ন মধ্য অর্ধ বিবৃত /এ্যা/ ধ্বনিতে

প্রমিত বাংলায় উচ্চারিত /এ/ ধ্বনি ডেমরার ভাষায় /এ্যা/ রূপে উচ্চারিত হয়। তবে /এ/-এর উচ্চারণও শোনা যায়।

ক্ষেত > খ্যাত

বেল > ব্যাল

Dhaka University Institutional Repository

বেড়া > ব্যারা

নিম্ন বিবৃত /আ/ ধ্বনি পরিবর্তিত হয় নিম্ন মধ্য অর্ধ বিবৃত /এ্যা/ ধ্বনিতে

কাঁথা > খ্যাতা

দাও > দ্যাও

ধাক্কা > ডেক্কা/ড্যাক্কা

নিম্ন অর্ধ বিবৃত /অ/ ধ্বনি পরিবর্তিত হয় নিম্ন মধ্য অর্ধ বিবৃত /এ্যা/ ধ্বনিতে

খড় > খ্যার

গজানো > গ্যাজানো

পাট > নাইল্যা (ভিন্ন রূপমূল)

উচ্চ মধ্য অর্ধ সংবৃত /এ/ ধ্বনি পরিবর্তিত হয় নিম্ন বিবৃত /আ/ ধ্বনিতে

এসো > আশো

এসেছি > আইছি

বেগুন > বাইগুন

খেয়ে > খাইয়া

যেয়ে > যাইয়া

খেলাম > খাইলাম

যাবে > যাইবা

ডেমরার ভাষা /এ্যা/ ধ্বনির ব্যবহার বেশি দেখা যায়। প্রমিতের /এ/ ধ্বনি ডেমরার ভাষায় /আ/-এ রূপান্তরিত হতে দেখা যায় বেশি।

নিম্ন অর্ধ বিবৃত /অ/ ধ্বনি পরিবর্তিত হয় নিম্ন বিবৃত /আ/ ধ্বনিতে

অমাবশ্যা > আমাবশশা

অর্ধেক > আদদেক

গর্ত > গাতা

অফিস > আপিশ

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চ মধ্য অর্ধ সংবৃত /ও/ ধ্বনি পরিবর্তিত হয় নিম্ন বিবৃত /আ/ ধ্বনিতে

গোসল > গাদুয়া/নাহান

উচ্চ সংবৃত /উ/ ধ্বনি পরিবর্তিত হয় হয় নিম্ন বিবৃত /আ/ ধ্বনিতে

সুবাশ > বাশনা

উচ্চ সংবৃত /ই/ ধ্বনি পরিবর্তিত হয় নিম্ন বিবৃত /অ/ ধ্বনিতে

বিরাট > বরো

উচ্চ মধ্য অর্ধ সংবৃত /এ/ ধ্বনি পরিবর্তিত হয় নিম্ন বিবৃত /অ/ ধ্বনিতে

বলেছ > কইছ

দিয়েছিস> দিছত

নিম্ন বিবৃত /আ/ ধ্বনি পরিবর্তিত হয় নিম্ন অর্ধ বিবৃত /অ/ ধ্বনিতে

রাবার > লবাট/লবার

উচ্চ মধ্য অর্ধ সংবৃত /ও/ ধ্বনি পরিবর্তিত হয় নিম্ন অর্ধ বিবৃত /অ/ ধ্বনিতে

কোরবো> করমু

উচ্চ সংবৃত /ই/ ধ্বনি পরিবর্তিত হয় নিম্নবিবৃত /আ/ ধ্বনিতে

লুকিয়ে > লুকায়/নুকাইয়া

নিম্ন অর্ধ বিবৃত /অ/ ধ্বনি পরিবর্তিত হয় উচ্চ মধ্য অর্ধ সংবৃত /ও/ ধ্বনিতে

অভ্যাস > ওব্বাশ

অসুখ > ওশুক

বছর > বচোর

বন্ধ > বনদো

উচ্চ সংবৃত /উ/ ধ্বনি পরিবর্তিত হয় উচ্চ মধ্য অর্ধ সংবৃত /ও/ ধ্বনিতে

কুনু > কোনো

Dhaka University Institutional Repository

নিম্ন বিবৃত /আ/ ধ্বনি পরিবর্তিত হয় উচ্চ সংবৃত /উ/ ধ্বনিতে

মামা > মামু

চাবি > ছুরানি (নতুন রূপমূল)

তামাক > তামুক

নিম্ন অর্ধ বিবৃত /অ/ ধ্বনি পরিবর্তিত হয় উচ্চ সংবৃত /উ/ ধ্বনিতে

লবণ > নুন

উচ্চ মধ্য অর্ধ সংবৃত /ও/ ধ্বনি পরিবর্তিত হয় উচ্চ সংবৃত /উ/ ধ্বনিতে

ওখানে > উনো

লোম > নুম্বা

পোতা > পুইতা

বোনা > বুনা

৩.১.৬ অর্ধ-স্বরধ্বনি (semi-vowels)

অর্ধ-স্বরধ্বনি উচ্চারণ প্রক্রিয়ার দিক থেকে স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী বলা যায়। অর্থাৎ এগুলো উচ্চারণের সময় স্বর ও ব্যঞ্জন উভয় ধ্বনির প্রকৃতি গ্রহণ করে থাকে। অর্ধ-স্বরধ্বনি স্বরধ্বনির মত স্বরিত নয়। তার কারণ, এগুলো শ্রুতজনিত আওয়াজ ছাড়াই দ্রুত উচ্চারিত হয়। ধ্বনির পরিবর্তন অনেক সময় মুখগহ্বরের আকৃতি ও প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। অর্ধ-স্বরধ্বনি গঠনের সময় জিভ ক্রমাগত উঁচুতে ও পেছনে যেতে পারে এবং সেই সঙ্গে ঠোঁটের আকারও গোলাকার ধারণ করে। অর্ধ-স্বর একক ভাবে উচ্চারিত হতে পারে না। অর্ধ-স্বরগুলো পূর্ণস্বরের পিছনে যুক্ত হয়ে যৌগিক স্বর বা দ্বিস্বর গঠন করে।

বাংলায় অর্ধ-স্বরধ্বনির সংখ্যা নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ করা যায়। সুনীতি কুমার চ্যাটার্জি ও সুকুমার সেন দুটি অর্ধ-স্বরধ্বনির (অন্তঃস্থ-য় ও অন্তঃস্থ-ব) উল্লেখ করেছেন। মুহম্মদ আবদুল হাই তিনটি অর্ধ-স্বরধ্বনি (অন্তঃস্থ-য়, অন্তঃস্থ-ব ও ই-শ্রুতি) উল্লেখ করেছেন। চার্লস ফার্গুসন এবং মুনীর চৌধুরী *(১৯৬০ : ৩৯-৪২)* বাংলায় চারটি অর্ধ-স্বরধ্বনির উল্লেখ করেছেন। এগুলো যথাক্রমে /ই, এ, ও, উ/–এই চারটি স্বর অক্ষরের চূড়া থেকে খাদ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। অর্ধ-স্বরধ্বনির উদাহরণে তাঁরা /উ/-এর জন্য কোনো ন্যূনতম জোর দেখাতে পারেননি বলে ভাষাতাত্ত্বিক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ *(আ. ভা., ১৯৯৭, ২১২)* /ই এ ও/ তিনটি অর্ধ-স্বরধ্বনির ব্যবহারের উল্লেখ করেছেন।

ঢাকার উপভাষায় ই/i̯/, এ/e̯/ উ/u̯/, ও/o̯/ চারটি অর্ধ-স্বরধ্বনির ব্যবহার দেখা যায়। ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় এই ধ্বনির প্রয়োগ নিম্নে দেখানো হল :

Dhaka University Institutional Repository

অর্ধ-স্বরের ব্যবহার

/ই/ /i̯/	বাই /bai/ (ভাই)	খাই /khai/
	আইছো /ai̯cho/ (এসেছো)	কবিই /kɔbii̯/ (বলবিই)
	খাইছো /khai̯cho/ (খেয়েছো)	দুইয়া /dui̯ĕa/ (ধোয়া)
	নাহাই /nahai̯/ (গোসল)	থুই /thui̯/ (রাখা)
	খাওয়াই /khaoĕai̯/ (খাওয়ানো)	
/এ/ /e̯/	(য়) আয় /ae/ (আস)	খায় /khae/
/ও/ /o̯/	কও /kɔo̯/ (বল)	কেওর /keo̯r/ (দরজা)
	বও /bɔo̯/ (বস)	দাও /dao̯/ (দা)
	লও /lɔo̯/ (নাও)	
/উ/ /u̯/	জাউ /jau/ (নরম ভাত)	ডেউয়া /deu̯ĕa/ (একধরনের ফল)
	আউ /au/	বাউ /bau/ (ভয় দেখানোর ক্ষেত্রে)
	লাউ /lau/	যাউক /jau̯k/ (যা দেবার দাও)
	বেউয়া /beu̯ĕa/ (চোখের পাতার পাপড়ি)	কো-উক /kou̯k/ (বলুক)

উল্লেখিত অর্ধ-স্বরগুলোর উচ্চারণ স্বরধ্বনির মত কিন্তু প্রয়োগ রীতিতে এর বৈশিষ্ট্য ব্যঞ্জনধ্বনির মত। অর্ধস্বর এককভাবে উচ্চারিত হতে পারে না এবং অক্ষর তৈরি করতে পারে না। ব্যঞ্জনধ্বনির মত অক্ষর বদ্ধ করে দেয়।

অর্ধ-স্বরের পরিবর্তন

অর্ধ-স্বরও ডেমরার কথ্যভাষায় বিবর্তিত হয়ে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়–

চলিত	**আঞ্চলিক**		
গায়ক >	গাএন /gae̯n/	/য়/ ধ্বনি পরিবর্তিত /এ/ ধ্বনিতে	য় > এ
শয়ন >	শোওন /ʃoo̯n/	য় ধ্বনি পরিবর্তিত ও ধ্বনিতে	য় > ও
মোয়া >	মুউআ /mu̯a/	য় ধ্বনি পরিবর্তিত উ ধ্বনিতে	য় > উ
দোয়া >	দুউআ /du̯a/	য় ধ্বনি পরিবর্তিত উ ধ্বনিতে	য় > উ
ধোয়া >	দুউআ /du̯a/	য় ধ্বনি পরিবর্তিত উ ধ্বনিতে	য় > উ

অর্ধ-স্বর য়, ই, ও, উ-তে পরিবর্তিত হওয়ায় পূর্ববর্তী ধ্বনিও পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন : 'মোয়া'–একধরনের খাবার। ডেমরার ভাষা উচ্চারণের সময় অর্ধস্বর /উ/ পরিবর্তিত হওয়ায় পূর্ববর্তী 'মো' পরিবর্তিত হয়ে 'মু' হয়ে যায় ' মুউআ'।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১.৭ দ্বি-স্বরধ্বনি (Dipthongs)

দ্বি-স্বরধ্বনিতে দুটি স্তর মিলিতভাবে একটি অক্ষর তৈরি করে। যদি পাশাপাশি অবস্থিত দুটি সমশ্রেণির অথবা অসমশ্রেণির স্বরধ্বনি নিশ্বাসের একই প্রয়াসে উচ্চারিত হয়ে আক্ষরিক ধ্বনি গঠন করে এবং দ্বিতীয় স্বরধ্বনির তুলনায় প্রথমটা দীর্ঘ এবং স্পষ্ট হয় তাহলে এই শ্রেণির আক্ষরিক স্বরধ্বনিকে দ্বি-স্বরধ্বনি বলা হয়।

যেমন– ই-এ বিয়ে

ই-আ টিয়া, বিয়া

দ্বি-স্বরধ্বনি উচ্চারণে প্রথম স্বরধ্বনিটি মুক্তভাবে উচ্চারিত হয়ে দ্বিতীয় স্বরে মিশে যায় এবং দ্বিতীয় স্বরটি অর্ধস্বর রূপে থাকে।

মো. আব্দুল হাই প্রমিত বাংলায় উনিশটি নিয়মিত এবং বারটি অনিয়মিত দ্বি-স্বরধ্বনির উল্লেখ করেছেন। ঢাকার ডেমরা থানার উপভাষায়ও দ্বি-স্বরধ্বনি প্রমিত বাংলার উচ্চারণ এবং আঞ্চলিক উচ্চারণে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া ত্রি-স্বরধ্বনি, চতুঃস্বর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

দ্বি-স্বরধ্বনির ব্যবহার

মূলস্বর	দ্বি-স্বরধ্বনি	আদিস্বর	মধ্যস্বর	অন্তস্বর
/ই/	১. ই-ই /ii/	ইইদ্যা (i͡iddæ) (এর দ্বারা)	কবিই না (kɔbi͡i na) (বলবি না)	জাবিই(jabi͡i) (যাবি)
			যাবিই না (jabi͡i) (যাবি না)	খাবিই(khabi͡i) (খাবি)
	২. ই-উ /iu/	-	-	-
/এ/	৩. এই /ei/	এইবার (e͡ibar) (এবার)	দেইখা (de͡ikha) (দেখে)	হেই (he͡i) (স্ত্রী–সে)
		এইরোম (e͡irom) (এরকম)	খেইল (khe͡il) (খেলা)	
		এইফিল (e͡iphil) (এদিক)		
	৪. এও /eo/	-	নেওয়া (ne͡oĕa) (নেয়া)	লেও (le͡o) (চাটা)
			নেওটা (ne͡oṭa) (মায়ের আঁচল ঘেঁষে চলে যে)	
	৫. এউ /eu/	এউগা (e͡uga) (একটা)	ছেউলি (che͡uli) (ছায়া)	ফেউ (fe͡u) (অনুসরণকারী)
/এ্যা/	৬. এ্যাও /æo/	এ্যাওজ (æ͡oɔ) (বদল)	ক্যাওজ (kæ͡oj) (দ্বন্দ্ব)	দ্যাও (dæ͡o) (দাও)
			ক্যাওর (kæ͡or) (দরজা)	ন্যাও (næ͡o) (নাও)
				ম্যাও (mæ͡o) (বিড়াল)
				খ্যাও (kæ͡o) (মাছ ধরার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত)

Dhaka University Institutional Repository

	৭. এ্যায় /æĕ/, এ্যাএ	-	হ্যায় (hæĕ) (সে)	দ্যায় (dæĕ) (দেয়)
/আ/	৮. আই /ai/	আইছো (aicho) (এসেছ)	খাইলাম (khailam) (খেলাম)	গাই (gai) (গাভী)
		আইলাম (ailam) (এসেছি)	নাইকল (naikɔl) (নারকেল)	তাই (tai) (সে)
		আইছি (aichi) (এসেছি)	মাইরি (mairi) (সত্য)	তাইনি (taini) (তাইনাই)
	৯. আও /ao/	আওলা (aola) (নাড়া দেয়া)	হাওলাত (haolat) (কর্জ)	পাও (ao) (পা)
				ফাও (phao) (বিনা পয়সায়)
		আওজা (aoɟa) (খোলা)	গাওতা(gaota) (গর্ত)	ছাও (chao) (ছানা)
	১০. আউ /au/	আউদানি (audani) (বেশি কথা)	বাউরানি (baurani) (ঘূর্ণিঝড়)	জাউ (ɟau) (নরম ভাত)
		আউলানো(aulano)(ছড়ানো)	চাউনি (cauni) (ছোচা)	কাউকাউ (kaukau) (বেশি কথা)
				হাউমাউ (haumau) (চিৎকার)
	১১. আয় /aĕ/	আয় (aĕ) (আস)	-	মাতায় (mataĕ) (মাথায়)
				খায় (khaĕ),
				নাহায় (nahaĕ) (গোসল করে)
/অ/	১২. অও /ɔo/	-	চওরা	বও (bɔo) (বস),
				কও (kɔo) (বল)
				চও (cɔo) (চাষ করা)
				শও (ʃɔo) (সহ্য করা)
	১৩. অয় /ɔĕ/	-	বয়রা(bɔĕra) (বধির)	নয়, বয়, সয়, ছয়
	১৪. ওও /oo/	-	হোওয়া (hooĕa) (শোয়া)	মোও (moo) (ঝোল)
			থোও(thoo) (রাখা)	খুজো (khuɟo) (খোঁজা)
				হোও (hoo) (শোয়া)
	১৫. ওউ /ou/	ওইডা(oiḍa) (ওটা)	-	আগোউ (agou) (অগ্রসর হও)
				পাছোউ (pachou) (পিছাও)
				বোউ (bou) (বউ),
				মোউ (mou) (ঝোল)
	১৬. ওই /oi/	ওই (oi) (সম্বোধন)	হোইছে (hoiche) (হয়েছে)	চোরোই (coroi) (চড়ুই)
		ওইডা (oi̯ḍa) (ওটা)	জোইবো (ɟoi̯bo) (জবেহ করা)	

Dhaka University Institutional Repository

		ওইমুরা (oi̯mura) (ওদিক)		কোই (koi̯) (কোথায়)
	১৭. ওয় /oĕ/			দোয় (do̯ĕ), হোয় (ho̯ĕ) (শোয়)
				কয় () (বলা)
	১৮. উই /ui/	উইযে (u̯ije) (ঐযে)	নুইয়া () (নুয়ে)	শুই (ʃu̯i) (সূঁচ),
		উইয়ে (u̯iĕe) (সে)		হুই(hu̯i) (শোয়া)
		উইদা (u̯ida) (করলা)		উনুই (unu̯i) (ওখানেই)
				থুই (thu̯i) (রাখি)
	১৯. উউ /uu/	-	-	-

আদিতে 'এও' 'আএ' দ্বিস্বরধ্বনির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় না ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায়। ডেমরা অঞ্চলে নিয়মিত দ্বিস্বরধ্বনি ছাড়াও কিছু দ্বিস্বরধ্বনির ব্যবহার দেখা যায়, যা দ্বিস্বধ্বনির গঠন প্রক্রিয়ার নিয়মবহির্ভূত। নিচে এই অনিয়মিত দ্বিস্বরধ্বনির ব্যবহার দেখানো হল :

মূলস্বর	দ্বি-স্বরধ্বনি	আদিস্বর	মধ্যস্বর	অন্তস্বর
/ই/	১. ইআ /i̯a/	ইআর (i̯ar) (দোস্ত/বন্ধু)	বিআন (bi̯an) (বেয়াইন)	ছিআ (chi̯a) (লম্বা কাঠের তৈরি দণ্ড)
		ইআবরো (i̯abɔro) (খুব বড়)	বিআন (bi̯an) (ভোর)	দিআ (di̯a) (দেয়া)
			শিআনা (ʃi̯ana) (বয়স্ক)	নাইআ (nai̯a), গিআ (gia)
			হিআল (hi̯al) (শিয়াল)	
	২. ইএ /ie/	-	-	উইএ (ui̯e) (সে/তিনি)
	৩. ইও /io/	-	আইওতো (ai̯oto) (আসোতো)	বানাইও (banai̯o) (বানিও)
				খাইও (khai̯o) (খেয়ো)
				যাইও (jai̯o) (যেয়ো)
				আইও (ai̯o) (এসো)
/এ/	৪. এআ /ea/		খেআ (khe̯a)	
			দেআ (de̯a)	
	৫. এও /eo/	-	-	-
/এ্যা/	৬. এ্যাআ /æa/	-	-	-
/অ/	৭. অআ/অয়া /ɔa/	-	বআনক (bɔ̯anɔk) (ভয়ানক)	বআ (bɔ̯a) (বসা),
				নআ(nɔ̯a) (নতুন)
	৮. অই /ɔi/			কই (kɔ̯i), অই (ঐ), সই, মই, দই
/আ/	৯. আএ /ae/	-	গাএন (ga̯en) (গায়ক)	নাএ (na̯e) (নায়ে)
/ও/	১০. ওউ/অউ /ou/ɔu/			বোউ (bo̯u) (বউ), মউ (mɔ̯u)

Dhaka University Institutional Repository

	১১. ওআ/ওয়া /oa/oĕa/	পোআতি (po͡ati)	নোয়া (বাঁকানো) বাওয়া (bao͡ĕa) (গাছে উঠা) মোয়া (খাবার বিশেষ)
	১২. ওএ /oe/ -	-	-
/ঊ/	১৩. উএ/উয়ে /ue/uĕe/ উয়ে (u͡ĕe), নুয়ে (nu͡ĕe)		
	১৪. উআ/ উয়া /ua/	উআশ /u͡aʃ/ (নিঃশ্বাস)	নুয়া (nu͡a) (বাঁকা করা) দুয়া (ধোয়ামোছা) কুয়া, টুয়া (চালের পানি পড়ার সাইড)
	১৫. উয়ো /uĕo/ -	-	-

চলিত থেকে আঞ্চলিকে দ্বিস্বরধ্বনিগত পরিবর্তন

অও > এ্যাও	চওড়া > চ্যাওরা
	লও > ন্যাও
অএ > অই	হয়েছে > হইছে
অউ > ওউ	বউ > বোউ
আও > এ্যাও	দাও > দ্যাও
আও > আয়	বিলাও > বিলায়
ইয়ে > আয়	এগিয়ে > আগায়
	চেঁচিয়ে > চ্যাচায়
	হারিয়ে > হারায়
ইয়ে > ইয়া	বিছিয়ে > বিছাইয়া
	চিনিয়ে > চিনাইয়া
ইয়ে > আই	এগিয়ে > আগাইয়া
এই > আই	খেয়েছি > খাইছি
এয়ে > আই	খেয়েছিলাম > খাইছিলাম
	খেয়েছি > খাইছি
ওই >উই	ওই > উই
ওও > এ্যাও	নোওয়ানো > ন্যাওয়ানো
ওয়া > উয়া	গোয়ার > গুয়ার
	দোয়া > দুউয়া

Dhaka University Institutional Repository

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর *'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'* গ্রন্থে দ্বিস্বরধ্বনি ছাড়াও ত্রিস্বর (Triphthong) চতুস্বর (Tetraphthong) উদাহরণসহ উল্লেখ করেছেন।

ঢাকার উপভাষায়ও কিছু ত্রিস্বর, চতুঃস্বর, পঞ্চস্বর, ষষ্টস্বরের প্রয়োগ দেখা যায়–

ত্রি-স্বরধ্বনি

দ্রুত উচ্চারণে যৌগিক স্বরধ্বনির ত্রিমাত্রিক উচ্চারণ ডেমরার ভাষায় দেখতে পাওয়া যায়। চলতি বাংলায় সাধারণত এ ধরনের উচ্চারণ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় না। এক্ষেত্রে দ্বি-স্বরধ্বনির সাথে আরেকটি স্বরধ্বনির সংযোগ ঘটে এবং নিজস্ব প্রকৃতি পরিবর্তন করে। ত্রি-স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে প্রথম স্বর দ্বিতীয় স্বরের তুলনায় দীর্ঘ ও তৃতীয় স্বর প্রায় সমরূপ। দ্বিস্বরের মত এগুলো ত্রিস্বরে এককভাবে স্ফূরিত হয়। যেমন :

ত্রিস্বর	উদাহরণ
ইআএ (iae)	হিআলে (hiale) (শিয়ালে)
ইআও (iao)	নিআও (niao), জিরাও , জিগাও
উইএ (uie)	উইয়ে (uie) (সে)
উইও (uio)	দুইও (duio), শুইও, চুইও (জমিচাষ)
উআও (uao)	হুআও (huao) (শোয়াও)
এইএ (eie)	হেইএ (heie), অইএ (তুচ্ছার্থে সে)
এআই (eai)	বেআই (beai)
আইও (aio)	আইও (aio) (এসো)
আইআ (aia)	বাইআ (baia) (বেয়ে), নাহাইআ (nahaia) (গোসল করে)
আইয়া (aiĕa)	যাইয়া (jaiĕa), শুইয়া, দুইয়া (ধুয়ে), থুবাইয়া (একত্রিত করা), কুরাইয়া (কুড়িয়ে), নুয়াইয়া (নিচু করে)
আওই (aoi)	মাওই (ভাই/বোনের শাশুড়ি) কাহই (চিরুনি)
অওয়া (ɔoa)	সওআ (ʃɔoa) (সহ্য করা)
ওআও (oao)	নোআও (noao), শোওআও, দোওআও

চতুঃস্বর

এক্ষেত্রে ধ্বনি মাত্রিকতা আরো সম্প্রসারিত হয়ে চতুর্মাত্রিকতা লাভ করে। তৃতীয় স্বরধ্বনি এবং চতুর্থ স্বরধ্বনি যৌগিক প্রবণতা স্বতস্ফুর্থভাবেই ঘটে। বাংলায় এটি এ উপভাষার ভিন্নমাত্রিক বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করে। এক্ষেত্রে উচ্চারণ দ্রুত অর্থে শব্দে স্বরের চতুর্মাত্রা এককভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন :

অওআই (ɔoai) অওয়াই (ɔoai) (জন্মানো), কওয়াই (বলা)

Dhaka University Institutional Repository

আওয়াই (aoai)	খাওয়াই (khaoai) (আ+ও+আ+ই), নাওয়াইয়া, (গোসল করা)
অ্যাওয়াই (aooai)	ন্যাওয়াই (næoai) (নেয়া অর্থে) দ্যাওয়াই (দেওয়া অর্থে)
	ন্যাওয়াইতাছি (নেতিবাচক অর্থে), দ্যাওয়াইতাছি (নেতিবাচক অর্থে)
ওয়াইআ (oaia)	শোওয়াইয়া (ʃoaia), নোওয়াইয়া, ধোওয়াইয়া
ওআইও (oaio)	শোয়াইও (ʃoaio), নোয়াইও, ধোয়াইও

পঞ্চস্বর

দ্রুত উচ্চারণে যৌগিক স্বরধ্বনির পঞ্চমাত্রিক উচ্চারণ প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে পাঁচটি স্বরধ্বনি একসঙ্গে উচ্চারিত হয়।

আওয়াইও (aoaio)	খাওয়াইও, নাওয়াইও
অওয়াইও (ɔoaio)	কওয়াইও

ষষ্টস্বর

আওয়াইয়াই	খাওয়াইয়াই গেছি (খাইয়ে দিয়ে যাওয়া অর্থে)
(aoaiai)	নাওয়াইয়াই গেছি (গোসল করিয়ে দিয়ে যাওয়া অর্থে)

ডেমরার উপভাষায় আনুনাসিক স্বরধ্বনির ব্যবহার খুব একটা দেখা যায় না।

৩.১.৮ স্বরধ্বনিগত পরিবর্তন

স্বর ও ব্যঞ্জন উভয় ধ্বনিই ধ্বনিগত পরিবেশের মধ্য দিয়ে নানাভাবে রূপান্তরিত হতে পারে, তাই বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষার বিভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত হয়। ভাষার এ বিভিন্নতার কারণ ধ্বনিগত পরিবর্তন। তার ফলে ভাষায় নতুন নতুন রূপমূল তৈরি হয়। আর এভাবে ভাষার পরিবর্তন ঘটে। ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষার পরিবর্তনের পেছনের কারণ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে ধ্বনি পরিবর্তনের কিছু প্রক্রিয়া বা সূত্র নির্দেশ করেছেন। প্রমিত বাংলায় স্বরধ্বনি পরিবর্তনে যে প্রক্রিয়া বা সূত্র প্রযোজ্য ডেমরা আঞ্চলিক ভাষায়ও সে সূত্রগুলো ক্রিয়াশীল। নিচে সূত্রগুলোর আলোকে ডেমরার আঞ্চলিক ভাষার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হল :

৩.১.৮.১ অপিনিহিতি (Epenthesis)

স্বরধ্বনিগত পরিবর্তনে শব্দের ই-কার বা উ-কারের স্থানান্তর ঘটে অপিনিহিতিতে। অনেক সময় শব্দের মধ্যে /ই /বা /উ/ থাকলে সেটি যে ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে সেই ব্যঞ্জনের আগে সরে এসে উচ্চারিত হয়। এছাড়া শব্দে য-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জন বা /ক্ষ/ বা /জ্ঞ/ থাকলে তার আগে অনেক সময় একটা অতিরিক্ত স্বরধ্বনি /ই/ বা /উ/ উচ্চারিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে অপিনিহিতি বলে।

Dhaka University Institutional Repository

অপিনিহিতিজাত ধ্বনি পরিবর্তন বাংলা উপভাষায় অনেক লক্ষ্য করা যায়। ঢাকার ডেমরার উপভাষায়ও শব্দ মধ্যস্থিত ই-কার বা উ-কার যথাস্থানের পূর্বে উচ্চারণ করার রীতি খুব বেশি প্রচলিত।

১. 'র' এবং 'ল' ব্যঞ্জন বর্ণ দুটির পূর্বে /আ/ থাকলে /ই/ 'র' ও 'ল'-কে পরিত্যাগ করে তাদের পূর্বে বসে।

চলিত ভাষা	**উপভাষা (ডেমরা)**
কাল	কাইল
চার	চাইর
চালতা	চাইলতা

২.

প্রমিতভাষা		**উপভাষা (ডে.)**	**প্রমিতভাষা**		**উপভাষা(ডে.)**
আজ	>	আইজ	পাঠিয়ে	>	পাটাইয়া
ভাগিনা	>	ভাইগনা	বেটে (ভাগ করে)	>	বাইট্যা
মাটি	>	মাইট্যা	ফাটিয়ে	>	ফাডাইয়া
করে	>	কইর‍্যা			
রাত	>	রাইত			

প্রাচীন বাংলার 'আজি' প্রমিত রূপ 'আজ' ডেমরা ভাষায় 'জ' এর পরবর্তী /ই/ স্থান পরিবর্তন করে 'জ' এর আগে উচ্চারিত হয়ে 'আইজ' হয়েছে। তদ্রুপ চারি > চাইর, রাখিয়া > রাইখ্যা, রাতি > রাইত হয়েছে।

৩. 'ইয়া' বিভক্তিযুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার /ই/ ব্যাঞ্জনকে ত্যাগ করে স্বাধীনভাবে সেই ব্যঞ্জনের পূর্বে বসে। কখনো কখনো 'ইয়া'–র, য়, য-ফলাতে পরিণত হয়। প্রথম ধ্বনি /ও/ কারান্ত হয়। য-ফলাযুক্ত অপিনিহিতি বেশি লক্ষ করা যায়।

চলিত রূপ		**উপভাষা (ডেমরা)**	**পরিবর্তন রীতি**
করিয়া (kɔria)	>	কোইরা (koira)	(ɔ > o) (আ > ও)
মরিয়া	>	মোইর‍্যা (moiræ)	(ɔ > o) (a > æ) (আ > ও) (আ > এ্যা)
চলিয়া	>	চোইল্যা (coilæ)	(a > æ) (আ > এ্যা)
ধরিয়া	>	দইর‍্যা (dɔiræ)	(a > æ) (আ > এ্যা)
উড়িয়া	>	উইর‍্যা (uiræ)	(a > æ) (আ > এ্যা)
ছুটিয়া	>	ছুইট্যা (chuiṭæ)	(a > æ) (আ > এ্যা)
হেঁটে	>	হাটাইয়া/হাইটা (haṭaia/haiṭa)	(ɔ > o) (a > æ) (আ > ও) (আ > এ্যা)

Dhaka University Institutional Repository

চাটিয়া	>	চাইট্যা (caiṭæ)	(a > æ) (আ > এ্যা)
বসিয়া	>	বোইশ্যা (boiʃæ)	(a > æ) (আ > এ্যা)
পড়িয়া	>	পোইর‍্যা (poiræ)	(a > æ) (আ > এ্যা)
সরিয়া	>	শোইর‍্যা (ʃoiræ)	(a > æ) (আ > এ্যা)
মাখিয়া	>	মাইক্যা (maikæ)	(a > æ) (আ > এ্যা)

৪. সংযুক্ত /ক্ষ/, /জ্ঞ/ ও য-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে তার আগে /ই/ ধ্বনি উচ্চারিত হয় এবং 'ক্ষ' উচ্চারিত হয় 'খ্য' রূপে।

পদ্য	>	পইদদ
গ্রাহ্য	>	গেরাইজজ
সহ্য	>	সইজজ
লক্ষ	>	লইকখ্য
রাক্ষস	>	রাইকখশ
সত্য	>	সইত্য

৫. স্পষ্ট স্বরাগম লক্ষ্যণীয়। এক্ষেত্রে শব্দের স্বরাগমে দ্বিত্বতার প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন : খাইট্যা (khaiṭṭæ) (খেটে), লাইত্যা (laittæ) (লাথি দেওয়া), বাইট্যা (baiṭṭæ) (ভাগ করে দেওয়া), গুইট্যা (guiṭṭæ) (ঘুটে দেওয়া)।

৬. বিভক্তি লোপ পেয়েও অপিনিহিতি হয়ে থাকে। যেমন : বাড়িতে > বাইত (bait), গাড়িতে > গারিত (garit)। এখানে /এ/ /e/ লোপ পেয়েছে।

৭. নাসিক্যধ্বনির বিকল্পে অপিনিহিতি ব্যবহৃত হয়। যেমন : কেঁদে > কাইন্দা (kainda), রাঁধা > রাইন্দা (rainda)।

৮. নাম শব্দের বিকৃতিতে অপিনিহিতির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন : রশিদ > রইশ্যা, রনি > রইন্যা, তকি > তইক্যা।

৯. অপিনিহিতি শব্দে দ্বৈতস্বরের গঠন নিয়মিত; তবে কিছুকিছু শব্দে দ্বৈতস্বরের দ্বিতীয় এককের স্বর সংকোচন দেখা দেয়, ফলে তার উচ্চারণ একক স্বরের পর্যায়ে পড়ে। যেমন : হোউরি > হো'রি /hɔ́ri/, কইগো > কো'গো /kɔ́go/.

১০. বাক্য শব্দে অপিনিহিতি দেখা যায়। যেমন : কোথা থেকে > কইত্যে, কি জন্য > কি ল্যাগি। এক্ষেত্রে প্রলম্বিত বা দীর্ঘ /ই/ উচ্চারিত হয়।

সাধারণত ক্রিয়া ও বিশেষ্যপদে উচ্চ সংবৃত /ই/ /i/ ধ্বনির ব্যবহার যেমন :

Dhaka University Institutional Repository

পুরাঘটিত অতীতকালে–খাইছিল/কইছিলো (khaichilo > kɔichilo) ইত্যাদি।

/ইয়া/ (iya) এবং /ইতো/(ito) প্রত্যয়ান্ত

অসমাপিকা ক্রিয়ায় যেমন কইয়া (kɔiya), খাইয়া (khaiya), কইতে (kɔite), খাইতে (khaite), ইত্যাদি

নিত্তবৃত্ত অতীতকালে–খাইতো (khaito), কইতো (kɔito), খাইতাম (khaitam)।

বিশেষ্য পদে মাইয়া (maiya), রাইত (rait), বাইত (bait)

৩.১.৮.২ স্বরাগম (Vowel Prothesis)

চলিত শিষ্ট বাংলা ভাষার ন্যায় ডেমরার উপভাষাতেও স্বরাগমের ব্যবহার দেখা যায়। রূপমূলের মধ্যে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে উচ্চারণের সুবিধার্থে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বে অতিরিক্ত একটা স্বরধ্বনি ব্যবহার করা হয়। যেমন–

চলিত রূপ	উপভাষা (ডেমরা)	সূত্র
স্পর্ধা	আশপরদা (স্প-আশ-পরদা)	স্ব-ব্য-ব্য
স্থান	এসথান (স্থ-এস-থান)	স্ব-ব্য-ব্য
স্নেহ	ইসনেহ (স্ন-ইস-নেহ)	স্ব-ব্য-ব্য

রূপমূলের প্রথমে স্বরধ্বনির আগমন

পরিবর্তন রীতি : । ব্য–ব্য– । > স্ব ব্য–ব্য– ।

সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি দিয়ে শুরু বিদেশী রূপমূলের ক্ষেত্রে

চলিত রূপ	উপভাষা (ডেমরা)	
স্টেশন	ইস্টিশন (ষ্ট-ইশ-টিশন)	রূপমূলের প্রথমে স্বরধ্বনির আগমন
স্কুল	ইশকুল (স্ক- ইশ-কুল)	(স্ব ব্য-ব্য)
স্টোর	ইশটর (স্ট-ইশ-টর)	(স্ব ব্য-ব্য)
স্টার	ইশটার (স্ট-ইশ-টার)	(স্ব ব্য-ব্য)
মিস্ত্রি	মিশতিরি (ম-ইশ-তিরি)	(ব্য স্ব ব্য ব্য)

এখানে উল্লেখযোগ্য যে স্বরগামজনিত ধ্বনি পরিবর্তন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অল্পশিক্ষিত বা নিরক্ষর ভাষাভাষীদের দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১.৮.৩ বিপ্রকর্ষ (Anaptyxis)

সময় সময় উচ্চারণের সুবিধার জন্য মাঝে মধ্যে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে অতিরিক্ত স্বরধ্বনি আসে। এর ফলে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি ভেঙ্গে যায়। রূপমূলের মধ্যে দুভাবে এই শ্রেণির পরিবর্তন ঘটতে পারে। প্রথমত, নতুন স্বরধ্বনির অন্তর্ভুক্তিতে; দ্বিতীয়ত, রূপমূলস্থিত মূল স্বরধ্বনির পরিবর্তে অন্য একটা স্বরধ্বনির অন্তর্ভুক্তিতে।

ডেমরার উপভাষায় এই শ্রেণির ধ্বণিগত পরিবর্তন দেখা যায় এবং এক্ষেত্রে সংযুক্ত ব্যঞ্জনটি ভেঙে আলাদা হয়ে উচ্চরিত হয় এবং /এ/ /ই/ /ও/ /উ/ ধ্বনিগুলো সংযুক্ত ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হয়।

সাধুভাষা	চলিতভাষা	উপভাষা (ডেমরা)	বৈশিষ্ট্য
গ্রাম	গেরাম	গেরাম	এ-এর আগমন (আ ⟶ এ)
ঘ্রাণ	ঘেরান	গেরান	এ-এর আগমন
শ্রী	ছিরি	ছিরি	ই-ধ্বনির আগমন
শ্লোক	শোলোক	শোলোক/শোল্লুক	ও-ধ্বনির আগমন
জিকর	জিকির	জিহির	ই-ধ্বনির আগমন
চক্র	চক্কর	চক্কোর	ও-ধ্বনির আগমন
শুক্রবার	শুক্কুরবার	শুক্কুরবার	উ-ধ্বনির আগমন
সূর্য	সুরুজ	সুরুজ	উ-ধ্বনির আগমন
ভ্রু	ভুরু	বুরু	উ-ধ্বনির আগমন
স্বপ্ন	স্বপন	শপন	অ- ধ্বনির আগমন
প্রীতি	পিরীতি	পিরিত	ই- ধ্বনির আগমন
বিদেশি শব্দ			
ক্লাস	কেলাশ	কেলাশ	এ-এর আগমন
গ্লাস	গেলাস	গেলাস	এ-এর আগমন
ফ্লিম		ফিলিম	ল এর আগে ই-ধ্বনির আগমন
ব্রাস		বুরুশ	উ-ধ্বনির আগমন

৩.১.৮.৪ স্বরসঙ্গতি (Vowel Harmony)

শব্দের মধ্যে পাশাপাশি অথবা প্রায় কাছাকাছি অবস্থিত দুটি পৃথক স্বরধ্বনির মধ্যে যদি একটি অন্যটির প্রভাবে বা দুটিই পরস্পরের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে একই রকম স্বরধ্বনিতে বা প্রায় একই রকম স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, তবে সেই প্রক্রিয়াকে স্বরসঙ্গতি বলে। *(শ' ১৩৯৯ : ৫০৫)*

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রক্রিয়ায় উঁচুস্বরের প্রভাবে নিচুস্বর উঁচু হয়। ডেমরার ভাষায়ও স্বরধ্বনি উচ্চারণের ক্ষেত্রে কোন স্বরধ্বনি অন্য স্বরধ্বনির সাথে সঙ্গতি রক্ষার জন্য ধ্বনিগত পরিবর্তন ঘটায়। স্বরধ্বনির এ পরিবর্তন রূপমূলের আদি, মধ্য ও অন্ত তিন ক্ষেত্রেই দেখা যায়। তবে আদ্য স্বরের পরিবর্তন বেশি পরিলক্ষিত হয়।

আদিস্বরের পরিবর্তন

ক. নিম্ন অর্ধ বিবৃত স্বরধ্বনি /অ/

১. বাংলা ক্রিয়াপদের ব্যঞ্জন সংযুক্ত আদি নিম্ন অর্ধ বিবৃত স্বরধ্বনি /অ/ /ɔ/ এ অঞ্চলের ভাষায় উচ্চ-মধ্য অর্ধ সংবৃত /ও/ /o/ কারান্ত উচ্চারিত হয়।

শব্দের আদ্যক্ষরে নিম্ন অর্ধ বিবৃত /অ/ ধ্বনি পরবর্তী উচ্চ সংবৃত /ই/ ধ্বনির প্রভাবে উচ্চ-মধ্য অর্ধ সংবৃত /ও/ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়েছে। উচ্চ-মধ্য অর্ধ সংবৃত /ও/ উচ্চারণ করার সময় চোয়ালসহ মুখের হা অর্ধ সংবৃত অবস্থায় থাকে। আর ওষ্ঠদ্বয় প্রায় পুরো গোলাকার রূপ ধারণ করে।

যেমন : করে > কোইরা অ > ও (kɔre > koira) ɔ > o

উদাহরণে উচ্চ সংবৃত /ই/ স্বরের আগম ঘটেছে এবং উচ্চস্বর উচ্চ-মধ্য অর্ধ সংবৃত /এ/, নিম্ন বিবৃত /আ/ -এ পরিণত হয়েছে।

ডেমরার ভাষায় নিম্ন অর্ধ বিবৃত /অ/-/ɔ/কারের উচ্চারণ অনেকটা সংবৃত, অর্থাৎ উচ্চ-মধ্য অর্ধ সংবৃত /ও//o/ কাররূপে উচ্চারণ প্রবণতা দেখা যায়। যেমন–

রূপমূল		পরিবর্তিত রূপমূল	পরিবর্তিত রীতি
অসুখ	>	ওশুক (oʃuk)	অ>ও
অতি	>	ওতি (oti)	অ>ও
কদু	>	কোদু (kodu)	অ>ও
মধু	>	মোদু (modu)	অ>ও

২. শ্বাসাঘাতের ফলে শব্দের শুরুতে নিম্ন অর্ধ বিবৃত /অ//ɔ/ ধ্বনি কখনো কখনো নিম্ন বিবৃত /আ//a/ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন–

রূপমূল		পরিবর্তিত রূপমূল	পরিবর্তিত রীতি
লম্বা	>	লাম্বা (lɔmba>lamba),	অ > আ
অলস	>	আইলশা (ɔlɔʃ>ailʃa),	অ > আ
অমাবশ্যা	>	আমাবোশ্যা (ɔmabɔʃæ> amaboʃæ)	অ > আ

Dhaka University Institutional Repository

৩. শব্দের আদি অক্ষরস্থিত নিম্ন অর্ধ বিবৃত /অ/ /ɔ/ ধ্বনি কখনো পশ্চাৎ সংবৃত /উ/ /u/ রূপে উচ্চারিত হয়।

যেমন : আদ্যস্বর নিম্ন অর্ধ বিবৃত /অ/ ও অন্ত্যস্বর নিম্ন বিবৃত /আ/ থাকলে কখনো কখনো আদ্য স্বরধ্বনি উচ্চ সংবৃত /উ/ ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়।

রূপমূল	পরিবর্তিত রূপমূল	পরিবর্তিত রীতি
ডগা>	ডুগা (dɔga > duga)	এখানে অ>উ (ɔ>u) হয়েছে।
মশা >	মুশা (muʃa)	অ>উ

৫. শব্দের আদি অক্ষরস্থিত নিম্ন অর্ধ বিবৃত /অ/ /ɔ/ ধ্বনি কখনো /এ্যা/ ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন :

রূপমূল		পরিবর্তিত রূপমূল	পরিবর্তিত রীতি
খর	>	খ্যার	অ > এ্যা

খ. নিম্ন বিবৃত স্বরধ্বনি /আ/

১. আদি স্বর ও অন্ত্য-স্বর নিম্ন-বিবৃত /আ/ ধ্বনি হলে ডেমরার ভাষায় কখনো কখনো তা নিম্ন-মধ্য অর্ধ বিবৃত /এ্যা/ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়। যথা –

রূপমূল	পরিবর্তিত রূপমূল	পরিবর্তিত রীতি
টাকা	ট্যাকা	আ > এ্যা
বাঁকা	ব্যাঁকা	আ > এ্যা

কিন্তু ফাঁকা, পাকা, ঢাকা, চাকা ইত্যাদি রূপমূলের ক্ষেত্রে আদিস্বরে অনুরূপ ধ্বনি পরিবর্তন হয় না।

২. আদিস্বর /আ/ ধ্বনি পরবর্তিত হয়ে /অ/ ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়েছে এবং মাঝখানে ব্যঞ্জন ধ্বনির আগমন ঘটেছে।

রূপমূল	পরিবর্তিত রূপমূল	পরিবর্তিত রীতি
পাখি	পক্ষি	আ > অ

গ. উচ্চ সংবৃত /উ/ ধ্বনি

ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় আদি স্বরের ক্ষেত্রে উচ্চ সংবৃত /উ/ ধ্বনি সাধারণত অপরিবর্তিত থাকে। শুধুমাত্র সংখ্যাবাচক রূপমূলের ক্ষেত্রে কোন কোন সময় উচ্চ সংবৃত /উ/ -ধ্বনি উচ্চ-মধ্য অর্ধ সংবৃত /ও/ - ধ্বনি রূপে ব্যবহৃত হয়। যথা:

চলিত রূপ	উপভাষার রূপমূল	পরিবর্তন রীতি
উনিশ	ওনিশ	উ > ও
উনতিরিশ	ওনতিরিশ	উ > ও
চুরানব্বই	চোর‍্যানব্বই	উ > ও

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তন রীতি - /উ/ > /ও/ –ব্য।

উচ্চ সংবৃত /উ/ /u/-কারের উচ্চারণ অনেকটা উচ্চ-মধ্য অর্ধ সংবৃত /ও/ /o/-এর মতো উচ্চারিত হয়। যেমন–

জুতা	>	জোতা (juta > jota),	উ > ও
বুঝেছ	>	বোচছত (bujhech > bocchɔt)	উ > ও
চুম্বক	>	চোম্বুক	উ > ও
শুন	>	হোন	

এখানে 'চুম্বক' রূপমূলে 'চ' ধ্বনির পরবর্তী /উ/ ধ্বনি /ও/ ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয় এবং 'ক' ধ্বনির আগে অতিরিক্ত স্বরধনি /উ/ এর আগমন ঘটে।

ঘ. উচ্চ মধ্য অর্ধ সংবৃত /এ/ ধ্বনিঃ

রূপমূলস্থিত উচ্চ-মধ্য অর্ধ সংবৃত /এ/ /e/ ধ্বনি কখনো নিম্ন অর্ধ বিবৃত /অ/ /ɔ/, নিম্ন বিবৃত /আ /a/, নিম্ন-মধ্য অর্ধ-বিবৃত এ্যা /æ/, রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন–

রূপমূল		পরিবর্তিত রূপমূল	পরিবর্তিত রীতি
এখন	>	অহন (ekhɔn > ɔhɔn)	এ > অ
এতগুলি	>	অতগুলান (etɔguli > ɔtgulan)	এ > অ

এখানে এ > অ (e > ɔ) হয়েছে। এক্ষেত্রে পূর্বস্বর /এ/-র পর ব্যঞ্জনধ্বনি থাকায় আদিস্বর /এ/ /অ/রূপে উচ্চারিত হয়েছে।

আদ্যস্বর উচ্চ-মধ্য অর্ধ সংবৃত /এ/ - ধ্বনি হলে এবং পরবর্তীতে কোন ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে পূর্ববর্তী মধ্য অর্ধসংবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি /এ/ ধ্বনি নিম্ন-মধ্য অর্ধ-বিবৃত /এ্যা/ - ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন :

রূপমূল		পরিবর্তিত রূপমূল	পরিবর্তিত রীতি
পেট	>	প্যাট (paṭ > pæṭ)	এ>এ্যা (e > æ)
মেঘ	>	ম্যাগ (megh > mæg)	এ >এ্যা (e > æ)
তেল	>	ত্যাল (tæl)	এ>এ্যা (e > æ)
কেমন	>	ক্যামন	এ > এ্যা
লেখা	>	ল্যাহা	এ > অ্যা
লেজ	>	ল্যাজ	এ > অ্যা
এক	>	এ্যাক	এ > অ্যা
এমন	>	এ্যামন	এ > অ্যা
দেখ	>	দ্যাক	এ > অ্যা

Dhaka University Institutional Repository

আদিস্বর মধ্য অর্ধসংবৃত সম্মুখ /এ/-ধ্বনি এবং অন্ত্যস্বর উচ্চ সংবৃত /উ/- ধ্বনি হলে আদিস্বর নিম্ন বিবৃত /আ/ স্বরধ্বনি হয়। যথা :

রূপমূল		পরিবর্তিত রূপমূল	পরিবর্তিত রীতি
খেজুর	>	খাজুর (khejur>khajur)	এ > আ
বেগুন	>	বাগুন (bagun)	এ > আ

ঙ. উচ্চ মধ্য অর্ধ সংবৃত /ও/ স্বরধ্বনি:

রূপমূলে ব্যবহৃত আদিস্বর উচ্চ-মধ্য অর্ধ সংবৃত /ও/ /o/-ধ্বনি কখনো কখনো উচ্চ সংবৃত /উ/ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়। যথা–

রূপমূল		পরিবর্তিত রূপমূল	পরিবর্তিত রীতি
বোতাম	>	বুতাম (botam>butam)	ও>উ (o > u)
ভোর	>	বুর (bhor>bur)	ও>উ (o > u)
ছোট	>	ছুড়ু (choto>chuḍu)	ও>উ (o > u)
তোমার	>	তুমার (tomar > tumar)	ও>উ (o > u)
চোর	>	চুর (cor > cur)	ও>উ (o > u)
মোরগ	>	মুরগ (murɔg)	ও>উ (o > u)
ঘোড়া	>	গুরা (gura)	ও>উ (o > u)
পোনা	>	পুনা (মাছের পোনা)	ও>উ (o > u)

মধ্যস্বরের পরিবর্তন

ক. নিম্ন অর্ধ বিবৃত স্বরধ্বনি /অ/

১. শব্দ মধ্যস্থিত নিম্ন অর্ধ বিবৃত /অ/ /ɔ/ ধ্বনি উচ্চ সংবৃত /উ/ /u/হতে দেখা যায়।

রূপমূল		পরিবর্তিত রূপমূল	পরিবর্তিত রীতি
বাসন	>	বাসুন (baʃɔn > baʃun)	অ > উ
এমন	>	এমুন, (emɔn > emun)	অ > উ
কেমন	>	ক্যামুন	অ > উ

Dhaka University Institutional Repository

২. শব্দ মধ্যস্থিত নিম্ন অর্ধ বিবৃত /অ/ /ɔ/ ধ্বনি /ও/ উচ্চ-মধ্য অর্ধ সংবৃত /ও/ ধ্বনি হতে দেখা যায়।

বানর	বান্দোর	অ > ও

খ. নিম্ন বিবৃত স্বরধ্বনি /আ/

মধ্যস্বরে নিম্ন-বিবৃত /আ/-ধ্বনি এবং আদিস্বর /ই/, /উ/ হলে আদিস্বরের প্রভাবে মধ্যস্বরে /এ্যা/ ধ্বনিরূপ লাভ করে। যথা –

চলিত রূপমূল	উপভাষার রূপমূল	পরিবর্তন রীতি
পিয়াঁজ	পিয়্যাঁজ	আ > এ্যা
ছিয়ানব্বই	ছিয়্যানব্বই	আ > এ্যা
উনান	উন্যান	আ > এ্যা

অন্তস্বরের পরিবর্তন

ক. নিম্ন অর্ধ বিবৃত স্বরধ্বনি /অ/

শব্দের অন্তস্থিত নিম্ন অর্ধ বিবৃত /অ/ /ɔ/ অনেক সময় উচ্চ সংবৃত /উ/ /u/ হয়।

চলিত রূপমূল		উপভাষার রূপমূল	পরিবর্তন রীতি
দুঃখ	>	দুকখু (duḥkh > dukkhu)	অ > উ
ছোট	>	ছুড়ু (choṭɔ > chuḍu)।	অ > উ
খাব	>	খামু (khamu)	অ > উ
যাব	>	যামু (jamu)	অ > উ
নিব	>	নিমু (nimu)	অ > উ
বলব	>	কমু (kɔmu)	অ > উ

খ. নিম্ন বিবৃত স্বরধ্বনি /আ/

১. কোন কোন সময় অন্ত্যস্বর নিম্ন-বিবৃত /আ/ ধ্বনি হলে তা উচ্চ সংবৃত /উ/ ধ্বনিরূপ লাভ করে। যথা–

চলিত রূপমূল	উপভাষার রূপমূল	পরিবর্তন রীতি
মামা	মামু	আ > উ
কাকা	কাক্কু	আ > উ

Dhaka University Institutional Repository

৩. কোন কোন সময় অন্ত্যস্বর নিম্ন-বিবৃত /আ/ ধ্বনি উচ্চ সংবৃত /ই/ ধ্বনিরূপ লাভ করে। যথা-

চলিত রূপমূল	উপভাষার রূপমূল	পরিবর্তন রীতি
ছাতা	ছাতি	আ > ই

৩.১.৮.৫ স্বরলোপ (Loss of Vowels)

কোন কোন অক্ষরে শ্বাসাঘাত প্রবল হলে শ্বাসাঘাতহীন অক্ষরের স্বরধ্বনি ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে যায়। সাধারণত শব্দের মধ্যে অসাবধানতাবশত ঠিক অক্ষরে শ্বাসাঘাত না দিলে ধ্বনি লোপ পায়। উচ্চারণের সুবিধার জন্য ডেমরার শ্রমিকদের ভাষায় অনেক সময় এ স্বরধ্বনির লোপ পায়। এই স্বরধ্বনি লোপ দুইভাবে ঘটে থাকে। যেমন–

১. আদিস্বর লোপ (Aphesis), ২. মধ্যস্বর লোপ, (Syncope)

আদিস্বরলোপ

শব্দের আদিতে উচ্চারিত স্বরধ্বনির বিলোপ ঘটতে দেখা যায়। যেমন–

প্রমিত	আঞ্চলিক	উদাহরণ	
আকাম	কাম	খুব কাম করছো না	'আ' লোপ পেয়েছে

মধ্যস্বরলোপ

এ ক্ষেত্রে শব্দ মধ্যস্থিত স্বরধ্বনির বিলোপ ঘটে।

ধরেছে >	দরছে	এক্ষেত্রে এ-কার লোপ পেয়েছে এবং 'ধ' 'দ' হয়েছে।
করেছে >	করছে	এক্ষেত্রে এ-কার লোপ পেয়েছে।
হলুদ >	অলদি	এক্ষেত্রে /উ/ লোপ পেয়েছে এবং হ ⟶ /অ/ তে পরিবর্তিত হয়েছে।
হরিতকী >	অরতকি	এখানে 'ই' লোপ পেয়েছে এবং 'ঈ' হ্রস্ব হয়েছে। হ ⟶ /অ/ তে পরিবর্তিত হয়েছে।

শ্রমিকশ্রেণির বেশিরভাগ নিরক্ষর। তাদের জিহ্বার আড়ষ্টতার কারণে উচ্চারণের সুবিধার জন্য অনেক সময় শব্দের মধ্যে স্বরধ্বনির লোপ ঘটে।

৩.১.৮.৬ সমাক্ষর লোপ (Haplology)

কোন শব্দে পাশাপাশি একই ধরনের দুটি ধ্বনি থাকলে কখনো কখনো তাদের একটি লুপ্ত হয়ে যায়। যেমন–

Dhaka University Institutional Repository

প্রমিত ভাষা		আঞ্চলিক ভাষা
বুবু	>	বু
বড়দাদা	>	বরদা
মেজদিদি	>	মেজদি
দিদি	>	দি

ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় অপিনিহিতি ও স্বরসঙ্গতির প্রচলন বেশি। তবে আনুনাসিক অভিশ্রুতি ও নাসিক্যভবনের রীতি ডেমরার ভাষায় তুলনামূলকভাবে কম প্রচলিত।

৩.২ ব্যঞ্জনধ্বনি

ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে মানুষের বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত বাগধ্বনিগুলো স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি নামে শ্রেণিকরণ করা হয়। ভাষাবিজ্ঞানী মুহম্মদ আবদুল হাই *ধ্বনি বিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'স্বাভাবিক পদ্ধতিতে কথাবার্তা বলার সময়ে ফুসফুস নির্গত বাতাস গলনালী, মুখবিবর কিংবা মুখের বাইরে (ঠোঁটে) বাধা পাওয়ার ফলে কিংবা শ্রুতিগ্রাহ্য চাপা খাওয়ার ফলে যেসব ধ্বনি উদ্গত হয় সেগুলোই ব্যঞ্জনধ্বনি।' *(২০১০ : ৩৬)*

ভাষাতাত্ত্বিক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ব্যঞ্জনধ্বনি সম্পর্কে বলেছেন, 'ব্যঞ্জনধ্বনি গঠনের সময় শ্রুতিগ্রাহ্য শব্দ উৎপাদিত হয় এবং সেই সঙ্গে ফুসফুস থেকে বাতাস বেরুনোর সময় বিভিন্ন বাক-প্রতঙ্গের সংস্পর্শের জন্যে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং বাতাস ঘষা খেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে।' *(১৯৯৭: ২১৫)*

ব্যঞ্জনধ্বনি হচ্ছে মূলত সেই বাগধ্বনি যে ধ্বনির সৃষ্টিতে ফুসফসের বায়ু বাগযন্ত্রে বাধা পেয়ে নির্গত হয়। ব্যঞ্জনধ্বনি বিশ্লেষণ ও শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে পাঁচটি দিক বা প্রক্রিয়া বিশেষভাবে বিবেচ্য। যথা–

১. উচ্চারণ স্থানগত প্রক্রিয়া
২. উচ্চারণ রীতিগত প্রক্রিয়া
৩. নরম তালুর অবস্থান
৪. স্বরযন্ত্রের অবস্থা
৫. স্বল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতা বিচার (বাতাসের চাপের অবস্থা)

৩.২.১ উচ্চারণ স্থান

উচ্চারণ স্থান হল মুখের ভেতর বাগযন্ত্রের কোন না কোন স্থানে শ্বাসবায়ু আংশিকভাবে অথবা সম্পূর্ণভাবে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার অবস্থা উচ্চারণস্থান অনুসারে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি হল :

Dhaka University Institutional Repository

ক. কণ্ঠনালীয় : স্বরতন্ত্রীদ্বয়ের সংকোচনে বায়ুপথ সংকীর্ণ হয় ও একেবারে বন্ধ না হয়ে আংশিক খোলা অবস্থায় যে ধ্বনি সৃষ্টি হয় তা হল /হ/ ধ্বনি। ডেমরার ভাষায় এই ধ্বনির ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। যেমন– হাপ (সাপ), হাগ (শাক), রেহুন (রসুন) ইত্যাদি।

খ. জিহ্বামূলীয় কোমলতালুজাত : জিভের মূল বা পশ্চাৎ ভাগ উঁচু করে কোমলতালুতে স্পর্শ করে শ্বাসবায়ুকে বাধা দিয়ে জিহবামূলীয় কোমলতালব্য ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়। যেমন : /ক/, /খ/, /গ/, /ঘ/, /ঙ/ ডেমরা অঞ্চলে /ঘ/ ধ্বনির /গ/ রূপে উচ্চারিত হতে দেখা যায়। গর (ঘর), গাশ (ঘাস)

গ. প্রশস্ত তালু দন্তমূলীয় : জিভের পাতার দুই পাশ চওড়া হয়ে উপরের দাঁতের মাড়ি ও কঠিন তালুর মাঝে স্পর্শ করে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয়-যথা। /চ/, /ছ/, /জ/, /ঝ/ পশ্চাৎ দন্তমূলীয়–/শ/

ঘ. প্রতিবেষ্টিত দন্তমূলীয় : জিভের ডগা উল্টিয়ে কঠিন তালুর সম্মুখভাগ স্পর্শ করে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয়, যেমন–/ট/, /ঠ/, /ড/, /ঢ/ ডেমরায় /ঢ/ ধ্বনির প্রয়োগ দেখা যায় না সেক্ষেত্রে /ড/ ব্যবহৃত হয়। ডাকা (ঢাকা) ডোল (ঢোল)

ঙ. দন্তমূলীয় : জিভের ডগা (প্রান্তভাগ) উপরের দাতের গোড়া সংলগ্ন মাড়িতে লাগিয়ে যে ধ্বনি উচ্চারণ করা হয় যেমন : /ন/, /র/, /ল/

চ. দন্ত্যধ্বনি : উপরের পাটি দাঁতের পেছনে জিভের ডগা স্পর্শ করে যে ধ্বনির সৃষ্টি হয় তা দন্ত্যধ্বনি। যথা– /ত/, /য/, /দ/, /ধ/, /ন/

ছ. ওষ্ঠ্যধ্বনি : দুটি ঠোঁট স্পর্শ করে যে ধ্বনি সৃষ্টি হয়। যথা : /প/, /ফ/, /ব/, /ভ/, /ম/

উচ্চারণ-রীতি

মুখবিবরে বায়ু প্রবাহ কি ধরনের বাধাপ্রাপ্ত হয় আংশিক না সম্পূর্ণ বাধার এই প্রকৃতি অনুসারে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো যথাক্রমে–

ক. স্পর্শ বা স্পৃষ্টধ্বনি : নিচের ঠোঁট, জিভ উপরের ঠোঁট, দাঁত এবং স্বরতন্ত্রী দুটো পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে শ্বাসবায়ুর গতিপথ ক্ষতিকালের জন্য সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করে ও সেই অবস্থায় অবস্থান করে সহসা বাধাযুক্ত হয়ে শ্বাসবায়ু নির্গত হলে যে ব্যঞ্জনধ্বনি উৎপন্ন হয় তা স্পৃষ্টধ্বনি। স্পৃষ্টধ্বনি উচ্চারণে তিনটি স্তর বিদ্যমান : ১) বাগযন্ত্র দুটি দ্বারা সম্পূর্ণ বাধা ২) বাগযন্ত্র দুটি শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় থাকা ৩) সহসা বাধামুক্ত হয়ে বের হওয়াঃ।

'বাংলায় যে চারটে জিহ্বামূলীয় স্পৃষ্টধ্বনি আছে (ক, খ, গ, ঘ) সেগুলো গঠনের সময় জিভের পশ্চাৎভাগ শক্ততালু নরমতালু স্পর্শ করে। তালব্য স্পৃষ্টধ্বনি (চ, ছ, জ, ঝ) গঠনের সময় জিভের পশ্চাৎভাগ শক্ততালু স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়। জিভের ডগা পেছনদিকে বাঁকা করে শক্ত তালু স্পর্শের সাহায্যে মূর্ধন্য স্পৃষ্ট ধ্বনিগুলো (ট, ঠ, ড, ঢ) গঠিত হয়। জিভের ডগা বা সামনের অংশ ওপরে উত্তোলিত হয়ে কর্তক

Dhaka University Institutional Repository

দন্ত স্পর্শ করে গঠিত হয় দন্ত্য স্পৃষ্টধ্বনি (ত, থ, দ, ধ)। নিচের ঠোঁট ওপরের ঠোঁট সংস্পর্শের পর মুখের ভেতর বায়ুপ্রবাহ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ অবস্থায় গঠিত হয় ওষ্ঠ্যধ্বনি (প, ফ, ব, ভ)।' *(মোরশেদ, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব, ১৯৯৭, পৃ.২২০)* ডেমরায় আঞ্চলিক ভাষায় /ঘ/, /ঠ/, /ঢ/ /ধ/, /ভ/, স্পৃষ্ট ধ্বনির উচ্চারণ শোনা যায় না।

খ. ঘৃষ্ট বা ঘর্ষণজাতধ্বনি : প্রমিত বাংলায় ঘৃষ্টধ্বনির উচ্চারণ নেই, তবে আঞ্চলিক ভাষায় এ ধ্বনির উচ্চারণ প্রচলিত। যদি কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ুর গতিপথে প্রথমে স্পর্শধ্বনির মতো পূর্ণ বাধার সৃষ্টি হয় এবং কিছু পরে সেই বাধা কমে উষ্মধ্বনির মতো আংশিক বাধায় পরিণত হয়ে ঘৃষ্টধ্বনি উচ্চারিত হয়। যেমন- /চ/, /ছ/, /জ/, /ঝ/। ডেমরা থানার মাতুয়াইল এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের মুখে /চ/, /ছ/, /জ/, /ঝ/ ধ্বনির ঘৃষ্ট উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায়। যেমন–'চ্চাচা, কই জ্জাইতাছ্ছেন?' 'উনো জ্জাইবেননি।' ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় /ঝ/ ধ্বনি উচ্চারণ খুব বেশি নয়।

গ. উষ্মধ্বনি বা শিসজাতধ্বনি : শ্বাসবায়ু বেরিয়ে যাবার সময় গলনালী থেকে ঠোঁট পর্যন্ত মুখগহ্বরে নানা জায়গায় বায়ুপথ সংকীর্ণ হয়ে ঘষা লেগে বা চাপা খেয়ে এক প্রকার শিসধ্বনি সৃষ্টি করে। ঘর্ষণজাত এরকম শিসধ্বনিই উষ্মধ্বনি বলে পরিচিত। যেমন–/শ/, /স/, /হ/, ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় /শ/, /হ/ ধ্বনির প্রচলন আছে।

ঘ. পার্শ্বিকধ্বনি : জিভের অগ্রভাগ দন্তমূলে আবদ্ধ হলে জিভের দু'পাশ ফাঁকা থাকে। জিভ সরে এলে শ্বাসবায়ু দু'পাশ দিয়ে নির্গত হয় তখন পার্শ্বিকধ্বনি সৃষ্টি হয়। যেমন- /ল/।

ঙ. কম্পনজাতধ্বনি : শ্বাসবায়ু যাতায়াতের পথে জিভের অগ্রভাগ দন্তমূলের কাছে উঠে বারবার বাধা দেয় ও শ্বাসবায়ু বারবার বাধাগ্রস্ত হয়ে কম্পনের সৃষ্টি হয়। তার ফলে কম্পনজাতধ্বনির সৃষ্টি হয়। যেমন : /র/

চ. তাড়নজাতধ্বনি : জিভের অগ্রভাগের উল্টো দিক ও দাঁতের গোড়ার সামান্য স্পর্শে তাড়নজাত ধ্বনির সৃষ্টি হয়। যেমন–/ড়/, /ঢ়/ ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় এই দুটি ধ্বনির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

ছ. নাসিক্যধ্বনি : শ্বাসবায়ু ফুসফুস থেকে নির্গত হওয়ার পথে মুখের কোন জায়গায় বাধা পেয়ে নাক দিয়ে বের হবার পথে নাকের গহবরের অনুরণিত হয়ে বের হয়, এর ফলে নাসিক্যধ্বনির সৃষ্টি হয়। যেমনঃ /ঙ/, /ন/, /ম/

ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরযন্ত্রের অবস্থা, নরমতালু অবস্থা এবং শ্বাসবায়ুর চাপের পরিমাণগত তারতম্যের কারণে উচ্চারিত ধ্বনিতেও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়–

নরম তালুর অবস্থা : নরমতালুর অবস্থানগত দিক থেকে বিচার করতে দেখা যায় নরমতালু খোলা বা বদ্ধ অবস্থায় থাকতে পারে। নরমতালু খোলা অবস্থায় বাতাস মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, ফলে মৌখিক ধ্বনির সৃষ্টি হয়। নরমতালু বন্ধ অবস্থায় নিচে নেমে আসে ফলে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির সৃষ্টি হয়।

Dhaka University Institutional Repository

স্বরযন্ত্রের অবস্থা : ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরযন্ত্রের অবস্থা বিচার করে ব্যঞ্জনধ্বনিকে দু' ভাগে ভাগ করা যায় : (ক) ঘোষধ্বনি (খ) অঘোষধ্বনি।

ঘোষধ্বনি : যে ধ্বনি উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীর কম্পনজাত সুর মিশে থাকে, তা ঘোষধ্বনি। গ, ঘ, জ, ঝ, ড, ঢ, দ, ধ, ব, ভ, হ; নাসিক্যধ্বনি–ঙ, ন, ম; কম্পিত ধ্বনি র, পার্শ্বিক ল, তাড়িত ড়, ঢ় ইত্যাদি।

অঘোষধ্বনি : যেসব ধ্বনির সঙ্গে স্বরতন্ত্রীর কম্পনজাত সুর মিশে থাকে না, তাই অঘোষধ্বনি। যেমন : ক, খ, চ, ছ, ট, ঠ, ত, থ, প, ফ, শ, স, ষ।

ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের স্বল্পতা ও আধিক্যের দিক থেকে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে দু' ভাগে ভাগ করা যায়–অল্প প্রাণ ও মহাপ্রাণ।

অল্পপ্রাণ : উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে নির্গত হয় অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে। বাংলা স্পৃষ্টধ্বনির মধ্যে বর্গের প্রথম ও তৃতীয় ধ্বনিগুলো অল্পপ্রাণ ধ্বনি, যেমন– ক, গ, চ, জ, ট, ড, ত, দ, প, ব।

মহাপ্রাণ : উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু বেশি পরিমাণে এবং জোরে নির্গত হয় যেসব ধ্বনি উচ্চারণে সেগুলো হল মহাপ্রাণ ধ্বনি। বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনি মহাপ্রাণধ্বনি, যেমন– খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, থ, ধ, ফ, ভ।

৩.২.২ ডেমরা থানার আঞ্চলিক ভাষায় ব্যবহৃত ব্যঞ্জনধ্বনিমূল তালিকা

	ওষ্ঠ্য	দন্ত্য	দন্তমূলীয় মূর্ধন্য	পশ্চাৎ দন্তমূলীয়	দন্তমূলীয়	প্রশস্ত দন্তমূলীয় তালব্য	জিহবা মূলীয়	কণ্ঠ-নালীয়
স্পৃষ্ট ধ্বনি অঘোষ অল্পপ্রাণ	প	ত	ট			চ	ক	
স্পৃষ্ট অঘোষ মহাপ্রাণ	ফ	থ	ঠ			ছ	খ	
স্পৃষ্ট ঘোষ অল্পপ্রাণ	ব	দ	ড			জ	গ	
স্পৃষ্ট ঘোষ মহাপ্রাণ								
নাসিক্যধ্বনি ঘোষ	ম	ন				ঞ	ঙ(ং)	
শিসধ্বনি অঘোষ অল্পপ্রাণ				শ				
শিসধ্বনি ঘোষ অল্পপ্রাণ					(য)			
শিসধ্বনি ঘোষ মহাপ্রাণ								হ
পার্শ্বিক ঘোষ অল্পপ্রাণ					ল			
কম্পনজাত ধ্বনি ঘোষ অল্পপ্রাণ					র			

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যেক ভাষায় প্রতিটি ধ্বনিরই একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। উচ্চারণগত, প্রয়োগগত দিক থেকে তারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে আত্মপ্রকাশ করে। তাই প্রমিত ভাষা ও আঞ্চলিক ভাষার ধ্বনি উচ্চারণে পার্থক্য লক্ষণীয়। ধ্বনি উচ্চারণের ক্ষেত্রে প্রমিতভাষার চেয়ে আঞ্চলিক ভাষার উচচারণ অনেক বেশি হালকা বা লঘু, আর এর কারণ উচ্চারণ স্থান ব্যবহারের পার্থক্য। গ্রামের নিরক্ষর, স্বল্পশিক্ষিত মানুষের অজ্ঞতাবশত এবং বাকযন্ত্রসমূহের আড়ষ্টতার জন্য ধ্বনি উচ্চারণের সময় যথাযথ স্থান স্পর্শ করতে ব্যর্থ হয়, তাই উচ্চারণস্থানগত তারতম্য সৃষ্ট হয়। গ্রামের মানুষেরা যে ধ্বনিগুলো সহজে উচ্চারণ করতে পারে তুলনামূলকভাবে সে ধ্বনি উচ্চারণের প্রতি আগ্রহবোধ করে।

ডেমরা অঞ্চল মূলত কলকারখানা সমৃদ্ধ শিল্পপ্রধান এলাকা। তাই এ অঞ্চলে শ্রমজীবী মানুষের বসবাস। ডেমরার বসবাসরত স্বল্পশিক্ষিত নিরক্ষর দরিদ্র শ্রেণির মানুষ কথোপকথনে সহজবোধ্য উচ্চারণ প্রক্রিয়ার জন্য স্পৃষ্টধ্বনির উচ্চারণ বেশি করে থাকে। যেমন–প, ফ, ট, চ, ক, থ ইত্যাদি।

কণ্ঠনালীয় ধ্বনির আঞ্চলিক উচ্চারণের ক্ষেত্রে স্বরতন্ত্রীদ্বয় সংকুচিত হয়, ফলে শ্বাসবায়ু কণ্ঠনালির প্রশস্ত পথে প্রবাহিত হয়ে জিভ, তালু, দাঁত ও ঠোঁট সামান্য স্পৃষ্ট হয়ে বেরিয়ে যায়, ফলে উচ্চারিত ধ্বনিগুলো লঘু ও হালকা ধরনের হয়ে থাকে।

কণ্ঠনালীয় 'হ' ধ্বনির উচ্চারণ ডেমরা অঞ্চলের ভাষায় প্রমিতভাষায় ন্যায় গাম্ভীর্যপূর্ণ নয়, একটু লঘুভাবে উচ্চারিত হয়।

প্রশস্ত দন্তমূলীয় তালব্যধ্বনির (চ, ছ, জ, ঝ) প্রমিত উচ্চারণ হয় উপরের পাটির দন্তমূল ও মধ্যতালুতে জিভের পাতার স্পর্শে। ডেমরার আঞ্চলিক উচ্চারণও প্রমিত ভাষার ন্যায়। কিন্তু ডেমরা থানার সারুলিয়া ও রাণীমহল এলাকায় বহিরাগত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে 'চ', 'ছ', 'জ', 'ঝ' উচ্চারণে জিভের পাতা দন্তমূলকে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে জিভের ডগাও দাঁতের মাড়িকে স্পর্শ করে থাকে।

স্পৃষ্ট ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলো–/ঘ/, /ধ/, /ভ/ ডেমরায় স্পৃষ্ট ঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনিরূপে /গ/, /দ/, /ব/ উচ্চারিত হয়। ভাত > বাত, দুধ > দুদ, ঘাস > গাশ ইত্যাদি।

দন্তমূলীয় মূর্ধন্য ধ্বনির /ট/, /ঠ/, /ড/, /ঢ/ উচ্চারণ স্থান প্রমিত বাংলা এবং আঞ্চলিক ভাষায় প্রায় একই রকম, তবে ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় প্রমিতভাষার ন্যায় জিভের ডগা উল্টিয়ে দন্তমূলকে স্পর্শ করে না, বরং জিভের ডগা সামান্য বাঁকা হয়ে দাঁতকে স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়।

ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় মূর্ধন্য ণ' ধ্বনির ব্যবহার নেই সেক্ষেত্রে সর্বত্রই দন্ত্য ন' ধ্বনি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন–হরিণ > অরিন, ঋণ > রিন ইত্যাদি।

ডেমরার ভাষায় তাড়নজাত ধ্বনি 'ড়' এর প্রচলন নেই। /ড়/ সবসময় /র/ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে ব্যবহৃত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দমধ্যস্থিত 'প' ধ্বনি 'ফ' উষ্ম ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হতে দেখা যায়। যেমন–আপা > আফা, আপনের > আফনের।

ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় শুধু একটি তালব্য-শ ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যায়। /স/ ও /ষ/ ধ্বনির প্রচলন ডেমরার ভাষায় দেখা যায় না।

গ্রামের সাধারণ মানুষ সহজ উচ্চারণযোগ্য ধ্বনির প্রতি আকর্ষণবোধ করে, তাই স্পৃষ্ট ঘোষধ্বনি, কম্পনজাত ধ্বনির উচ্চারণ জটিল হওয়ায় এ ধ্বনিগুলোর উচ্চারণ আঞ্চলিক ভাষায় দেখা যায় না।

৩.২.৩ ব্যঞ্জনধ্বনির অবস্থানগত ব্যবহার

প্রমিত বাংলা বর্ণমালায় ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি, কিন্তু ডেমরার আঞ্চলিক উচ্চারণে এই ৩৯টি ব্যঞ্জনবর্ণের অস্তিত্ব দেখা যায় না। ডেমরায় আঞ্চলিক ভাষায় ঘ,ঝ, ঢ, ণ, ধ, ভ, ষ, স, ড়, ঢ় প্রভৃতি বর্ণগুলো উচ্চারণ করার প্রবণতা দেখা যায় না। ২৫টি ব্যঞ্জনধ্বনি ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় ব্যবহৃত হয়। রূপমূলে আবস্থানিক দিক থেকে এই ব্যঞ্জনধ্বনি রূপমূলের আদি, মধ্য ও অন্তে অবস্থান করে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায়। নিচে ব্যঞ্জনধ্বনির অবস্থানগত ব্যবহার দেখান হয়েছে।

রূপমূলে ধ্বনির অবস্থান বিচার

ধ্বনি	রূপমূলের আদিতে	রূপমূলে মধ্যে	রূপমূলের অন্তে
/ক/	কাইজা (ঝগড়া)	আকাল (বুদ্ধি)	রনডক (ভাগ করা)
	কাম (কাজ)	চটকনা (চড়)	মুক (মুখ)
	করাল (অঙ্গীকার)	অকত (সময়)	আচানক (আশ্চর্য)
	কাউয়া (কাক)	কুচকুচানি (শখ)	শুক (সুখ)
	কুনো (কোথায়)	নাইকল (নারিকেল)	চৌক (চোখ)
	করাল (প্রতিজ্ঞা)	উটকি (বমি)	বলক (ফুটানো)
	কইতর (কবুতর)	কনকইনা (তীব্র ঠাণ্ডা)	বৈশাক (বৈশাখ)
	কুনো (কোথায়)		দক (ঝাঝালো গন্ধ)
	কুয়ারা (ডং)		অশুক (অসুখ)
	কেওর (দরজা)		
/খ/	খামছি– (চিমটি)	আউখা (আখের গুর)	প্যাখ (কাদামাটি)
	খেতা– (কাঁথা)	প্যাখনা (ঢং করা)	
	খেত– (জমি/ক্ষেত)	খুনখুইন্যা (অতিবৃদ্ধ)	

Dhaka University Institutional Repository

খোপ– (ঘর)

খেলন (খেলা)

খাইছলত (অভ্যাস)

খাইশটা (নোংরা)

খাচ্চর (নোংরা)

খনদল (গর্ত)

কখনো কখনো রূপমূলের অন্তে /ক/ ধ্বনি ঘোষ জিহ্বামূলীয় স্পৃষ্ট ধ্বনি /গ/ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়।

/গ/	গাও (ক্ষত/ঘা)	আমাগর (আমাদের)	হাগ (শাক)
	গপশা (মোটা)	গোপেগাপে (সুবিধামত)	বগ (বক)
	গলা (নরম)	ওংগান (ঝিমানো)	বাগ (বাঘ)
	গাই (খোচা দেয়া)	অগা (বোকা)	মেগ (মেঘ)
	গুনা (তার)	অগো (ওদের)	দাগ
	গিড়ু (পায়ের গোড়ালি)	এউগা (একটা)	মাগ (মাঘ মাস)
	গিলাপ (চাদর)	হিগা (শেখা)	
		বেগার (কাজহীন অবস্থা)	
		হগলে (সকলে)	
/ঙ/	প্রমিত বাংলার ন্যায়	আঙো (আমাদের)	রঙ (রং)
	ডেমরার ভাষায় /ঙ/	তোঙো (তোমাদের)	ডঙ (ঢং)
	রূপমূলের আদিতে	আঙডা (হুক)	
	ব্যবহৃত হয় না।	চঙো (মই)	
/চ/	চটকনা (চড়/থাপ্পর)	একচাইটা (একতরফা)	হ্যাচ (সেচা)
	চাক্কা (ঢিল)	আচানক (আশ্চর্য)	প্যাচ (জটিলতা)
	চলন (বিয়ের বরযাত্রা)	পানচিনি (বিয়ের পাকাকথা হওয়া)	মোচ (মোছ)
	চুক্কা (টক)		মাচ (মাছ)
	চটান (রাগানো)		আচ (অনুমান করা)
	চারা (নখ)		আচ (আগুনের তাপ)

Dhaka University Institutional Repository

	চিতনা (চ্যাপ্টা)		
	চাইড্ডা (অল্প পরিমাণ)		
/ছ/	ছেরা (ছেলে)	ছেছা (মার দেয়া)	পোছ (মোছা)
	ছেমরি (মেয়ে)	কিছছা (গল্প)	গোছ (মাংস)
	ছিলকা (খোসা)	পিছা (ঝাড়ু)	
	ছিল্যা (খোসা ছাড়ানো)		
	ছেবলা (ছোচা)		
	ছাল (চামড়া)		
/জ/	জলা (হিংসা)	জুপ্পা জোপ্পা (থোকা থোকা)	হাজ (সন্ধ্যা)
	জেয়াফত (নিয়ন্ত্রণ)	জুলজুলা (ডোলা)	হাজ (সাজা)
	জমা দেয়া (পরোয়া করা)	আজাইরা (কর্মহীন)	লাজ (লজ্জা)
	জিয়া (চাচি)	বাজান (বাবা)	
	জিগাও (জিজ্ঞাসা করা)		
	জিবলা (জিহবা)		
/য/	যাহা (ঝাঁকা দেয়া)	গুইনযা (গুঁজে রাখা)	
	যেরতেনে (যার কাছে)		
	যেগুম (যখন)		
/ট/	টনক (শক্ত)	টনটন (ব্যথা)	কটকট (বেশি কথা বলা)
	টাসকি (চুপ হয়ে থাকা)	টরটইরা (চালাক/দুষ্ট)	
	টেলকা (ঠান্ডা)	টেটায় (হিংসা)	
	ট্যাটনামি (চালাকি)	গুইটা (নাড়া দেয়া)	
	ট্যাকা/ টেকা (টাকা)	মটকি (চাল রাখার মাটির পাত্র)	
/ঠ/	ঠোলা (মাটির পাতিল)	ঠেলাঠেলি (চাপাচাপি)	
	ঠুলা (নেরামাথা)		
	ঠাডা (বাজপরা)		
	ঠুয়া (মাথায় ধাক্কা দেয়া)		

Dhaka University Institutional Repository

/ড/	ডলা (কাপর ইস্ত্রি করা/পেষা)	কাডল (কাঠাল)	খাড (খাট)
	ডনডি (জরিমানা)	আডডি (হাড়)	হাড (হাট)
	ডক (সুন্দর)	পিডান (পিটানো)	কাড (কাঠ)
	ডাবৈর (মাটির পাত্র হুকায় ব্যবহৃত হয়)	উডান (ঘরের সামনের খালি জায়গা)	
	ডুমা/ডোমা (ময়লা পরিষ্কার করার টুকরা কাপড়)		
	ডেহি (ঢেকি)		
	ডেম (নতুন পাতা)		
	ডেক্কা (ধাক্কা)		
/ত/	তফন (লুঙ্গি/জামা)	কতখন (কতক্ষণ)	বাত (ভাত)
	তামুক (তামাক)	কতা (কথা)	জিফত (দাওয়াত)
	তেলাই (গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান)	ফাতরা (বাজে লোক)	আত (হাত)
	আতায়/আতানো (হাত ছোঁয়ানো)	জুত (ভাল, সুবিধা)	তেলান (তোষামোদ করা)
	অতিত (অতিথি)	এইতলাক (এই পর্যন্ত)	হিতান (বিছানা)
/থ/	থাপ্পর (চড়)	থুরথইয়া (অতিবৃদ্ধ)	
	থাউক (থাক)	আথকা (হঠাৎ)	
/দ/	দুইফর (দুপুর)	বদলা (বোকা)	বলদ (বোকা)
	দোয়াপাকলি (ধোয়া মোছা)	বাদাইলা (মেঘলা)	বাদ (বাতিল)
	দর (কলিজা)	বিদিকিছছি (বিশ্রি)	
		শিদা (সোজা)	
	দোনাইল্যা (দুই মুখ ওয়ালা)	বোদাই (বোকা)	
	দোনো (দুইজন)	আদামাদা (অসম্পূর্ণ)	
	দান (ধান)	মদু (মধু)	
		আদোয়া (অপরিষ্কার)	
/ন/	নাল (সমান/সমতল/ সোজা)	পুশকুনি (পুকুর)	পোলাপান (ছোট ছেলেমেয়ে)
	নাগা (বন্ধ করা)	পোরানি (জ্বালা যন্ত্রণা)	ফুরণ (বাগার দেয়া)
	নিগরা (তলানি)	বনডক (ভাগ করা)	বান (বর্ষা)

Dhaka University Institutional Repository

নিডাল (চুপচাপ)	বনদো (জমি/ক্ষেত)	পাইজন (গরু তাড়ানোতে ব্যবহৃত বেত বা লাঠি)	
	নয়া (নতুন)	বগনদা (পলানো)	
	নিনদান (ঘৃণা করা)		
	নকতা (ডং করা)		
	ন্যাছ (নিচু)		
	ন্যাওর (পায়জামার ফিতা)		
	নাডা (খাটো)		
	নাহান (গোসল)		
	নাগল (দেখা পাওয়া/সাক্ষাৎ)		
	নগে (সঙ্গে)		
/প/	পয়লা (প্রথম)		পলপ (প্রলেপ)
	পচচিম (পশ্চিম)	আপিতত্যি (আপত্তি)	আদদোপ (ভদ্রতা/আদব-কায়দা)
	পানশা (লবনহীন)	পাউপা (পেপে)	
	পাচহানো (নানাদিকে)	পাটিহাপডা (পাটিশাপটা পিঠা)	পেশাপ (পস্রাব)
	পলান (লুকিয়ে থাকা)	আপুর (হামাগুড়ি)	ছ্যাপ (থুথু)
	পহর (পাহারা)		লোপ (লোভ)
	পাখনা (চালাক)		হাপ (সাপ)
	পেক (কাদামাটি)		
	পাতালি (সোজা)		
	পিরোন (জামা)		
	পোকখি (পাখি)		
/ফ/	ফিরি (পিঁড়ি)	উফরি (ঘুম)	বাফ (গরম)
	ফুরন (বাগার দেয়া)	আফা (আপা)	
	ফ্যাপশা (কুমকুম)	আফনে (আপনে)	
	ফুইল্যা (রেগে থাকা)	পাউফা (পেপে)	

Dhaka University Institutional Repository

	ফাগ (ফাক করা)	জিফত/জ্যাফোত (দাওয়াত)	
	ফুট (ছবি)		
	ফরফর (চঞ্চল)		
	ফালাইন্যা (ফেলে দেয়া)		
/ব/	বকতি (আগ্রহ/প্রবৃত্তি)	বগরবগর (বেশি কথা)	লোব (লোভ)
	বটকি (কান ধরে ওঠবস করা)	বহাবহি (বকাঝকা)	পুব (পূর্ব)
	বেততমিজ (অসভ্য)	বেবাগ (সব)	বুবু (দাদি)
	বননত (দ্রুত/চট করে)	আবে (সম্বোধন)	
	বরকি (ছাগল)	বেবুদা (বোধহীন)	
	বরতা (ভর্তা /চাটনি)	শাবা (পরিষ্কার)	
	বনডক (ভাগ করা)	দাবরি (তাড়া দেয়া)	
	বিলাই (বিড়াল)	আবডাল (আড়াল)	
	বশলের কাল (যৌবন সময়)		
	বাইগ্য (ভাগ্য)		
	বাইল (ফাঁকি)		
	বাও (অবস্থা)		
	বাউয় (ভাবী)		
	বার (মেঘলা)		
/ম/	মেজবান (মেহমান)	আমগো (আমাদের)	ব্যারাম (রোগ/অসুখ)
	মেলা (অনেক)	কামলা (ক্ষেতমজুর)	ওম (গরম)
	মুত (প্রস্রাব)	হেমুরা (ওদিকে)	গমগম (অনেক, আধিক্য)
	মামু (মামা)	হেমুমকা (তখন)	হামদুম (হৈচৈ)
		মামানি (মামী)	

প্রমিত ভাষায় তাড়িত ধ্বনি 'ড়' /ɽ/ ও 'ঢ়' /ɽh/-এর প্রয়োগ দেখা যায় না এ অঞ্চলের ভাষায়; সেক্ষেত্রে কম্পিত /র/ রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন–

Dhaka University Institutional Repository

/র/	রঅম (রহমত)	অরিন (হরিণ)	হ্যার (তার)
	রাক (রাগ)	ছেরি (মেয়ে)	খ্যার (খড়) (khɔɽ > khær)
	রেহাইল (কোরআন রাখার ধারক)	বেরি (পাতির ধরার লোহার দণ্ড)	জর (ঝড়) (ɟhɔɽ > ɟɔr)
			থির (স্থির)
		গরজ (উৎসাহ)	ওশার (বালিশের কভার)
		অরগুমা (অনিদ্রা)	অর (তার)
		উফরি (ঝিনে/ভুতে ধরা)	আওর (ছোট বিল)
		চারকি (চাকরি)	আমগর (আমাদের)
		করাল (অঙ্গীকার)	ইহর/হিকর (শিকড়)
		ফারা (ছেড়া)	কইতর (কবুতর)
		কিরমি/কিমরি (কৃমি)	পতিবার (প্রত্যেকবার)
			দোফর (দুপুর)
			পার (মার)
			বাহার (সুন্দর)

/ল/	লেমু (লেবু)	জিনালা (জানালা)	শইল (শরীর)
	লেপটান (লাগানো)	কললা (মাথা)	জুল (মাকড়শার জাল)
	লেংগুর (লেজ)	খাইছলত (স্বভাব)	থাল (বাসন/প্লেট)
	লুম্বা (লোম/পশম)	আউলি (লুকানো)	
	লেমু (লেবু)		

ডেমরার উচ্চারণে শ, ষ, স এই তিন বর্ণের ধ্বনিগত কোন পার্থক্য নেই। 'ষ/স' এর উচ্চারণ ডেমরার ভাষায় শোনা যায় না। তিনটি 'শ' /ʃ/ (শ/স/ষ) থাকলেও মূলত 'শ' /ʃ/ ধ্বনিই উচ্চারিত হয়।

/শ/	শেয়ানা (বয়স্ক)	ওশকু (অসুখ)	উয়াশ (নিঃশ্বাস)
	শাবা (পরিষ্কার)	পিশ্যা (ভর্তা)	ফাস (ফাঁসি)
	শিয়ান (চালাক)	হাসুলি (গলার অলংকার)	ফরমাইশ (আদেশ)

Dhaka University Institutional Repository

	শুকা (ঘ্রাণ নেয়া)	ফশকা (ঢিলা)	ফোশফোশ (অতিরিক্ত রাগের বহিঃপ্রকাশ)
	শইল (শরীর)	বেতিশটা (বিতৃষ্ণা)	
	শুনশান (নীরব)		

স/শ/ষ ধ্বনি রূপমূলে প্রথমে মাঝখানে বা শেষে থাকলে 'হ' /h/ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়।

	রূপমূলের প্রথমে–	**রূপমূলের মাঝে–**	**রূপমূলের শেষে–**
	শালা>হালা (ʃala >hala)	আসেন>আহেন (aʃen > ahen)	বস>বহ (bɔʃɔ > bɔhɔ)
	সে>হ্যায়/হে (ʃe > hæy / hæ)	বসেন>বহেন (bɔʃen > bɔhen)	আস>আহ (aʃɔ >ahɔ)
/হ/	হেরা (তারা)	বহা (বসা)	
	হিশশ্যা (জায়গা)	ডাহা (সব)	
	হোমকে (সামনে)	আহাল (আকাল/দুর্ভিক্ষ)	
	হুমানে (একসাথে)	এহান (এখন)	
	হালা (ফেলে দেয়া)	তহন (তখন)	
	হালা (শালা)	যহন (যখন)	
	হুন (শুন)	ল্যাহা (লেখা)	
	হো (শোওয়া)	দ্যাহা (দেখা)	
	হাচা (সত্য)	ব্যাহা (বাঁকা)	
	হাপ (সাপ)		
	হাগ (শাক)		
	হোলা (পাটকাঠি)		
	হোউর (শ্বশুর)		
	হারা (সারা)		

রূপমূল মধ্যস্থিত অঘোষ অল্পপ্রাণ 'ক' /k/ ও অঘোষ মহাপ্রাণ 'খ' /kh/ ধ্বনি সাধারণত ঘোষ মহাপ্রাণ 'হ' /h/ ধ্বনিতে উচ্চারিত হয়। যেমন : দেখি>দেহি খ>হ (dekhi>dehi) kh>h, পুকুর>পুহুর (pukur > puhur) ক>হ (k > h)।

Dhaka University Institutional Repository

/য়/	আদিতে /য়/ ধ্বনির ব্যবহার নেই	আয়লো (আসতো)	আয় (আস)
		জিয়া (চাচি)	হোয় (শোয়া)
		বুয়া (দাদি/কাজের মহিলা)	
		দুইয়া (ধুয়ে)	
		চুইয়া (চুয়ে)	
		মাইয়া (মেয়ে)	
/ং/	প্রমিত বাংলার ন্যায় ডেমরার	লেংড়া (উলঙ্গ)	লং (লুঙ্গি)
	ভাষায়ও রূপমূলের আদিতে	নেংগুর (লেজ)	টেয়াং (টিনের বাক্স)
	/ঙ/ ধ্বনির প্রয়োগ নেই	ঠেংগানো (লাথি দেয়া)	ঠ্যাং (পা)
		আংগাইয়া (আগুন লাগিয়ে দেয়া)	
		আংলা (উঁচু করে ধরা)	
		নিংরান (পানি বাড়িয়ে নেয়া)	
		পেদংডা (দুষ্ট/পাজি)	
		বাংগা (ভাঙ্গা)	
		ওংগান (ঝিমানো)	

শ্রমিকশ্রেণির বেশিরভাগই অশিক্ষিত, তাই তাদের উচ্চারণসহায়ক বাগযন্ত্রের আড়ষ্টতা দ্রুত কথনভঙ্গি ও অজ্ঞতাবশতার জন্য ধ্বনি যথাযথভাবে উচ্চারিত হয় না। তাই অশিক্ষিতজনের মুখের উচ্চারণে কিছু কিছু ধ্বনি কোন না কোন ধ্বনির পরিপূরক ধ্বনি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

ন ধ্বনি ব্যবহৃত হয় মূর্ধন্য 'ণ' ধ্বনির পরিপূরক হিসেবে
জ ধ্বনি ব্যবহৃত হয় য, ঝ ধ্বনির পরিপূরক হিসেবে
শ ধ্বনি ব্যবহৃত হয় স, ষ, ধ্বনির পরিপূরক হিসেবে
র ধ্বনি ব্যবহৃত হয় ঢ়, ড়, ধ্বনির পরিপূরক হিসেবে

ডেমরা থানার আঞ্চলিক ভাষায় ধ্বনির অবস্থানগত দিক থেকে ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য নিচে তুলে ধরা হল :

১. 'ক' এর সঙ্গে 'র' ফলা থাকলে 'ক' প্রায়ই 'এ' 'ক্ক' 'এ্যা' পরিবর্তিত হয়ে উচ্চারিত হয়। যথা : চক্র>চক্কোর, ঘ্রাণ>গেরান।

২. পদান্তের 'ক' এর উচ্চারণ 'উয়া'উক এ পরিণত হয়। যথা: কাক> কাউয়া, যাক>যাউক

৩. পদমধ্যে ও পদান্তে ব্যবহৃত /ক/ কখনও কখনও /গ/ তে পরিণত হয়–শাক>হাগ।

Dhaka University Institutional Repository

৪. পদান্তের 'খ' ডেমরার ভাষায় 'ক' তে পরিবর্তন হয়। যেমন : সুখ>শুক, অসুখ>ওশুক, মুখ>মুক।

৫. ডেমরার ভাষায় 'ঘ' ও 'ঢ' ধ্বনির ব্যবহার নেই।

৬. প্রমিত বাংলার ন্যায় 'ঙ' ধ্বনিটি ডেমরার ভাষায় শব্দের মধ্য ও শেষে বসে, কিন্তু আদিতে বসে না।

৭. 'ছ' এর উচ্চারণ 'চ' এর মত উচ্চারিত হয়। মাছ>মাচ

৮. 'ঝ' এর উচ্চারণ 'জ' রূপে হয়।

৯. ডেমরার ভাষায় অনেক সময় 'ট', 'ঠ' এর উচ্চারণ 'ড'-এ পরিণত হয়। খাট>খাড, পাট>পাড, পিঠ>পিড, কাঠ>কাট

১০. 'ধ' ধ্বনিটি ডেমরা অঞ্চলের ব্যবহৃত হতে দেখা যায় না। সেক্ষেত্রে এই মহাপ্রাণ ধ্বনিটি অল্পপ্রাণরূপে উচ্চারিত হয়। এক্ষেত্রে মহাপ্রাণতা লোপ ঘটে। যেমন–

দুধ > দুত, 'ত' বর্ণের প্রথম ধ্বনি।

বন্ধু > বনদু 'দ' বর্ণের তৃতীয় ধ্বনি।

১১. ডেমরার ভাষায় ভবিষ্যৎকালের উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদ রূপমূলের শেষে 'ব' স্থানে 'ম' হয়। যেমন– যাবো > যামু, খাব > খামু, বসবো > বমু, বলবো > কমু, ওষ্ঠ্যধ্বনির স্থান নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি অধিকার করে।

১২. ডেমরার ভাষায় আদি, মধ্য ও অন্তে ব্যবহৃত প্রমিত 'ভ'-এর উচ্চারণ 'ব' হয়। মহাপ্রাণ অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়।

১৩. রূপমূলে 'র' অনেক ক্ষেত্রে 'ল' উচ্চারিত হয়। যেমন শরীর > শইল।

১৪. তিনটি 'শ', 'ষ', 'স' -এর মধ্যে শুধু একটি 'শ'-এর ব্যবহার দেখা যায়। রূপমূলের প্রথমে শ, স, ষ থাকলে প্রায়ই তা 'হ' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন–

সকাল > হকাল, সাপ > হাপ, সে > হে, সেই > হেই, শোনা > হোনা, শুকান > হুগান, শিয়াল> হিয়াল, সত্য > হাচা ইত্যাদি।

১৫. বাংলা ক্রিয়াপদের 'স' ডেমরার ভাষায় লোপ পেয়ে 'স' এর স্থলে 'ই' এবং 'হ' হয় যেমন : আসিল > আইল, এসেছে > আইছে, বসেছে > বইছে, বস > বহ, আস > আহ।

১৬. শব্দের আদিতে অবস্থিত 'হ' লোপ পায়। 'হ'-এর সঙ্গে যুক্ত স্বরবর্ণের কোন পরিবর্তন হয় না। যেমন–হাত>আত, হাতি>আতি, হাঁস>আশ।

Dhaka University Institutional Repository

১৭. ডেমরার ভাষায় দুই স্তরের মধ্যবর্তী 'খ' ও 'স' ধ্বনি 'হ' হতে দেখা যায়। যেমন–লেখা>ল্যাহা, মাখা>মাহা, বসা>বহা, আস>আহ।

১৮. /খ/ ধ্বনি রূপমূলের অন্তে তুলনামূলক কম ব্যবহৃত হয়। /থ/, /ঠ/ ধ্বনি রূপমূলের অন্তে ব্যবহার নেই।

৩.২.৪ ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবেশ বন্টন

ক. শব্দের শেষে মহাপ্রাণ ধ্বনির মহাপ্রাণতা লোপ ঘটে, অর্থাৎ শব্দের শেষে মহাপ্রাণধ্বনি উচ্চারিত হয় না।

পথ > পত, মধু > মদু, দুধ > দুদ

খ. কখনো কখনো শব্দের শেষের অঘোষধ্বনি ঘোষধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন : শাক > হাগ

গ. ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণতা ত্যাগ করে কণ্ঠনালীয় স্পর্শযুক্ত তৃতীয় ধ্বনিতে পরিণত হয়।

ঘর > গর, ধান > দান, ভয় > বয়।

ঘ. শ, ষ, স ধ্বনি 'হ' রূপে উচ্চারিত হয়। এবং

সে > হে, সকল > হগল, শুনে > হুইনা

ঙ. ডেমরার ভাষায় চন্দ্রবিন্দু ব্যবহৃত হয় না।

চ. ডেমরার ভাষায় ড়, ঢ়, ধ্বনি 'র' রূপে উচ্চারিত হয়।

ছ. ডেমরার ভাষায় তিনটি /শ/,/ষ/,/স/-এর স্থলে সর্বত্র একটি 'শ' ব্যবহৃত হয়।

জ. 'ণ' ডেমরার ভাষায় উচ্চারিত হয় না। সে ক্ষেত্রে দন্ত্য 'ন' উচ্চারিত হয়।

ঝ. ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর মধ্যে 'ঙ' রূপমূলের আদিতে কখনো বসে না। এর ব্যবহার রূপমূলের মধ্য ও অন্ত্য অবস্থানে সীমাবদ্ধ থাকে।

ঞ. রূপমূলের অবস্থানভেদে একই ধ্বনি বিভিন্নরূপে অর্থাৎ রূপমূলের আদি, মধ্য ও অন্ত্য অবস্থানে ব্যবহৃত হয়। যেমন–'হ' ধ্বনির ব্যবহার আদি, মধ্য ও অন্ত্য অবস্থানে–হাচা (সত্য), বহা (বসা), আহ (আস)।

ট. ডেমরার ভাষায় বর্গের প্রথম ধ্বনি তৃতীয় ধ্বনিতে পরিণত হতে দেখা যায়। অর্থাৎ অঘোষধ্বনি ঘোষধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন–সাপ>হাপ, শাক>হাগ, সকল> হগল।

৩.২.৫ ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন

প্রমিত ভাষা থেকে ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় ব্যঞ্জন ধ্বনির পরিবর্তনগুলো সূত্রাকারে নিচে দেখানো হয়েছে :

মহাপ্রাণ ধ্বনির অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে রূপান্তর

	আঞ্চলিক		প্রমিত
'ক' ধ্বনিতে পরিবর্তিত 'খ' ধ্বনি	ওগুক	<	অসুখ

Dhaka University Institutional Repository

	পরোক	<	পরখ
	বকশিশ	<	বখশিস
‘গ’ ধ্বনিতে পরিবর্তিত ‘ঘ’ ধ্বনি	আগাত	<	আঘাত
	গুশ	<	ঘুষ
	গুরি	<	ঘুড়ি
	বাগ	<	বাঘ
‘চ’ ধ্বনিতে পরিবর্তিত ‘ছ’ ধ্বনি	মাচ	<	মাছ
	গাচ	<	গাছ
‘জ’ ধ্বনিতে পরিবর্তিত ‘ঝ’ ধ্বনি	মাজারো	<	মেঝো
	সাজ	<	সাঁঝ
	জালাফালা	<	ঝালাপালা
‘ট’ ধ্বনিতে পরিবর্তিত ‘ঠ’ ধ্বনি	কাট	<	কাঠ
	পাটাইয়া	>	পাঠিয়ে
‘ড’ ধ্বনিতে পরিবর্তিত ‘ঢ’ ধ্বনি	ডাকনা	<	ঢাকনা
	ডিল	<	ঢিল
‘দ’ ধ্বনিতে পরিবর্তিত ‘ধ’ ধ্বনি	দোয়া	<	ধোয়া
‘প’ ধ্বনিতে পরিবর্তিত ‘ফ’ ধ্বনি	গোপ	<	গোঁফ
	হেলোপ	<	হলফ
‘প’ ধ্বনিতে পরিবর্তিত ‘ছ’ ধ্বনি	পোলা	<	ছেলে
‘ব’ ধ্বনিতে পরিবর্তিত ‘ভ’ ধ্বনি	বদদর	<	ভদ্র
	বাঙগা	<	ভাঙ্গা
	বাই	<	ভাই
	বাগগো	<	ভাগ্য
	বিননো	<	ভিন্ন
	বাপ	<	ভাপ
	ছিলবর	<	সিলভার

অল্পপ্রাণ ধ্বনির মহাপ্রাণ ধ্বনিতে পরিবর্তন

‘খ’ ধ্বনিতে পরিবর্তিত ‘ক’ ধ্বনি	খেতা	<	কাঁথা

Dhaka University Institutional Repository

	খাচা	<	কাচা (কাপড় কাচা)
	আক	<	আখ
	আখখল	<	আক্কল
	আকি	<	আঁখি
	নেকা	<	লেখা
'ফ' ধ্বনিতে পরিবর্তিত 'প' ধ্বনি	দোফর	<	দুপুর
	দুইফর	<	দুপুর

অঘোষ ধ্বনি ঘোষ ধ্বনিতে রূপান্তরিত

	আঞ্চলিক		**প্রমিত**
'গ' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয় রূপমূলের শেষের 'ক' ধ্বনি	আজগা	<	আজকে
	বগ	<	বক
	দিগ	<	দিক
	ঠগ	<	ঠক
	ফাগ	<	ফাঁক
'ব' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয় রূপমূলের শেষের 'প' ধ্বনি	খরাব	<	খারাপ
	ফুবু	<	ফুপু
	গোলাব	<	গোলাপ

ঘোষধ্বনি অঘোষধ্বনিতে রূপান্তরিত

	আঞ্চলিক		**প্রমিত**
'ক' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয় রূপমূলের 'গ' ধ্বনি	হুজুক	<	হুজুগ
	রাক	<	রাগ
'চ' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয় রূপমূলের 'জ' ধ্বনি	বিচি	<	বীজ
'ড' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয় রূপমূলের 'ট' ধ্বনি	পোডলা	<	পোঁটলা
	ইড	<	ইট
	বডি	<	বটি
	এইডা	<	এইটা
	পাডি	<	পাটি

Dhaka University Institutional Repository

‘ড’ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয় রূপমূলের ‘ঠ’ ধ্বনি	পিডা <	পিঠা
‘দ’ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয় রূপমূলের ‘ত’ ধ্বনি	জদদিন <	যতদিন
‘ক’ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয় রূপমূলের ‘ট’ ধ্বনি	শুটকা <	শুকনো
‘ক’ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয় রূপমূলের ‘ত’ ধ্বনি	চিককাইর<	চিৎকার
‘ক’ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয় রূপমূলের ‘ব’ ধ্বনি	এ্যাককেরে <	একেবারে
‘গ’ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয় রূপমূলের ‘দ’ ধ্বনি	আমাগোর <	আমাদের
	ওগো <	ওদের
	তগো <	তোদের
	কাগো <	কাদের
‘চ’ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয় রূপমূলের ‘শ’ ধ্বনি	পচচিম <	পশ্চিম
	পিচাশ <	পিশাচ
‘চ’ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয় রূপমূলের ‘ট’ ধ্বনি	চুকা <	টক
‘ছ’ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয় রূপমূলের ‘স’ ধ্বনি	ছিফাত <	সিফাত
	ছালাম <	সালাম
	ছিজদা <	সেজদা
‘ঢ’ ধ্বনিতে পরিবর্তিত ‘ধ’ ধ্বনি	ঢেক্কা <	ধাক্কা
‘ত’ ধ্বনিতে পরিবর্তিত ‘চ’ ধ্বনি	জাইতাছি<	যাচ্ছি

যুক্ত ব্যঞ্জন অযুগ্ম ব্যঞ্জনে পরিণত

‘ত’ ধ্বনিতে পরিবর্তিত ধ্বনি ‘থ’ যুক্ত ব্যঞ্জন অযুগ্ম ব্যঞ্জনে পরিণত

	পেততোম <	প্রথম
	শাতে <	সাথে
	গাতা <	গাঁথা
	কতা <	কথা
‘ন’ ধ্বনিতে পরিবর্তিত ‘ঞ’ ধ্বনি	পুনচাশ <	পঞ্চাশ
	মনচো <	মঞ্চ
‘ন’ ধ্বনিতে পরিবর্তিত ‘দ’ ধ্বনি	চান <	চাঁদ

Dhaka University Institutional Repository

'ন' ধ্বনিতে পরিবর্তিত 'ম' ধ্বনি	শনমান	<	সম্মান
'ন' ধ্বনিতে পরিবর্তিত 'ল' ধ্বনি	নেজ	<	লেজ
	নুন	<	লবণ
'ন' ধ্বনিতে পরিবর্তিত 'ব' ধ্বনি	নুমবা	<	লোম
	ওমনে	<	ওভাবে
'ব' ধ্বনিতে পরিবর্তিত 'ন' ধ্বনি	এমবৈ	<	এমনি
	এ্যামবে	<	এমনে
'ম' ধ্বনিতে পরিবর্তিত 'ন' ধ্বনি	জমমো	<	জন্ম
'ম' ধ্বনিতে পরিবর্তিত 'র' ধ্বনি	কমমো	<	কর্ম
'ম' ধ্বনিতে পরিবর্তিত 'ব' ধ্বনি	লেমু	<	লেবু
'ম' ধ্বনিতে পরিবর্তিত 'ভ' ধ্বনি	ওমনে	<	ওভাবে
'ম' ধ্বনিতে পরিবর্তিত 'ং' ধ্বনি	সমবাদ	<	সংবাদ
'র' ধ্বনিতে পরিবর্তিত 'ন' ধ্বনি	জরমো	<	জন্ম
'র' ধ্বনিতে পরিবর্তিত 'ল' ধ্বনি	ছেরা	<	ছেলে
'র' ধ্বনিতে পরিবর্তিত 'ড়' ধ্বনি	বারি	<	বাড়ি–(সব 'ড়' ডেমরায় 'র' রূপে উচ্চারিত হয়)
'র' ধ্বনিতে পরিবর্তিত 'ঠ' ধ্বনি	গরন	<	গঠন
'শ' ধ্বনিতে পরিবর্তিত 'র' ধ্বনি	বশশা	<	বর্ষা
	বশ্যা	<	ভরসা
'হ' ধ্বনিতে পরিবর্তিত 'ক' ধ্বনি	যাহা	<	ঝাঁকা
	টেহা	<	টাকা
	বেহা	<	বেকা
	পাহা	<	পাকা
	বহাবহি	<	বকাঝকা
'হ' ধ্বনিতে পরিবর্তিত 'খ' ধ্বনি	দহল	<	দখল
'হ' ধ্বনিতে পরিবর্তিত 'ঃ' ধ্বনি	বাহ	<	বাঃ
'হ' ধ্বনিতে পরিবর্তিত 'স/শ' ধ্বনি	হাপ	<	সাপ

Dhaka University Institutional Repository

	হাগ	<	শাক
	হিঅর	<	শিকর
	হাতুর	<	সাঁতার
	বাহি	<	বাসি
'হ' ধ্বনিতে পরিবর্তিত 'ত' ধ্বনি	হ্যার	<	তার
'য়' ধ্বনিতে পরিবর্তিত 'হ' ধ্বনি	পোয়ানো	<	পোছানো
	লোয়া	<	লোহা
'ফ' ও 'ল' ধ্বনিতে পরিবর্তিত 'দ' ও 'ক' ধ্বনি	এইফিল	<	এইদিক
'ল' ধ্বনিতে পরিবর্তিত 'ড়' ধ্বনি	বিলাই	<	বিড়াল

শিশুদের কথোপকথন খেয়াল করলে তাদের উচ্চারণের ক্ষেত্রে ভিন্নতর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শিশুরা অঘোষ এবং অল্পপ্রাণ ধ্বনির উচ্চারণ বেশি করে যাকে ঘোষ এবং মহাপ্রাণ ধ্বনির উচ্চারণ করে না। তার কারণ তাদের বাগযন্ত্রের অপরিপক্কতা। তার ক, ত, প-বর্গীয় ধ্বনি উচ্চারণে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। যেমন– দেখা>দেতা, গাছে>গাতে, বালিশ>বালিত, কথা>কতা।

রূপমূলের শুরুতে 'র' ধ্বনির লোপ ডেমরা অঞ্চলের শিশুদের ভাষায় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। যেমন : রাস্তা>আসতা, রান্না> লান্না, রান>লান, রস>লছ।

বিভিন্ন ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবেশে ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই শ্রেণির পরিবর্তনে রূপমূলস্থিত ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত অথবা যুক্ত হয়ে থাকে। ধ্বনির পারস্পরিক পরিবর্তন হতে পারে। ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় যে শ্রেণির ধ্বনিগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তা নিচে দেখানো হলো :

ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ

আদ্যধ্বনি লোপ : (স) স্পষ্ট > পশটো		পূর্বের 'স' ধ্বনির লোপ হয়েছে।
মধ্যধ্বনি লোপ : 'ভ'	গাভী > গাই	ব্যঞ্জনের দুই স্বরের মধ্যবর্তী ব্যঞ্জন 'ভ' লোপ ঘটেছে।
	'র' প্রস্রাব > পেশাব	মধ্যধ্বনি 'র' এর লোপ ঘটেছে।
	বিকাল > বিআল	মধ্যধ্বনি 'ক' এর লোপ ঘটেছে।
	রসুন > রউন	মধ্যধ্বনি 'স' এর লোপ ঘটেছে।
	দেবর > দেঅর	মধ্যধ্বনি 'ব' এর লোপ ঘটেছে।
	ভাসুর > বাউর	মধ্যধ্বনি 'স' এর লোপ ঘটেছে।

Dhaka University Institutional Repository

অন্তধ্বনি লোপ : 'হ' আল্লাহ > আল্লা অন্তধ্বনি 'হ' লোপ হয়েছে।

'র' তোদের > তগো অন্তধ্বনি 'র' লোপ হয়েছে।

যুক্ত ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে র-ফলার লোপ লক্ষ করা যায়। যেমন–

চৈত্র > চইত, পুত্র > পুত, শার্ট > শাট, প্রথম > পরতম, কার্তিক > কাতি, ভাদ্র > বাদ্দ ইত্যাদি।

৩.২.৬ বর্ণ বিপর্যয় (Metathesis)

রূপমূলের মধ্যে দুটো ব্যঞ্জনের পারস্পরিক পরিবর্তনই হল ধ্বনি বিপর্যয়। যেমন :
বর্ণ বিপর্যয়ের উদাহরণ–

প্রমিত ভাষা	**ডেমরার আঞ্চলিক ভাষা**	
জানালা >	জিলনা	'ন' এর স্থলে 'ল' এবং 'ল' এর স্থলে 'ন' হয়েছে।
তলোয়ার >	তারোয়াল	'ল' এর স্থলে 'র' এবং 'র' এর স্থলে 'ল' হয়েছে।
চাকরি >	চারকি	প্রমিত ভাষায় 'ক' ও 'র' ধ্বনির পারস্পরিক পরিবর্তন ঘটেছে।
রিকসা >	রিসকা	'ক' এর স্থলে 'স' এবং 'স' এর স্থলে 'ক' বসেছে।
লাফ >	ফাল	'ল' এর স্থলে 'ফ' এবং 'ফ' এর স্থলে 'ল' বসেছে।
পিশাচ >	পিচাশ	'শ' এর স্থলে 'চ' এবং 'চ' এর স্থলে 'শ' হয়েছে।

৩.২.৭ বর্ণদ্বিত্ব (Gemination)

বক্তা জোর দিয়ে শব্দ উচ্চারণ করলে অনেক সময় শ্বাসাঘাতের প্রাধান্য লাভের ফলে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব উচ্চরণ হয়। যেমন–পাকা > পাক্কা, একেবারে > এক্কেরে, সকাল > সক্কাল, চাকু > চাক্কু। ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় বর্ণদ্বিত্বের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়–

১. অঘোষ ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব
   গুড়া > ফাক্কি, ক + ক
   চাদর > চাদ্দর, দ + দ
   টিলা > টিল্লা, ল + ল
   ছাতি > ছাত্তি/ছাত্তা, ত + ত

২. ঘোষ স্পর্শ ও ঘৃষ্ট ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব
   গ + গ = আগগান, আগগাইয়া (আগাইয়া)
   ড + ড = আড্ডা
   র + র = কররা
   ব + ব = জুব্বা (পোশাক)

Dhaka University Institutional Repository

৩. ঘোষ পার্শিক ধ্বনির দ্বিত্বতা
   ল + ল = গুল্লি (গুল্লি)

৪. নাসিক্যধ্বনি দ্বিত্ব ব্যঞ্জন
   ম + ম = জুম্মা (জুমার নামাজ), আম্মা
   ন + ন = গিন্না (ঘৃণা)

৫. উষ্ম ব্যঞ্জনধ্বনির দ্বিত্ব
   শ + শ = বশশা (বর্ষা), গশশা (ঘষা)

৩.২.৮ মহাপ্রাণতা (Aspiration)

বাংলা বর্ণমালায় সাধারণত বর্ণের ২য়, ৪র্থ ধ্বনি এবং 'হ' হল মহাপ্রাণ ধ্বনি। আর বর্ণের প্রথম ও তৃতীয় ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনি। অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি যখন মহাপ্রাণ ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয় অথবা (বর্ণের ১ম ও ৩য়) মহাপ্রাণ ধ্বনির সংস্পর্শে (বর্ণের ২য় ও ৪র্থ) এসে মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনে রূপান্তরিত হয় তাকে মহাপ্রাণীভবন বলে।

ধ্বনির পরিবর্তন	প্রমিত	আঞ্চলিক
চ > ছ	নাচ >	নাছ (nach) অল্পপ্রাণ 'চ' মহাপ্রাণ 'ছ' ধ্বনিতে রূপান্তরিত।
ত > থ	হাত >	হাথ (hath) অল্পপ্রাণ 'ত' মহাপ্রাণ 'থ' ধ্বনিতে রূপান্তরিত।

৩.২.৯ মহাপ্রাণহীনতা (Deaspiration)

রূপমূলের মধ্যে অনেক সময় মহাপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণতা হারিয়ে অল্পপ্রাণতা লাভ করে। মহাপ্রাণ ধ্বনি গঠনের সময় ফুসফুস থেকে বাতাস বের হওয়ার সময় বাতাসের প্রবাহ হয় বেশি, কিন্তু যদি বহির্গামী বাতাসের চাপ কম থাকে তখন ধ্বনিগুলো মহাপ্রাণতা হারিয়ে ফেলে। ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় মহাপ্রাণহীন ধ্বনির প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। এ ভাষায় রূপমূলের আদি, মাঝে ও শেষে মহাপ্রাণধ্বনি লোপ পায়। যেমন–

ক. রূপমূলের আদিতে

ডেমরা অঞ্চলের ভাষায় শব্দের শুরুতে ঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণ (ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ) যথাযথভাবে উচ্চারিত হয় না। ঘোষ মহাপ্রাণধ্বনি (ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ) মহাপ্রাণতা ত্যাগ করে ঘোষ অল্পপ্রাণধ্বনি (গ, জ, ড, দ, ব) রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন–

ঘর	>	গর (ghɔr > gɔr),	ধ্বনির পরিবর্তন ঘ > গ
ধান	>	দান (dhan > dan),	ধ্বনির পরিবর্তন ধ > দ
ভয়	>	বয় (bhɔy >bɔy),	ধ্বনির পরিবর্তন ভ >ব
ঢাকা	>	ডাহা (ḍhaka>ḍaha),	ধ্বনির পরিবর্তন ঢ >ড
ঝড়	>	জর (jhɔr)	ধ্বনির পরিবর্তন ঝ >জ

Dhaka University Institutional Repository

ভাত	>	বাত (bat)	ধ্বনির পরিবর্তন ভ >ব
ধাক্কা	>	ডেক্কা (ɖekka)	ধ্বনির পরিবর্তন ধ >ড

খ. রূপমূলের মাঝে

ঢেকি	>	ডেহি (ɖehi)	ধ্বনির পরিবর্তন ঢ >ড
কাঠাল	>	কাডল (kaɖɔl)	ধ্বনির পরিবর্তন ঠ >ড

গ. রূপমূলের শেষে

উচ্চারণের সময় শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত থাকলে শব্দের অন্তে অবস্থিত মহাপ্রাণ ধ্বনির মহাপ্রাণতা লোপ ঘটে। অর্থাৎ অল্পপ্রাণ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়। যেমন :

প্রমিত		**আঞ্চলিক**	
বাঘ	>	বাগ (bagh > bag)	ধ্বনির পরিবর্তন ঘ >গ
দুধ	>	দুদ (dudh > dud)	ধ্বনির পরিবর্তন ধ >দ
মধু	>	মদু (mɔdhu >mɔdu)	ধ্বনির পরিবর্তন ধ >দ
পথ	>	পত (pɔth > pɔt)	ধ্বনির পরিবর্তন থ >ত
সুখ	>	শুক (ʃuk)	ধ্বনির পরিবর্তন খ >ক
মাঠ	>	মাট (mat)	ধ্বনির পরিবর্তন ঠ >ট
কাঠ	>	কাট (kat)	ধ্বনির পরিবর্তন ঠ >ট
ঢেকি	>	ডেহি (ɖehi)	ধ্বনির পরিবর্তন ঢ >ড

গ. ডেমরার ভাষায় /হ/ মহাপ্রাণধ্বনি বেশি ব্যবহৃত হয়।

রূপমূল মধ্যস্থিত অঘোষ অল্পপ্রাণ 'ক' /k/ ও অঘোষ মহাপ্রাণ 'খ' /kh/ ধ্বনি সাধারণত ঘোষ মহাপ্রাণ 'হ' /h/ ধ্বনিতে উচ্চারিত হয়। যেমন :

দেখি > দেহি খ > হ (dekhi > dehi) kh > h

পুকুর > পুহুর (pukur > puhur) ক > হ (k > h)।

স/শ/ষ ধ্বনি রূপমূলে প্রথমে থাকলে 'হ' /h/ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। মাঝখানে বা শেষে থাকলেও এ পরিবর্তন দেখা যায়।

রূপমূলের প্রথমে–

শালা > হালা (ʃala >hala)

সে > হ্যায়/হে (ʃe > hæy / hæ)

Dhaka University Institutional Repository

রূপমূলের মাঝে–

আসেন > আহেন (aʃen > ahen)

বসেন > বহেন (bɔʃen > bɔhen)

রূপমূলের শেষে–

বস > বহ (bɔʃɔ > bɔhɔ)

আস > আহ (aʃɔ > ahɔ) ইত্যাদি।

৩.২.১০ সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি

শ্রমিকশ্রেণির ভাষায় সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় না। প্রমিত ভাষায় সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি গঠনে দুটো ব্যঞ্জনধ্বনি একই প্রয়াস উচ্চারিত হয়, কিন্তু ডেমরা অঞ্চলে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি দুটো অংশে ভেঙে উচ্চারিত হয় এবং স্বরধ্বনি দিয়ে শেষ হয়। সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি সবসময় অসমশ্রেণির ব্যঞ্জনধ্বনি দ্বারা গঠিত। সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি ডেমরার আঞ্চলিক উচ্চারণে রূপমূলের প্রথমে, মধ্যে ও শেষে অন্তর্ভুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়।

১. **রূপমূলের প্রথমে ব্যবহৃত সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি**

প্রমিত		**আঞ্চলিক**
ক্লান্ত	>	কেলানতো (kelanto)
স্ত্রী	>	ইশতিরি (iʃtiri)
প্রায়	>	পরায় (pɔraĕ)
প্রাণ	>	পরান (pɔran)
ঘ্রাণ	>	গেরান (geran)
সৃষ্টি	>	শিরিশটি (ʃiriʃti)
স্মৃতি	>	শিরিতি (ʃiriti)
বৃষ্টি	>	বিরিশটি (biriʃti)

২. **রূপমূলের মাঝে ব্যবহৃত সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি**

বিশ্রাম > বিছরাম (bichram)

৩. **রূপমূলের শেষে ব্যবহৃত সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি**

প্রমিত	**আঞ্চলিক**
ক্লান্ত >	কেলানতো (kelanto)
স্ত্রী >	ইশতিরি (iʃtiri)

Dhaka University Institutional Repository

মিস্ত্রি > মেছতরি (mechtɔri)

অদৃষ্ট > অদিশটো (ɔdiʃto) 'ঋ' কার >ই হয়েছে

অস্ত্র > অশতর (ɔʃtɔr)

অনেক সময় সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি আঞ্চলিক ভাষায় ব্যবহৃত হওয়ার সময় রূপমূলের প্রথম বা দ্বিতীয় ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পায়। যেমন–

স্পষ্ট > পশট (pɔʃtɔ) এখানে প্রথম ধ্বনি 'স' লোপ পেয়েছে।

ভ্রমর > বমরা (bɔmra) এখানে মাঝের ব্যঞ্জনধ্বনি 'র' লোপ পেয়েছে।

৩.২.১১ যুগ্মীভবন (Gemination)

ডেমরার ভাষায় ধ্বনির উচ্চারণে যুগ্মীভবন দেখা যায় মাঝে মাঝে। যুগ্মীভবনে সমশ্রেণির দুটো ব্যঞ্জনধ্বনি পরস্পর সংযুক্ত হয়। এ ক্ষেত্রে প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনি দ্বিতীয় ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় সবসময় দীর্ঘ হয়। যেমন–

সমশ্রেণির ব্যঞ্জনধ্বনির সংযুক্তির সাহায্যে যুগ্মীভবন :

আঞ্চলিক রূপমূল		প্রমিত অর্থ
আগগান	গ+গ	এগিয়ে আসা
এদদুর	দ+দ	এতদূর
কদদুর	দ+দ	কত দূর
কললা	ল+ল	গলা
ছররা	র+র	কলার ছরি
কররা	র+র	কচি
গপ্পো	প+প	গল্প
ডেক্কা	ক+ক	ধাক্কা
অব্বাশ	ব+ব	অভ্যাস

উদাহরণে যুগ্মীভবন গঠনে পাশাপাশি অবস্থিত সমশ্রেণির দুটো ব্যঞ্জনধ্বনি নিঃশ্বাসের একই প্রয়াসে উচ্চারিত হয় না। দুটো ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে শ্বাসপর্বের বিরতি থাকে। আগ-গান, এদ-দুর।

৩.২.১২ উষ্মীভবন (Spirantization)

স্পৃষ্টধ্বনি উচ্চারণ করার সময় শ্বাসবায়ু যদি সম্পূর্ণ বাধাপ্রাপ্ত না হয় এবং আংশিক বাধা পেয়ে ঘর্ষণজনিত উষ্মধ্বনি রূপে বেরিয়ে আসে তাহলে স্পৃষ্টধ্বনি উষ্ম ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়। প্রমিত বাংলায় ব্যবহৃত ওষ্ঠ্যধ্বনি 'প' এবং তালব্যধ্বনি /ছ/, /জ/ তাদের গুণগত বৈশিষ্ট্য ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায়

Dhaka University Institutional Repository

হারিয়ে ফেলে এবং /প/, /জ/, /ছ/ ধ্বনির পরিবর্তে তিনটি উষ্মধ্বনি ফ, য, শ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন–(প > ফ), ভ।

প্রমিত	আঞ্চলিক	পরিবর্তন
মোজা >	মুযা	জ > য
পোকা >	ফোকা	প > ফ
পরান >	ফরান	প > ব
ছাপ >	শাপ	ছ > শ

৩.২.১৩ ঘোষীভবন (Vocalisation) : শব্দে ঘোষধ্বনির প্রভাবে অঘোষধ্বনি ঘোষধ্বনিতে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াই ঘোষীভবন।

কখনো কখনো এ অঞ্চলের ভাষায় পদমধ্যস্থিত ও পদান্তের অঘোষ অল্পপ্রাণধ্বনি ক /k/, ট /ʈ/, ত /t/, প /p/ যথাক্রমে ঘোষ অল্পপ্রাণধ্বনি গ /g/, ড /ɖ/, দ /d/, ব /b/ রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন–

প্রমিত		আঞ্চলিক	পরিবর্তন
কাক	>	কাগ (kak > kag)	ক > গ 'ক' অঘোষ স্পৃষ্টধ্বনি 'গ' ঘোষধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়েছে।
বক	>	বগ (bɔk>bɔg)	ক > গ
কেটা	>	কেডা (keʈa >keɖa)	ট >ড
শাক	>	হাগ (ʃak>hag)	ক >গ
ইট	>	ইড (iʈ>iɖ)	ট >ড
কূপ	>	কুব (kup>kub)	প >ব
এতটা	>	এতডা (etɔɖa)	ট >ড
এটা	>	এডা (eɖa)	ট >ড

প্রথম রূপমূলের শেষে অঘোষধ্বনি দ্বিতীয় রূপমূলের আদি ঘোষধ্বনির প্রভাবে ঘোষতা লাভ করে। যেমন–

রাতদিন	রাদদিন	ত > দ
হাত ধরা	হাদ দরা	ত > দ
হাত ধো	হাদদো	ত > দ
ভাত দে	বাদদে	ত > দ
পাঁচজন	পাজ্জন	চ > জ
মুখ ধো	মুগদো	খ > গ

Dhaka University Institutional Repository

বাপজান	বাবজান/বাজান	প > ব
মাঠ-ঘাট	মাডগাট	ঠ > ড, ঘ > গ

৩.২.১৪ অঘোষীভবন (Devocalisation) : ঘোষধ্বনি অঘোষ ধ্বনিরূপে উচ্চরিত হওয়াকে অঘোষীভবন বলে। এ প্রক্রিয়ায় অঘোষধ্বনির প্রভাবে ঘোষধ্বনি অঘোষীভূত হয়।

প্রমিত	**আঞ্চলিক**	**পরিবর্তন**	
রাগ >	রাক	গ > ক	ঘোষধ্বনি অঘোষধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়।
দাগ >	দাক	গ > ক	
অভাব >	অবাপ	ভ > ব, ব > প	
লাভ	লাপ/লাব	ভ > প/ব	
টগবগ	টকবক	গ > ক	

৩.২.১৫ সমীভবন (Assimlation) : সমীভবন হল ব্যঞ্জনধ্বনিগত পরিবর্তনের একটি রীতি। উচ্চারণের সুবিধার জন্য রূপমূল অন্তর্গত পাশাপাশি অবস্থিত দু'টি ব্যঞ্জনধ্বনি পারস্পরিক প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে সাদৃশ্য রূপ প্রাপ্ত হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে রূপমূলের মধ্যে একটা অঘোষধ্বনি ঘোষধ্বনিতে পরিণত হয়।

ক. প্রমিত ভাষার ন্যায় ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায়ও চ-বর্গের পরে শ, ষ, স থাকলে চ পরবর্তী বর্ণে সাথে স্বগোত্র লাভ করে, অর্থাৎ 'শ' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়।

পাঁচ শ	>	পাশশো	চ >	শ
পাঁচ সের >		পাশশের	চ >	শ

খ. পূর্বে 'র' পরে অন্য ব্যঞ্জন ব্যবহৃত হলে 'র' কার সাধারণত পরবর্তী ব্যঞ্জনের সাথে সাদৃশ্য লাভ করে। যেমন–

অর্ধেক	>	আদদেক
কর্ম	>	কমমো
ধর্ম	>	ধমমো
গর্জন	>	গজ্জন

'ল' অঘোষধ্বনি 'প' ঘোষধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়।

গল্প	>	গপপো	ল >	প
বোলতা	>	বোল্লা	ত >	ল

Dhaka University Institutional Repository

৩.২.১৬ বিষমীভবন (Dissimilation): সমীভবনের বিপরীত প্রক্রিয়া হল বিষমীভবন। শব্দের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থিত সমধ্বনির একটি বিষমীধ্বনিতে রূপান্তরিত হয় এই প্রক্রিয়ায় :

জন্ম > জরমো (jɔrmo)

লাঙ্গল > নাঙ্গল (naŋgɔl)

লাল > নাল (nal)

কাক > কাগ (kag)

৩.২.১৭ সংযোগস্থল

রূপমূল গঠনের সময় একটা স্বরধ্বনি থেকে পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির বিভাজনে লক্ষ্য করা যায় যে, স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে সন্ধিস্থল বিদ্যমান। সন্ধিস্থলের জন্য উভয় ধ্বনির মধ্যে একটা অতিরিক্ত ধ্বনিমূলের অস্তিত্ব সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এই অতিরিক্ত ধ্বনিমূলই '+' চিহ্নের সাহায্যে নির্দেশিত এবং সংযোগস্থলরূপে চিহ্নিত। সাধারণভাবে ভিন্নতর উচ্চারণ প্রক্রিয়া ও শ্বাসপর্বের বিরতির জন্য এক ধ্বনি থেকে পরবর্তী ধ্বনিতে সংক্রমণের সময় এই শ্রেণির অতিরিক্ত ধ্বনিমূলীয় প্রয়াস লক্ষণীয়।

উদাহরণ–

১. খানা khana অর্থ খাবার

465964

২. খা + না kha + na খাবার খেতে বলা হচ্ছে।

প্রথম সংখ্যক উদাহরণে 'খানা' রূপমূলে, শ্বাসপর্বের দ্বারা কোন বিরতি না থাকার কারণে স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে কোন সংযোগস্থল সৃষ্টি হয়নি।

উদাহরণ (২) এ khana রূপমূলের kha+na a ও n-এর মধ্যে শ্বাসপর্বের বিরতির জন্য সন্ধিস্থল বিদ্যমান। এই সন্ধিস্থল থাকায় উভয় ধ্বনির মধ্যে একটা অতিরিক্ত ধ্বনিমূলের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এই অতিরিক্ত ধ্বনিমূলই (+) চিহ্ন দ্বারা নির্দেশিত এবং মধ্যবর্তী মুক্ত সংযোগস্থল রূপে চিহ্নিত। নিচে ডেমরা অঞ্চলের ভাষায় ব্যবহৃত সংযোগস্থলের আরো উদাহরণ দেওয়া হয়েছে :

বদ্ধসংযোগস্থল রূপমূল	অর্থ	মধ্যবর্তী মুক্তসংযোগস্থল রূপমূল	অর্থ
খানা	খাবার	খা + না	খেতে খাওয়ার জন্য বলা।
ছানা	মিষ্টি খাবার বিশেষ	ছা + না	মুরগির বাচ্চা অর্থে।
কাকা	বাবার ভাই/চাচা	কা + কা	আওয়াজ করে কথা বলা অর্থে। এত কা কা করছে কে।
মামা	মায়ের ভাই/ মামা	মা + মা	মায়ের পিছে পিছে ঘ্যান ঘ্যান করা অর্থে।
বাবা	পিতা	বা + বা	বাবা কত ভাল হয়েছে।
নানা	মায়ের বাবা	না + না	নিষেধ করা অর্থে (না না জামু না)
গানা	গান অর্থ উইয়ে গানা গায়	গা + না	গান গাইতে অনুরোধ করা অর্থে।
করা	বুকের ছোট হাড় বিশেষ	ক + রা	কচি আম, বড়ই অর্থে করা আম, করা বড়ই।
যাতা	তেল তৈরির যন্ত্র বিশেষ	যা + তা	খারাপ কিছু অর্থে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

যাই	যাওয়া অর্থে	যা + ই	যা কিছু অর্থে।
চাই/চাও	চাওয়া অর্থে	চা + ই/ চা + ও	শুধু 'চা' চাওয়া অর্থে আবার 'চা' ও দিতে হবে এই অর্থে।
জুলনি	দোলনা	জুল + নি	ঘরের ভেতরে মাকড়শার জাল নির্দেশ করা অর্থে ঐটা জুল নি।
জানা	জানা আছে অর্থে	জা + না	চলে যাওয়া অর্থে জানা।
খাটান	লাগানো অর্থে	খাট + আন	খাট আনতে বলা অর্থে।
বইটা	বৈঠা অর্থে।	বই + টা	নির্দেশ করা অর্থে (বইটা দে)

উল্লেখিত উদাহরণ থেকে সংযোগস্থল সমৃদ্ধ রূপমূলগুলোতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য পরিলক্ষিত হয় :

১. সংযোগস্থলের জন্য রূপমূল দুটির অর্থগত পরিবর্তন দেখা দেয়।
২. উচ্চারণ প্রক্রিয়ায় শ্বাসপর্বের বিরতির জন্য একটা রূপমূল দুটো পৃথক অংশে বিভক্ত হয়।
৩. একটা রূপমূলের দুটো পৃথক অংশের মধ্যে প্রথমটার শেষ ও পরেরটার প্রথমে সন্ধিস্থলের উপস্থিতির জন্য শ্বাসপর্ব দ্বারা বিরতি নির্দেশিত হয় সংযোগস্থলের চিহ্ন (+) দ্বারা।
৪. স্বরধ্বনির পর স্বরধ্বনি (য আ + ই), (চ আ+ও)ব্যঞ্জনধ্বনির পর ব্যঞ্জনধ্বনির (জু ল + ন ই), মধ্যে সন্ধিস্থল পরিলক্ষিত হয়।

ডেমরার আঞ্চলিক ভাষার উল্লেখিত ধ্বনিগত পরিবর্তগুলো সূত্রাকারে নিচে দেখানো হল :

ক. মহাপ্রাণ অঘোষ স্পৃষ্ট জিহ্বামূলীয় ধ্বনি /খ/ শব্দান্তে থাকলে তা অল্পপ্রাণ অঘোষ স্পৃষ্ট জিহ্বামূলীয় /ক/ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। যেমন–লেখা>ল্যাকা, আখ>আক্

খ. মহাপ্রাণ ঘোষ স্পৃষ্ট জিহ্বামূলীয় /ঘ/ ধ্বনি শব্দান্তে থাকলে তা অল্পপ্রাণ ঘোষ স্পৃষ্ট জিহ্বামূলীয় ধ্বনি /গ/ তে পরিবর্তিত হয়। যেমন–বাঘ>বাগ, মেঘ>ম্যাগ, মাঘ>মাগ (মাসের নাম)

গ. মহাপ্রাণ ঘোষ ঘৃষ্ট প্রশস্ত দন্তমূলীয় /ঝ/ ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে অল্পপ্রাণ ঘোষ ঘৃষ্ট প্রশস্ত দন্তমূলীয় /জ/ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। যেমন–সাঝ > সাজ, ঝর্ণা>জরনা, বুঝানো>বুজানো

ঘ. মহাপ্রাণ অঘোষ স্পৃষ্ট দন্তমূলীয় মূর্ধন্য /ঠ/ ধ্বনি শব্দের অন্তে ও মধ্যে থাকলে তা অল্পপ্রাণ অঘোষ স্পৃষ্ট দন্তমূলীয় মূর্ধন্য বর্ণ /ট/তে পরিবর্তিত হয়। যেমন–লাঠি>লাটি, মাঠ>মাট, পিঠ>পিট, কাঠি>কাটি ইত্যাদি।

ঙ. মহাপ্রাণ অঘোষ স্পৃষ্ট দন্ত্যধ্বনি /থ/ শব্দের শেষে ও মাঝে অবস্থান করলে, উচ্চারণের সময় তা অল্পপ্রাণ অঘোষ স্পৃষ্ট দন্ত্যধ্বনি /ত/-তে পরিবর্তিত হয়। মাথা>মাতা, মহাপ্রাণ ঘোষ স্পৃষ্ট দন্ত্যধ্বনি /ধ/ সর্বত্র স্পৃষ্ট দন্ত্যধ্বনি /দ/-তে পরিবর্তিত হয়–দুধ > দুদ।

চ. মহাপ্রাণ অঘোষ স্পৃষ্ট ওষ্ঠ্য /ফ/ ধ্বনি অল্পপ্রাণ অঘোষ স্পৃষ্ট ওষ্ঠধ্বনি /প/-তে পরিবর্তিত হয়। যেমন–লাফ>লাপ, অফিস>অপিশ।

ছ. মহাপ্রাণ ঘোষ স্পৃষ্ট ওষ্ঠ্যধ্বনি /ভ/ অল্পপ্রাণ ঘোষ স্পৃষ্ট ওষ্ঠ্যধ্বনি /ব/-তে পরিবর্তিত হয়। যেমন–ভাই>বাই, ভাবী>বাউজ/বাবি।

Dhaka University Institutional Repository

জ. অল্পপ্রাণ অঘোষ স্পৃষ্ট ওষ্ঠ্যধ্বনি /প/ মহাপ্রাণ অঘোষ স্পৃষ্ট ওষ্ঠ্যধ্বনি /ফ/-তে পরিবর্তিত হয়। যেমন–ভাপ>বাফ, টুপি>টুফি, দুপুর>দোফর/দুইফর।

ঝ. ডেমরার ভাষায় শব্দারম্ভে অল্পপ্রাণ অঘোষ উষ্ম দন্তমূলীয় /স/ পশ্চাৎ দন্তমূলীয় /শ/ এর পরিবর্তে /হ/ ধ্বনির আগম একটি উল্লেযোগ্য বৈশিষ্ট্য। যেমন–সাপ>হাপ, শাক>হাগ।

ঞ. শব্দের আদিতে অল্পপ্রাণ ঘোষ পার্শ্বিক দন্তমূলীয় /ল/ ধ্বনি কখনো কখনো অল্পপ্রাণ ঘোষ নাসিক্য দন্তধ্বনি /ন/-তে পরিবর্তিত হয়–লম্বা>নম্বা।

ঢাকার পূর্ব-উপকণ্ঠের ডেমরা থানার আঞ্চলিক ভাষা বৈচিত্র্যমণ্ডিত। স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি নির্বিশেষে ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তনের মাধ্যমে এ ভাষায় নতুন নতুন রূপমূল সৃষ্টি হয়েছে। এক-ধ্বনি অন্য-ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে স্থান পরিবর্তন করে লুপ্ত কিংবা যুক্ত হয়ে নতুন নতুন রূপমূল সৃষ্টি করেছে, ফলে ডেমরার ভাষা বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

রূপতত্ত্ব (Morphology)

৪.০ ভূমিকা

সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানে ভাষার রূপ সংগঠনের অন্যতম একক হচ্ছে রূপমূল (morpheme)। রূপমূল ভাষার অর্থবোধক ক্ষুদ্রতম ধ্বনি। ভাষার রূপতত্ত্ব আলোচনায় তাই রূপমূল গুরুত্বপূর্ণ।

রূপতত্ত্বে ভাষায় ব্যবহৃত রূপমূলের গঠন এর শ্রেণিবিভাগ চিহ্নিত করা, এদের অবস্থান পরিবেশ ও গঠন-প্রকৃতির পরিবর্তন নির্দেশ করে এর বিশ্লেষণগত দিকের পর্যালোচনা করা হয়।

৪.১ রূপমূল গঠন (Formation of Morphemes)

৪.১.১ অক্ষর ও রূপমূল (Syllable and morpheme)

প্রমিত বাংলার মতো ডেমরা থানার শ্রমিকশ্রেণির ব্যবহৃত ভাষাও গঠনগত বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে রূপমূলের সঙ্গে অক্ষরের পার্থক্য লক্ষণীয়। এক বা একাধিক ধ্বনির সম্বন্বয়ে মূলত অর্থহীন অক্ষর গঠিত হয়, যেমন–এই, কে, মা ইত্যাদি। আর এক বা একাধিক ধ্বনি দ্বারা গঠিত ক্ষুদ্রতম অর্থবোধক ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান হল রূপমূল। যেমন–গাছ, বই ইত্যাদি এক একটি রূপমূল। রূপমূল ও অক্ষরের মধ্যে অর্থগত দিক থেকে পার্থক্য লক্ষণীয়। ধ্বনি দ্বারা গঠিত ক্ষুদ্রতম অর্থবোধক ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান হল রূপমূল। কিন্তু অক্ষরের সবসময় অর্থ থাকে না। রূপমূল গঠনের ক্ষেত্রে অর্থগত দিকের প্রাধান্য বেশি এবং অক্ষর গঠনের ক্ষেত্রে উচ্চারণগত দিকই প্রধান। যেমন–'অহনতরি' দুটো আলাদা রূপমূল 'অহন' রূপমূলের অর্থ এখন, 'তরি' অর্থ পর্যন্ত। 'অহন' রূপমূলটি উচ্চারণগত দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে অক্ষর সংখ্যা পাওয়া যায় দুটো (অ + হন) = অহন। 'অ' ও 'হন' অক্ষরের কোন অর্থ নেই। শুধু উচ্চারণগত দিক থেকে দুটো অক্ষর হয়েছে।

ডেমরা অঞ্চলে ভাষা ব্যবহারকারী কথোপকথনের সময় কিভাবে রূপমূল ব্যবহার করে, রূপমূল ও ধাতুর সঙ্গে কি কি শব্দ বিভক্তি, ক্রিয়া বিভক্তি ও প্রত্যয় যোগ হয় এবং এর ফলে শব্দরূপ ও ক্রিয়ারূপ কি হয় তাই এ অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

ডেমরা অঞ্চলে এক বা একাধিক অক্ষর সমন্বয়ে রূপমূল গঠিত হয়। যেমন–

রূপমূল	রূপমূলের সংখ্যা	অক্ষরের সংখ্যা	অর্থ
(i) হে	একটি রূপমূল	একটি অক্ষর	সে/তিনি
(ii) হাপ	একটি রূপমূল	একটি অক্ষর	সাপ
(iii) অহনতরি (অহন + তরি)	দুটো রূপমূল	তিনটি অক্ষর (অ+হন+তরি)	এখন পর্যন্ত
(iv) আমগর (আম + গর)	দুটি রূপমূল	দুটি অক্ষর	আমাদের
(v) উই-না (উই + না)	দুটি রূপমূল	দুটি অক্ষর	লবণ ছাড়া

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.২ রূপমূল শ্রেণি বিন্যাস (Classification of Morphemes)

গঠনানুসারে রূপমূলের শ্রেণিবিভাগ নিম্নে দেয়া হল :

১. মুক্তরূপমূল
২. বিভাজিত রূপমূল
৩. অতিরিক্ত রূপমূল
৪. সহরূপমূল
৫. শূন্যরূপমূল
৬. মিশ্ররূপমূল
৭. জটিলরূপমূল
৮. বদ্ধরূপমূল

ছকে রূপমূলের শ্রেণি বিভাগ

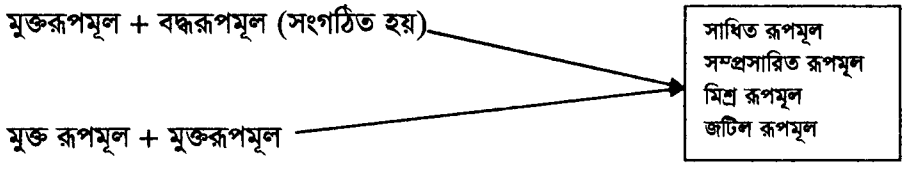

৪.১.২.১ মুক্তরূপমূল (Free Morpheme)

মুক্তরূপমূল অন্য রূপমূলের সাহায্য ছাড়া এককভাবে ব্যবহৃত হতে পারে এবং এদের নিজস্ব অর্থ আছে। মুক্তরূপমূল ক্ষুদ্রতম অংশে বিভাজ্য নয়। যেমন : হেয় (সে), উলান (নাড়া দেয়া), বালা (ভাল), কয় (বলে), ক (বল), হুন (শোন)।

মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে একাধিক মুক্ত বা বদ্ধরূপমূল সংযুক্ত হয়ে বৃহত্তর রূপমূল গঠন করে। যেমন : দুটো মুক্ত রূপমূল সংযুক্তির ফলে গঠিত বৃহত্তর রূপমূল। মুক্তরূপমূল দলা (সাদা) + কোর্তা (জামা) = দলাকোর্তা (সাদা জামা)।

মুক্তরূপমূল	+	**মুক্তরূপমূল =**	**বৃহত্তর রূপমূল –**	**অর্থ**
বিয়ান	+	রাইত ⟶	বিয়ানরাইত	ভোররাত

মুক্তরূপমূলের সঙ্গে বদ্ধরূপমূল সংযুক্তির ফলে গঠিত বৃহত্তর রূপমূল।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তরূপমূল	+ বদ্ধরূপ মূল =	বৃহত্তর রূপমূল –	অর্থ
লাহরি (লাকরি)	+ র	→ লাহরির	লাকরির
বই	+ গুলান	→ বইগুলান	বইগুলো
পাত্তর (পাথর)	+ এর	→ পাত্তরের	পাথরের

সূত্রাকারে রূপমূলের গঠন-প্রক্রিয়া

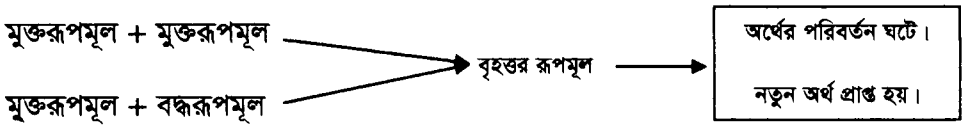

ডেমরা থানায় বসবাসরত শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবনে কথোপকথনে ব্যবহৃত ভাষার রূপমূল গঠন বিচার করে দেখান যায় –

১. মুক্তরূপমূল এককভাবে ব্যবহৃত হয়।
২. মুক্তরূপমূলের সঙ্গে বদ্ধরূপমূল সংযুক্ত হয়ে ভাষার রূপমূল গঠন করে।
৩. মুক্তরূপমূলের সঙ্গে মুক্তরূপমূল যুক্ত হয়ে নতুন রূপমূল গঠন করে।

ডেমরা অঞ্চলে ১,২,৩ শ্রেণির মধ্যে ২,৩ শ্রেণির রূপমূল অর্থাৎ বৃহত্তর রূপমূল বেশি ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ :

মুক্তরূপমূল	মুক্তরূপমূল	বৃহত্তর রূপমূল	নতুন অর্থ প্রাপ্তি
খাতির +	জমা→	খাতির জমা→	ধীরে ধীরে করা

'খাতির' মুক্তরূপমূলের অর্থ সখ্যতা আর 'জমা' মুক্তরূপমূলের অর্থ জমিয়ে রাখা বা জমানো। এই 'খাতির' ও 'জমা' মুক্তরূপমূল দুটো যুক্ত হয়ে তৈরি হয়েছে বৃহত্তর রূপমূল 'খাতির জমা'–যার অর্থ দাঁড়ায় ধীরে ধীরে করা। এ ক্ষেত্রে মুক্তরূপমূল দুটোর অর্থের পরিবর্তন ঘটে নতুন অর্থ প্রাপ্ত হয়। এই শ্রেণির রূপমূল ডেমরা থানায় পরিলক্ষিত হয়।

মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে বদ্ধরূপমূল যুক্ত হওয়ার পর বৃহত্তর রূপমূল গঠিত হয় এবং সেই সঙ্গে মুক্ত রূপমূলের অর্থের পরিবর্তন ঘটে।

বৃহত্তর রূপমূল	মুক্তরূপমূল	বদ্ধরূপমূল	অর্থ
মাইয়ার (মেয়ের)	মাইয়া + র	মাইয়ার	মেয়ের প্রসঙ্গে বলা
কুপ্পিটা	কুপ্পি + টা	কুপ্পিটা	বাতিটা
লেমটা	লেম + টা	লেমটা	বাতিটি
ঢাকাত (ঢাকাতে)	ঢাকা + ত	পোলায় ঢাকাত	স্থান (বসবাস অর্থে)

Dhaka University Institutional Repository

রফিক্যার	রফিক + অ্যার	রফিক্যার বাইত যা	ব্যক্তির বাড়ি
আঙগোর	অ্যাঙগো + র	আঙ্গগোর ঘর	আমাদের ঘরের ভেতর অর্থে
ঢাহার	ঢাহা + র	ঢাহার মাইয়া	স্থান অর্থে মেয়েটি ঢাকার
লেমত	লেম (বাতি) + ত	লেমত আগুন দে	বাতিদানিতে আগুন দেয়া অর্থে
লগের	লগ (সাথে) + এর	ওর লগেরটা ইস্কুলত	অন্য ব্যক্তি প্রসঙ্গে
নাছায়	নাছ (নৃত্য) + আয়	উইয়ে নাছায় হগলতরে	নাচায় অর্থে নৃত্য নয়, অন্যদের হাতের ইশারায় ঘুরানো অর্থে
ঠেংগানো (মারা)	ঠেংগা + নো	তরে ঠেংগামু	লাথি মারা অর্থে
দুমাইয়া	দুমা + ইয়া	দুমাইয়া মাছ উঠছে	দুমা অর্থ ধোয়া, এখানে দুমাইয়া হল অনেকগুলো।

মুক্তরূপমূল + মুক্তরূপমূল

আঞ্চলিক (বৃহত্তর রূপমূল)	**প্রমিত অর্থ**	**উদাহরণ**
কাপর + চোপর	সবকিছু নিয়ে চলে যাওয়া	কাপরচোপর লইয়া কই মেলা দিলি
দারুম +দুরুম	শব্দ করে দরজা বন্ধ অর্থে	দারুমদুরুম কেওর লাগাইছনা ।
দিল+উড্যা	মায়ামহব্বত নষ্ট হওয়া অর্থে	হরতন দিলউড্যা গেছেগা।
দরের (কলিজা) + পানি	কলিজার পানি	হের দরের পানি হুগায় গেছে বয়ে। (ভয়ে কলিজার পানি শুকিয়ে যাওয়া)
থোতার (মুখ) + জোর	মুখ (কথা বলার ক্ষমতা)	তুই তর থোতার জোরেই পার পাইবি।
ত্যাল + ত্যালা	হৃষ্টপুষ্ট	শইলডাতো ত্যাল ত্যালা করছত গরুর লাহান
ঠোলা + পাইলা	(মাটির পাতিল) পাতিল	ঠোলাপাইলা মাইজা রাখ।
খাউয়া + বাউয়া	অমসৃণ	লাউডা খাউয়া বাউয়া (অমসৃণ)

৪.১.২.২ বিভাজিত রূপমূল ও অতিরিক্ত রূপমূল

ক. বিভাজিত রূপমূল

যে রূপমূল স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি সমন্বয়ে গঠিত এবং গঠনক্ষেত্রে স্বরাঘাত, মীড় বা সংযোগস্থলের কোন ভূমিকা থাকে না, সেগুলো বিভাজিত রূপমূলরূপে পরিচিত।

বিভাজিত রূপমূলের ক্ষেত্রে শূন্যরূপমূল ও সহরূপমূল অন্তর্ভূক্ত হয়ে থাকে। এই শ্রেণির রূপমূলকে মৌলিক রূপমূল বা রূপমূলের ভিত্তি স্বরূপ গ্রহণ করা যায়। (মোরশেদ : ১৯৯৭: ৩০১) সকল অর্থবোধক শব্দই এ শ্রেণির অন্তর্গত। ডেমরা অঞ্চলের ভাষায় বিভাজিত রূপমূলের উদাহরণ :

১.	হাপ (সাপ)	(হ + আ + প)	(ব্য + স্ব + ব্য)
২.	অগা (বোকা)	(অ + গ + আ)	(স্ব + ব্য + স্ব)

Dhaka University Institutional Repository

৩.	দেনু (ধনুক)	(দ + এ + ন + উ)	(ব্য + স্ব + ব্য + স্ব)
৪.	বান (বর্ষা)	(ব + আ + ন)	(ব্য + স্ব + ব্য)
৫.	উডান (উঠান)	(উ + ড + আ + ন)	(স্ব + ব্য + স্ব + ব্য)

খ. অতিরিক্ত রূপমূল

এই শ্রেণির রূপমূল গঠনে বিভাজিত রূপমূলের ওপর স্বরাঘাত, মীড় অথবা সংযোগস্থলের অন্তর্ভুক্তির সাহায্যে সমশ্রেণির বিভাজিত রূপমূলের অর্থগত পার্থক্য নির্দেশ করে। বাংলায় অতিরিক্ত রূপমূল গঠনে একমাত্র সংযোগস্থলের অন্তর্ভুক্তিই লক্ষণীয় *(মোরশেদ প্রাগুক্ত : ১৯৯৭: ৩০১)*। বিভাজিত রূপমূলের মধ্যে সংযোগস্থল অন্তর্ভুক্তির সাহায্যে রূপমূলের পার্থক্য নির্দেশ করা হল।

অর্থ

১. নালায়েক	১. (ছোট ছেলেমেয়ে)	–বিভাজিত রূপমূল
না + লায়েক	২. বড় না হওয়া	–অতিরিক্ত রূপমূল
২. নিনদান	১. (ঘৃণা)	–বিভাজিত রূপমূল
নিন + দান	২. নিন্দা করা	–অতিরিক্ত রূপমূল

সমশ্রেণির বিভাজিত রূপমূলের অর্থগত পার্থক্য নির্দেশে স্বরাঘাত ও সংযোগস্থল প্রভাব রাখে।

৪.১.২.৩ সহরূপমূল (Allomorph)

সহরূপমূল হল রূপমূলের পরিবর্তনীয় সদস্য, যা রূপমূলের বিশেষ পরিবেশে ব্যবহৃত হয়।

সহরূপমূলের তিনটি দিক বিদ্যমান:

১. এর আকার বৈচিত্র্য বিদ্যামান
২. আকার বৈচিত্র্যের অর্থ এক হতে হবে এবং
৩. আকার বৈচিত্র্য ব্যাখ্যাযোগ্য হতে হবে।
রা, গুলান, গুলি ইত্যাদি সহরূপমূল।

পোলারা–পোলা + রা, ছেমরিরা–ছেমরি + রা

ডেমরা থানার শ্রমিকশ্রেণির ভাষায় নিম্নলিখিত সহরূপমূল ব্যবহৃত হতে দেখা যায়–

১. রা–মাইয়ারা/ ছেমরিরা/ পোলাপানেরা
২. গুলান–মাছ গুলান/ আমগুলান
৩. ফাইত–পোলা+ফাইত= পোলাফাইত। 'ফাইত' সহরূপমূল বহুবচন নির্দেশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

রা, গুলান, ফাইত ইত্যাদি রূপমূল বহুবচনে একই অর্থ প্রকাশ করে। প্রমিত ভাষার ন্যায় ডেমরার ভাষায় বহুবচন নির্দেশক সহরূপমূলগুলোর ধ্বনিতাত্ত্বিক কোন পরিবেশ নেই, কিন্তু রূপমূলক পরিবেশ বিদ্যমান।

'রা'– 'রা' (রা > এরা)–মনুষ্যবাচক রূপমূলের সঙ্গে 'রা' সহরূপমূল ব্যবহৃত হয়।

ছেমরি +রা, মাইয়া +রা , মাইয়ারা, ছেমরিরা

'গুলান'– 'গুলান' সহরূপমূল প্রাণীবাচক অপ্রাণীবাচক রূপমূলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বহুবচন নির্দেশ করে।

মাছ + গুলান = মাছগুলান

আম + গুলান = আমগুলান

'ফাইত'- পোলা + ফাইত = পোলাফাইত , এখানে 'ফাইত' বহুবচন নির্দেশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

ব্যতিক্রম হিসাবে 'গুলান' সহরূপমূল কদাচিত মনুষ্যবাচক রূপমূলের সঙ্গে অনাদরে ব্যবহৃত হয়। যেমন–পোলাপাইন + গুলান = পোলাপাইনগুলান। অর্থ ছোট ছেলে মেয়েরা, মানুগুলান (মানুষগুলো)।

৪.১.২.৪ মিশ্ররূপমূল

দুটো মুক্তরূপমূলের সমন্বয়ে যে রূপমূল গঠিত হয় এবং গঠিত রূপমূলটি মুক্তরূপমূল দুটির অর্থকে অতিক্রম করে নতুন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে তাকে মিশ্ররূপমূল বলে। ডেমরার প্রচলিত ভাষায় এ রীতি প্রচলিত। যেমন–

'লাল আলু'–লাল + আলু (মিষ্টি আলু)। 'লাল' অর্থ লাল রং 'আলু' অর্থ সবজি। লালআলু অর্থ মিষ্টি আলু।

'চানরাত'- চান + রাত (ঈদের পূর্বের রাত)

'চান' মুক্ত রূপমূলের অর্থ চাঁদ। 'রাত' মুক্তরূপমূলের অর্থ 'রাত্রি'–'চানরাত' মিশ্ররূপমূলের অর্থ–ঈদের আগের রাত।

৪.১.২.৫ জটিল রূপমূল

তিন বা ততোধিক মুক্তরূপমূলের সমন্বয়ে যে রূপমূল গঠিত হয় এবং গঠিত রূপমূলটি স্বাধীন অর্থ প্রকাশ করে তাই জটিল রূপমূল। যেমন : কানজিজাউবাত –(কানজি জাউ ভাত–একধরনের নরম ভাত যা গন্ধযুক্ত)

কানজি + জাউ + ভাত–এই জটিল রূপমূলটি তিনটি মুক্তরূপমূলের সমন্বয়ে গঠিত। 'কানজি' অর্থ পচা, 'জাউ' অর্থ নরম, 'ভাত' অর্থ খাবার ভাত। এই জটিল রূপমূলটির অর্থ সম্পূর্ণ স্বাধীন, যা বিশেষ একধরনের খাদ্যের নাম প্রকাশ করে 'কানজিজাউভাত'।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.২.৬ শূন্যরূপমূল

রূপমূল কখনো কখনো কোন প্রকার বদ্ধরূপমূল সংযুক্তি ছাড়াই বহুবচন রূপটি প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে একধরনের উহ্য নির্দেশক ভাবপ্রকাশক হিসেবে কাজ করে। এ ধরনের নির্দেশককে শূন্য (০) রূপমূল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ রূপমূল প্রত্যয়মূলক, বিভক্তিমূলক উভয় প্রকারের হতে পারে। শূন্যরূপমূল অনেকসময় সহরূপমূল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

মাছ–মাছ + বহুবচন মাছ + ০ = মাছ

আলু–আলু + বহুবচন আলু + ০= আলু

পটল–পটল + বহুবচন পটল + ০=পটল

মাছ, আলু, পটল এক বা একাধিক হতে পারে। বাজার থেকে 'পটল কিন্যা আনছি' বাক্যে পটল একটি নয় অনেকগুলো কিনে আনা হয়েছে বোঝায়। অর্থাৎ এখানে শূন্য রূপমূল যুক্ত হয়ে বহুবচনই বোঝায়। 'পটল' রূপমূলের সঙ্গে বহুত্ব ব্যঞ্জক সহরূপমূল একটি শূন্য ভাগ কার্যকর। তেমনিভাবে 'কলা আনছি', 'কাচকি মাছ আনছি' বাক্যে 'কলা', 'কাচকি'র সঙ্গে শূন্য রূপমূল যুক্ত হয়েছে।

৪.১.২.৭ বদ্ধরূপমূল

মুক্তরূপমূল স্বতন্ত্রভাবে অর্থ প্রকাশে সক্ষম আর বদ্ধরূপমূল স্বতন্ত্রভাবে অর্থ প্রকাশে সক্ষম নয়, মুক্তরূপমূলের সঙ্গে যুক্ত হলে তবেই অর্থ প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ বদ্ধরূপমূল অর্থ বহনের ক্ষমতা থাকলেও অর্থ প্রকাশে স্বনির্ভরশীল নয়। যেমন–রা, এরা–এগুলো নিজে কোন অর্থ প্রকাশ করে না এবং এককভাবে ব্যবহৃতও হতে পারে না। তবে 'পোলা' মুক্তরূপমূলের সঙ্গে 'রা' যুক্ত হয়ে পোলারা হয় এবং বহুবচন নির্দেশ করে। তাই 'রা', 'এরা'–বদ্ধরূপমূল। বইগুলান–বই (মুক্তরূপমূল) + গুলান (বদ্ধরূপমূল) (বইগুলো)

বদ্ধরূপমূল মুক্তরূপমূলের পূর্বে এবং শেষে উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। প্রত্যয় ও বিভক্তি-ই বদ্ধরূপমূল হিসেবে বিবেচিত। ডেমরা অঞ্চলে ব্যবহৃত মুক্তরূপমূলের সাথে বদ্ধরূপমূল যুক্ত হয়ে বচন, লিঙ্গ, ক্রিয়ার কাল, পুরুষ ইত্যাদি দিক নির্দেশ করে।

৪.১.৩ প্রত্যয় সংযুক্তি

রূপমূল গঠন ও মুক্ত রূপমূলের গঠন প্রকৃতি পরিবর্তনের মাধ্যমে রূপমূলের প্রসারের ক্ষেত্রে প্রত্যয়-বিভক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। বদ্ধরূপমূল 'প্রত্যয়' মুক্তরূপমূলের পূর্বে ব্যবহৃত হয়ে এর অর্থ ও শ্রেণির পরিবর্তন ঘটায়। বর্তমান আলোচনায় এই শ্রেণির বদ্ধরূপমূলকে আদি প্রত্যয় বা উপসর্গরূপে দেখানো হল। তবে আদি প্রত্যয় যুক্ত রূপমূল ডেমরা অঞ্চলের ভাষায় খুব বেশি প্রচলিত নয়। প্রত্যয়, বিভক্তি

Dhaka University Institutional Repository

রূপমূলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলে 'মধ্যপ্রত্যয়' হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং শেষে ব্যবহৃত হলে তা "অন্ত্যপ্রত্যয়' বা 'অনুসর্গ'রূপে অভিহিত হয়।

৪.১.৩.১ আদিপ্রত্যয় (উপসর্গরূপে বদ্ধরূপমূল)

রূপমূল	অর্থ	উদাহরণ	
'বে'	বিপরীতার্থে	বেহাল	গরো টেকা নাই বেহাল অবস্থা।
	নিন্দার্থে/	বেহাইয়া (লজ্জাহীন)	
	বিপরীতার্থে	বেলাজা (লজ্জাহীন)	
		বেশরম (লজ্জাহীন)	
	নিঃশেষ অর্থে	বেমালুম	বেমালুম গায়েব কইরা দিছে।
গর–	দ্রুত নেমে যাওয়া অর্থে	গরগরাইয়া (গড়িয়ে যাওয়া)	
		গরগর কইরা (পানি দ্রুত খাওয়া অর্থে)	
না –	না বাচকতা অর্থে	না করগা (কোন কিছু করতে অস্বীকার করা)	
	সক্ষম না হওয়া অর্থে	না লাক (নালায়েক/নালাইক্যা পোলা দিয়া একাম হইত না)	
		না লাইক্যা	
নি –	না বাচকতা অর্থে	নিলাজ (লজ্জাহীন)	
		'নি' অর্থ নেই লাজ অর্থ লজ্জা।	
		নিকরমা (নিষ্কর্মা অর্থে)	
		নি অর্থ নেই করমা অর্থ কাজে সক্ষম।	
হা –	অভাব অর্থে ব্যবহৃত	হাবাইত্যা (এমুন হাবাইত্যা দেহি নাই।) হা–অভাব বাইত্যা অর্থ খাবার দেখে অস্তির হওয়া ব্যক্তি	
হা –	নিন্দার্থে ব্যবহৃত	হাপিত্যাস (আফসোস করা) হাপিত্যাস করা বালা না।	
		হা অর্থ আহাজারি পিত্যাস অর্থ আফসোস করা।	
অ–	নিকৃষ্টতা অর্থে ব্যবহৃত	অজম্যা (গালি দেয়া অর্থে)	
	নিন্দার্থে	অকাম (ভাল কাজ না করা অর্থে)	
কু–	নিন্দার্থে বা খারাপ অর্থে	কুকথা (কুকথা খারাপ কথা)	
	ব্যবহৃত		

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যপ্রত্যয় : বদ্ধরূপমূল মুক্তরূপমূলের মধ্যে ব্যবহৃত হয়ে নতুন রূপমূল গঠন করে।

রূপমূল	মধ্যপ্রত্যয়
আজকার কতা (আজকের কথা)	আর
বাজানের লঙ (বাবার লুঙি)	এর

৪.১.৩.২ অন্ত্যপ্রত্যয়

প্রমিত ভাষার ন্যায় ডেমরার ভাষায় অন্ত্য প্রত্যয় ব্যাকরণগত শ্রেণি বিভাগের চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন–কারক, বচন, পুরুষ, ক্রিয়ার কাল ইত্যাদি।

ক. অন্ত্যপ্রত্যয় (অনুসর্গরূপে বদ্ধরূপমূল)

বদ্ধরূপ মূল	প্রযুক্ত অর্থ	উদাহরণ
–দার	যে রাখে	দোহানদার (মুদি দোকানের ব্যবসায়ী ব্যক্তি)
		দোহান + দার
		জমিদার (জমি + দার) (দোকানের মালিক)
		পহরদার (পহর+ দার) (রাতে পাহাড়া দেয়)
		চকিদার (চকি+ দার) (রাতে পাহাড়া দেয়)
–দারি	কাজ/ব্যবসা করা অর্থে	দোহানদারি (দোহান+দারি) ব্যবসায়ী ব্যক্তি কাজকে বোঝাতে
		জমিদারি অমিতব্যয়ী আচরণ বেঝাতে
		চকিদারি কাজ অর্থে
–টাল		লাইটাল–লাঠি খেলায় দক্ষ ব্যক্তি অর্থে ব্যবহৃত। মারামারি প্রয়োজনে এদের ব্যবহার করা হয়।
–আছত		কান্না করছে–কানতাছত অন্ত্যপ্রত্যয় হিসেবে 'আছত' মুক্ত রূপমূল 'কান্না'-র সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে।

উল্লেখিত উদাহরণে একটি রূপমূলের সঙ্গে আরেকটি রূপমূল যুদ্ধ হয়ে বৃহত্তর রূপমূল গঠন করেছে।

এখানে 'দোহান' অর্থ দোকান। দোহান+দার–দোহানদার অর্থ–ব্যক্তি। দোহান+দারির–দোহানদারির অর্থ–ব্যক্তিটির জীবিকা নির্বাহের কাজ।

খ. কারক নির্দেশকরূপে বদ্ধরূপমূল

হে গরো (অধিকরণ কারক) সে ঘরে ব্যক্তি ঘরের ভেতর অবস্থান করছে অর্থে ব্যবহৃত।

Dhaka University Institutional Repository

হে আডো	সে হাটে	'গর' ও 'আড' মুক্তরূপমূলের সঙ্গে /ও/ বদ্ধরূপমূল যুক্ত হয়ে 'গরো' ও 'আডো' হয়েছে। এখানে 'ঘর' ও 'হাট' অর্থ পরিবর্তিত হয়ে অর্থ হয়েছে ব্যক্তি 'হাটে' (বাজার) আছে বা গিয়েছে অর্থে।
গাছতে আম পার	(অপদান কারক)	'গাছ' মুক্তরূপমূলের সঙ্গে 'তে' বদ্ধরূপমূল ব্যবহৃত হওয়ায় গাছ থেকে আম পারা অর্থ প্রাপ্ত হয়েছে।
গাছোত্তে আম পরছে		'ত্তে' রূপমূল ব্যবহৃত হওয়ায় গাছ থেকে আম নিচে পড়েছে অর্থ প্রকাশ করছে।
–রে	'বাজানরে ডাক।'	'রে' বদ্ধরূপমূলটি এখানে সম্বন্ধ পদ নির্দেশ করে। –'বাবাকে'
–/ও/	বউর মার বাইত যাইবো। /ও/ বহুরূপমূলটি এখানে সম্বন্ধ পদ নির্দেশ করে। 'বউয়ের মায়ের'	
–এর	হের মাইয়ার গরো 'এর' বহুরূপমূলটি এখানে সম্বন্ধ পদ নির্দেশ আছে। হের অর্থাৎ তার মায়ের।	

গ. বহুবচন নির্দেশকরূপে বদ্ধরূপমূল

অন্ত্যপ্রত্যয়	অর্থ	উদাহরণ
–গুলান	বহুবচন	মাছগুলান, ছেরিগুলান
–রা	বহুবচন	মাইয়ারা, পোলারা, পোলাপানরা
–এরা	বহুবচন	মাস্টরেরা
–ফাইত	বহুবচন	ছেরিফাইত

ডেমরা অঞ্চলের ব্যবহৃত ভাষায় বহুবচনের ক্ষেত্রে কখনও কখনও বহুবচনের চিহ্ন রূপমূলে লুপ্ত অবস্থায় থেকে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

১. গাছতে আম পরতাছে অর্থ–গাছ থেকে অনেক আম পড়ছে।

২. পুকুরে মাছ উটতাছে অর্থ–পুকুরে অনেক মাছ উঠছে।

এ দুটি উদাহরণে 'আম' ও 'মাছ' বহুবচন অর্থে ব্যবহৃত, কিন্তু রূপমূলে বহুবচনের কোন চিহ্ন ব্যবহৃত হয়নি।

ডি/টা/লি প্রভৃতি বদ্ধরূপমূল শুধু অপ্রাণীবাচক রূপমূলের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

উইটা (সেটা)	উই + টা	কতডি (কতগুলো)	কত + ডি
গাছটা (গাছটি)	গাছ + টা	সবডি (সবগুলো)	সব + ডি
আমডি (আমটি)	আম + ডি	কতাডি (কথাগুলো)	কতা + ডি
এতলি (এতগুলো)	এত + লি	যতলি (যতগুলো)	যত + লি

বহিরাগত শ্রমিকদের ভাষার সংমিশ্রণের ফলে ডেমরা থানার, রাণীমহল, সারুলিয়া অঞ্চলে প্রাণীবাচক রূপমূলেও 'ডা' রূপমূল ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন– মানুডা, ছেরিডা।

Dhaka University Institutional Repository

আদি ও অন্তে ব্যবহৃত বহুত্ববাচক রূপমূল

১. সব মাইনশের	(সব মানুষের)	এখানে 'সব' (অনেক) বহুবচন মাইনশের 'সব'-বহুবচন
২. এগুন সব	(এগুলো সব)	এগুন (এগুলো) সব (অনেক) দুটি রূপমূলই বহুত্ববাচক রূপমূল।
৩. কত দিনের	(অনেক দিনের)	কত (অনেক) দিনের 'এর' বহুবচন নির্দেশ করছে।

আদিতে এবং অন্তে বহুত্ববাচক রূপমূল ব্যবহৃত হতে দেখা যায় ডেমরার শ্রমিকশ্রেণির ভাষায়।

ঘ. ক্রিয়ার রূপ

বর্তমানকাল–	অ, অও, ই, এ, এন	→ তুই ক, আমি কই, হে কয়, তিনি করেন
অতীতকাল –	ইছি, ছি, ছিলাম	→ কইছিলাম, কইছি , করছিলাম, করছি, খাইছি
ভবিষ্যৎকাল–	মুইবো	→ কমু , খামু, যামু, করমু, কইবো

ঙ. পুরুষ

ডেমরা অঞ্চলের ভাষায় কর্তার পুরুষ ভেদে ক্রিয়ার রূপের পার্থক্য দেখা যায়।

বর্তমানকাল	পুরুষ	ক্রিয়ারূপ
	আমি	কই (ই)
	তুমি	কও (অও)
	হে	কয় (অয়)

বর্তমানকালের 'বলা' ক্রিয়াটি আমি, তুমি ও সে অর্থাৎ পুরুষ ভেদে ভিন্ন রূপ লাভ করেছে। তেমনিভাবে অতীতকাল ও ভবিষ্যৎকালেও ক্রিয়ার রূপের পরিবর্তন দেখা যায়।

অতীতকাল	পুরুষ	ক্রিয়ারূপ
	আমি	কইছি (ইছি)
	আমি	কইছিলাম (ইছিলাম)
	তুমি	কইছিলা (ইছিলা)
	তিনি	কইছিলেন (ছিলেন)

ভবিষ্যৎকাল	পুরুষ	ক্রিয়ারূপ
	আমি	কমু (মু)
	তুমি	কইবা (ইবা)
	হে	কইবো (ইবো)

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.৩.৩ সম্প্রসারিত ও সাধিত রূপমূল

সম্প্রসারিত ও সাধিত রূপমূল হল মুক্তরূপমূলের সঙ্গে বদ্ধরূপমূলের গাঠনিক ও প্রায়োগিক দিকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। বদ্ধরূপমূল ও মুক্তরূপমূলের সংযোগে এর গঠনগত দিকের পরিবর্তন ও অর্থগত পরিবর্তনের ভিত্তিতে বদ্ধরূপমূল দুভাগে বিভক্ত :

১. সম্প্রসারিত রূপমূল ও

২. সাধিত রূপমূল।

সম্প্রসরিত রূপমূল

মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে বদ্ধরূপমূল সংযুক্ত হয়ে ক্রিয়ার কাল, বচন, পুরুষ, কারক, লিঙ্গ, নির্দেশক ব্যাকরণগত সম্পর্ক প্রকাশক নতুন রূপমূল গঠন করে, একে সম্প্রসারিত রূপমূল বলে। মুক্ত রূপমূলের শেষে বদ্ধরূপমূল সংযুক্ত হয়ে গঠিত সম্প্রসারিত রূপমূলটি তার আভিধানিক অর্থ পরিবর্তন না করেই বিভিন্ন শ্রেণির ক্রিয়া সম্পাদন করে। সম্প্রসারিত রূপমূল হল রূপমূলের গঠনগত দিকের পর্যালোচনা।

ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় সম্প্রসারিত রূপমূলের গঠন, পরিবর্তন ও প্রয়োগ পর্যায়ক্রমে উদাহরণসহ আলোচনা করা হল :

১. অন্ত্যপ্রত্যয় (কারক–বিভক্তি)

বাক্যে একটি রূপমূলের সঙ্গে অন্য রূপমূলের সম্পর্ক বোঝাতে বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। নিচে ডেমরায় প্রচলিত ভাষার একবচন ও বহুবচনে বিভিন্ন বিভক্তির চিহ্ন দেখানো হল :

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
প্রথমা–	এ, য়	রা, এরা
দ্বিতীয়া–	রে	গো, গরে
তৃতীয়া–	রেদা, দা	গরদা
চতুর্থী–	রে	গো, গরে
পঞ্চমী–	আত্তে, অরতে	গরতে
ষষ্ঠী–	র, এর, র	গর
সপ্তমী–	তে, য়, ত	গুলান

বিভিন্ন কারকে বচন ভেদে বিভক্তির প্রয়োগ উদাহরণের সাহায্যে দেখানো হল :

Dhaka University Institutional Repository

কর্তৃকারক – প্রথমা বিভক্তি	**ডেমরা আঞ্চলিক**	**প্রমিত বাংলা**
একবচন (য়)	ছেরাডায় বেরাইম্যা	অর্থ ছেলেটা অসুস্থ
বহুবচন (রা)	হের পুতেরা কম করে না মারে	তার ছেলেরা মার জন্য অনেক করে

কর্মকারক– দ্বিতীয়া বিভক্তি

একবচন– (রে)	আমারে বাই লইয়া যা।	আমাকে বাড়ি নিয়ে যাও।
বহুবচন– (গরে)	আমগরে লইয়া যাবি।	আমাদের নিয়ে যাবি।

করণ কারক– তৃতীয়া বিভক্তি

একবচন (রেদা)–	তোমারেদা এই কাম অইতো না বুয়া	বুয়া তোমাকে দিয়ে এ কাজ হবে না।
বহুবচন (গরদা)–	তোমগরদা এই কাম অইতো না।	তোমাদের দিয়ে এ কাজ হবে না।

সম্প্রদান কারক– চতুর্থী বিভক্তি

একবচন (রে)–	হেরে দশ টেকা দিয়া দে।	তাকে দশ টাকা দিয়ে দাও।
বহুবচন (গরে)–	ফহিরগরে বিক্কা দিয়া দে।	ফকিরদের ভিক্ষা দিয়ে দাও।

অপদান কারক– পঞ্চমী বিভক্তি

একবচন (আত্তে)–	আমাত্তে কিছু নাইকা।	আমার কাছে কিছু নাই।
বহুবচন (গরতে)–	আমগরতে কিছু নাইকা।	আমাদের কাছে কিছু নাই।

অধিকরণ কারক : সপ্তমী বিভক্তি

একবচন (ত, ও)–	হেয় ঘরো।	বাইত যাই। হাডো গেছে।
বহুবচন (গুলান)–	পুস্কনিগুলান (পুকুরগুলো)	হেচন লাগবো। (পুকুরগুলোর পানি সেচতে হবে।)

সম্বন্ধ–ষষ্ঠী বিভক্তি

একবচন (র)–	হের পুত হে দেখবো	তার ছেলে সে দেখবে
বহুবচন (গর)–	হেগর জিনিশে তর দরকার কি	তাদের জিনিসে তোর দরকার কি।

Dhaka University Institutional Repository

ক্রিয়া-বিভক্তির রূপ (অন্ত্যপ্রত্যয়) (ডেমরা থানার আঞ্চলিক ভাষায়)

কাল	উত্তম পুরুষ (আমি)	মধ্যম পুরুষ (তুমি)			নাম পুরুষ (সে/তিনি)		
		সাধারণ(তুমি) তুচ্ছার্থে (তুই) সম্মান (আপনি)			সম্মান তিনি/ আপনি সাধারণ (সে)		
বর্তমান							
সাধারণ	–ই	–অ,(ও)	–অ, –আ	–এন, –অন	–এন, –অন	–এ	
ঘটমান	–ইতাছি,–তাছি	–ইতাছ	–ইতাছত	–ইতাছেন	–ইতাছেন	–ইতাছে	
পুরাঘটিত	–ছি, –ইছি	–ইছ	–ইছত	–ইছেন	–ইছেন	–ইছে	
অনুজ্ঞা		–অ, –ও	–অ	–এন, –অন	–এন, –অন	–এ	
অতীত							
সাধারণ	–ছিলাম, –ছি	–ছিলা	–ছিলি	–ছিলেন/–এন	–ছিলেন/–এন	–লো, –ল	
ঘটমান	–তাছিলাম	–তাছিলা	–তাছিলি	–তাছিলেন	–তাছিলেন	–ছিল	
পুরাঘটিত	–য়াছিলাম	–ছিলা	–ছিলি, –ছছ	–ছিলেন	–ছিলেন	–আছিল	
ভবিষ্যৎ	ভবিষ্যৎ নির্দেশক 'মু' বিভক্তি						
সাধারণ	–উ/ –মু	–ইবা	–ইবি	–ইবেন/–এন	–ইবেন/–এন	–ইবো	
ঘটমান	–ইতে থাকমু	–ইতে থাকবা	–ইতে থাকবি	–ইতে থাকবেন	–ইতে থাকবেন	–ইতে থাকবো	
পুরাঘটিত	–মুই (কমুই) –যামুই	–থাকবা	–তে থাকিবি	–আ থাকবেন	–আ থাকবেন	–যা থাকবা	
অনুজ্ঞা		–ও (কইবো)	–ইস (করিস)	–এন যাইবেন		'বে'	

কাল ও পুরুষ ভেদে ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় ক্রিয়া বিভক্তির বিবরণ থেকে দেখা যায়–

ক. ক্রিয়ার প্রতিটি কলের সম্মানার্থে মধ্যম পুরুষ এবং সম্মানার্থে নাম পুরুষের ক্ষেত্রে একই বিভক্তি বা বদ্ধরূপমূল সংযোজনের মাধ্যমে সম্প্রসারিত রূপমূল গঠিত হয়।

খ. বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়কালের সম্মানার্থে মধ্যম পুরুষের সাধারণ কাল এবং সম্মানার্থে মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞায় একই বদ্ধরূপমূল দ্বারা সম্প্রসারিত রূপমূল গঠিত হয়। যেমন–

	সাধারণ	মধ্যম পুরুষ (সম্মানার্থে)		এন, অন	বদ্ধরূপমূল
বর্তমানকাল	অনুজ্ঞা	,,	,,	এন, অন	বদ্ধরূপমূল
ভবিষ্যৎকাল	সাধারণ	,,	,,	ইবেন	বদ্ধরূপমূল
	অনুজ্ঞা	,,	,,	ইবেন	বদ্ধরূপমূল

গ. কর, বল, খা ইত্যাদি ক্রিয়াবাচক মুক্তরূপমূল ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় বিস্তৃত হয়ে অনেকটা সাধুভাষায় ব্যবহৃত রূপমূলের মত উচ্চারিত হয়ে ব্যবহৃত হয়। যেমন–খাইতাছি, করতাছি, কইতাছি, লিখতাছি ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

২. ক্রিয়ার কাল

বাংলা ক্রিয়ামূলক রূপমূল গঠনে মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে বদ্ধ রূপমূল হিসাবে প্রত্যয় সংযুক্তির পর যখন ক্রিয়ার কাল নির্দেশিত হয়, তখন সম্প্রসারিত রূপমূল গঠনে বিভিন্ন শ্রেণির প্রত্যয় বিভক্তি যুক্ত হয়ে থাকে নিচে ক্রিয়ার কাল নির্দেশের মাধ্যমে প্রত্যয় যুক্ত হওয়ার দিক বিশ্লেষণ করা হল :

ক্রিয়ার কাল নির্দেশক প্রত্যয় সংযুক্তিগত দিক

গঠন প্রকৃতি		বর্তমানকাল		অতীতকাল		ভবিষ্যৎকাল
		মুক্তরূপমূল + বদ্ধরূপমূল		মুক্তরূপমূল + বদ্ধরূপমূল		মুক্তরূপমূল + বদ্ধরূপমূল
মুক্তরূপমূল	নামপুরুষ					
√কর (করা))	হেয় করে	কর + (এ)		করছিল	কর + ছিল	করবো (ও) কর + বো
√বস (বসা)	হেয় বহে	বহ + (এ)		বইছিল	বই + ছিল	বইবো (ও) বই + বো
√পলা (পলান)	হেয় পলায়	পলা + (আয়)		পলাইছিল	পলা + ইছিল	পলাইবো (ও) পলা + ইবো

নামপুরুষের একবচনে ক্রিয়ামূলক রূপমূলের সঙ্গে প্রত্যয় বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়ার কালের বিভিন্ন দিক নির্দেশ করেছে।

'করা' ও 'বসা' রূপমূলের শেষে স্বরধ্বনি'আ' সংযুক্ত থাকায় বর্তমানকালে 'এ' অতীতকালে 'ছিল' ভবিষ্যৎকালে 'ও' প্রত্যয় বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। 'পলায়' রূপ, মূলের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি 'য়' সংযুক্ত থাকায় বর্তমানকালে 'আয়' যুক্ত হয়ে ভিন্ন শ্রেণির গঠন প্রকৃতি নির্দেশ করেছে।

৩. ক্রিয়ার বিভিন্ন কাল নির্দেশক রূপমূল

ডেমরা অঞ্চলে কথোপকথনে ব্যবহৃত বিভিন্ন কাল নির্দেশক সম্প্রসারিত রূপমূলের ব্যবহার উদাহরণের সাহায্যে দেখানো হল :

ডেমরা অঞ্চলে 'বলা' ক্রিয়াটি 'ক' বা 'কই' বা 'কন' রূপে ব্যবহৃত হয়।

উত্তম পুরুষ

বর্তমানকাল	আমি কই	কই (বলি)
অতীতকাল	আমি কইছিলাম	
ভবিষ্যৎকাল	আমি কমু	

মধ্যম পুরুষ

বর্তমান	তুমি কও।	তুই ক।
অতীত	তুমি কইলা।	তুই কইলি।
ভবিষ্যৎ	তুমি কইবা।	তুই কবি।

Dhaka University Institutional Repository

নাম পুরুষ

ডেমরা অঞ্চলে নাম পুরুষে 'সে' বা 'তিনি' ব্যবহারের প্রচলন নেই। সেই ক্ষেত্রে হে, হ্যায়, উইয়ে, বয়স্ক সম্মানীয়দের 'মুরুব্বি' ইত্যাদি রূপমূল ব্যবহৃত হয়।

বর্তমান	সে কয়	হে/ হ্যায় কয়	উইয়ে কয়	মুরুব্বি কন
অতীত	সে কইলো	হে/ হ্যায় কইলো	উইয়ে কইলো	মুরুব্বি কইলেন
ভবিষ্যৎ	সে কইবো	হে/ হ্যায় কইবো	উইয়ে কইবো	মুরুব্বি কইবেন

ক্রিয়ার বিভিন্ন কাল নির্দেশক মুক্তরূপমূলের সঙ্গে বদ্ধরূপমূলের সংযুক্তির প্রক্রিয়া (সূত্রানুসারে)

পুরুষ	**ক্রিয়া মুক্তরূপমূল**	**বর্তমানকাল বদ্ধরূপমূল**	**অতীতকাল বদ্ধরূপমূল**	**ভবিষ্যৎকাল বদ্ধরূপমূল**
আমি	কই	–ই	–ইলাম	–মু
তুই	ক	০	–ইলি	–বি
তুমি	কও	–ও	–ইলা	–ইবা
হে/হ্যায়	কয়	–য়	–ইলো	–ইবো
তিনি	কন	–ন	–ইলেন	–ইবেন

সাধারণত বর্তমান কালসূচক সম্প্রসারিত রূপমূল গঠনে উত্তম, মধ্যম ও নাম পুরুষে–'ই', 'ও', 'য়' বদ্ধরূপমূল তিনটি ক্রিয়ামূলের সাথে যুক্ত হয়েছে।

সাধারণত অতীতকাল নির্দেশে এখানে উত্তম, মধ্যম ও নাম পুরুষে 'ছিলাম', 'ইলাম', 'ইলা', 'ইলো' বদ্ধরূপমূল ব্যবহৃত হয়ে সম্প্রসারিত রূপমূল গঠন করেছে।

৪. ক্রিয়ার রূপ

প্রমিত ভাষার ক্রিয়াবাচক রূপমূল ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায়ও ব্যবহৃত হয় তবে আঞ্চলিক উচ্চারণগত তারতম্যের কারণে ক্রিয়াবাচক রূপমূল প্রমিত বাংলা থেকে ভিন্নরূপ লাভ করে।

ক্রিয়াবাচক রূপমূল গঠনে মুক্তরূপমূলের সঙ্গে বদ্ধরূপমূল সংযুক্তির পর যেভাবে সম্প্রসারিত রূপমূল গঠিত হয় তার উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হল।

'বল' এ রূপমূলটিতে কাল ও পুরুষভেদে ডেমরা থানার প্রচলিত ভাষায় অন্ত্যপ্রত্যয় ব্যবহারের বিবরণ দেয়া হল :

ডেমরার ভাষায় 'বল' রূপমূলটি যখন বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎকাল ও পুরুষভেদে রূপান্তরিত হয়, তখন একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মে বা সূত্রানুসারে এর পরিবর্তন ঘটে। যেমন–

Dhaka University Institutional Repository

১. কর্তা অনুসারে ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তিত হয়;
২. বহুবচনের ক্ষেত্রে ক্রিয়ার বিভক্তি পরিবর্তিত হয় না;
৩. বিভিন্ন কাল নির্দেশে বিভিন্ন ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত হয়।

এক্ষেত্রে সাধারণত বর্তমানকালের উত্তমপুরুষ ই, ইতাছি, ইছি, অতীতকালে উত্তমপুরুষে ছি, ছিলাম, ভবিষ্যৎকালে উত্তমপুরুষে মু, ইতে থাকমু ইত্যাদি যোগ হয়ে থাকে।

বর্তমান ও অতীতকালের রূপে ডেমরার সাথে প্রমিত বাংলার সাদৃশ্য থাকলেও ভবিষ্যৎকালের রূপে পার্থক্য লক্ষণীয়। প্রমিত বাংলার ভবিষ্যত কালে উত্তম পুরুষে 'বো' ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় 'বো' এর পরিবের্তে 'মু' ব্যবহৃত হয়। যেমন : ভবিষ্যৎ–আমি কমু (আমি বলবো), আমি খামু (আমি খাবো), আমি যামু (আমি যাবো) ইত্যাদি।

'বল' রূপমূল : প্রমিত বাংলায় ব্যবহৃত 'বল' ক্রিয়ারূপ ডেমরার প্রচলিত ভাষায় 'ক' রূপে ব্যবহৃত হয়।

	উত্তম পুরুষ		**মধ্যম পুরুষ**				**নাম পুরুষ**	
বর্তমানকাল	**এক/বহু বচন**	**ক্রিয়ারূপ**	**একবচন/বহুবচন সম্মানার্থে**	**ক্রিয়ারূপ**	**তুচ্ছার্থে**	**ক্রিয়ারূপ**	**বচন**	**ক্রিয়ারূপ**
সাধারন	আমি/ আমরা	কই (বলি)	তুমি/তোমরা	কও (বলো)	তুই/তরা	ক (বল)	উনি/ হ্যায়	কন/ কয় (বলেন)
ঘটমান	আমি/ আমরা	কইতাছি (বলছি)	তুমি/তোমরা	কইতাছ	তুই/তরা	কইতাছত	উনি/ হ্যায়	কইতাছেন
পুরাঘটিত	আমি/ আমরা	কইছি (বলেছি)	তুমি/তোমরা	কইছো	তুই/তরা	কইছত	উনি/ হ্যায়	কইছেন
অতীতকাল								
সাধারণ	আমি/ আমরা	কইছিলাম/ কইছি	তুমি/তোমরা	কইছিলা	তুই/তোরা	কইছিলি	উনি/হেয়	কইছিলেন
ঘটমান	আমি/ আমরা	কইতাছিলাম	তুমি/তোমরা	কইতাছিলা	তুই/তোরা	কইতাছিলি	উনি/হেয়	কইতাছিলেন
পুরাঘটিত	আমি/ আমরা	কইছিলাম	তুমি/তোমরা	কইছিলাম	তুই/তোরা	কইছিলি/ কইছছ	উনি/হেয়	কইছিলেন
ভবিষ্যৎকাল								
সাধারণ	আমি/ আমরা	কমু	তুমি/তোমরা	কইবা	তুই/তোরা	কবি	উনি/হেয়	কইবেন
ঘটমান	আমি/ আমরা	কইতে থাকুম	তুমি/তোমরা	কইতে থাকবা	তুই/তোরা	কইতে থাকবি	উনি/হেয়	কইতে থাকবেন

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষ ও বচনভেদে ক্রিয়ার রূপ

প্রমিত বাংলার সাথে ডেমরার আঞ্চলিক রূপের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

	একবচন		বহুবচন	
পুরুষ	**প্রমিত বাংলা**	**ডেমরার কথ্যরূপ**	**প্রমিত বাংলা**	**ডেমরার কথ্যরূপ**
উত্তম	আমি খাই	আমি খাই	আমরা খাই	আমরা খাই
	আমি খাচ্ছি	আমি খাইতাছি	আমরা খাচ্ছি	আমরা খাইতাছি
	আমি খেয়েছি	আমি খাইছি	আমরা খেয়েছি	আমরা খাইছি
	আমি খাবো	আমি খামু	আমরা খাবো	আমরা খামু
মধ্যম	তুমি খাও	তুমি খাও	তোমরা খাও	তোমরা খাও
	তুমি খাচ্ছ	তুমি খাইতাছ	তোমরা খাচ্ছ	তোমরা খাইতাছ
	তুমি খেয়েছ	তুমি খাইছো	তোমরা খেয়েছ	তোমরা খাইছো
	তুমি খাবে	তুমি খাইবা	তোমরা খাবে	তোমরা খাইবা
নামপুরুষ : হে/হেয়/উইয়ে-র তিনটি রূপ				
	সে খায়	হে খায়	তারা খায়	হেরা খায়
	সে খাচ্ছে	হে খাইতাছে	তারা খাচ্ছে	অরা খাইতাছে
	সে খেয়েছে	হে খাইছে	তারা খেয়েছে	হেরা খাইছে
	সে খাবে	হে খাইবো	তারা খাবে	হেরা খাইবো।

প্রত্যেকটি কালের জন্য পৃথক পৃথক অন্ত্যপ্রত্যয় যুক্ত হয় ক্রিয়ামূলের সঙ্গে। কালসূচক প্রত্যয় ভিন্ন হলেও বহুবচনের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন দেখা যায় না।

একবচন – আমি করি। হেয় করে।

বহুবচন – আমরা করি। হেরা করে।

বর্তমানকাল বোঝাতে /ই/ যুক্ত হয়

একবচন – আমি কই।

বহুবচন – আমরা কই।

অতীতকাল বোঝাতে 'ইছি' 'ইছিলাম' যুক্ত হয়।

একবচন – আমি কইছি/কইছিলাম।

বহুবচন – আমরা কইছি/কইছিলাম।

Dhaka University Institutional Repository

ভবিষ্যৎকাল বোঝাতে 'মু' যুক্ত হয়। একবচন–আমি কমু। বহুবচন–আমরা কমু।

৫. প্রযোজক ক্রিয়া রূপমূল

ক্রিয়ার কাজ একজনের পরিচালনায় অন্যজন দ্বারা কাজটি সম্পন্ন হলে, সেই ক্রিয়াকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। যার দ্বারা কাজটি পচিালিত হয় সে এই ক্রিয়ার কর্তা আর ক্রিয়াটি হচ্ছে প্রযোজক ক্রিয়া।

মুক্ত রূপমূল – হোয় (শোয়), ক (বল), রান্দ (রান্না করা)
বদ্ধ রূপমূল – আ, এ, য়, আয়

মুক্তরূপমূল	**+ বদ্ধরূপমূল**	**বৃহত্তর রূপমূল**	**অর্থ**	**উদাহরণ**
হোয়	+ আ	= হোয়া	(শোয়া)	সিফাত হোয় এখানে 'হোয়' বা শোয়ার কাজটি সিফাত নিজে করছে
হোয়া	+ য়	= হোয়ায়	(শোয়ায়)	'সাদী পুতুলরে হোয়ায়।' এখানে সাদী শোয়ার কাজটি নিজে করছে না, কিন্তু পুতুলকে শোয়াচ্ছে। এখানে 'হোয়ায়' হল প্রযোজক ক্রিয়া।
ক	+ আ	= কআ	(বলা)	
কআ	+ য়	= কআয়	(বলায়)	কআয়, রান্দায় এগুলো প্রযোজক ক্রিয়া।
রান্দ	+ এ	= রান্দে	(রান্না করে)	
রান্দ	+ আয়	= রান্দায়	(রান্না করায়)	
হাসা	+ আয়	= হাসায়		

এখানে মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে বদ্ধরূপমূল 'আ', 'এ', 'য়', 'আয়' ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে। ডেমরা অঞ্চলের ভাষায় এ ধরনের প্রযোজক ক্রিয়ারূপমূলের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এই শ্রেণির অন্যান্য প্রযোজক ক্রিয়া হল হাসায়, খাওয়ায়, নাচায়, কান্দায়, ধোয়ায় ইত্যাদি।

সিফাত সাদীরে বই পরায় (পড়ায়)।

এখানে 'পড়ায়' প্রযোজক ক্রিয়া। সিফাত বই ক্রিয়ার কর্তা, কারণ সিফাতের পরিচালনায় বই পড়ার কাজটি হচ্ছে।

স্মিতা লাকিরে দিয়া গর দোয়ায়। (স্মিতা লাকিকে দিয়ে ঘর মোছায়)

স্মিতা এই ক্রিয়ার কর্তা। 'স্মিতা' নিজে কাজটি করছে না–অন্য ব্যক্তি লাকির দ্বারা ধোয়ার কাজটি পরিচালিত হচ্ছে। এখানে 'দোয়ায়'–প্রযোজক ক্রিয়া।

স্মিতা–প্রযোজক কর্তা।

লাকি–প্রযোজ্য কর্তা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রযোজ্য কর্তায় সচরাচর দ্বিতীয়া, চতুর্থী অথবা তৃতীয়া বিভক্তি যুক্ত হয় প্রমিত বাংলার মত ডেমরা থানায় প্রচলিত প্রযোজক ক্রিয়ার গঠন বাংলা ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী হয়।

১. মূল ক্রিয়া অকর্মক হলে প্রযোজক ক্রিয়া সকর্মক হয় এবং ক্রিয়ার কাজ যে করে (তাকে কর্ম কারকে ফেলা হয়) সে কর্মকারক হিসাবে চিহ্নিত হয়।

২. মূল ক্রিয়া সকর্মক হলে প্রযোজক ক্রিয়া দ্বিকর্মক হয় ও ক্রিয়ার কাজ যে করে সে করণ কারক হয়।

৩. মূল ক্রিয়া দ্বিকর্মক হলে মূল কাজ দুটি কর্ম রূপেই থাকে এবং ক্রিয়ার কাজ যে করে সে করণরূপে পরিবর্তিত হয়।

১. অকর্মক মূল ক্রিয়া–'সাদী পরে'

প্রযোজক রূপ–(সিফাত) সাদীরে পরায়।

এখানে সাদী কর্মকারক–দ্বিতীয়া বিভক্তি।

২. সকর্মক মূল ক্রিয়া–'সারা দুদ খায়'

প্রযোজক রূপ–(মা) সারারে দুদ খাওয়ায়।

লাকি গর পুছতাছে (লাকি ঘর মুছছে)

প্রযোজক–(স্মিতা) লাকিরে দিয়া গর পুছাইতাছে

এখানে লাকি–করণকারক। তৃতীয়া বিভক্তি

৩. দ্বিকর্মক ক্রিয়া–'রহিম করিমরে গাইল পারল' (রহিম করিমকে গালি দিল)

প্রযোজক–(গণি) রহিমরে দিয়া করিমরে গাইল দেওয়াইল। (গণি রহিমকে দিয়ে করিমকে গালি দেয়ালো)

এখানে রহিম–করণ কারক। তৃতীয়া বিভক্তি।

বিভিন্ন কাল নির্দেশক প্রযোজক ক্রিয়ার রূপ

ডেমরা থানায় প্রচলিত 'নাহায়' অর্থাৎ 'গোসল করায়' এই প্রযোজক ক্রিয়ার ধাতুর রূপ 'নাহা' নিচে দেয়া হল :

কাল	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ		নাম পুরুষ	
বর্তমানকাল	আমি	তুমি	তুই	হে/ হেয়/ উইয়ে	তিনি
	নাহাই	নাহাও	নাহাছ	নাহায়	নাহান
	নাহাইতাছি	নাহাইতাছ	নাহাইতাছত	নাহাইতাছে	নাহাইতেছেন
	নাহাইছি	নাহাইছ	নাহাইছত	নাহাইছে	নাহাইছেন

Dhaka University Institutional Repository

অতীতকাল	নাহাইলাম	নাহাইলা	নাহাইলি	নাহাইল	নাহাইলেন
	নাহায়ছিলাম	নাহাইছিলা	নাহাইছিলি	নাহাইছিল	নাহাইছিলেন
	নাহাইতেছিলাম	নাহাইতেছিলা	নাহাইতাছিলি	নাহাইতাছিল	নাহাইতাছিলেন
নিত্যকাল	নাহাইতাম	নাহাইতা	নাহাইতিস	নাহাইত	নাহাইতেন
ভবিষ্যৎকাল	নাহামু	নাহইবা	নাহাবি	নাহাইব	নাহাইবেন।
ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা	নাহামু	নাহাইও	নাহাস	×	×

৬ সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া

ক. সমাপিকা ক্রিয়া

ডেমরা থানার আঞ্চলিক ভাষায় সাধারণত দু প্রকার ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়–সমাপিকা এবং অসমাপিকা ক্রিয়া।

সমাপিকা ক্রিয়া : আমি বাত খাইছি।

অসমাপিকা ক্রিয়া : তুই বাত খায়া পরতে ব। (তুই ভাত খেয়ে পড়তে বস)

প্রমিত বাংলা ভাষায় ক্রিয়ামূলের পরে 'ইয়া'–ইলে, ইতে যুক্ত হয়ে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়, অনুরূপভাবে ডেমরার আঞ্চলি ভাষায় 'ইয়া', 'লে', 'য়া', 'তে' ইত্যাদি অসমাপিকা প্রত্যয় যুক্ত হয়।

'ইয়া'–বেশি খাইয়া মরিছনা লো। (বেশি খেয়ে মরিস নারে)

(খা+ইয়া) এখানে 'খাইয়া ' অর্থ–খাওয়ার জন্য।

'তে'–তুই কি করতে আইছত।

(কর + তে) এখানে 'করতে' অর্থ প্রয়োজন বুঝাচ্ছে। প্রয়োজন অর্থে 'কর' মুক্তরূপমূলের সাথে 'তে' প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে।

'ওরে কইতে দাও'। এখানে আদেশ অর্থে কইতে ব্যবহৃত হয়েছে।

'লে'–তর লাহান টেকা থাকলে, কত কি করতাম।

এখানে 'থাকলে' অর্থাৎ যদি থাকতো ক্রিয়ার সংশয়ভাব বুঝানো হয়েছে, 'থাক + লে' যুক্ত করে।

'উইয়ে গেলে আমি যামু'। এখানে গেলে এবং যামু দুটি ক্রিয়ার কর্তা আলাদা। সে গেলে তারপর আমি যাব বোঝাচ্ছে।

খ. অসমাপিকা ক্রিয়া

অন্যান্য ক্রিয়ার মত ডেমরা অঞ্চলে 'ই' কারান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার দেখা যায়। নিচে উদাহরণের সাহায্যে ভাষার এই বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন– আহি, বহি, খেলি, খুলি।

আহি– (আসি) মা, আহি কতা কই। (মা, আসি কথা বলি)

খুলি– কেঅর খুলি। (দরজা খুলি)

খুরি– মাডি খুরি। (মাটি খুরি)

Dhaka University Institutional Repository

গিলি–	বাত গিলিতো (ভাত খাচ্ছি তো)
ছাহি–	পানি ছাহি (পানি ছাহি)
ডাহি– (ডাকি)	হেরে ডাহি (তাকে ডাকি)
টানি–	শুন টানি
তুলি–	বাশুন তুলি (বেশুন তুলি)
নারি–	দান নারি (ধান নারি)
বহি–	পরাত বহি (পড়তে বসি)
গেলি–	তুই গেলি

এখানে লক্ষণীয় যে, রূপমূল গঠনে কোন দ্বিস্বরধ্বনি ব্যবহৃত হয়নি। যেমন–'টানি' রূপমূল গঠিত হয়েছে ট + আ + ন + ই রূপে। প্রত্যেকটি রূপমূল গঠনে একই গঠন প্রক্রিয়া অনুসৃত।

প্রমিত বাংলায় –আ, –অন, –তে, –এ ইত্যাদি প্রত্যয় অসমাপিকা ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায়ও প্রমিত রূপের প্রত্যয়ের পাশাপাশি কিছু নতুন অসমাপিকা প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন: –বের, –ওন।

	প্রমিত		**ডেমরার আঞ্চলিক ভাষা**
–তে	আমি কাজ করতে পারি	–বের	আমি বাজার করবের পারি
	আমি আসতে পারি		আমি আইরের পারি
	এবার যেতে হয়	–ওন	এহন জাওন লাগে
–আ	আমি তার সঙ্গে দেখা করি		আমি হের লগে দেহা করি
–এ	কাজ করে খাও	–আ	কাম কইরা খাও। (এখানে '–এ' স্থলে '–আ' এবং '–র' এর পূর্বে '–ই' যুক্ত হয়েছে।

প্রমিত ভাষায় যেখানে '–তে' অসমাপিকা প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়, ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় সেখানে –'তে' স্থলে '–বের', '–ওন' ইত্যাদি অসমাপিকা প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন : আইবের, যাইবের, করবের, খাওন, জাওন ইত্যাদি।

গ. যৌগিক ক্রিয়া

একটি অসমাপিকা ক্রিয়া এবং একটি সমাপিকা ক্রিয়া পরপর ব্যবহৃত হয়ে যৌগিক ক্রিয়া গঠন করে। যৌগিক ক্রিয়ায় প্রথম ক্রিয়াপদের অর্থটি প্রধান থাকে। দ্বিতীয় ক্রিয়াটির অর্থ প্রথম ক্রিয়াটির অর্থের বিভিন্ন ভাব নির্দেশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

অসমাপিকা ক্রিয়া	সমাপিকা ক্রিয়া	অর্থ
কাইন্দা	উঠছে	কেঁদে উঠেছে। এই যৌগিক ক্রিয়ার কাঁদাই প্রধান
পইরা	গেছে	পড়ে গেছে। পড়ে যাওয়া অর্থ প্রধান
হুগায়	গেছে	শুকিয়ে গেছে। শুকিয়ে যাওয়া অর্থ প্রধান
হাসতে	থাক	হাসতে থাক। অবিরাম হাসা বোঝাচ্ছে
কইতে	লাগছে	বলতে লাগল। অবিরাম বলা অর্থ বোঝাচ্ছে
চেচাইয়া	উঠছে	চেঁচিয়ে উঠেছে। উত্তেজনা প্রকাশ করছে
খাইয়া	যামু	খেয়ে যাবো। ইচ্ছা প্রকাশ
বইতে	দে	বসতে দেও–অনুমতি দেয়া বোঝাচ্ছে

কোন কাজ শেষ করার ক্ষেত্রে ক্রিয়ার শেষে 'লই' প্রত্যয় যুক্ত হয়। প্রমিত বাংলার ক্ষেত্রেও ক্রিয়ার এই রূপ লক্ষ্য করা যায় (খেয়ে নিই, দিয়ে নিই)। এক্ষেত্রে পার্থক্য শুধু প্রমিত বাংলায় ব্যবহৃত রূপমূলের ন-ধ্বনি ডেমরা অঞ্চলে ল-ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন–

ডেমরা (আঞ্চলিক)	রূপমূলে অর্থ
খাইয়া লই –	খেয়ে নেই। খাওয়া শেষ করা অর্থে
দিয়া লই–	দিয়ে নেই। দেয়া অর্থে
জিগাই লই –	জিজ্ঞাসা করি। (প্রশ্ন করা বা কথা বলা অর্থে)
কইয়া লই–	বলে নেই। কথা বলে নেয়া অর্থে
হুইয়া লই–	শুয়ে নেই। বিশ্রাম নেয়া অর্থে

ক্রিয়ার সাথে 'না' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে রূপমূল ব্যবহার ডেমরা অঞ্চলে দেখা যায়। ক্রিয়ার এই রূপগত গঠনের সঙ্গে প্রমিত বাংলা ও ডেমরায় ব্যবহৃত ভাষারূপের মধ্যে পার্থক্য অলক্ষণীয়। যেমন–

	ডেমরা আঞ্চলিক	প্রমিত বাংলা
কর + না	কর না	করো না
যা + না	যা না	যাও না
গা + না	গা না	গাও না
ক + না	ক না	বল না
হো + না	হো না	শোও না (শোওয়া)
খা + না	খা না	খাও না

একই রূপমূল দুবার সামান্য বিরতি দিয়ে দুভাবে উচ্চারণ করলে অর্থের পরিবর্তন হয়, অর্থাৎ দু'রকমের অর্থ হয়। ভাষাবিজ্ঞানে এর নাম সংযোগস্থল। ডেমরার প্রচলিত ভাষায় এ ধরনের সংযোগস্থল সমৃদ্ধ রূপমূল ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.৩.৪ বহুবচন নির্দেশক সম্প্রসারিত রূপমূলের গঠন

সর্বনামমূলক রূপমূল :

বাক্যের মধ্যে বিশেষ্যের পরিবর্তে সর্বনাম ব্যবহারের প্রবণতা ডেমরা অঞ্চলের ভাষায়ও পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে সর্বনাম পদের দুটি রূপই ব্যবহৃত হয়। যথা–একবচন ও বহুবচন। বহুবচনের রূপ হিসেবে একবচনের সঙ্গে সাধারণত প্রত্যয়/বিভক্তি যুক্ত হয়ে বহুবচন নির্দেশ করা হয়।

ডেমরার প্রচলিত ভাষায় রূপমূলে একবচনের সঙ্গে রা, এর, য় বিভক্তি যুক্ত হয়ে বহুবচন নির্দেশিত হয়। সর্বনামের বহুবচন নির্দেশক বদ্ধরূপমূলে সংযুক্তির পর রূপমূলের আভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়।

একবচন (মুক্তরূপমূল)	বহুবচন নির্দেশিত প্রত্যয়/বিভক্তি	বহুবচন সম্প্রসারিত (বদ্ধরূপমূল)	পরিবর্তন রীতি
আমি	রা	আমরা	'আমি'র একবচন 'রা' বিভক্তি যুক্ত হয়ে 'আমরা' হয়েছে। তদ্রূপ এরা, রা বিভক্তি যুক্ত হয়ে হ্যারা, তোমরা, তরা রূপমূল গঠিত হয়েছে।
হ্যায় (সে)	এরা	হ্যারা (তারা)	
তুমি	রা	তোমরা	
তুই	রা	তরা	

এখানে মুক্তরূপমূলের সঙ্গে বিভক্তি (বদ্ধরূপমূল) যুক্ত হয়ে মুক্তরূপমূলের গঠন প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে। প্রকৃতপক্ষে প্রমিত বাংলার উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের একবচন ও বহুবচন ও বহুবচনের রূপের সাথে ডেমরা ভাষায় প্রচলিত রূপের সাদৃশ্য বিদ্যমান। কিন্তু নাম পুরুষের ব্যবহারে প্রমিত বাংলার সাথে ডেমরার প্রচলিত ভাষায় মিল তেমন একটা নেই। নিচের আলোচনায় তা তুলে ধরা হল :

	একবচন	**বহুবচন**
উত্তম পুরুষ	ডেমরা–আমি	আমরা/ আমগো
	প্রমিত বাংলা–আমি	আমরা
মধ্যম পুরুষ	ডেমরা–তুমি	তোমরা
	প্রমিত বাংলা–তুমি	তোমরা
নাম পুরুষের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অমিল দেখা যায় :		
নামপুরুষ	ডেমরা–হে/হ্যায়/উইয়ে	হ্যারা / ওরা
	প্রমিত বাংলা–সে	তারা

ডেমরার কথ্য ভাষায় নাম পুরুষে সে, তারা, তিনি রূপমূলগুলোর ব্যবহার নেই। সেক্ষেত্রে হ্যায়, হে, উইয়ে, কদাচিৎ আমনে/আফনে 'উনি' রূপমূল ব্যবহৃত হয়। ডেমরা অঞ্চলে সর্বনামের রূপ কারক নির্দেশক হিসেবে প্রমিত বাংলা থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম। কর্তৃকারকে উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের এক বচন ও বহুবচনের রূপ প্রমিত বাংলার অনুরূপ, কিন্তু অন্যান্য কারকের সর্বনামের রূপ প্রমিত বাংলার

Dhaka University Institutional Repository

থেকে আলাদা। ডেমরা অঞ্চলে কারক নির্দেশক হিসেবে সর্বনামমূলক রূপমূল নিচে ছকের সাহায্যে দেখানো হল :

কারক নির্দেশক হিসেবে সর্বনামমূলক রূপমূল

উত্তম পুরুষ	'আমি' সর্বনামের রূপ		
	একবচন	বহুবচন	প্রযুক্ত বিভক্তি (বদ্ধরূপমূল)
কর্তৃ	আমি (ami)	আমরা (amra)	'রা'
কর্ম/সম্প্রদান	আমারে (amare)	আমগো/আঙ্গো/আমগরে(amgore)	'গরে'
করণ	আমারদা (আমা দ্বারা) (amarda)	আমগরদা (amgorda)	'গরদা'
অপাদান	আমাত্তে (আমার থেকে) amatte	আমগরতে (amgortte)	'গরতে'
সম্বন্ধ	আমার (amar)	আমগর/ আমগো/ আঙ্গো (amgr)	'গর'/গো

ডেমরার কথ্যভাষায় আমি, আমার, তোমার ব্যবহৃত হয়, তবে আমগো, তোমগো ইত্যাদি রূপমূলের প্রচলন বেশি।

তুমি সর্বনামের রূপ

মধ্যম পুরুষ	একবচন	বহুবচন	প্রযুক্ত বিভক্তি
কর্তৃ	তুমি	তোমরা/ তরা	রা
কর্ম ও সম্প্রদান	তোমারে	তোমগো/তোমগরে	গরে
করণ	তোমারেদা	তোমগরদা	গরদা
অপাদান	তোমাত্তে	তোমগরতে/ তোঙ্গতে	গরতে/ গতে
সম্বন্ধ	তোমার	তোমগো/তোমগর/তোঙ্গর	গর

(সে) 'হে' সর্বনামের রূপ

নাম পুরুষ	একবচন	বহুবচন	প্রযুক্ত বিভক্তি
কর্তৃ	হ্যায় (সে)	হ্যারা (তারা)	রা
কর্ম	হ্যারে (তাকে)	হ্যাগোরে/হ্যাগো (তাদের)	গরে
করণ	হ্যারেদা (তার দ্বারা)	হেগরদা (তাদের দ্বারা)	গরদা
অপাদান	হ্যারতে/ হ্যাত্তে (তার থেকে)	হেগরতে/ হ্যাগত্তে (তাদের থেকে)	গরতে/ গতে
সম্বন্ধ	হ্যার (তার)	হেগর (তাদের)	গর
অধিকরণ	হ্যারতেই (তার কাছে)	হেগরঅনই (তাদের মধ্যে)	

ওপরের উদাহরণে দেখা যায়, উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও নাম পুরুষের একবচন থেকে বহুবচন প্রকাশে সুশৃঙ্খল নিয়মানুসারে রা, গরে, গরদা, গরতে, গর, একই বিভক্তি (বদ্ধরূপমূল) যুক্ত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ডেমরায় বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমিকদের বসবাস। শ্রমিকদের কথোপকথনের ভাষা বৈশিষ্ট্য বিচার করে দেখা যায়, এক শ্রেণির শ্রমিক বহু বছর ধরে ডেমরায় বসবাস করার ফলে তাদের ভাষা ডেমরায় প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষার সাথে মিশে গিয়েছে। আরেক শ্রেণির শ্রমিক যারা ভাসমান–দুই/তিন বছর পরপর স্থান পরিবর্তন করে। শ্রমিকদের স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন বসবাসের কারণে সর্বনামমূলক রূপমূলের বৈশিষ্ট্য বিচারে কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। নিচে তা উলেখ করা হল :

সর্বনাম ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য

১. বহিরাগত শ্রমিকদের ভাষার প্রভাবে উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও নাম পুরুষ রূপমূলের একবচনে /আমার/ /তোমার/ রূপমূলের ধ্বনিমূল /ম/ কখনো কখনো /ঙ/ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়।

আমার–আঙগর, তোমার–তোঙগর।

এই /ম/ ধ্বনিমূল /ঙ/ ধ্বনিতে রূপান্তরিত করে ব্যবহার করে কুমিলা, চাঁদপুর থেকে আগত শ্রমিকরা।

২. সর্বনাম ব্যবহার ও সম্বোধনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় বহিরাগত শ্রমিকদের ভাষার প্রভাব

একবচন	বহুবচন
মুই	মোরা (বরিশাল)
মনু	মনুরা (বরিশাল)
হে, হেতে	হেতেনরা (নোয়াখালী)

৩. ডেমরায় প্রচলিত সর্বনামমূলক রূপমূলের বহুবচনে /গো/ /go/ রূপমূল ব্যবহৃত হয়। প্রমিত বাংলায় যেখানে ব্যবহৃত হয় /দের/ /der/

ডেমরার প্রচলিত ভাষা	প্রমিত বাংলা
/amgr/ আমগর	আমাদের /amader/
/tomgor/ তোমগর	তোমাদের /tomader/

৪. ডেমরা থানায় নাম পুরুষে রূপমূরের ব্যবহারের ক্ষেত্রে এক ভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, যা এই এলাকাতেই সীমাবদ্ধ। প্রমিত বাংলায় সে, তিনি ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ডেমরায় সে, তিনির পরিবর্তে হেয়, হ্যায়, উইয়ে রূপমূল ব্যবহৃত হয়। সম্মানিত ব্যক্তি, পিতা, মাতা সবার ক্ষেত্রেই এই রূপমূলগুলো ব্যবহৃত হয়। যেমন–

ডেমরার ভাষা	প্রমিত বাংলা
হ্যায়/হেয় যাইবো	সে যাবে
হ্যায়/হেয় নামাজ পরেন	তিনি নামাজ পড়েন।

Dhaka University Institutional Repository

৫. নারীর সম্বোধনে কিছু সর্বনামসূচক রূপমূল আছে যা বহুল প্রচলিত নয় এবং ডেমরা থানার অন্তর্গত কিছু এলাকায় (সারুলিয়া, চনপারা, ডেমরা ঘাট এলাকা) ব্যবহৃত হয়। যেমন–তাই, হ্যাতায়।

৬. ডেমরার ভাষায় আত্মবাচক সর্বনামের ব্যবহার দেখা যায়। যে সর্বনামের দ্বারা কারো সাহায্য না নেয়ার ভাব, অর্থাৎ ব্যক্তি নিজেই কাজটি করছে এই ভাবটি জোর দিয়ে বুঝাতে গিয়ে বিশেষ্য অথবা সর্বনামের সঙ্গে 'নিজ', 'হ্যায়' প্রভৃতি সর্বনামের ব্যবহার করাকে আত্মাবাচক সর্বনাম বলে। ডেমরার ভাষায় এই আত্মবাচক সর্বনামের ব্যবহার দেখা যায় কারো প্রতি রাগ প্রকাশের ক্ষেত্রে। যেমন–হে হ্যার কাম হ্যায়ই করে। (সে তার কাজ নিজেই করে)। মায় নিজের ভাত নিজেই রান্দে (মা নিজের ভাত নিজেই রাঁধে)।

৭. ডেমরা অঞ্চলে বয়স এবং সম্পর্কগত দিক থেকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে সর্বনাম ব্যবহারে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ :

বয়সভিত্তিক স্বতন্ত্র ব্যক্তি		শ্রেণি/সম্পর্ক	রূপমূল	উদাহরণ
বয়স্ক	বয়স্ক	বন্ধুস্থানীয়→	তুমি	তুমি আইয়ো (তুমি এসো)
বয়স্ক	বয়স্ক	সম্মানীয়→	আমনে/ আফনে হ্যায়/ উইয়ে	আফনে আইয়েন (আপনি আসবেন) উইয়ে কতা কয় না (সে কথা বলে না)
বয়স্ক	ছোট	সম্ভ্রান্ত উচ্চবিত্ত→ শাশুড়ি-জামাইকে	তুমি আফনে/তুমি	আফনে ঘুমান (সম্মানসূচক /ই/ ব্যবহৃত হয়েছে)
বয়স্ক	ছোট	নিম্ন শ্রেণি→	তুই	তুই তোর কাম কর (তুই তোর কাজ কর)
ছোট	বয়স্ক	সম্মানীয় উচ্চবিত্ত→ জামাই-শ্বশুর-শাশুড়িকে	আমনে/ আফনে/ উনি	আফনের শইলটা বালা (আপনার শরীর কি ভালো)
ছোট	বয়স্ক	নিম্নবিত্ত→	হ্যায় / উইয়ে	হ্যায় গেছেগা (সে চলে গিয়েছে)

৮. ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় ব্যবহৃত কিছু সর্বনামমূলক রূপমূল

স্থানবাচক সর্বনামের ব্যবহারে প্রমিত বাংলার সাথে ডেমরার প্রচলিত ভাষার পার্থক্য সুস্পষ্ট।

ডেমরা	প্রমিত বাংলা	ডেমরা	প্রমিত বাংলা
এইটা	এটা	উইটা	ওটা
এহোন	এখন	উনো	ওখানে
এনো	এখানে	উইহানে	ওখানে
এমুন	এরকম	কুনো	কোথায়
এফিল	এদিক		

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.৩.৫ বিশেষ্যমূলক রূপমূল

বিশেষ্যমূলক মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে প্রত্যয় বিভক্তিমূলক বদ্ধরূপমূল সংযুক্ত হয়ে একবচন ও বহুবচন নির্দেশক বিশেষ্যমূলক সম্প্রসারিত রূপমূল গঠিত হয়।

ডেমরার উপভাষায় সাধারণত বিশেষ্যমূলক মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে ত, র, এর, গুলা, রা, এরা ইত্যাদি বদ্ধরূপমূল সংযুক্ত হয়ে সম্প্রসারিত রূপমূল গঠিত হয়। বহুবচন নির্দেশক সম্প্রসারিত রূপমূল গঠিত হলে রূপধ্বনি প্রকরণগত কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না।

ডেমরা থানার ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শ্রেণির বিশেষ্যমূলক মুক্তরূপমূলের সঙ্গে বদ্ধরূপমূলের সংযুক্ত হয়ে যেভাবে সম্প্রসারিত রূপমূল গঠিত হয় তার উদাহরণ দেয়া হল :

ক. সম্বন্ধবাচক বিশেষ্য

মুক্তরূপমূল	বদ্ধরূপমূল	সম্প্রসারিত রূপমূল
১. সিফাত	–এর	সিফাতের (শেষ ধ্বনি ব্যঞ্জন তাই এর যুক্ত হল)
২. মাস্টর (মাস্টার)	–এর	মাস্টরের
৩. কাট/কাড (কাঠ)	–এর	কাটের/কাডের
৪. পুবগা (পূর্বগ্রাম)	–র	পুবগার (স্থানের নাম)
৫. পাইলা (পাতিল)	–র	পাইলার– পাতিলের
৬. মাডি (মাটি)	–র	মাডির
৭. জায়গা (স্থান)	–ত	জায়গাত
৮. মেইল (মিল)	–ত	মেইলত (মেইলে)
৯. পাইলা / পাতিল	–ত	পাইলাত– (পাতিলের ভেতর)
১০. বেডি (মহিলা)	–তাইন	বেডি তাইন (মহিলারা)

উল্লেখিত উদাহরণে ১,২,৩ এ দেখা যায় মুক্তরূপমূলের শেষ ধ্বনি ব্যঞ্জনধ্বনি হওয়ায় তার সঙ্গে -এর বদ্ধরূপমূল যুক্ত হয়ে সম্প্রসারিত রূপমূল গঠিত হয়েছে। ৪,৫,৬ উদাহরনে মুক্তরূপমূলের শেষ ধ্বনি স্বরধ্বনি হওয়ায় তার সঙ্গে –র বদ্ধরূপমূল যুক্ত হয়ে সম্প্রসারিত রূপমূল গঠিত হয়েছে। ৭,৮,৯ উদাহরণে মুক্তরূপমূলের পরে –ত বদ্ধরূপমূল যুক্ত হয়ে সম্প্রসারিত রূপমূল গঠিত হয়েছে। ১০ নং উদাহরণে –তাইন বদ্ধরূপমূল যুক্ত হয়ে সম্প্রসারিত রূপমূল গঠিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সম্বোধন ও স্থানের সম্পর্ক বোঝাতে ত, ও, এর বদ্ধরূপমূল ব্যবহৃত হওয়ায় ধ্বনিগত কোন পরিবর্তন হয়নি। প্রাণীর (মনুষ্য বাচক) বেলায় 'এর' বদ্ধরূপমূল সংযুক্ত হয় এবং জড়ের ক্ষেত্রে ত, র বদ্ধরূপমূল সংযুক্ত হয়। অনেক সময় এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। জড় পদার্থের ক্ষেত্রেও 'এর' যুক্ত হয়। যেমন : কাডের (কাঠের) কাড + এর।

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ্যপদে নাম বিভক্তি যথা : র, কে, রে, এ, তে, য়, দের, রা, এরা যুক্ত হয় এবং নাম বিভক্তিযুক্ত বিশেষ্যপদ রূপমূলগুলো বাক্যে ব্যবহার করলে দেখা যায় পদগুলো পরস্পরের প্রতিস্থাপকযোগ্য। যেমন : পোলারা (ছেলেরা), মাস্টরেরা, মাইয়ারা (মেয়েরা), সিফাতের, মাডির (মাটির), বয়ের (ভয়ের)।
মাইয়ারা স্কুলত যায়। (মেয়েরা স্কুলে যায়) পোলারা স্কুলত যায়। (ছেলেরা স্কুলে যায়) মাস্টরেরা স্কুলত যায়, (মাস্টারেরা স্কুলে যায়)

খ. ভাববাচক বিশেষ্য

মনের কোন বিশেষ ভাব বা অবস্থা বোঝানোর জন্য যে বিশেষ্য পদ ব্যবহৃত হয় তাই ভাববাচক বিশেষ্য। যেমন: বয় (ভয়) + এর = বয়ের (ভয়ের), দুক (দুঃখ) + এর = দুকের (দুঃখের), উদাহরণে শেষ ধ্বনি ব্যঞ্জনধ্বনি হওয়ায় –এর বদ্ধরূপমূল যুক্ত হয়েছে। বেতা (ব্যথা) + য় = বেতায় (ব্যথায়) উদাহরণে শেষ ধ্বনি স্বরধ্বনি হওয়ায় –য় বদ্ধরূপমূল যুক্ত হয়েছে। উল্লেখিত উদাহরণে দেখা যায়, কোন কিছুর ভাব নির্দেশে, এর, য় বদ্ধরূপমূল সংযুক্তি পরও মুক্ত রূপমূলের একটিরও কোন রূপধ্বনিগত পরিবর্তন হয়নি।

গ. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য

ডেমরায় সমষ্টিবাচক বিশেষ্যপদ দ্বারা কোন জাতিবাচক বিশেষ্যের সমষ্টি বোঝায়। যেমন : দল + এর = দলের, দল + টল = দল টল, গুস্টি (গোষ্ঠী) + র = গুস্টির, সুমিতি (সমিতি) + র = সুমিতির। ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য মানু (মানুষ) + রা = মানুরা (মানুষেরা), ছেরা (ছেলে) + রা = ছেরারা (ছেলেরা)। উদাহরণে সমষ্টি নির্দেশে 'এর', 'টল', /ও/, 'রা' বদ্ধরূপমূল সংযুক্তির পরও রূপমূলের একটিরও কোন রূপধ্বনিগত পরিবর্তন হয়নি।

কোন জাতি বা এক ধর্ম বিশিষ্ট সকল ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীকে বোঝাতে ডেমরায় নিম্নলিখিত জাতিবাচক বিশেষ্যপদ ব্যবহৃত হয়। যেমন – বইন (বোন) + এরা = বইনেরা (বোনেরা), মাছ + গুলান = মাছগুলান (মাছগুলি), পোলাপাইন (ছোট ছেলেমেয়ে) + হগল = পোলাপাইনহগল, ফকিন্যি (ভিক্ষুক) + দল = ফকিন্যিরদল। উদাহরণে বিশেষ্য বহুবচন নির্দেশে 'এরা', 'গুলান', 'হগল', 'দল' ইত্যাদি বদ্ধরূপমূল যুক্ত হয়ে সম্প্রসারিত রূপমূল গঠনের পর রূপমূলের একটিরও কোন রূপধ্বনিগত পরিবর্তন হয়নি।

ঘ. ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য

কোনো ক্রিয়ার ভাব, প্রক্রিয়া ইত্যাদি কাজের নাম ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদ দ্বারা বোঝানো হয়। প্রমিত বাংলার ন্যায় ডেমরার প্রচলিত ভাষায়ও সাধারণত ব্যঞ্জনান্ত মুক্তরূপমূলের সঙ্গে 'আ' প্রত্যয় ও স্বরান্ত ধাতুর সঙ্গে 'ওয়া' প্রত্যয় যোগ করে ক্রিয়াবাচক মুক্তরূপমূল থেকে বিশেষ্যপদে রূপান্তরিত করা হয়। যেমন–বল + আ = বলা, খা + ওয়া = খাওয়া। ডেমরার প্রচলিত ভাষায় মুক্তরূপমূল থেকে বিশেষ্যে রূপান্তরিত হওয়ার পদ্ধতি নিচে দেওয়া হল :

Dhaka University Institutional Repository

মু.রূ.+ প্রত্যয়	মুক্তরূপমূল (বিশেষ্য)	অর্থ	ধ্বনিগত পরিবর্তন	বদ্ধরূপমূল	সম্প্রসারিত রূপমূল
কান্দ + আ	কান্দা	কাঁদা	দ > ন্দ	য় – ইতে	কান্দায়/ কান্দাইতে
আশ + আ	আশা	হাসা	হ > আ	য় – ইতে	আশায়/ আশাইতে
দেহ + আ	দেহা	দেখা	হ > খ	য় – ইতে	দেহায়/ দেহাইতে
বহ + আ	বহা	বসা	স > হ	য় – ইতে	বহায় / বহাইতে
আ + ওয়া	আওয়া	আসা	সা > ওয়া	য় – নেনা	আওয়ায় / আওনেনা

প্রমিত বাংলার ন্যায় ডেমরা অঞ্চলের ভাষায়ও ব্যঞ্জনান্তক ধাতুর সঙ্গে /আ/ প্রত্যয় এবং স্বরন্ত ধাতুর সঙ্গে–'ওয়া' প্রত্যয় যোগ করে ধাতু থেকে বিশেষ্যপদে রূপান্তরিত করা হয়। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যমূলক রূপমূলের সঙ্গে–'ইতে', '-য়' (দেহা + য় = দেহায়, বহা + ইতে = বহাইতে) বদ্ধরূপমূল যুক্ত হয়ে সম্প্রসারিত রূপমূল গঠিত হয়। কিন্তু প্রমিত বাংলায় সেক্ষেত্রে তে বদ্ধরূপমূল সংযুক্ত হয়। ডেমরা অঞ্চলের ভাষায় প্রচুর ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

৪.১.৩.৬. ক্রিয়া বিশেষণ ও এর প্রয়োগ

কোন ক্রিয়া কি অবস্থায় কোথায় কখন কিভাবে সম্পন্ন হয় তা ক্রিয়া বিশেষণ পদ দ্বারা বুঝানো হয়। ডেমরায় প্রচলিত ভাষায় ক্রিয়া বিশেষণ নানা অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

সময়বাচক ক্রিয়া বিশেষণ

ডেমরার ভাষা		প্রমিত বাংলা
কতখন	ক্রিয়া বিশেষণ গঠনে কোন বিভক্তি যুক্ত হয়নি	কতক্ষণ
আজকা	'কা' যুক্ত হয়ে ক্রিয়া বিশেষণ গঠিত হয়েছে	আজ
পশুকা/পশশুকা।		পরশু
এহন	খ পরিবর্তিত হয়ে হ হয়েছে	এখন
তহন	খ পরিবর্তিত হয়ে হ হয়েছে	তখন
কহন/কুনসুমে	/এ/ বিভক্তি যুক্ত হয়েছে	কখন/কোন সময়
দুইফোর		দুপুর
কাউলকা	রূপমূলের মাঝে /উ/ এবং শেষে /আ/ যুক্ত হয়েছে	কালকে
যেসুমকা	শেষে 'কা' যুক্ত হয়েছে	যখন
হেসুমকা	শেষে 'কা' যুক্ত হয়েছে	তখন

Dhaka University Institutional Repository

স্থানবাচক ক্রিয়া বিশেষণ

ডেমরা ভাষা	প্রমিত বাংলা	
কই	কোথায়	তুই কই যাছ। ('কই' স্থানবাচক ক্রিয়া বিশেষণ)
এনো	এখানে	এনো আয়।
উনো	ওখানে/সেখানে	উনো বই রাখ।
যেনো/হেনো	যেখানে	যেনো রাখছত হেনোই আছে।

উল্লেখিত উদাহরণে কই, এনো, উনো, যেনো ইত্যাদি স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণ।

সংখ্যাবাচক ক্রিয়া বিশেষণ

ডেমরার	প্রমিত	
বারেবারে	বারবার	বারেবারে কইতে অইবো। এখানে বিভক্তি–এ যোগ করা হয়েছে।
		বারেবারে দুক দিছত (দুঃখ দেয়া)
চোদ্দবার	বারবার	তরে চোদ্দবার কইছি যাইতে। (উল্লেখ্য বারবার বলার প্রসঙ্গে এ অঞ্চলের মানুষ চোদ্দবার রূপমূল ব্যবহার করে)

ভাববাচক ক্রিয়া বিশেষণ

ডেমরা	প্রমিত	
অস্তে	ধীরে	অস্তে কতা কও। –/এ/ বিভক্তিযোগে
কেমুন	কেমন	তুই কেমুন আছত।– 'উন' বিভক্তিযোগে
মিনমিনাইয়্যা	মৃদুস্বরে	উইয়ে মিনমিনাইয়া কতা কয়। 'ইয়্যা' যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়াযোগে
মনদিয়া	মনদিয়ে	মন দিয়া পড়। 'ইয়া' যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়াযোগে
তরাতরি	দ্রুত (তাড়াতাড়ি)	তরাতরি কাম কর। বিভক্তিহীন

পরিমাণবাচক ক্রিয়া বিশেষণ

যত তত	যত ইচ্ছ তত ল।
এত্যা (অনেক)	এত্যা কতা কয়।

কারক বাচক ক্রিয়া বিশেষণ

ডেমরা	প্রমিত	
কে	কেন	তুই আসতাছত কে ? (তুই হাসছিস কেন?)
কেললাগি	কি জন্য	কেললাগি আইছত ? (কেন এসেছ?)

Dhaka University Institutional Repository

ডেমরার ভাষায় প্রত্যয়যোগেও ক্রিয়া-বিশেষণের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন, টিকমত (ঠিকমত) কাম কর। হোনামাত্র আয়া পোছছি। (শোনামাত্র এসেছি) এসে পৌছেছি।

ঢাকার পূর্ব-উপকণ্ঠে অবস্থিত ডেমরা থানার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত ক্রিয়ারূপ :

ক্রিয়ামূল	পরিবর্তন	অর্থ	উদাহরণ
অইছে	হ > অ	হওয়া	অইছে থাউক (হয়েছে থাক)। অনেক অইছে অহন যা (অনেক হয়েছে এখন যা)
অলান/ ওলান	স্ব. রূ.	ভাজা/নেড়েচেড়ে দেওয়া	চাইল গুলি অলাই/ওলাই দেও (চালগুলো ভাজা হয়েছে উলটিয়ে দাও)
বিজাও	ভ > ব	দরজা অল্প বন্ধ করা	দরজাটা বিজাওতো (দরজাটা বন্ধ করতো) দরজাটা বিজাতো (দরজাটা বন্ধ করত)
আহ/আয়/ আইও	ভ>ব,এ>আ, স>হ,	আসা/এসো	বিতরে আহ (ভিতরে আস) আমগো গর আইও (আমাদের ঘরে আস)
আউলা	স্ব. রূ.	এলোমেলো/বিশৃঙ্খল করা	চুল আউলাইয়া রাখচছ ক্যা (চুল এলোমেলো করে রেখেছো কেন ?)
আছ	স>হ,ফ>থ	থাকা	হে অতখন আছিল (সে এতক্ষণ ছিল)
আট- আটা	স্ব. রূ.	শক্ত করে বাঁধা/বন্ধ করা	গাছটা দরিদা আইট কইরা বান (গাছটা দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধ) গাছটা দরিদা আইট্টা বান।
আডা	স্ব. রূ.	হাঁটা	খুব হক্কালেই আডা হিকছে পোলায়। (খুব তাড়াতাড়ি হাঁটা শিখেছে ছেলে)
আতা/ হাতা		হাতানো	মায় পিডটা আতায়া দিছে (মা পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়েছে)
আন	এ > আ	আনা	দুদ আনছনি (ধ>দ) (দুধ এনেছো নাকি)
উট/ উড	ঠ > ড	উঠা, গজান, ভাসা	চারা উটছে (চারা গজিয়েছে। নতুন চারা উঠেছে) উড অকাল অইছে কুনশুম (উঠ সকাল হয়েছে কখন) নদিত মেলা মাছ উডছে (নদীতে অনেক মাছ ভাসছে) নদিত বহুত মাছ উটছে (নদীতে অনেক মাছ ভাসছে) পতাকা উটাইছ (পতাকা উঠিয়েছ)
উতরা		উতলানো/ উপচানো	বাবিগো দুদ উতরাইতাছে (ভাবি দুধ উপচে পড়ছে)
উইরা	ড় > র	উড়া	উইরা আইয়া পরে (উড়ে এসে পড়ে)
উলা	স্ব. রূ.	উত্তেজিত করা	ওরে উলাই দিছো কে ? (ওকে উত্তেজিত করেছ কেন?)
উয়াশ	স্ব. রূ.	নিঃশ্বাস নেয়া	মাছ উয়াশ নিতাছে বাইশ্যা বাইশ্যা (মাছ নিঃশ্বাস নিছে ভেসে ভেসে)
উশটা	স্ব. রূ.	লাথি মারা/ আছাড় খাওয়া	উশটা দিমু (লাথি দিব)
'ক'	স্ব. রূ.	'বলা'	উইয়ে কি কয় আর হে কি হুনে (ও কি বলে আর সে কি শোনে) বুইজ্যা কতা কও। (বুঝে কথা বল)

Dhaka University Institutional Repository

ক, কর	স্ব. রূ.	করা	শইলডা শিরশির করে (শরীর শির শির করে ওঠে) তর কাম তুই কর হের কাম হে করতাছে। (তোর কাজ তুই কর ওর কাজ ও করছে)
কাড/কাট		কাটা	গাছটা কাডছত কে ? (গাছটা কেটেছো কেন)
কান, কান্দ	দ > ন্দ/ন	কাঁদা	এত কান্দ কে (এত কাঁদছো কেন)
কিন্	এ > ই	কেনা	আম কিনছো (আম কিনেছো)
কুদা	স্ব. রূ.	ধমক দেয়া/চিল্লানো	বেশি কুইদা উঠিছ না (বেশি ধমক দিও না) এত কুদাকুদি কিসের (এত চিলাচিলি কিসের)
কুবা, কুপা	ও > উ	কোপানো/কাটা	আগে মাটি কুবাই এই (আগে মাটি কুপিয়ে নেই) হাড্ডি কুপাবি না (হাড় কাটবি)
কুয়া	স্ব. রূ.	ঘ্যানঘ্যান করে কাঁদা/উত্তেজিত অবস্থায় কথা বলা	এত কুয়াইছনা (ঢং করা অর্থে) কুয়ারা দেক ছেমরির। (ঢং করা অর্থে)
কেগলা	স্ব. রূ.	বিদ্রূপ করা	এত কেগলাইও না (এত বিদ্রূপ করো না)
খা		খাওয়া	ওই পাতিলের বাত খাইছ না। (ঐ পাতিলের ভাত খাস না)
খা			টো টো কইরা গুরন আর খাওন (ভবঘুরের মত ঘোরা আর খাওয়া)
খা			জিফত খাওয়াইবেননি কন (দাওয়াত খাওয়াইবেন কিনা বলেন)
খা			তুই খাওয়াইবি না আমি খাওয়ামু (তুই খাওয়াবি নাকি আমি খাওয়াবো)
খাউজা	স্ব. রূ.	চুলকানো	শইলডা খাউজ্যাই দে তো (শরীরটা চুলকিয়ে দাও তো) গরমে শরির খাইজজায় (গরমে শরীর চুলকায়)
খুয < খুজ	ও > উ	খোঁজা	ওরে খুজতাছি (ওকে খুঁজছি) খুইজ্যা দেক (খুঁজে দেখ)
খুর	ড় > র	খোঁড়া	কাউচছ্যা খুরতে সাপ বার অইবোনে (কেঁচো খুড়তে সাপ বের হবে)
খুল	আ > অ	খুলা	তুই খুইল্যা দে (তুই খুলে দে)
খেদা	স্ব. রূ.	তাড়ান	ওরে খেদায় দে (ওকে তাড়িয়ে দে)
খেল		খেলা	খেলতি যাবিনি (খেলতে যাবে নাকি)
গচ<গছ		চাপানো / গছানো	ওর কাছে বইটা গছাই দাও (ওর কাছে বইটি দিয়ে দাও) সব দোষ হের কান্দে গছাও (সব দোষ ওর কাধে চাপাও)
গাইল<গালি		গালাগালি করা	অত গাইল পারস কে (এত গালাগালি কর কেন) ওরে গালি দিমু (ওকে গালাগালি করবো)
গাল		গেলে দেয়া/ফেলে দেয়া	ভাতের মার গাল (ভাতের মার ফেলে দাও) ঘামাছি গাইলা দে (ঘামাচি গুলো গেলে দাও)
গিল		গিলা, গিলে খাওয়া	ভাত গিল (ভাত খাও/ভাত গিলে খাও) পানি দিয়া গিলা ফালা (পনির দিয়ে গিলে ফেল)
গুটা<ঘোঁটা		মন্থন করা	দই ভাল করে গুটা দে (দই ভাল করে মন্থন কর) ডাইল গুইটাল বালা কইরা (ডাল ঘুটে নাও ভাল করে)
গুমা		নিদ্রা যাওয়া	রাইত অইছে মেলা গুমা গা (রাত হয়েছে অনেক

Dhaka University Institutional Repository

			গুমাও) যা গুমা গা।
গুরা	ঘ > গ	ঘুরা	অত গুরন বালা না (এত ঘুরা ভাল নয়)
খচ < কাচ		কাপড় কাচা অর্থে	কাপর খচ্ছস। কাপড় খইচ্চ্যা দে
খুজ < খুয		খোঁজা	খুজতাছি তো। খুইজ্যা লই
খুর	ড় > র	খোড়া	বালা কইরা মাডি খুইরা ল
খুল		খুলে ফেলা অর্থে	তুমি খুইল্যা দিছ
খেদা	স্ব. রূ	তাড়ান	ওরে খেদায় দাও। হ খেদাই দিছি
খ্যাচ	স্ব.রূ.	উত্তেজিত/ঝগড়া করার অবস্থা	এত্ত খ্যাচ খ্যাচ করতাছো কে ? এত্ত খ্যাচ খ্যাচ করতাছত কে ?
গছ		গছানো/ চাপিয়ে দেয়া	হের কাছে গছায় দ্যাও।
গাইল	স্ব.রূ.	বকা দেওয়া	এত্ত গাইল পারশ কে (এত বকা দাও কেন)
গুর	ঘ > গ	ঘুরে বেড়ানো	এত গুরা বালা না। বেশি গুরতাছত দেহি।
গুট		মন্থন করা	ডাইল গুইটা লও। মাটা বেশি কইরা গুটা দে।
চয়	ষ > য়	চাষ করা	হেই জমিত আল চোয় দেক গা। (ঐ জমিতে হাল চাষ করছে দেখ গিয়ে)
চল		চলা	যাও যাও চইল্যা যাও আর আইয়োনা। (যাও যাও চলে যাও, আর এসো না)
চাক < চাখ	স্ব. রূ.	স্বাদ লওয়া	ডাইল চাক দেহি নুন অইছে নি (ডাল চেখে দেখ লবণ হয়েছে নাকি)
চাইছা		পালিশ করা, চাঁছা	বাল কইরা চাইছ্যা ল–(ভাল করে চেঁছে নাও)
চিপ্	স্ব. রূ.	নিঙড়ান	কাপর বাল কইরা চিপা ল। (কাপড় ভাল করে চিপে নাও) আম চিপ্যা ল। (আম চিপে নাও)
চিমা / চুইয়া	স্ব. রূ.	অল্প পরিমানে বের হওয়া	চাল দিয়া পানি চুইয়া পরে। (চাল দিয়ে পনি গড়িয়ে পড়ে) পানি চিমায় চিমায় পরতাছে। (পানি অল্প পরিমাণে বের হচ্ছে)
চেত / চ্যাতা	স্ব. রূ.	রাগ/ উত্তেজিত হওয়া	হে খুব চ্যাতছে যাও গা। (তিনি খুব রাগ হয়েছেন চলে যাও) বেশি চেতাচেতি কইরো না। (বেশি রাগারাগি করো না)
ছার	ড় > র	ছাড়া	ফালতু কতা ছার। (বাজে কথা বাদ দাও) তোমারে ছারতাম না। (তোমাকে ছাড়বো না)
ছির	ড় > র	ছেঁড়া	এত্ত জামা ছিরছ কে (এত জামা ছেড় কেন) তুই কি বই ছিরছত (তুই কি বই ছিড়েছিস)
ছুট, ছুটা	স্ব.রূ.	দৌড়	এত্ত ছুটাছুটি করস কে (এত দৌড়াদৌড়ি করিস কেন)
ছ্যাগলা	স্ব.রূ.	বেশি কথা বলা	এত বেশী ছ্যাগলাইছ না (এত বেশি কথা বলিস না)
জার	ঝ > জ, ড় > র	ঝাড়া	গর বালা কইরা জার দে (ঘর ভাল করে ঝাড়ু দাও)
জাল		জ্বালান	গরঅ বাত্তি জালাই দাও (ঘরে বাতি জ্বালিয়ে দাও)
জিগা		জিজ্ঞাসা কর	ওরে জিগাও কি কাম করছে (ওকে জিজ্ঞাসা কর কি কাজ করেছে)
জিমা	স্ব. রূ.	ঝিমান	এত্ত জিমাইছ না পর (এত ঝিমাস না পড়)

Dhaka University Institutional Repository

টগবগা		চোখ বড় বড় করে তাকানো	টগবগ কইরা না তাকাইয়া কামে যা (বড় বড় চোখে না তাকিয়ে কাজে যা)
টান		টানা	ওরে টাইন্যা দর (ওকে টেনে ধর)
ঠাস	স্ব.রূ.	চেপে ধরা	ওরে ঠাইস্যা দর (ওকে চেপে ধর) বস্তাত চাইল ঠাইস্যা ডুকা (বস্তায় চাল বেশি করে চেপে ডুকা)
ঠ্যাক/ঠেকা/ঠেলা	স্ব.রূ.	অসুবিধায় পড়া	বহুত ঠেকায় পইরা আইছি (অনেক অসুবিধায় পরে এসেছি) ঠেলায় পরলে পরবো নে (বিপদে পড়লে পড়বে)
ঠকান		বোকা বানান/লোকসানে ফেলা	ওরে ঠকাইছি (ওকে বোকা বানিয়েছি) মানুষরে ঠকাইছ না বালা না (মানুষকে ধোকা দিওনা ভাল না)
ডাল	ঢ > ড	ঢালা	হের মাতাত পানি ডাল (তার মাথায় পানি ঢাল)
ডুব		ঢোকা	গরঅ ডুক (ঘরে ঢোক)
ডুব		ডুবা	পানিত ডুইব্যা যাবি তো (পানিতে ডুবে যাবে তো)
ড্যাম	স্ব.রূ.	নতুন শাখা গজান	আরে গাছে ড্যাম ছারছে তো (আরে গাছে নতুন শাখা গজিয়েছে তো)
থো	স্ব.রূ.	রাখা অর্থে	কাম থো (কাজ রাখ)
তুতলা		তোতলানো	তুতল্যাইয়া কতা কও কে (তোতলিয়ে কথা বল কেন)
তুল		তোলা	বাইগুন বেশি তুলিছ না (বেগুন বেশি তুলো না)
হো	শ > হ	শোওয়া	নে হো তো (এখন ঘুমাও তো) হুইয়া পর (ঘুমিয়ে পড়)
ছেক	স > ছ	সেঁক দেওয়া	ছেক বালা কইরা (ভাল করে সেঁকো)
ছেচা	স্ব.রূ.	মার দেয়া	ওরে এমুন ছেচা দিমু (ওকে এমন মার দেবো)
ছেবলা/ ছেছরা		বেহায়া/ছোচা	ছেবলামি বালা না
নিগরা	স্ব.রূ.	তরল দ্রব্য–শেষটুকু পর্যন্ত নেয়	দুদ নিগরাইয়া লইছে
ল, নে		নেওয়া অর্থে	বইডা ল নে দর, অহন যা নিছত, হ লইছি
পটা	স্ব.রূ.	মুগ্ধ করা	ওরে খুব পটাইছো দেহা যায়
পর	ড় > র	পড়া	কি পরতাছত
পালটা < পালডা		বদলানো/পাল্টানো	জামাটা পালটাইয়া আন।
পা		পাওয়া	অনেক বই পাইছি। বহুত মাছ পাইছি।
পাছরা	স্ব. রূ.	আছড়ান, মারামারি দুজনে জাপটে ধরে	এত পাছরাপাছরি করিছ না।
পানা		দুধ দোওয়া অর্থে	গরুর দুধ পানা। (গরুর দুধ দোহন কর)
পার	ড় > র	পাড়া অর্থে	আমগুলি পার
থুবা	স্ব. রূ.	একত্রিত করা	ধান থুবাও মেগ আইবো (ধান একসাথে কর বৃষ্টি আসবে)
দো	ধ > দ	ধোওয়া	কাপরটা দো তো (কাপড়টা ধোও তো)
দর	ধ > দ	ধরা	বালা কইরা দর। ছুটতে জানি না পারে
দাবরি	ধ > দ	ধমক/তাড়ান	বহুত দাবরি দিছে কাকায় (কাকা অনেক ধমক দিয়েছে)
দে/ দ্যাও		দেওয়া	একটা আম দে আমারে দ্যাও
দেক, দেখ, দেহ,		দেখা	অই দেক/দ্যাখ চান উডছে

Dhaka University Institutional Repository

দ্যাক			
দেহা	খ > হ	দেখান	বাইত দেহাইও না
নখলা	স্ব. রূ.	রশিকতা করা, বিদ্রূপ করা	বেশি নখলাইও না
নাম		নামা	গাছেততে নাম
নামা		নামানো	ওরে নামা
ব		বসা	তুই ব আমি আইতাছি
বওয়া		বসান	ওরে বওয়াও আমি আইতাছি
বক		বকা	ওরে বকতাছত কে
বর	ভ > ব	ভরা	পানি বরতো
বা		ভাসা, হাল বাওয়া	নাও বাইয়া গেছি
বাংগ, বাং	ভ > ব	ভাঙ্গা	গর বাংছত
বাইরা / বারি	স্ব. রূ.	আঘাত দেয়া	এমুন বাইরান বাইরাইছে
বাগ	ভ > ব	ভাগ	অহন বাগ তারাতারি
বাইটা	স্ব. রূ.	ভাগ করা	আম বাইটা ল
বান/বান্দ	ধ > দ, ধ > ন	বাঁধা	কেটায় বানছেরে
বানা	স্ব. রূ.	তৈরি করা	পাকি বাসা বানাইছে (পাখি বাসা বানিয়েছে)
ফালা		ফেলে দেয়া	ইটা ফালা
পাক		পাকা	আম পাকছেনি
চিপা		রস বের করা	আমটা চিপা দে
পিটা		প্রহার করা	
পিন		পরিধান করা	জামা পিন
পুছ		মোছা	ঘর পুছ
পুর	ড় > র	পুড়া	গাছ পুইর‍্যা গেছে।
প্যাক	স্ব. রূ.	কাদা	রাস্তা প্যাকে বইরা গেছে।
ফাইট		ফেটে যাওয়া/ফাটা	পাইক্যা ফাইটা গেছে।
ফার	ড় > র	ফাঁড়া	জামা ফাইরা লাইছত।
ফির		ফেরা	উয়ে ফিরছেনি।
ফুট		ফুটা	গলায় কাটা ফুটছে।
ফুল		ফুলা	গলা ফুইলা গেছে।
ব্যাকা < বেকা		বাঁকা হওয়া	বেকা কর বাশটা।
ম, মর		মরা	উইয়ে মরছে মইরা গেছে
মথ		মন্থন করা	বালা কইরা মথ
মার		মারা	গাছ ডিল মারে কেটা ওরে মার।
মাখ		মাখা	বাল কইরা মাখ
মান		মান্য করা	ওরে মানে কেডায়
মাখা		মাখান	বাল কইরা মাইখ্যা ল
মিটা		মিমাংসা করা	জগরা মিটাইল
মুছ		মুছা	গর মুছ
বার		বাড়া	বেশি বার বাইরো না (বেশি বাড় বেড়ো না)
বারা		বাড়ান	কতা বারাইবানা
বাশ	ভ>ব, স> শ	ভাসা	কি বাশতাছে

Dhaka University Institutional Repository

বিগরা	ড় > র	বিগড়ান	ওরে বিগরাইছ না
বিয/ বিযা	ভ > ব, জ > য	ভিজা	উইয়ে বিয্যা গেছে (ও ভিজে গেছে) ইট বিযায় দে
বিটকা		বিদ্রুপ করা	এত বিটকান বালা না
বিছরা		খোঁজা	কি বিছরাছ?
বুয	ঝ > য	বুঝা	কিছু বুযছত
বুল	ভ > ব	ভুলা	ওরে ভুইলা গেছক কে
বেচ		বিক্রি করা	বেইচা দে
বেটকা	স্ব. রূ.	হাসি	বেটকাবি না (হাসবি না)
রাখ		রাখা অর্থে	উনে রাখ (ওখানে রাখ) এগুলি রাখ (এগুলি রাখ)
বান	ধ > ন	বাঁধা অর্থে	তারাতারি বান। তরতরি বান
লর	ন > ল, ড় > র	নড়া	দাত লরতাছে (দাঁত নড়ছে)
লার	ড় > র	নাড়া	তরকারিটা লার
লা, লাগ		লাগা/ সম্পর্ক	উয়ে আমার বাইলাগে।
লাগা		লাগানো	গাছ লাগাইছে। জগরা লাগানে ওস্তাদ (লাগানো সৃষ্টি করা অর্থে)
নাম		নামা	তুই নাম
লেক/ ল্যাক/ নেক		লেখা	চিঠি ল্যাকছত । চিঠি লেইক্যাদিমুনে
লুকা		লুকানো	হাপ লুকাইছে গরতত (সাপ লুকিয়েছে গর্তে)
ল্যাপ		ঘর লেপা অর্থে	গর ল্যাপ
হুন		শোনা	ঐ হুইনা যা। (এই শুনে যা)
হরা, সরা		সরান	গরটা সরা
শাজা		সাজান	গর শাজাইছত
শুর / হুরা	স্ব.রূ.	ঝাড়ু দেয়া অর্থে	গর শুরছ। গর হুরছত
শিক		মুখস্থ করা অর্থে	কিছু শিকছত পরা
হুকা, শুকা		শুকান	পানি হুগাই গ্যাছে। পানি শুকাই গ্যাছে
হুতা / শো / হো		শোওয়া অর্থে	উইয়ে হুইয়া পরছে। তুমি শোওগো। তুই শো।

৪.১.৩.৭ সাধিত রূপমূল

যখন কোন মুক্তরূপমূলের সাথে প্রত্যয়মূলক বদ্ধরূপমূল যুক্ত হয়ে উক্ত মুক্তরূপমূলের সাংগঠনিক, পরিবর্তনসহ অর্থ বা শ্রেণিগত পার্থক্য নির্দেশ করে, তখন এই শ্রেণির গঠিত রূপমূলকে সাধিত রূপমূল বলে। সাধিত রূপমূল বদ্ধরূপমূল (প্রত্যয়, বিভক্তি) যোগে গঠিত। সাধিত রূপমূলদ্বারা ব্যাকরণগত বিভিন্ন পদশ্রেণি গঠন ও পদ বিন্যাসের অর্থগত দিক প্রকাশ পায়। সাধিত রূপমূল বদ্ধরূপমূলেরই প্রায়োগিক স্তরের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের একটি দিক। এর দ্বারা রূপমূলের অর্থের পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন :

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তরূপমূল (বিশেষ্য)	অন্ত্যপ্রত্যয় (বদ্ধরূপমূল)	বিশেষণ
গর (ঘর)	–ও	গরো (ঘরের ভিতর)
জিদ (রাগ)	–ই	জিদি (রাগী)

উদাহরণে 'গর' ও 'জিদ' মুক্ত রূপমূল দুটির সঙ্গে /ও/ এবং /ই/ বদ্ধরূপমূল সংযুক্ত হওয়ায় বিশেষণ বাচক সাধিত রূপমূল 'গরো' (ঘরের ভেতর অবস্থান বুঝাতে) এবং 'জিদি' (রাগী) গঠিত হয়েছে। এই রূপমূলে ধ্বনি, অর্থ, পদগত পার্থক্য থাকলেও বুৎপত্তিগত অর্থ ও রূপতাত্ত্বিক দিক থেকে একে অপরের সাথে পরস্পর সম্পর্কিত।

ডেমরা থানার প্রচলিত ভাষায় মুক্তরূপমূলের সঙ্গে আদিপ্রত্যয় (উপসর্গ) ও অন্ত্য প্রত্যয় যুক্ত হয়ে সাধিত রূপমূল গঠিত হয়। যেমন :

১. বিশেষ্য গঠিত রূপমূল

আদি প্রত্যয় যোগে গঠিত রূপমূল

আদি প্রত্যয়	মুক্ত রূপমূল	সাধিত রূপমূল	অর্থ
অ–	শোমায় (সময়)	অশোমায়	অসময়
	জাগা (স্থান)	অজাগা	অযোগ্য স্থান
	বিয়াস্তা (বিবাহিত)	আবিয়াস্তা	অবিবাহিত
আ/কু–	কাম (কাজ)	আকাম	মন্দ কাজ
		কুকাম	মন্দ কাজ
	কতা (কথা)	কুকতা	মন্দ কথা
বে-	লাজ	বেলাজ	লজ্জাহীন
	টাইম	বেটাইম	অসময়
	আদব	বেআদব	আদবহীন
বদ-	রাগি	বদরাগি	মেজাজী
	লোক	বদলোক	খারাপ

২. অন্ত্য-প্রত্যয় যোগে গঠিত রূপমূল

অন্ত্য-প্রত্যয়	মুক্ত রূপমূল	সাধিত রূপমূল
/-আ/	বেলাজ	বেলাজা
	চোর	চোরা
	আত (হাত)	আতা (চামচ বিশেষ)
/-ই/	আললাদ (আদর)	আললাদি (অভিমানী)
	নবাব	নবাবি

Dhaka University Institutional Repository

	আকাশ	আকাশি (রং)
	ডাকতর	ডাকতরি
	আলাপ	আলাপি (সামাজিক)
	জমিদার	জমিদারি (অবস্থাসম্পন্ন)
	মুছলমান	মুছলমানি (অনুষ্ঠান)
/-আলা/	টেকা (টাকা)	টেকাআলা
	কামাই (উপার্জন)	কামাইআলা
/-আর/	কাম (কাজ)	কামার
/-খানা/	ডাকতর	ডাকতর খানা
/-তালি/	গিরস্ত	গিরছতালি
/-ন/	নাতি	নাতিন
/-আলি/	গটক	গটকালি
/-দার/	দোহান	দোহানদার
/-জাদা/	নবাব	নবাবজাদা
/-ইট্যা/	হিংসুক	হিংসুইট্যা
/-ই/	দ্যাশ	দেশি
/-এ্যা/	মাডি	মাইট্টা
/-ইন/	রঙ/লঙ	লঙিন
/-না/	নুন	নোনা
/-লা/	ম্যাগ	ম্যাগলা
/-তো/	কাকা	কাকাতো
/-ইএ্যা/	দলা	দইল্যা
তি	উট (উঠা)	উটতি (বাড়ন্ত)
আ	মর	মরা (মৃত)

৩. অন্ত্য-প্রত্যয়যোগে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যমূলক সাধিত রূপমূল গঠন

মুক্ত রূপমূল	**অন্ত্যপ্রত্যয়**	**সাধিত রূপমূল**
নাছ (নাচ)	-অন	নাছন (নাচা অর্থে)
আটা (হাটা)	-অন	আটন (হাটন)
জা (যা)	-ওন	জাওন (গমন)
চল	-ওন	চলোন (হাঁটা/বরযাত্রা)

Dhaka University Institutional Repository

ক (বল)	-ওন	কওন
কান (কাঁদ)	-দোন	কানদোন
বাচ (বাটা/পেষা)	-অন	বাটন
খাওয়া	-আন	খাওয়ান
হাসা	-আন	হাসান

৪. বিশেষণ গঠিত রূপমূল

ডেমরা থানার প্রচলিত ভাষায় ব্যবহৃত রূপমূলে বিশেষ্য থেকে বিশেষণ, বিশেষণ থেকে বিশেষ্য গঠনের ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম পরিলক্ষিত হয় না। এ অঞ্চলের ভাষায় বিশেষণ গঠনের ক্ষেত্রে কখনো অন্ত্যপ্রত্যয় যুক্ত হয়, কখনো হয় না, কখনো বা স্বতন্ত্র রূপমূল প্রয়োগ করার প্রবণতা দেখা যায়। যেমন–

বিশেষ্য মুক্তরূপমূল	বদ্ধরূপমূল	বিশেষণ সাধিত রূপমূল	অর্থ	
জিদ (মেজাজ)	–দি	জিদি/ জিদ্দি	(মেজাজি) ব্যক্তি	এখানে–/ই/ প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে এবং 'দ' এর দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়েছে।
বেলাজ (লজ্জাহীন)	–ইজ্জ্যা	বেলাইজ্জ্যা	(লজ্জাহীন) ব্যক্তি	এখানে /ই/ প্রত্যয় এবং 'জ্যা' প্রযুক্ত হয়েছে।
পাগল	–আমি	পাগলামি	'আমি' বদ্ধরূপমূল প্রযুক্ত হয়েছে	

বিশেষণ থেকে বিশেষ্য

গুলা (ঘোলা)	ইট্যা	গুলাইট্যা (ঘোলাটে)	ধ্বনিগত দিক পরিবর্তিত।
কালা (কালো রঙ)	ই-য়	কাইল্যা (কালো রঙের ব্যক্তি)	ধ্বনিগত দিক পরিবর্তিত।

৫. অন্ত্যপ্রত্যয়যোগে বিশেষ্যমূলক রূপমূলের লিঙ্গান্তরকরণ

বিশেষ্যবাচক মুক্তরূপমূল থেকে সাধিত রূপমূল গঠনের ক্ষেত্রে লিঙ্গান্তরকরণে রূপমূলের ধ্বনি প্রকরণগত কোন পরিবর্তন হয় না। ডেমরায় প্রচলিত ভাষায় তিন প্রকার লিঙ্গের প্রয়োগ দেখা যায় : পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ ও উভয়লিঙ্গ।

আঞ্চলিক	
পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বাজান	মা (আম্মা/আম্মি) বর্তমানে প্রচলিত
ছেরা	ছেরি
কাকা/কাক্কু	ঝিয়া/কাকি/কাকিমা
দাদু/দাদা	বুবু/বুয়া/বুজান
পুতরা	জিয়ারি

Dhaka University Institutional Repository

তালই	মায়োই
পাগল	পাগলনি
ফকির	ফকিরনি
নানা	নানি
দাদা	দাদি

কিছু পুরুষবাচক রূপমূলের সঙ্গে বদ্ধরূপমূল 'ইন', 'রি' যুক্ত হয়ে পুরুষবাচক রূপমূলটি স্ত্রীলিঙ্গরূপে পরিবর্তিত হয়। যেমন–

(পুংলিঙ্গ) বিয়াই (স্ত্রীলিঙ্গ) বিয়াইন (ইন) (পুংলিঙ্গ) আটকুরা (স্ত্রীলিঙ্গ) আটকুরি (রি) [বন্ধ্যা স্ত্রীলোক]

বর্তমানে ডেমরার প্রচলিত ভাষায় কিছু কিছু রূপমূল ব্যবহৃত হয়, যার সাহায্যে নারীপুরুষ উভয়ই বাঝানো হয়। যেমন–পাগল, মাস্টর (মাস্টার), গাদা (গাধা)। উভয়লিঙ্গ 'গরু' স্ত্রীলিঙ্গ 'গাই'।

সাধিত রূপমূল গঠনের ক্ষেত্রে অন্ত্যপ্রত্যয় সংযুক্তির পর ধ্বনি সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য গঠনগত প্রকৃতির ক্ষেত্রে মুক্তরূপমূলের অর্থ সাধিত রূপমূল গঠনের পর পরিবর্তিত হয়। সব মুক্ত রূপমূলই সাধিত রূপমূলের বিপরীতার্থক ও কিছুটা ভিন্নার্থক হয়।

প্রমিত বাংলা ভাষার সঙ্গে ডেমরা অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার রূপমূলের সাংগাঠনিক নিয়ম কিছু কিছু অভিন্ন হলেও এ অঞ্চলের ভাষা বৈশিষ্ট্যসমূহ বিচার করলে একটি স্বতন্ত্র উপভাষা হিসেবে পরিগণিত হয়।

৪.১.৪ পদাশ্রিত নির্দেশক

ডেমরা থানায় বসবাসরত শ্রমিকগণ বিভিন্ন জেলার, তাই এ থানার উপভাষায় ব্যবহৃত পদাশ্রিত নির্দেশক প্রমিত বাংলায় ব্যবহৃত নির্দেশক থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র্য তবে এর ব্যবহার প্রমিত বাংলার নিয়মানুসারে হয়। পদাশ্রিত নির্দেশক হিসেবে, টা, ডা, খান, হান, টুক, তুরি ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। যেমন–

বিশেষ্যের অবস্থান নির্দেশ: গরুডা, বইখান, মানুষটা।
সংখ্যাবাচক বিশেষণযোগে বিশেষ্যের অবস্থান নির্দেশ: একটা, পাচখান/পাচহান।
পরিমাণবাচক বিশেষণের পূর্বে ব্যবহৃত নির্দেশক: এতটুক চাইল (এতটুকু চাল), এত্যো দান (এতো ধান), এততুরি ছেরি (এতটুকু মেয়ে)।
প্রাণীবাচক শব্দের শেষে নির্দেশক রূপে টা/ডা ব্যবহৃত হয়। অপ্রাণীবাচক শব্দের শেষে নির্দেশক রূপে খান/টুক ব্যবহৃত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.৫ শব্দদ্বৈত

প্রমিত বাংলায় বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া প্রভৃতি পদসমূহের ক্ষেত্রে একই রূপমূলের পুনরাবৃত্তি হয় যা শব্দদ্বৈত নামে পরিচিত। রূপমূলের পুনরাবৃত্তি দ্বারা অর্থের সদৃশ্য বোঝানো হয়। ডেমরা থানার আঞ্চলিক ভাষার ক্ষেত্রেও শব্দদ্বৈতের ব্যবহার দেখা যায়। প্রমিত বাংলায় প্রধানত তিন প্রক্রিয়ায় শব্দদ্বৈত গঠিত হয়। এই তিনটি প্রক্রিয়ায় গঠিত শব্দদ্বৈতের উদাহরণ নিচে দেখান হয়েছে।

১. একই শব্দের পুনরাবৃত্তির দ্বারা। চোর চোর, হাসি হাসি।

২. একটি শব্দের সাথে সমার্থক আর একটি শব্দ যুক্ত হয়ে। যেমন–কাপড়-চোপড়, খাওয়া-দাওয়া।

৩. প্রথম শব্দের শেষে অনুকার শব্দ যোগ করে। পানিটানি, অলিগলি, আশেপাশে, বকাঝকা ইত্যাদি।

প্রমিত বাংলার মত ডেমরায় প্রচলিত আঞ্চলিক বাংলাতে শব্দদ্বৈতের বহুল প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। এখানে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় গঠিত এই অঞ্চলে ব্যবহৃত শব্দদ্বৈত উদাহরণের সাহায্যে নির্দেশ করা হয়েছে।

পুনরাবৃত্তিবাচক	**অর্থ**
গরোগরো	ঘরে ঘরে
আরে আরে	হাড়ে হাড়ে
কতায় কতায়	কথায় কথায়
বেইল বেইল	বেলা বেলা
গন্টায় গন্টায়	ঘন্টায় ঘন্টায়

সংযোগ বাচক	**অর্থ**
মুহে মুহে	মুখে মুখে
মাইনশে মাইনশে/মাইশ্যে মাইশ্যে	মানুষে মানুষে
কাডো কাডো	কাঠে কাঠে
কারোয় কারোয়	মাচায় মাচায়
আতে আতে	হাতে হাতে
হাপে হাপে	সাপে সাপে
বুহে বুহে	বুকে বুকে

অসম্পূর্ণতা দ্বিধা বাচক	**অর্থ**
টেলকা টেলকা	শীত শীত
খুয়া খুয়া	ঝিরঝির বৃষ্টি
উডি উডি	উঠি উঠি

Dhaka University Institutional Repository

খামু খামু	খাব খাব
মেগ মেগ	মেঘ মেঘ (মনে হয়)
আহ আহ	আসবো আসবো
বয় বয়	ভয় ভয় করছে অর্থে

নিয়মানুবর্তিতা বাচক	**অর্থ**
পাছে পাছে	পেছনে পেছনে
তলে তলে	সংগোপনে
লগে লগে	সাথে সাথে

বহুলতাবাচক	**অর্থ**
মেলা মেলা	অনেক অনেক
কোনাইচ্যা কোনাইচ্যা	কোণাকুনি
ঠাইশ্যা ঠাইশ্যা	ঠেসে ঠেসে
গিনজি গিনজি	ঘন ঘন
টুকরা টুকরা	চাক চাক

দীর্ঘকালীনতা বাচক	**অর্থ**
আটতে আটতে	হাঁটতে হাঁটতে
আশতে আশতে	হাসতে হাসতে
কাইশ্যা কাইশ্যা	কেশে কেশে
হাপাইয়্যা হাপাইয়া	হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে

সমার্থক রূপমূল যোগে তৈরি	**অর্থ**
আওন-যাওন	আসা-যাওয়া
ঠোলা পাইলা	হাঁড়ি-পাতিল
লৌরালৌরি	দৌড়াদৌড়ি
খাওনদাওন	খাওয়া-দাওয়া

বিশেষণ হিসেবে শব্দদ্বৈত-এর ব্যবহার

দ্বৈত শব্দ	অর্থ	উদাহরণ
গমগম	অনেক/অধিক বোঝাতে	মাইনসে গমগম করতাছে।
উনা উনা	তাপ বোঝাতে	উনা উনা কইরা দে আগুন।
পাতে পাতে	খাবারের পেটে পেটে বোঝাতে	পাতো পাতো বাত দে

Dhaka University Institutional Repository

মিনমিন	অল্প অল্প বোঝাতে	মিন মিন কইরা বাতি জ্বলে।
বালা বালা	ভাল ভাল	বালা বালা খাও সবসময়
নয়া নয়া	নতুন নতুন	নয়া নয়া কাফর নিত্যি
রোগা রোগা	রোগা রোগা	রোগা রোগা লাগতাছে তোমারে
অস্তে অস্তে	আস্তে আস্তে/ধীরে ধীরে	অস্তে অস্তে খা।
ইটটু ইটটু	একটু একটু	ইটটু ইটটু বেতা করে

একটি রূপমূলের সাথে সামান্য পরিবর্তিত আরও একটি রূপমূল প্রথম রূপমূলের পরে ব্যবহৃত হয়ে অর্থের সাদৃশ্য বোঝায়।

আঞ্চলিক	প্রমিত রূপ
বিলাই মিলাই	বিড়ালটিরাল
পতগাট	পথঘাট
খালো বিলো	খালবিল
চাইল চুলা	চালচুলা (অনির্দিষ্টতা বোঝায়)
লাকরি টাকরি	কাঠটাঠ
বুলচুল	ভুলচুক
কাজকম্ম	কাজকর্ম
মাতাটাতা	মাথাটাতা
চিকনচাকন	শুকনো বা রোগা অর্থে
আউয়া থাউয়া	এলোমেলো অর্থে

কখনও কখনও পরিবর্তিত রূপমূলটি পূর্বে বসে ও প্রথম রূপমূলটি পরে বসে।

অগা মগা	মগা – বোকা অর্থে
একা বেকা	বেকা – বাঁকা অর্থে
অলি গলি	গলি – গলি অর্থে
এবরা থেবরা	থেবরা, অমসৃণ অর্থে

৪.১.৬ ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার রূপমূল (Synomym)

ধ্বন্যাত্মক রূপমূল কতগুলো ধ্বনির সমন্বয়মাত্র। এই রূপমূল শ্রুতিগ্রাহ্য এগুলোর পৃথক কোন অর্থ নেই, একটি রূপমূল দুইবার উচ্চারণের মধ্যদিয়ে শ্রুতিমধুর ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টি করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এ রূপমূল মানবমনের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির এবং শ্রুতিগ্রাহ্য নৈসর্গিক ধ্বনির প্রতীক। নৈসর্গিক ধ্বনিকে মানুষ যেভাবে শোনে সেভাবে ধ্বনির সাহায্যে ভাষায় তার অভিব্যক্তির প্রকাশ করে। যেমন–বৃষ্টির ধ্বনি

Dhaka University Institutional Repository

'জমজম' (ঝমঝম) তেমনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির প্রতীক হিসেবে 'গমগইম্যা আগুন' আধিক্য বোঝাচ্ছে 'খা খা গর' (ঘর) শূন্যতা বোঝাচ্ছে।

ডেমরা থানার আঞ্চলিক ভাষায় ধ্বন্যাত্মক রূপমূলের ব্যবহার লক্ষণীয়। এই ধ্বনাত্মক বা অনুকার রূপমূলগুলো বিশেষণ ও ক্রিয়া বিশেষণ হিসেবে প্রায়ই দ্বৈতরূপে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ্য ও বিশেষণ ভাবাপন্ন রূপমূলগুলোই বেশি ধ্বন্যাত্মক হতে দেখা যায়। ধ্বন্যাত্মক রূপমূলগুলো মূলত অঞ্চলভিত্তিক নিজস্ব সৃষ্টি। তাই এক এলাকার ব্যবহৃত ধ্বন্যাত্মক রূপমূল অন্য এলাকার মানুষের কাছে বোধগম্য না-ও হতে পারে। অর্থ ও ভাবগত দিক থেকে ধ্বন্যাত্মক রূপমূল দুটি ভাগে বিভক্ত : (ক) অনুকারজাত ধ্বন্যাত্মক রূপমূল (খ) ভাব প্রকাশক ধ্বন্যাত্মক রূপমূল। যেমন :

ক. অনুকারজাত ধ্বন্যাত্মক রূপমূল

প্রকৃতিগত বাতাসের ধ্বনি	**গতি বোঝাতে**	**শো শো**	**উদাহরণ শো শো আওয়াজ অইতাছে**
বৃষ্টি পড়ার ধ্বনি		জিরজির, জমজম/টুপটুপ	টুপটুপ কইরা বিশ্‌টি পরতাছে।
পানির শব্দ	গতি বোঝাতে	তর তর	পানি হোমানে তর তর কইরা জাইতাছে।
বজ্রপাতের ধ্বনি	আওয়াজ	গুরগুর/গুমগুম/ ঠাডা	বাইরে ঠাডা পরতাছে।
পশুপাখির ডাক	আওয়াজের ধরণ	মিউ মিউ	বিলাইয়ে মিউ মিউ করে।
	আওয়াজের ধরণ	গেউ গেউ	কুত্তার লাহান গেউ গেউ করিছ না।
	আওয়াজের ধরণ	ভেউ ভেউ	কুত্তার লাহান ভেউ ভেই করিছ না।
	আওয়াজের ধরণ	বন বন	মাহি বন বন করে। (মাছি ভন ভন করে)
	আওয়াজের ধরণ	কা কা	কাক কা কা কইরা ডাকতাছে।
	আওয়াজের ধরণ	ফোস ফোস	হাপডা ফোস ফোস কইরা ফলা তুলতাছে।
	আওয়াজের ধরণ	কু কু	কুকিল হকালেই কু কু ডাকতাছে।
উপর থেকে নিচে কিছু পতনের শব্দ	গতি বোঝাতে	জপজপ	জপজপ আম পরতাছে (ঝপঝপ)
		দারামদুরাম (দরাম দরাম)	তুফানে জিনালা দারাম দুরাম কইরা বনদ হইতাছে
মানব প্রকৃতিগত চলার শব্দ	গতি বোঝাতে	বো বো	বো বো (ভোঁ ভোঁ) কইরা গেলগা।
	গতি বোঝাতে	হন হন	হন হন কইরা চলিছ না।
	চলার ধরণ বোঝাতে	দপদপ	দপদপ (ধপধপ) কইরা আটন বালা না।
	চলার ভঙ্গি	গটগট	ক্যামুন গটগট কইরা আটে।

Dhaka University Institutional Repository

	বোঝাতে		
লাফানোর শব্দ		তিরিং বিরিং	মাইয়াটা বেশি তিরিং বিরিং করে। (তিড়িং বিড়িং)
হাসির ধ্বনি		খ্যাট খ্যাট	
		হি হি / হো হো	
কান্নার ধ্বনি		গেন গেন	
		পেন পেন	
		ট্যা ট্যা	
		বেউ বেউ	
		ফেছ ফেছ	
খাওয়ার আওয়াজ		গপগপ	
		নলা নলা	বাত নলা নলা কইরা খা (ছোট গ্রাস)
		গিলা গিলা	উইয়ে বাত গিলা গিলা খায়।
		চুক চুক	বিলাইয়েল লাহান চুক চুক কইরা পানি খাইছ না।
		ডগডগ	পানি ডগডগ কইরা গিল্যা লায়।
কথা বলার শব্দ	আস্তে কথা বোঝাতে	ফিস ফিস	ফিস ফিস কইর‍্যা কতা কও।
	বেশি কথা বোঝাতে	বর বর	বর বর কতা কইছ না।

খ. ভাব প্রকাশক ধ্বন্যাত্মক অব্যয়

শূন্যতা বোঝাতে	আনচান, হুহু, খাখা, নিডাল।
পূর্ণতা বোঝাতে	গমগম, গিজগিজ, কিলবিল, টইটই।
বিরক্ত বা রাগ প্রকাশ	খিটখিট, খিটমিট, নিশফিস, রিরি (ঘৃণা/রাগ বোঝাতে)
আধিক্য বোঝাতে	গনগন/দাউদাউ (আগুন) দাউদাউ কইরা আগুন জলতাছে। কনকন (শীত), ফরফর/বরবর (বেশি কথা)।
বয়সের আধিক্য	খুনখুইন্যা,
ভয় ও আশংকা	ছমছম, থমথইম্যা,
স্বভাবগত দিক	খুতখুইত্যা, পেনপেইন্যা।
দুঃখ-বেদনা	চিনচিন, টনটন (মাথাব্যথা), বোবো (মাথাঘুরা), বনবন, ছনছন (রাগ)।
আনন্দ বোঝাতে	টগমগ (আনন্দে টগমগ করতাছে)
বস্তুর আকৃতি বোঝাতে	লিকলিক্যা (শুকনা বোঝাতে), ফিনফিনা (পাতলা), ছিপ ছিপ্যা (লম্বা চিকন), ট্যাংট্যাইনা (লম্বা চিকন), ঠ্যাং ঠেইঙা (লম্বা চিকন), গুতুম গাতুম

Dhaka University Institutional Repository

(মোটা), হিবিজিবি/গেনজা গিনজি (বেশি জিনিসের আধিক্য), এবরা থ্যাবরা (অমসৃণ), দগদগা (বিশ্রী), খসখইস্যা (অমসৃণ)

রঙ বোঝাতে

দবদইব্যা	দবদইব্যা দলা (সাদা বা ফর্সা অর্থে)
ফুটফুইট্যা	ফুটফইট্যা মাইয়া (খুব সুন্দরী বোঝাতে)
টুকটুইক্যা	টুকটুইক্যা লাল (গাঢ় লাল)
কুছকুইচ্যা	কুছকুইচ্যা কালা (অনেক কাল)
ম্যারম্যারা	ম্যারম্যারা (ফ্যাকাশে রং)
মিজমিজ/ মিজমিজা	কালা মিজমিজ (অনেক কাল)
টকটইক্যা	রংটা টকটইক্যা
ঔজ্জ্বল্য বোঝাতে জকমইক্যা	জকমইক্যা হার
চকচইক্যা/ চিকচিক/ জলমল	কি চকচইক্যা জামা পরছে রে!
গুডগুইট্যা	গুটগুইট্যা কালা অন্ধকার

এখানে লক্ষণীয় যে, প্রত্যেকটি রূপমূল গঠনে একই গঠন প্রক্রিয়া অনুসৃত। যেমন : দবদইব্যা। এখানে রূপমূলের 'ই' স্বরধ্বনির আগমন ঘটেছে এবং শেষে য-ফলা যুক্ত হয়েছে।

ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার রূপমূল থেকে বিশেষণবাচক সাধিত রূপমূলের গঠন :

মুক্ত রূমমূল	বদ্ধ রূপমূল	(বিশেষণ) সাধিত রূপমূল
করকর (কড়কড়)	রা/ইআ	করকরা/ করকইরা
খরখর (খমখমে)	রা/ ইয়া	খরখরা/ খরখইরা
খচখচ	ইয়া	খচখইচা
টনটন	আ	টনটনা
কটকট	ইটা	কটকইটা
ছটফট	ইটা	ছটফইটা

উল্লেখিত উদাহরণে অন্ত্যপ্রত্যয় হিসেবে রা, ই আ বদ্ধরূপমূল যুক্ত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অনুকার অব্যয়ের শেষ ব্যঞ্জনযুক্ত স্বর 'অ' পরিবর্তিত হয়েছে 'রা' ও 'ইআ' তে।

এই ধন্যাত্মক বা অনুকার অব্যয়ের সাথেই 'ই' প্রত্যয় যোগে বিশেষ্যবাচক সাধিত রূপমূল গঠিত হয়। যেমন– কটকট + ই = কটকটি (মিষ্টি জাতীয় খাবার)। ডকডক + ই = ডকডকি (একধরনের খেলনা)

Dhaka University Institutional Repository

রূপমূলের সঙ্গে 'কইরা', 'করে' কৃৎ প্রত্যয়ান্ত অসমাপিক ক্রিয়া যোগ করে ক্রিয়া-বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন–ড্যাব ড্যাব কইরা চাইয়া রইছত ক্যা। (ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে আছো কেন)। কলকল কইরা হাপডা গেল গা। (কলকল করে সাপটা চলে গেল)।

'কর' ধাতু যোগে সংযোগমূলক ক্রিয়াপদ রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন–পানি টলটল করতাছে। এনো গুরগুর করছ ক্যা।

৪.১.৭ ভিন্নার্থক রূপমূল

দ্রব্যবাচক বিশেষ্য মূলরূপমূলের সঙ্গে মুক্ত রূপমূলের সহযোগে ভিন্নার্থক রূপমূল গঠনের প্রক্রিয়া ডেমরার ভাষায় লক্ষ্য করা যায়।

বাড়ি টারি, বই টই, কাপর চোপর, ভাত টাত, নাস্তা নুস্তা, মাডি টাডি (নোংরা আবর্জনা অর্থে)।

একটি রূপমূলের ভিন্নার্থক অর্থ

ডেমরার প্রচলিত কথ্যভাষায় ব্যবহৃত একটি রূপমূলই একাধিক কাজের অর্থে প্রযুক্ত হতে দেখা যায়, যা প্রমিত ভাষায় ভিন্নার্থক একাধিক রূপমূলের কাজ হিসেবে ব্যবহৃত।

ডেমরার আঞ্চলিক রূপমূল	প্রমিত ভাষার রূপ
আগলা	আলগা, খোলা, অনর্থক, অসম্ভব
কুরা	মুরগি, ধানের ভুষি
গাই	গাভী, গান করা, খোঁচা দেওয়া
জুত/জুইত	চুপ করা, ভাল উদাহরণ–জুইত কইরা থাক (চুপ অর্থে) শইলডা জুত নাই (ভাল অর্থে)
তাগাদা	তাড়াতাড়ি, তাগিদ দেয়া
পুতা	ভিত্তি, পোঁতা, পেষার যন্ত্র
ফারা	বিপদ, ছেড়া
ভাব	মেজাজ, লক্ষণ, সম্পর্ক, উদ্দেশ্য
মুরি	মোড়ানো, মুড়ি (খাবার)

আবার একই প্রমিত রূপমূলের স্থলে একাধিক একার্থক বা প্রতিশব্দ হিসেবে একাধিক রূপমূল ডেমরার কথ্যভাষায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন –

প্রমিত ভাষা রূপ	ডেমার কথ্যভাষা
ক্ষেতমজুর	কামলা, রোজের কাজ
ছেলে	ছেরা, ছ্যামরা, পোলা, বেটা
মেয়ে	ছেরি, ছ্যামরি, মাইয়া, বেটি, মনু
বাবা	বাজান, বাপ, আব্বা, আব্বু

Dhaka University Institutional Repository

ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় উল্লেখিত ভিন্নার্থক ও একার্থক রূপমূলগুলো ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। প্রমিত ভাষায় ব্যবহৃত রূপমূল অর্থের পরিবর্তন ছাড়াই বিবর্তিত হয়ে ব্যবহৃত হয় ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায়–

প্রমিত রূপ	আঞ্চলিক রূপ
জন্ম	জরমো
বিড়াল	বিলাই
কুকুর	কুততা

আবার রূপমূলের প্রকরণগত পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থেরও পরিবর্তন হয় এমন কিছু রূপমূল ডেমরার ভাষায় ব্যবহৃত হয়। যেমন :

প্রমিত রূপ	আঞ্চলিক রূপ
জাল (মাছ ধরার যন্ত্র) > জালি (কচি লাউ)	
মুশুড়ি (ডাল) > মশারি (ডাল/ মশারি/ মশা (প্রতিরোধক আচ্ছাদক) ডেমরায় মশুরি রূপমূল দ্বারা খাবার ডাল ও মশারি দুটোকেই বোঝায়।	

ডেমরার আঞ্চলিক ভাষারূপে বিশেষ্যবাচক রূপমূল বিশেষ করে নামের ক্ষেত্রে মূলরূপমূল সংক্ষিপ্তাকারে ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে একাধিক রূপমূল শব্দাংশ লুপ্ত হতে দেখা যায়। যেমন–

মূল রূপমূল	গঠিত রূপমূল
কামাল মিয়া	কামাইল্যা
বশির উদ্দিন	বইশ্যা
জামাল হোসেন	জামাইল্যা ইত্যাদি

ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় শব্দ সংকোচের প্রয়োগ দেখা যায়–শব্দ সংকোচ : বলতে পারবো > কইতাত্তাম, কোথা থেকে > কুনানতে/কুনতে।

৪.১.৮ ডেমরা থানার শ্রমিক শ্রেণির আঞ্চলিক ভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

প্রমিত বাংলা ভাষায় রূপমূল গঠনে যে ক্রমবিন্যাস লক্ষ্য করা যায় ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায়ও একই ধরনের রূপমূলের গঠন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ডেমরার আঞ্চলিক ভাষার রূপমূলের গঠন বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

Dhaka University Institutional Repository

রূপমূলের গঠন প্রকৃতি

রূপমূল গঠন	উদাহরণ
১. ব্য	হ (হ্যাঁ)
২. স্ব স্ব	অই (সম্বোধন করা) অ + ই
৩. ব্য স্ব	কো, হে (সে) হ+এ
৪. স্ব ব্য	আক কর (মুখ হা করা)আ + ক
৫. ব্য স্ব ব্য	হাপ (সাপ) হ + আ + প
৬. স্ব ব্য স্ব	অগা (বোকা) অ + গ + আ
৭. স্ব ব্য স্ব ব্য	আনাম (আস্ত) আ + ন + আ + ম
৮. ব্য স্ব ব্য স্ব	দেনু (ধনুক) চেতা (রাগ) দ + এ + ন + উ
৯. স্ব স্ব ব্য ব্য স্ব	আইজগা (আজকে) আ + ই + জ + গ + আ
১০. ব্য স্ব ব্য ব্য স্ব	থাবরা (চড়) থ + আ + ব + র + আ

সূত্র :

১. একটি স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনি দিয়ে একটি রূপমূল গঠিত হতে পারে;

২. পরপর দুটি স্বর ধ্বনি দিয়ে একটি রূপমূল গঠিত হয়;

৩. যদি কোন রূপমূলের প্রথমে ব্যঞ্জনধ্বনি হয় তাহলে তার পরবর্তী ধ্বনি স্বরধ্বনি হবে;

৪. যদি কোন রূপমূলের প্রথমে স্বরধ্বনি হয় তাহলে তার পরের ধ্বনি হবে ব্যঞ্জনধ্বনি;

৫. যদি কোন রূপমূলের প্রথম দুটো উপাদান ব্যঞ্জনধ্বনি ও স্বরধ্বনি হয় তাহলে তার পরের ধ্বনি হবে ব্যঞ্জনধ্বনি;

৬. যদি কোন রূপমূলের প্রথম দুটো উপাদান স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি হয় তাহলে তার পরের ধ্বনি হবে স্বরধ্বনি;

৭. যদি কোন রূপমূলের প্রথম ও তৃতীয় ধ্বনি হয় স্বরধ্বনি তাহলে দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনি হয় ব্যঞ্জনধ্বনি;

৮. যদি কোন রূপমূলের প্রথম ও তৃতীয় ধ্বনি ব্যঞ্জনধ্বনি হয় তবে দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনি হয় স্বরধ্বনি;

৯. যদি কোন রূপমূলের প্রথমে দুটি স্বরধ্বনি থাকে তবে পরের দুটি ধ্বনি হবে ব্যঞ্জনধ্বনি;

১০. যদি কোন রূপমূলের ব্যঞ্জনধ্বনির পর সংযোগস্থল থাকে, তাহলে তার পরবর্তী ধ্বনি হবে ব্যঞ্জনধ্বনি।

প্রমিত বাংলায় রূপমূল গঠনের যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য, যেমন– স্বব্য. ব্যস্ব, ব্যস্বব্য, স্বব্যস্ব, ব্যব্য, স্বস্ব ইত্যাদি প্রচলিত, ডেমরা থানার আঞ্চলিক ভাষায়ও এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বাক্যতত্ত্ব (Syntax)

৫.০ ভূমিকা

বাক্যতত্ত্ব হচ্ছে বাক্যগঠনের বিভিন্ন রূপমূলক উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ এবং বাক্যের পর্যায়ক্রমের বিন্যাসে নিয়ন্ত্রিত সূত্রসমূহ। বাক্যতত্ত্বে রূপমূলের পারস্পরিক বিন্যাস ও তাদের সম্পর্কগত দিক বিন্যাসের অর্থগত দিক প্রয়োগের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়। বাক্যকে তিনটি পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা যায়-

১. প্রথাগত পদ্ধতি
২. সাংগঠনিক পদ্ধতি
৩. রূপান্তরমূলক পদ্ধতি

প্রথাগত ব্যাকরণে বাক্য বিশ্লেষণ বিজ্ঞানসম্মত নয়, কারণ এ পদ্ধতিতে বাক্য গঠনে পদের ক্রম বিন্যাসরীতি বিশ্লেষণ করা হয় এবং ভাষার বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা ও সংজ্ঞাপ্রদান করা হয়। তাই সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীগণ বিশেষ করে যোলিগ হ্যারিস (১৯৫১) ও ফ্রিজ (১৯৫২) রূপমূল এবং রূপমূলের পারস্পরিক বণ্টনের সাহায্যে বাক্য বিশ্লেষণ করেন। সাংগঠনিক ব্যাকরণে বাক্যতত্ত্বে একক অর্থগত উপাদান জটিল ও মিশ্র রূপমূল, বাক্যাংশ, খণ্ডবাক্য বা বাক্যে যেভাবে সংযুক্ত হয়, তার গঠন ও অর্থগত দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এরপর নোআম চমস্কি (A. Noam Chomsky) রূপান্তরমূলক পদ্ধতিতে সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণের ভিত্তিতে বাক্য বিশ্লেষণ করেন এবং ভাষার সৃজনী ক্ষমতাকে সর্বোচ্চরূপে তুলে ধরেন।

বাক্যগঠনরীতি, বাক্যের শ্রেণিকরণ, বাক্যের বিভিন্ন উপাদান, অর্থাৎ রূপমূলগুলোর অবস্থান, একটি রূপমূলের সঙ্গে অন্য রূপমূলের পারস্পরিক সম্পর্ক এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। এখানে ডেমরার শ্রমিক শ্রেণির ভাষায় ব্যবহৃত বাক্যসমূহের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৫.১ বাক্যের উপাদান গঠন

ক্ষুদ্রতম উপাদানের সমন্বয়ে বৃহত্তর উপাদান দ্বারা বাক্য গঠিত হয়। অর্থবোধক বাক্য তৈরি করতে হলে বাক্যাস্থিত রূপমূলকে সঠিক পদক্রমে সাজিয়ে নিতে হয়। পদক্রম যখন বিভিন্ন গঠনে অংশ নেয়, তখন ব্যাকরণগত গঠন, বাক্যাংশ, খণ্ডবাক্য অথবা বাক্যরূপে চিহ্নিত হয়।

গঠন (Construction) : পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত যেকোন উল্লেখযোগ্য শব্দ বা রূপমূল সমষ্টি হল গঠন বা construction, যেমন : রমজানের পোলায় নাও বায় (রমজানের ছেলে নৌকা চালায়) উদাহরণে 'রমজানের পোলায়' ও 'নাও বায়' রূপমূল যুগল দুটি অর্থপূর্ণ এবং পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত তাই এগুলো

Dhaka University Institutional Repository

গঠন। কিন্তু 'পোলায় নাও' রূপমূল জোড়টি পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ নয় এবং এটি কোন অর্থ প্রকাশ করে না, তাই এটি গঠন নয়, আর 'পোলায়' বা 'নাও' এগুলো শুধু একেকটি রূপমূল।

বাক্যাংশ

যখন শব্দদল একটা দলরূপে একক শব্দের মতো ক্রিয়া করে, এই শ্রেণির শব্দদল বাক্যাংশ নামে পরিচিত।

বাক্যাংশের প্রকারভেদ

বিশেষ্য বাক্যাংশ ⟶ **নির্দেশক + বিশেষ্য**

একটি	ছেলে	বইটি	নিয়েছে
নির্দেশক	বিশেষ্য	বি.+নি.	ক্রিয়া

সর্বনাম + বিশেষ্য

সে	ভাত	খায়
সর্বনাম	বিশেষ্য	ক্রিয়া

বাংলায় বিশেষ্য বাক্যাংশের গঠন জটিল থেকে আরও জটিল হতে পারে। ডেমরার শ্রমিকশ্রেণির ভাষায় ছোট ছোট সরল বাক্যের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

ক্রিয়াবাচক বাক্যাংশ বিভিন্ন ধরনের হয়। যেমন–ক্রিয়াবাচক বিশেষণীয় বাক্যাংশ, ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বাক্যাংশ, ক্রিয়াবাচক অব্যয় বাক্যাংশ ও সমভাবে অন্বিত বাক্যাংশ।

ক্রিয়া বাক্যাংশ ⟶ **ক্রিয়া + ক্রিয়া বিশেষ্য বাক্যাংশ**

কইলামতো	বাত	খামু না
ক্রিয়া	বিশেষ্য	ক্রিয়া

ক্রিয়া + বিশেষ্য অংশ + ক্রিয়া + সংযোজক অব্যয় + ক্রিয়া

কও	তুমি	যাইবা	নাকি	গুমাইবা

বাক্য

বাক্য কতগুলো শব্দসহযোগে গঠিত, যার সাহায্যে সম্পূর্ণ একটা ভাব প্রকাশিত, যার উদ্দেশ্য ও বিধেয় বর্তমান, যার সম্পর্কে কোন কিছু বলা হয়–গঠনভূত সেই অংশ বাক্যরূপে পরিচিত।

উদ্দেশ্যগত দিক থেকে বাক্যের শ্রেণি বিভাগ

ক. বিবৃতিমূলক বাক্য

খ. আদেশমূলক বাক্য

Dhaka University Institutional Repository

গ. প্রশ্নবোধক বাক্য

ঘ. আশ্চর্যবোধক বাক্য

গঠনগত দিক থেকে বাক্যের শ্রেণি বিভাগ

ক. সরল বাক্য

খ. যৌগিক বাক্য

গ. জটিল বাক্য

উপাদান (Constituent) : উপাদান বা Constituent হল, যা বৃহত্তর গঠনের অংশ। যেমন–'রমজানের পোলায় নাও বায়'। উদাহরণে চারটি রূপমূল ও চারটি উপাদান আছে। আবার 'রমজানের পোলায়' এবং 'নাও বায়' দুটি উপাদান। কিন্তু 'পোলায় নাও' কোন উপাদান নয়।

৫.১.১ অব্যবহিত উপাদান (Immediate Constituent)

সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বাক্য-বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে 'অব্যবহিত উপাদান' বা সংগঠনের যেসব উপাদান অব্যবহিতরূপে একত্রিত হয়ে বৃহত্তর অর্থপূর্ণ একক গঠন করে সেসব উপাদানই হল অব্যবহিত উপাদান। বাক্য বিশ্লেষণ করতে গেলে বাক্যকে তার অব্যবহিত উপাদানসমূহে ভাগ করতে হবে এবং এই বিশ্লেষণ শেষ পর্যন্ত বাক্যাংশের ন্যূনতম একক বা শব্দ পর্যন্ত প্রসারিত হবে। অব্যবহিত উপাদান হল দুই বা কয়েকটি গঠনের একটি যার থেকে একটি গঠন প্রত্যক্ষভাবে সম্পন্ন হয়। যেমন–

'আকতরের ছেরি নিত্যি স্কুলত যায়' (আকতরের মেয়ে রোজ স্কুলে যায়) এই বাক্যে 'আকতরের ছেরি' এবং 'নিত্যি স্কুলত যায়' পরস্পরের অব্যবহিত উপাদান। বাক্যটিতে 'আকতরের ছেরি'–উদ্দেশ্যের অব্যবহিত উপাদান 'নিত্যি স্কুলত যায়'–বিধেয়ের অব্যবহিত উপাদান।

(আকতরের + ছেরি) + (নিত্যি + স্কুলত + যাই)

রূপমূলগুলোর মধ্যে নিকটতম সম্পর্কের ভিত্তিতে বাক্যকে অব্যবহিত উপাদানে বিভক্ত করা হয়। বাক্য বিশ্লেষণের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে অব্যবহিত উপাদান। কারণ বিভিন্ন শ্রেণির উপাদানগুলোই অব্যবহিতরূপে একত্রিত হয়ে বাক্য সংগঠনে অংশগ্রহণকারী বৃহত্তর অর্থপূর্ণ একক গঠন করে। সে কারণে অব্যবহিত উপাদানের সাহায্যে প্রত্যেক পর্যায়ের গঠনকে বিভক্ত করে দেখানো যায়। বর্ণনাত্মক পদ্ধতিতে বাক্যগঠন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হয়–গঠন, উপাদান, অব্যবহিত উপাদান, স্বরাঘাত, শ্বাসাঘাত, স্বরভঙ্গি ইত্যাদি দিকের সমন্বয়ে।

উপাদান গঠন পর্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয় কিভাবে ক্ষুদ্রতম উপাদান একত্রিত হয়ে বৃহত্তর উপাদান সৃষ্টির মাধ্যমে বাক্য গঠন করে। বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাক্য গঠনে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক ও পার্থক্য বোঝা যায়। যেমন–

Dhaka University Institutional Repository

১. বাউল মেলাততে মাইটা পাতিল কিনতে অয় (বাউল মেলা থেকে মাটির পাতিল কিনতে হয়)।
২. ছেরায় মাইয়ারে দুক দিছে (ছেলেটি মেয়েটিকে মার দিয়েছে)।

এই বাক্য দুটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রথম বাক্যে শাব্দিক উপাদান ছয়টি, দ্বিতীয় বাক্যে শাব্দিক উপাদান চারটি।

প্রথম বাক্যে রূপমূল বা ন্যূনতম উপাদানের সংখ্যা আটটি।

বাউল+মেলা+ততে+মাইটা+পাতিল+কিন+তে+অয়

বাউল, মেলাতে (মেলা+ততে), মাইটা, পাতিল, কিনতে (কিন+তে), অয়

এখানে বাউল, মেলাত, মাইটা, পাতিল এই চারটি রূপমূল সমশ্রেণির উপাদান বিশেষ্যবাচক পদ।

'কিনতে' 'অয়' ভিন্ন শ্রেণির উপাদান ক্রিয়াবাচক পদ। আবার 'তে' বিশেষ্য ও ক্রিয়াউত্তর উপাদান, যা উল্লেখিত দুই শ্রেণি থেকে ভিন্ন।

দ্বিতীয় বাক্যে রূপমূল বা ন্যূনতম উপাদানের সংখ্যা ছয়টি।

ছেরা+য়+মাইয়া+রে+দুক+দিছে।

ছেরায় (ছেরা+য়), মাইয়ারে (মাইয়া+রে), দুক, দিছে।

এখানে 'ছেরায়' ও 'মাইয়ারে' সমশ্রেণির উপাদান বিশেষ্য বাচক, আর 'দুক (মার) দিছে' ক্রিয়াপদ স্বতন্ত্র উপাদান এবং 'য়, 'রে' বিশেষ্য ও ক্রিয়া উত্তর উপাদান, যা এই দুই শ্রেণির উপাদান থেকে আলাদা।

প্রথম বাক্য

বিশেষ্য বাক্যাংশ	১.	বাউল মেলাততে
	২.	মাইটা (মাটির) পাতিল
ক্রিয়া বাক্যাংশ	১.	কিনতে অয় (হয়)

দ্বিতীয় বাক্য

বিশেষ্য বাক্যাংশ ১. ছেরায় ২. মাইয়া

ক্রিয়া বাক্যাংশ ১. দুক (মার) দিছে

উল্লেখিত বাক্যটিকে দুটি খণ্ডবাক্যে বিভক্ত করা যায়–

১. বাউল মেলাততে
২. মাইটা পাতিল কিনতে হয়।

বাক্যের উপাদান গঠন বন্ধনী ব্যবহারের মাধ্যমে নির্দেশ করা যায়, যেমন–জিয়ায় পান-সুবারি খায় (বড় চাচি পান সুপারি খায়)

বাক্যটি সামগ্রিকভাবে একটি একক। বাক্যের প্রতিটি রূপমূল একটি করে উপাদান।

[{(জিয়া)(য়)}{(পান) (সুবারি)}{(খায়)}]

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম বন্ধনী (()) দ্বারা মুক্তরূপমূল ও বদ্ধরূপমূল নির্দেশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বন্ধনী ({ }) দ্বারা বাক্যকে উপাদানসমূহে বিভক্ত করা হয়েছে।

তৃতীয় বন্ধনী ([]) দ্বারা সম্পূর্ণ বাক্যটিকে বোঝানো হয়েছে।

'মাইয়াডা মাছডি কুটছে'

(মাইয়াডা) (মাছডি কুটছে)	উদ্দেশ্য/বিধেয়
{(মাইয়াডা)} {(মাছডি) (কুটছে)}	কর্তা/কর্ম/ক্রিয়া
[{(মাইয়া) (ডা)} {(মাছ) (ডি) (কুটছে)}]	নির্দেশক/বিশেষ্য

নিচে প্রদত্ত বাক্যের উপাদান সমশ্রেণিতে বিভক্ত করা হল–

বাক্য				
বিশেষ্য বাক্যাংশ		**বিশেষ্য বাক্যাংশ**		**ক্রিয়া**
বিশেষ্য	**বিউপ**	**বিশেষ্য**	**বিউপ**	
মাইয়া	ডা	মাছ	ডি	কুটছে

মাইয়াডা	মাছডি	কুটছে
কর্তা	কর্ম	ক্রিয়া
উদ্দেশ্য	বিধেয়	
বাক্য		

বন্ধনীর সাহায্যে বাক্যের অব্যবহিত উপাদান নির্দেশ করা যায়, কিন্তু বাক্য উপাদানের প্রকৃতিগত ধারণার স্পষ্টতার জন্য প্রয়োজন বৃক্ষ চিত্রের। বাক্যের উপাদান গঠন নিম্নোক্তরূপে চিহ্নিত করা হল :

জিয়ায় পান সুপারি খায়

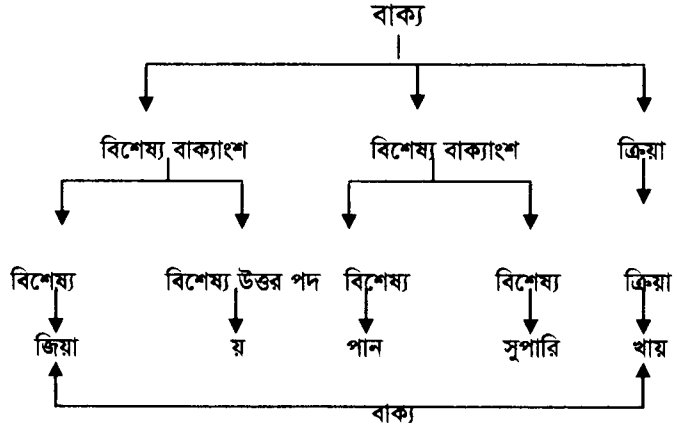

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে কিভাবে বাক্য গঠিত হয় এবং এসব উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক বা পার্থক্যই বা কি তা উক্ত বৃক্ষচিত্রের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

ডেমরা অঞ্চলের শ্রমিকদের ভাষায় এ ধরনের অসংখ্য বাক্যের ব্যবহার দেখা যায়।

বাক্যের রূপমূল পারস্পরিক প্রতিস্থাপন সম্ভব যেমন–

১. ছেরায় বউ পিডায় (ছেলেটা বউ মারে)

২. বেজিডা মুরগি খায় (বেজিটা মুরগি খায়)

৩. বাজানে নাও বায় (বাজান (বাবা) নৌকা চালায়)

উল্লেখিত বাক্যগুলোর উপাদান সমশ্রেণিতে বিভক্ত করা সম্ভব। যেমন–

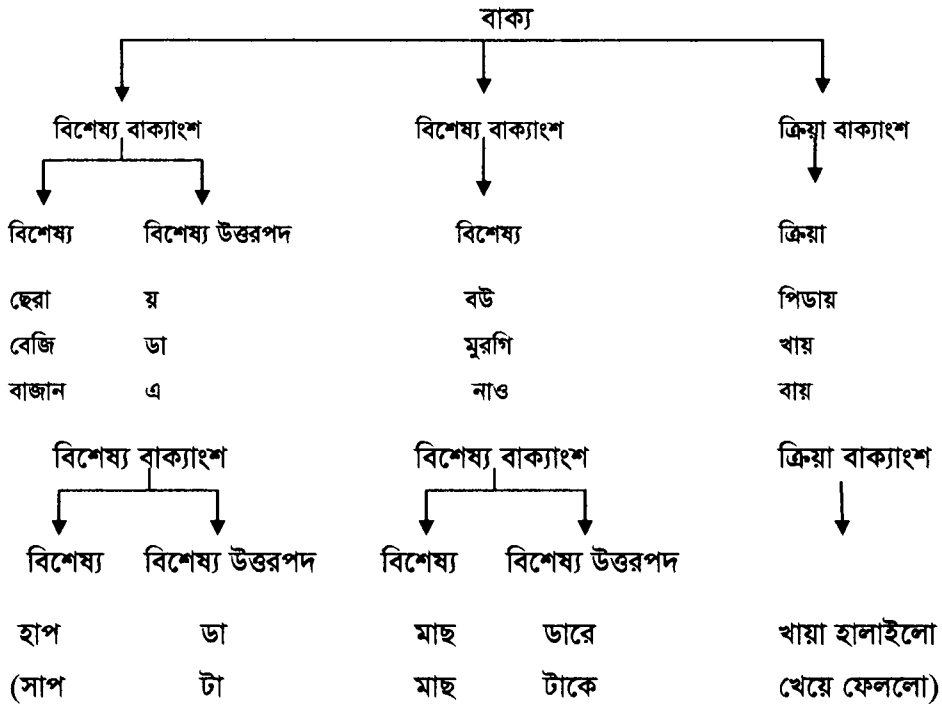

৫.১.২ রূপমূলের বিভাজন

বিভাজন অর্থে যে পরিবেশে রূপমূল ব্যবহৃত হয়, তা নির্দেশ করা হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ–

হাপডা মাছডারে খায়া হালাইলো (সাপটা মাছটাকে খেয়ে ফেলল)।

আলোচ্য বাক্যে 'খায়া হালাইলো' ক্রিয়ার বিভাজন হচ্ছে–বিশেষ্য বাক্যাংশ বিশেষ্যবাক্যাংশ —— যেমন–'হাপডা মাছডারে' –. '–' (ড্যাস) চিহ্ন দ্বারা বাক্যস্থিত ক্রিয়ার পরিবেশ বা বিভাজন নির্দেশ করা হয়।একইভাবে 'ডা'-র বিভাজন নিম্নলিখিতভাবে দেখান যায়।

Dhaka University Institutional Repository

হাপ–মাছ–রে খায়া হালাইলো।

ক্রিয়াভেদে ক্রিয়ার পরিবেশও ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন–ছেরিডা বাত খায়। এ বাক্যের ক্রিয়া সকর্মক ক্রিয়া। সকর্মক ক্রিয়ার পরিবেশ হল :

বিশেষ্য বাক্যাংশ বিশেষ্য বাক্যাংশ——

ছেরিডা বাত

অকর্মক ক্রিয়ার পরিবেশ হল

বিশেষ্য বাক্যাংশ——

বাক্যের উপাদান বিশ্লেষণে নির্বাচনের বিধিনিষেধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাক্যের কোনো একটি উপাদান অন্য যেকোনো উপাদানের সাথে ব্যবহৃত হয় না। বাক্যতত্ত্বের এই দিকটি নির্বাচনের বিধিনিষেধ নামে পরিচিত। অকর্মক ক্রিয়া বিশেষ্য বাক্যাংশের সঙ্গে ব্যবহৃত হয় না, সকর্মক ক্রিয়ার আগে বিশেষ্য বাক্যাংশ ব্যবহৃত হয়। বিশেষ্য বাক্যাংশের সঙ্গে বিশেষ্যউত্তর পদ যুক্ত হয়েছে, কিন্তু ক্রিয়ার শেষে উত্তরপদ যুক্ত হয়নি। ক্রিয়া বাক্যের প্রথমে বসেনি, বিশেষ্য বাক্যাংশের পরে বসেছে। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হল :

ক. রহিমার পোলায় বিলাইডারে খেদাইতাছে
(রহিমার ছেলে বিড়ালটাকে তাড়াচ্ছে)

খ. *বিলাইডা রহিমার পোলারে খেদাইতেছে।
(বিড়ালটি রহিমার ছেলেকে তাড়াচ্ছে)

গ. ছেরায় বিলাইডার সুনাম করলে।
(ছেলেটি বিড়ালটার সুনাম করলো)

ঘ. *বিলাইডা ছেরার সুনাম করলো।
(বিড়ালটা ছেলের সুনাম করলো)

উদাহরণে 'খেদাইতাছে' ক্রিয়ার কর্তা অবশ্যই প্রাণীবাচক হতে হবে। তবে কোন প্রকার বস্তুবাচক জড়পদার্থ 'খেদাইতেছে' ক্রিয়ার সঙ্গে কর্তা বা কর্ম হতে পারবে না। কারণ জড় পদার্থ 'তাড়াতে' বা 'পালাতে' পারে না, তাই এখানে জড়পদার্থ কর্ম হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। আবার 'সুনাম করলো' ক্রিয়ার সঙ্গে ব্যবহৃত কর্তা মনুষ্যবাচক হওয়া প্রয়োজন, কারণ 'সুনাম' করতে পারে 'মানুষ' অন্যকিছু নয়, তবে এখানে যেকোনো কর্ম সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য। উদাহরণে বাক্য (ক ও গ) গ্রহণযোগ্য, কিন্তু (খ ও ঘ) বাক্য গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং বলা যায় যে 'খেদাইতাছে' এবং 'সুনাম করা' ক্রিয়া নির্বস্তুক তথা প্রাণী বাচক বিশেষ্য বা সর্বনাম কর্তা হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু কর্ম নির্বাচনের ক্ষেত্রে দুই ক্রিয়ার মধ্যে তারতম্য দেখা যায়। খেদাইতাছে ক্রিয়ার কর্ম কেবল অবস্তুগত প্রাণীবাচক হতে হবে। অথচ 'সুনাম করা' ক্রিয়ার কর্ম বস্তুবাচক ও নির্বস্তুক বা প্রাণীবাচক যেকোনোটা হতে পারে। এই শ্রেণির বর্ণনায় নির্বাচনীয়

Dhaka University Institutional Repository

বিধিনিষেধের দিক-নির্দেশিত। এদিক থেকে বিশেষ্যকে 'মনুষ্যবাচক' ও 'অমনুষ্যবাচক' উপশাখায় বিভক্ত করা যায়। এ পর্যায়ে বিশেষ্যের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত করে, বিশেষ্য ও ক্রিয়ার মাধ্যমে বাক্যের নির্বাচনী বিধিনিষেধের কিছু দিক নিচে তুলে ধরা হল–

মানু (মানুষ) রূপমূল (+মনুষ্যবাচক) বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
বিলাই (বিড়াল) রূপমূল (+অমনুষ্যবাচক প্রাণী বিশেষ্য) বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
বই (বই) রূপমূলে (+অমনুষ্যবাচক বস্তু বিশিষ্ট) বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বিশেষ্য রূপমূলের সঙ্গে 'খেদানো' (তাড়ানো) এবং 'সুনাম' করা রূপমূলের নির্বাচনীয় বিধিনিষেধ নিম্নরূপ :

(খেদানো) তাড়ানো
{বিশেষ্য (+মনুষ্যবাচক/প্রাণ বিশিষ্ট–অমনুষ্যবাচক)}বিশেষ্য বাক্যাংশ
{বিশেষ্য (+অমনুষ্যবাচক/প্রাণ বিশিষ্ট–অমনুষ্যবাচক)} বিশেষ্য বাক্যাংশ
'খেদানো' ক্রিয়ার ফ্রেমের নির্বাচনীয় বিধিনিষেধ নির্দেশ করে যে, এই ক্রিয়ার কর্তা এবং কর্ম উভয়ই নির্বস্তুক মনুষ্যবাচক বা প্রাণ বিশিষ্ট অমনুষ্যবাচক (অনুভূতিসম্পন্ন চলাচলে সক্ষম) হওয়া দরকার। এ ক্রিয়া কখনো কোন বস্তুবাচক কর্তা বা কর্ম গ্রহণ করে না।

সুনাম করা

{বিশেষ্য (+মনুষ্য বাচক)} বিশেষ্য বাক্যাংশ-বিশেষ্য বাক্যাংশ

'সুনাম করা' ক্রিয়ার ফ্রেমের নির্বাচনীয় বিধিনিষেধ নির্দেশ করে যে, এই ক্রিয়ার প্রাণীবাচক কর্তা প্রয়োজন, কিন্তু যে কোন কর্ম ব্যবহৃত হতে পারে। অর্থাৎ কর্ম মনুষ্যবাচক প্রাণবিশিষ্ট অমনুষ্যবাচক কিংবা বস্তুবাচক যে কোনটা হতে পারে।

বিশেষ্যের উল্লেখিত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আরো কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন–
[± মনুষ্যবাচক], [± পুরুষ], [± মূর্ত], [± গণনাবাচক], [± সাধারণ] ও [± বস্তুবাচক]
[± মনুষ্যবাচক] বৈশিষ্ট্য মনুষ্যবাচক ও অমনুষ্যবাচক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বৈশাদৃশ্য নির্দেশ করে।
উদাহরণ–'লেহাপাড়া' করে (লেখা পড়া করে) কেবল মনুষ্যবাচক বিশেষ্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হতে পারে।
[± পুরুষ] পুরুষ ও স্ত্রীবাচক প্রাণ বিশিষ্ট বিশেষ্যের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়। যেমন–'পোয়াতি' (গর্ভবতী) স্ত্রীবাচক প্রাণ বিশিষ্ট বিশেষ্যকে নির্দেশ করে পুরুষবাচক বিশেষ্যকে নয়।
[± মূর্ত] মূর্ত বিমূর্ত বিষয়ে বৈশাদৃশ্য নির্দেশ করে। যেমন–'কিচ্ছা' (রূপকথার গল্প)–বিমূর্ত বিশেষ্য নির্দেশ–মূর্ত নয়।
[± বস্তুবাচক] বস্তুবাচক ও নির্বস্তুক বিশেষ্যের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে। যেমন–'শইল মাজতাছে' (গোসল করা) এই ক্রিয়ার জন্য বস্তুবাচক কর্তা বিশেষ্যের প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

[± গণনাবাচক] অগণনীয় ও গণনীয় বিশেষ্যের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে।

একডা মাছ (একটা মাছ) গণনাবাচক

ত্যাল (তেল) অগণনীয় অপৃথক বস্তুবাচক নির্দেশে ব্যবহৃত হয়।

[± সাধারণ] 'কামাল' ছবি নামবাচক বিশেষ্যের সঙ্গে বানদোর (বাঁদর), পাহি (পাখি) ইত্যাদি সাধারণ বিশেষ্যের বৈশাদৃশ্য নির্দেশে ব্যবহৃত হয়।

একটি 'বিশেষ্য' যতগুলো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারে তার সবগুলো দেখিয়ে নিচে উদাহরণে (+) চিহ্ন দ্বারা সাদৃশ্য (−) চিহ্নের দ্বারা বৈসাদৃশ্যকে নির্দেশ করা হল :

ছেরা (বালক) বিশেষ্য (+মনুষ্যবাচক) (+প্রাণ বিশিষ্ট) (+বস্তুবাচক) (+পুরুষ) (+মূর্ত) (+গণনাবাচক) (+সাধারণ)

ছেরি (বালিকা) বিশেষ্য (+মনুষ্যবাচক) (+প্রাণ বিশিষ্ট) (+বস্তুবাচক) (-পুরুষ) (+মূর্ত) (+গণনাবাচক) (+সাধারণ)

ভাব (প্রেম/বন্ধুত্ব) বিশেষ্য (−মনুষ্যবাচক) (−প্রাণ বিশিষ্ট) (-বস্তুবাচক) (−পুরুষ) (−মূর্ত) (−গণনাবাচক) (+সাধারণ)

কামাল বিশেষ্য (+মনুষ্যবাচক) (+প্রাণ বিশিষ্ট) (+বস্তুবাচক) (+পুরুষ) (+মূর্ত) (+গণনাবাচক) (-সাধারণ)

সুন্দর (সৌন্দর্য্য) বিশেষ্য (−মনুষ্যবাচক) (−প্রাণ বিশিষ্ট) (−বস্তুবাচক) (−গণনাবাচক) (+সাধারণ)

উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলোতে বিশেষ্যের অর্থতত্ত্বীয় দিক প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন−ছেরি (মেয়ে) রূপমূলের বৈশিষ্ট্য নির্দেশিত হয়েছে−এটি (+বস্তুবাচক), (+মনুষ্যবাচক) এবং (−পুরুষ) ইত্যাদি ভাব।

বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত সর্বনামের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ্যের মত কাঠামোতে নির্দেশ করা হলে এভাবে নির্দেশ করা যায়−

তুই−সর্বনাম (+মনুষ্যবাচক) (+প্রাণ বিশিষ্ট) (−বস্তুবাচক) (±পুরুষ) (+মূর্ত) (+গণনাবাচক) (−সাধারণ)

উইটা (সেটা) সর্বনাম (−মনুষ্যবাচক) (±প্রাণ বিশিষ্ট) (±বস্তুবাচক) (±পুরুষ) (±মূর্ত) (±গণনাবাচক) (±সাধারণ)

'তুই' সর্বনাম মনুষ্যবাচক প্রাণ বিশিষ্ট, মূর্ত ও গণনাবাচক এটি পুরুষ বা স্ত্রী উভয়ই হতে পারে। 'উইটা' রূপমূল দ্বারা প্রাণহীন বা প্রাণ বিশিষ্ট যেকোন বস্তুকে নির্দেশ করা যায়। তাই (+) ও (−) উভয় চিহ্ন দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে।

৫.১.৩ আভিধানিক ও গঠনগত অর্থ

বাক্যতত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে 'রূপমূল' প্রধান উপাদান হিসেবে গৃহীত। রূপমূলের অর্থগতদিক এক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয়। একক রূপমূল স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হলে যে অর্থ প্রাপ্তি হয় তাকে রূপমূলের আভিধানিক অর্থ বলে। এ অর্থ সর্বক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট। বক্তার বক্তব্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক রূপমূলের সমন্বয়ে যখন বাক্য গঠিত হয় তখন রূপমূলগুলোর আভিধানিক অর্থ পরিবর্তিত হয়ে নতুন অর্থ প্রকাশ করে। নতুন প্রকাশিত এ অর্থকে বলা হয় গঠনগত অর্থ।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১.৪ আভিধানিক অর্থ

কাডল (কাঁঠাল) জিয়া (চাচি), ছেরা (ছেলে) আনছে (এনেছে) লাগি (জন্য)

উল্লেখিত রূপমূলগুলোর প্রতিটির আলাদা আলাদা আভিধানিক অর্থ সম্পন্ন। উল্লেখিত রূপমূলগুলোকে যদি দুই একটা আলাদাভাবে যুক্ত করে সাজিয়ে নেয়া হয় তাহলে এর আভিধানিক অর্থের সাথে নতুন মাত্রা যুক্ত হয় এবং ভিন্ন এক অর্থ প্রাপ্তি ঘটে।

'কাডল আনছে'। 'ছেরা আনছে'

ছেরা আনছে = ছেলে এনেছে এবং

কাডল আনছে = কাঁঠাল এনেছে। নতুন অর্থ গঠনগত অর্থ প্রকাশ করছে।

উল্লেখিত সব মুক্তরূপমূলগুলোকে বদ্ধরূপমূলের সাহায্যে একত্রিত করে একটি বৃহত্তর ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান গঠন করা যায়–

ছেরায় জিয়ার লাগি কাডল আনছে।

এখানে বদ্ধরূপমূল য়, র ব্যবহৃত হয়েছে। এর ফলে বাক্যের অর্থগতদিক স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

বাক্যের ব্যবহৃত রূপমূলের আভিধানিক অর্থ, গঠনগত অর্থ ছাড়াও অব্যয়মূলক অর্থ বিদ্যমান।

মুক্ত ও বদ্ধরূপমূল ছাড়াও কিছু অব্যয়সূচক শব্দের সাহায্যে বাক্যের অর্থগত দিক স্পষ্টরূপে নির্দেশ করা যায়।

ঐ ছেরায় আলা জিয়ার লাগি কাডল আনছে।

উল্লেখিত বাক্যে ঐ, 'আলা' এই অব্যয়সূচক শব্দগুলো মুক্ত ও বদ্ধরূপমূলের সঙ্গে পাশাপাশি সন্নিবেশিত হয়ে জটিল গঠনরূপ নির্মাণে সহায়তা করেছে। এই অব্যয়মূলক শব্দ রূপমূলের গঠনগত অর্থ পরিবর্তনে সহায়তা করে। অব্যয় সংযুক্তির পর প্রকাশিত অর্থকেই বলা হয় অব্যয়মূলক অর্থ।

ডেমরার শ্রমিকশ্রেণির ভাষায় অব্যয়সূচক শব্দের ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

বাক্যে ব্যবহৃত রূপমূলের গঠন ও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কিছু ভাষাতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া বিদ্যমান, সেগুলো হল–

১. সম্প্রসারিত রূপ বৈশিষ্ট্য
২. সাধিত রূপবৈশিষ্ট্য
৩. শব্দের অবস্থান
৪. স্বরভঙ্গিরীতি
৫. অব্যয়মূলক শব্দ

৫.২ গঠন শাখার অন্তর্ভুক্ত রূপমূলের শ্রেণিবিভাগ

৫.২.১ প্রথম শ্রেণির রূপমূল : বিশেষ্য

বাক্যকে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশ করতে প্রয়োজন হয় বিশেষ্য, বিশেষ্যখণ্ড, সর্বনাম, বিশেষণের বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণ। বিশেষ্য প্রথম শ্রেণির রূপমূল, কারণ বিশেষ্যপদ বাক্যস্থিত অন্যান্য সকল পদ অর্থাৎ বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়াপদকে নিয়ন্ত্রণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

ক. সম্প্রসারিত রূপবৈশিষ্ট্য

বিশেষ্যবাচক মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে প্রত্যয়, বিভক্তি বদ্ধরূপমূল সংযোগের মাধ্যমে বহুবচন ও সমন্ধবাচক সম্প্রসারিত রূপমূল গঠিত হয়। এভাবেই প্রথম শ্রেণির রূপমূল বিশেষ্যবাক্যে অন্তর্ভুক্ত হয়।

বিশেষ্য	**প্রত্যয়/বিভক্তি**	**বহুবচন/সম্বন্ধসূচক**
(মুক্তরূপমূল)	(বদ্ধরূপমূল)	(সম্প্রসারিত রূপমূল)
মানু (মানুষ)	ডি	মানুডি (বহুবচন নির্দেশ করছে)
পোলা (ছেলে)	রা	পোলারা (বহুবচন নির্দেশ করছে)
বাজান (বাবা)	এর	বাজানের (সম্বন্ধ নির্দেশ করছে)
ছেরি	গর	ছেরিগর (মেয়েদের নির্দেশ করছে)

এখানে ডি, রা বদ্ধরূপমূল বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বহুবচন নির্দেশ করছে এবং 'এর' 'গর' বদ্ধরূপমূল যুক্ত হয়ে সম্বন্ধসূচক দিক-নির্দেশ করছে। বাজানের অর্থাৎ বাবার, ছেরিগর, অর্থাৎ মেয়েদের। বিশেষ্যপদের সঙ্গে আদি প্রত্যয় যুক্ত হয়ে সম্বন্ধবাচক দিক-নির্দেশ করা হয়।

বদ্ধরূপমূল	**মুক্তরূপমূল**	**অর্থ**	
আদি প্রত্যয়	**বিশেষ্য**		ঐ ব্যক্তির বই
অর	বই	ওর বই	(বই এর সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ নির্দেশ করা হচ্ছে)
			তার চিরুনি
তর	কাহই (চিরুনি)	তোর চিরুনি	'চিরুনি'র সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ নির্দেশ করা হয়েছে

এখানে 'অর' 'তর' ইত্যাদি বদ্ধরূপমূল দ্বারা সম্বন্ধ নির্দেশ করা হয়েছে।

বিশেষ্যপদের সঙ্গে অন্ত্যপ্রত্যয় যুক্ত হয়ে সম্বন্ধসূচক দিক-নির্দেশ করা হয়।

ছেরি (মেয়ে)	গর	ছেরিগর	উভয়েই ছেরিগর মা	(সেই মেয়েগুলোর মা)
ছেরি (মেয়ে)	র	ছেরির	ছেরির জামা	(মেয়েটার জামা)

এখানে 'গর' 'র' রূপমূল ছেরি বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সম্বন্ধসূচক দিক-নির্দেশ করছে।

নির্দেশক সর্বনামের ব্যবহার

১. এই গুলাম পছা মাছ	'পছা' (পঁচা) বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত
২. হেগুলি কি লইছত?	লইছত অর্থ (নেয়া) এখানে 'কি' নির্দেশক হিসেবে ব্যবহৃত
৩. এই গুলাম মায়ের নিগা?	নিগা অর্থ (জন্য) 'এগুলো মায়ের জন্য' মায়ের সম্বন্ধ বোঝাচ্ছে
৪. এই পিরানগুলান নয়া।	এই জামাগুলো নতুন। 'পিরান' বা 'জামা'র সঙ্গে বহুবচনগুলান ব্যবহৃত।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম বাক্যে 'এইগুলান' এরপর 'পছা' (বিশেষণ), দ্বিতীয় বাক্যে 'হেগুলি' এরপর 'কি' (নির্দেশক), তৃতীয় বাক্যে 'এইগুলান' এরপর 'মায়ের' (সম্বন্ধবাচক) ও চতুর্থ বাক্যে 'এই' সর্বনামের পর 'পিরান'-এর সঙ্গে বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে।

বিশেষ্যপদের সঙ্গে প্রত্যয় বিভক্তি যুক্ত হয়ে অনেক সময় সম্বোধনপদ এবং কারক নির্দেশ করা হয়। ডেমরা অঞ্চলের ভাষায় বিশেষ্যপদের সঙ্গে আদি প্রত্যয় ও অন্ত্যপ্রত্যয় যুক্ত হয়ে সম্বোধনপদ গঠিত হতে দেখা যায়। যেমন–

আদিপ্রত্যয়	বিশেষ্য	অন্ত্যপ্রত্যয়	সম্বোধনপদ
ও	বাজান	-	ও বাজান
ও	বু	-	ও বু (ও বুবু/দাদি)
	বাজান	গো	বাজানগো
	মা	গো	মাগো

খ. সাধিত রূপবৈশিষ্ট্য

সাধিত রূপবৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিশেষণ, অব্যয় ও ক্রিয়ার সঙ্গে সাধিত প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বিশেষ্য গঠিত হয়।

বিশেষণ থেকে বিশেষ্য

বিশেষণ	প্রত্যয়	বিশেষ্য
মিডা (মিষ্টি)	–ই	মিডাই (গুড়)

এখানে বিশেষণের 'মিডা' অন্তে '–ই' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বিশেষ্য পদ তৈরি হয়েছে 'মিডাই' (মিষ্টি)।

ক্রিয়াপদ থেকে বিশেষ্য

ক্রিয়া	প্রত্যয়	বিশেষ্য
জুল	না	জুলনা (দোলনা)
কটকট	ই	কটকটি (মিষ্টি জাতীয় খাবার)

গ. স্বরভঙ্গি

প্রমিত ভাষার ন্যায় ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায়ও স্বরভঙ্গির জন্য রূপমূলের কোনো পরিবর্তন হয় না।

ঘ. রূপমূলের অবস্থান

বাক্যস্থিত প্রত্যেক শ্রেণির রূপমূল নির্দিষ্ট ক্রমানুযায়ী অবস্থান করে এর সাংগঠনিক অর্থ প্রকাশ করে। রূপমূলের সামান্যতম অবস্থানগত পরিবর্তনের সঙ্গে বাক্যের অর্থের পরিবর্তন ঘটে। তাই রূপমূলের সুবিন্যস্ত বিন্যাস বাক্য গঠনের প্রধান কাজ। প্রমিত ভাষার ন্যায় ডেমরার স্থানীয় ভাষায়ও ক্রিয়া বাক্যের শেষে বসে এবং ক্রিয়ার আগে বিশেষ্য ব্যবহৃত হয়। যেমন–

Dhaka University Institutional Repository

বুয়ায় কানতাছে (দাদি কাঁদছে)

বাবু হাসতাছে (বাবু হাসছে

করিম দৌর পারতাছে (করিম দৌড়াচ্ছে)

ক্রিয়ার আগে যেমন বিশেষ্য ব্যবহৃত হয় তেমনি ক্রিয়ার পরেও বিশেষ্য ব্যবহৃত হতে দেখা যায় ডেমরার ভাষায়। যেমন–

আইতাছনি মা (আসতেছো মা)

যাবিনি মেলাত (যাবে নাকি মেলায়)

খাবিনি পিডা (খাবেনাকি পিঠা)

সাধারণত বিবৃতিমূলক বাক্যের চেয়ে প্রশ্নবোধক বাক্যেই ক্রিয়ার পর বিশেষ্যের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। ক্রিয়ার পর বিশেষ্য ব্যবহার করে বাক্যের ব্যবহার প্রচুর দেখা যায় ডেমরা অঞ্চলের ভাষায়। রূপমূলের এই অবস্থানগত পরিবর্তন আঞ্চলিক ভাষায় বেশি ঘটে থাকে।

ঙ. অব্যয়মূলক শব্দ

প্রমিত বাংলার ন্যায় ডেমরার শ্রমিকশ্রেণির ভাষায় ও বিশেষ্যের পূর্বে, পরে অব্যয়মূলক শব্দ এবং বিশেষ্যের সঙ্গে 'বিশেষ্য-পর শব্দ' ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের রূপগঠনে সহায়তা করে। কিছু সর্বনামও বিশেষ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

পূর্বে ব্যবহৃত অনন্বয়ী অব্যয়

হেই	মানুডা	(ঐ মানুষটি) নির্দেশ করা হচ্ছে।
ওই	বইডা	(ঐ বইটি)
ওরে	মা দুদ লইয়া আইছে	(ঐ মা দুধ নিয়ে এসেছে)
আরে	গাছে বইল আইছে	(আরে, গাছে আমের মুকুল ধরেছে)

মাঝে ব্যবহৃত সংযোজক অব্যয়

শেলি আর মায়ে যাইবো	(শেলি আর মা যাবে)
রহিম আর তুমি যাও	(রহিম আর তুমি যাও)
মায় আলা করবো	(মা-ই করবে)

শেলি, রহিম ও 'মা' তিনটি বিশেষ্যের মাঝখানে 'আর' সংযোজক অব্যয় ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের রূপগঠনে সহায়তা করেছে।

শেষে ব্যবহৃত পদদ্বয়ী অব্যয়

জাইতামনা কইলাম তো	(যাবো না বললাম তো)
কি কাম করছেন গো	(কি কাজ করেছেন গো)

Dhaka University Institutional Repository

আমি হুদা বাত খাইতারিনা গো (আমি শুধু ভাত খেতে পারি না)

ফুকনি দিয়া তুমি কি কাম করলা (ফুকনি অর্থ লোহার দণ্ড মাঝখানে ফাঁকা। ফুকনি দিয়ে তুমি কি কাজ করলে)

পূর্বে ব্যবহৃত সম্বন্ধসূচক সর্বনাম

১. আমার বাই (আমার ভাই)

২. তুমার বই (তোমার বই)

৩. হের লঙ (তার লুঙ্গি)

এখানে ব্যবহৃত আমার, তুমার এবং হের সম্বন্ধবাচক সর্বনাম বিশেষ্যকে 'ভাই', 'বই' 'লঙ' এর সাথে সম্পর্কিত করে।

পরে ব্যবহৃত সম্বন্ধসূচক সর্বনাম : ১. বাজান আমার (বাপ আমার)

২. মায়না আমার (মা না আমার)

বিশেষ্য মধ্যবর্তী সম্বন্ধসূচক সর্বনাম : ১. বই তোর বেগো দিছি (বই তোর ব্যাগে দিয়েছি)

২. মায় আমার যাইবের চায় না (মা আমার যেতে চায় না)

উল্লেখিত বাক্যে বই এবং মা বিশেষ্যের পর তোর, আমার সম্বন্ধসূচক সর্বনামের প্রয়োগ ঘটেছে।

বিশেষ্য পূর্ব নির্দেশক সর্বনাম : ১. তুই হেই বাত দিছত (তুই সেই ভাত দিয়েছিস)

১. উই মামু (সেই মামা)

উল্লেখিত বাক্যে বাত (ভাত), মামু বিশেষ্যের পূর্বে হেই, উই নির্দেশক সর্বনামের প্রয়োগ ঘটেছে।

বিশেষ্য পরবর্তী নির্দেশক সর্বনাম : ১. মাছগুলান কই? (মাছগুলো কোথায়?

২. করিম্যা অই কামডা করতে পারলো না।

উল্লেখিত বাক্যে মাছ ও করিম বিশেষ্যের পর কই, অই নির্দেশক সর্বনামের প্রয়োগ ঘটেছে।

৫.২.২ দ্বিতীয় শ্রেণির রূপমূল : ক্রিয়া

প্রত্যেক ভাষায়ই ক্রিয়া বাক্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ক্রিয়া বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের বিভিন্ন রূপ গঠনে অংশ নেয় এবং ক্রিয়ার বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার এর আভিধানিক অর্থকে অতিক্রম করে বিস্তৃত অর্থ পরিগ্রহ করে সাংগঠনিক অর্থবৃত্তের মধ্যে। ক্রিয়ার মূল হল ধাতু। ধাতুর সঙ্গে বিভিন্ন বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়ার নানারূপ গঠিত হয়। কাল ও পুরুষ ভেদে ক্রিয়ার সঙ্গে সম্প্রসারিত রূপমূল অর্থাৎ বদ্ধরূপমূল যুক্ত হয়ে ক্রিয়ারূপের গঠনগত পরিবর্তন সাধন করে।

ক. সম্প্রসারিত রূপ বৈশিষ্ট্য

ডেমরার শ্রমিক শ্রেণির ভাষায় ক্রিয়াবাচক রূপমূলের বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এখানে ক্রিয়াবাচক বদ্ধরূপমূল বাক্য গঠনের সময় নিম্নোক্তভাবে কাল ও পুরুষ নির্দেশক সম্প্রসারিত ক্রিয়ারূপ গঠন করে। উদাহরণস্বরূপ : ক্রিয়া–'খাই'

Dhaka University Institutional Repository

কাল	পুরুষ	বদ্ধরূপমূল	গঠিত রূপমূল
বর্তমান	উত্তম	–ই	খাই
		–ইতাছি	খাইতাছি
		–ইছি	খাইছি
	মধ্যম	–ও	খাও
		–ইতাছ	খাইতাছ
		–ইছ	খাইছ
	নাম	–য়	খায়
		–ইতাছে	খাইতাছে
		–ইছে	খাইছে
অতীত	উত্তম	–ছিলাম	খাইছিলাম
	মধ্যম	–ছিলা	খাইছিলা
	নাম	–ছিল	খাইছিল
ভবিষ্যৎ	উত্তম	–মু	খামু
	মধ্যম	–ইবা	খাইবা
	নাম	–বি	খাবি

খ. সাধিত রূপমূল

মুক্তরূপমূলের সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে সাধিত রূপমূল গঠিত হয়। ডেমরার ভাষায় ক্রিয়াবাচক রূপমূলের সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে মূলরূপের পদ শ্রেণিগত পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত প্রচুর রয়েছে।

মুক্তরূপমূল	অন্ত্যপ্রত্যয়	সাধিত রূপমূল	অর্থ
খা (kha)	ia ইয়া	খাইয়া (khaia)	খেয়ে
যা (ja)	ia ইয়া	যাইয়া (jaia)	গিয়ে
ব (ba)	ia ইয়া	বইয়া (baia)	বসে

ক্রিয়ার সাথে অন্ত্যপ্রত্যয় 'ইয়া' যুক্ত হয়ে বাক্যে সাধিত রূপ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে। উদাহরণ, আমি খাইয়া খামুনে। (আমি খেয়ে যাব)। আমি যাইয়া লই (আমি গিয়ে নেই)।

কানদ (কাঁদ)

কানদ + আ	কানদা (কান্না) (বিশেষ্য) কান্দার কি দরকার (কাঁদার কি দরকার)
কানদ + ওন	কানদোন (কাঁদন) (বিশেষ্য) এত কানদোন বালা না (এত কান্না ভাল নয়)
কানদ+ ও	কানদো (কাঁদো) (ক্রিয়া) তুমি কানদো ক্যা।
কানদ+উইন্যা	কানদুইন্যা (কাঁদুনে) (বিশেষণ) ছেরিডা কানদুইন্যা স্বভাবের।
কানদ+উনি	কান্দুনি (কাঁদুনি) (বিশেষণ) যবর কান্দুনি অইছত।

Dhaka University Institutional Repository

ক্রিয়ার মূল 'কানদ' এর সঙ্গে 'আ' ও 'ওন' যুক্ত হয়ে 'কানদা' ও 'কানদোন' বিশেষ্য রূপ গঠিত হয়েছে। 'কানদ' সঙ্গে 'ও' যুক্ত হয়ে 'কানদো' ক্রিয়ারূপ গঠিত হয়েছে। 'কানদ'-এর সঙ্গে 'উইন্যা' 'উনি' যুক্ত হয়ে 'কান্দুইন্যা', 'কান্দুনি' বিশেষণপদ গঠিত হয়েছে।

গ. স্বরভঙ্গি

ক্রিয়ার গঠনগত অর্থের তারতম্য ঘটে থাকে স্বরভঙ্গিগত কারণের জন্য। ডেমরা থানার শ্রমিক শ্রেণির প্রচলিত ভাষায় ক্রিয়ামূলক রূপমূলের প্রথম স্বরধ্বনির ওপর গৌণ স্বরাঘাত ও শেষের স্বরধ্বনির ওপর মুখ্য স্বরাঘাত পড়ে।

যেমন- কইর‍্যা - Kaira
বইক্যা - boikka
খাইয়্যা - khaia

ক্রিয়ামূলক রূপমূলের শেষ ধ্বনিতে স্বরাঘাত বেশি পড়লে বাক্যস্থিত ক্রিয়ার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

যেমন– তুই খার্বি। (তুই খাবি)
আমি কর্মু। (আমি বলব)

(বি অক্ষরের ওপরে রেখা টেনে স্বরাঘাত বা ঝোঁক নির্দেশ করা হল)

আমি র্কমু–এই বাক্যে ক্রিয়াবাচক রূপমূলের প্রথম ধ্বানিতে স্বরাঘাত বেশি, (আমি বলবো) তাই ক্রিয়ার অভিব্যক্তি সাধারণ।

আমি কর্মু–এই বাক্যে ক্রিয়ার রূপমূলের শেষ ধ্বনিতে স্বরাঘাত বেশি পড়ায় ক্রিয়ার অভিব্যক্তি হিসেবে বক্তার বিরক্ত বা জিদ প্রকাশ পেয়েছে।

আমি কর্মু?–এই বাক্যে ক্রিয়া শেষ ধ্বনিতে স্বরাঘাতের ফলে প্রশ্নবোধক বাক্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ঘ. রূপমূলের অবস্থান

১. প্রমিতরীতির ন্যায় ডেমরার ভাষায়ও বাক্য সংগঠনে ক্রিয়া বাক্যের প্রথমে, মাঝে ও শেষে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

বাক্যের প্রথমে খাইয়া লইয়া কতা ক (khiya lɔiya kɔta kɔ) খেয়ে নিয়ে কথা বল
বাক্যের মাঝে আমি তো যামু হুনছ নাই (ami to jamu hunɔch nai) আমি তো যাব শুননি
বাক্যের শেষে আমগো বাইত যাইছ (amgo bait jaich) আমাদের বাড়িতে যেয়ো

শর্তমূলক বাক্যের ক্ষেত্রে ক্রিয়া প্রথমে ব্যবহৃত হয়। যেমন : পরলে খ্যালতে দিমু (pɔrle kælte dimu)

২. ক্রিয়া সাধারণত বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয় এবং বাক্যের সাংগঠনিক অর্থ প্রকাশ করে। তবে ডেমরার প্রচলিত ভাষায় ক্রিয়া উহ্য থেকেও বাক্য গঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন– হেয় আমার বাই। (সে আমার ভাই)।

এ বাক্যে বাইরের গঠনে কোন ক্রিয়াপদ নেই, কিন্তু অন্তর্ভাগীয় গঠনে ক্রিয়া আছে। যেমন–

সে (হয়) আমার ভাই।

৩. এ অঞ্চলে এমন কিছু বাক্যের প্রচলন দেখা যায়, যেখানে ক্রিয়াবাচক শব্দ প্রথমে বসে বাক্য তৈরি করে। প্রশ্নবোধক বাক্যেও ক্রিয়া প্রথমে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

১. বইক্যা দিছি।	বকে দিয়েছি
২. মাইর‍্যা দিছি।	মেরে দিয়েছি/মেরেছি
৩. খাইয়্যা লইছি।	খেয়ে নিয়েছি। খেয়েছি
৪. যাবি তুই?	যাবি তুই?
৫. খাইছত নি?	খেয়েছ নাকি?

উল্লেখিত উদাহরণ ১, ২, ৩, বাক্য সাধারণ বিবৃতিমূলক। বাক্যের বাইরের গঠনে যার উদ্দেশ্যে ক্রিয়াটি সম্পাদিত তা নেই, কিন্তু অন্তর্ভাগীয় গঠনে আছে : (ওরে) বইক্যা দিছি

(ওরে) মাইর‍্যা দিছি

(ভাত) খাইয়্যা লইছি।

৪ ও ৫ নং বাক্যটি সাধারণ প্রশ্নবোধক। বাক্যে ক্রিয়া প্রথমে বসে বাক্যের অর্থ প্রকাশে নতুন ব্যঞ্জনা দান করেছে।

৪. কোন কিছুর সম্ভাবনা ও শর্ত বোঝাতে বাক্যের প্রথমে ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়।

যাইবা তুমি আমি যামু (যাবে তুমি আমি যাবো)

নাহাইতে পারি তুমি নাহাইলে (গোসল করতে পারি তুমি গোসল করলে)

ডেমরার শ্রমিক শ্রেণির ভাষায় বাক্য সংগঠনে ক্রিয়া বাক্যের প্রথমে, শেষে ও মাঝে ব্যবহৃত হয়ে অর্থগত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে।

ঙ. অব্যয়মূলক শব্দ

প্রমিত বাংলার মতো ডেমরার শ্রমজীবী মানুষের ভাষায় ক্রিয়া সম্পৃক্ত অব্যয়জাত রূপমূল সাধারণত ক্রিয়ার পূর্বে বসে ক্রিয়াবাচক রূপমূলের অর্থকে সমৃদ্ধি দান করে।

ক্রিয়ার সম্পৃক্ত অব্যয়মূলক শব্দের ব্যবহার

আমি তাইলে যাই গা (আমি তা হলে চলে যাই)

আমি কইলাম কইয়া দিমু (আমি কিন্তু বলে দেব)

শিলু আলা যাইবো (শিলু তবে যাবে)

রহিম ওবি যাইবো (রহিমও সাথে যাবে)

সাদী ওবি গাছো উঠছে (সাদীও নাকি গাছে উঠেছে/সাদীও সাথে গাছে উঠেছে)

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত বাক্যগুলোতে ক্রিয়াপূর্ব অব্যয় হিসেবে তাইলে (তাহলে), কইলাম (বললাম), আলা (তাহলে), ওবি (সাথে) ব্যবহৃত হয়েছে।

ডেমরার প্রচলিত ভাষায় ক্রিয়া অব্যয় হিসেবে 'আলা', 'ওবি' রূপমূল খুব বেশি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

অব্যয়ের ব্যবহার

পুর্বে ব্যবহৃত অনন্বয়ী অব্যয়	ওবু মায় ডাহে	(ওই বু মা ডাকে)
মাঝে ব্যবহৃত অনন্বয়ী অব্যয়	মাহি আলা যাইবো	(মাছি এবার যাবে মাছি তাহলে যাবে)
শেষে ব্যবহৃত অনন্বয়ী অব্যয়	কি কাম করলিরে	(কি কাজ করছো রে)

৫.২.৩ তৃতীয় শ্রেণির রূপমূল বিশেষণ

বাক্যের রূপগঠনে বিশেষণের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষণ বাক্যে ব্যবহৃত বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াকে বিশেষিত করে।

ক. সম্প্রসারিত রূপমূল

বিশেষণের পূর্বে এবং অন্তে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে সম্প্রসারিত রূপমূল গঠিত হয়।

অন্ত্যপ্রত্যয়

মুক্তরূপমূল	**(বদ্ধরূপমূল)**	**সম্প্রসারিত রূপমূল**
হিংসা	–উইট্যা	হিংশুইট্যা (হিংসুক)
বদমেজাজ	–ই	বদমেজাজি (রাগী/জেদি)
জিদ	–ই	জিদি (রাগী)
মেজাজ (রাগ)	–ই	মেজাজি (রাগী)
মোদু (মধু)	–র	মোদুর (মধুর)
গাছ (গাছ)	–ই	গাছি (গাছ থেকে রস আহরণ করে যে ব্যক্তি)
আলাপ (কথাবলা)	–ই	আলাপি (মিশুক ব্যক্তি/সামাজিক)

মূল রূপমূল হিংসা, বদমেজাজ, জিদ, মেজাজ, মোদু, গাছ, আলাপ-এর সাথে যথাক্রমে –উইট্যা, –ই, –ই, –ই, –র, –ই, –ই যুক্ত হয়ে বিশেষণ গঠিত হয় এবং এর নতুন অর্থ প্রযুক্ত হয়।

আদি প্রত্যয়

বিশেষণের আদিতে প্রত্যয়যোগে যে সম্প্রসারিত রূপমূল গঠিত হয় তা বিপরীত অর্থ সৃষ্টি করে। আদিপ্রত্যয় হিসেবে বিশেষণের সঙ্গে 'আ' 'বে' যুক্ত হয় এবং মূল অর্থের বিপরীত অর্থ সৃষ্টি করে। যেমন–

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তরূপমূল	আদিপ্রত্যয়	সম্প্রসারিত রূপমূল	উদাহরণ
কামের (করিৎকর্মা)	আ–	আকামের (নিষ্কর্মা)	তুই কোন কামের অইলি না আকামের ডেহি (তুই কোন কাজের হলি না আকাজের ডেকি)
হিশাবি	বে–	বেহিশাবি	বেহিশাবি অওন বালা না হিশাবি অইতে অইব (বেহিসাবি হওয়া ভাল নয় হিসাবী হতে হবে)

প্রমিত বাংলায় এক বা একাধিকের তুলনার মান বোঝাতে অব্যয়মূলক রূপমূল ব্যবহৃত হয়। প্রমিত ভাষার ন্যায় ডেমরার প্রচলিত ভাষায়ও এক বা একাধিকের তুলনা বোঝাতে কিছু রূপমূল ব্যবহৃত হয়। রূপমূলগুলো হলো–

১. হগলতির চাইয়া
২. চাইয়া
৩. থাইক্যা

উদাহরণ

১. হ্যায় হগলতির চাইয়া বালা (সে সকলের চেয়ে ভাল)
২. হ্যার চাইয়া বেশি ডহের বারি বানামু (তার থেকে বেশি সুন্দর বাড়ি বানাবো)
৩. এই বাজার থাইক্যা শারুলিয়ার বাজারো তরকারি হছতা।
(এই বাজার থেকে শারুলিয়ার বাজারে তরকারি সস্তা)

১ সংখ্যক বাক্যে একজন ব্যক্তিকে একাধিক ব্যক্তির থেকে আলাদা করে ভালো বোঝাতে 'হগলতির চাইয়া' (চেয়ে) ২নং বাক্যে 'চাইয়া' (চেয়ে) অব্যয় ব্যবহার করে তুলনার মান বোঝানো হয়েছে। ৩ নং বাক্যে 'থাইক্যা' (থেকে) রূপমূল ব্যবহার করে দুই বাজারে মধ্যকার দামের তুলনা বোঝানো হয়েছে।

খ. সাধিত রূপ বৈশিষ্ট্য

প্রমিত বাংলার ন্যায় ডেমরার ভাষায়ও বিশেষ্যবাচক রূপমূলের শেষে বদ্ধরূপমূল যুক্ত হয়ে বিশেষণ গঠিত হয়।

বিশেষ্য	বদ্ধরূপমূল	বিশেষণ	প্রযুক্ত অর্থ
মউত (মৃত্যু)	তা	মউতা	(মৃতপ্রায় ব্যক্তি)

এখানে 'মউত' রূপমূলের সঙ্গে 'তা' বদ্ধরূপমূল যুক্ত হয়ে নতুন রূপমূল 'মউতা' (বিশেষণ) সৃষ্টি করে এবং 'মৃত্যু' অর্থ পরিবর্তিত হয়ে 'মুমূর্ষ রোগি' নতুন অর্থ সৃষ্টি হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ্য থেকে

মুক্তরূপমূল	**বদ্ধরূপমূল**	**সাধিত**	**অর্থ**
চাল	ও	চালো	(চালের উপর) চালো বিছি রইদ দিছে। (চালে বিচি রোদে দিয়েছে)
ঘর	ও	ঘরো	(ঘরের ভেতর) উইয়ে ঘরের ভিতর (সে ঘরের ভেতর)
বাঁশ	ও	বাশো	(বাঁশের সাথে) বাশো থুইয়া দে (বাঁশের সাথে রেখে দে)
লশ (রস)	এ	লশের (রসের)	লশের পিডা মজাও (রসের পিঠা খুব মজা)

ক্রিয়া থেকে

মুক্তরূপমূল যখন বিভিন্ন বদ্ধরূপমূলের সংযুক্তির দ্বারা বৃহত্তর রূপমূলে পরিণত হয়, তখন ওইসব রূপমূলের ধ্বনি ও অর্থগত ভূমিকার পরিবর্তন ঘটে।

মুক্তরূপমূল	**বদ্ধরূপমূল**	**সাধিত রূপমূল**
কিন	আ	কিনা (কেনা)
ফ্যাল	না	ফ্যালনা (বাতিল/মূল্যহীন)
খুট	আ	খুটা (নখ দ্বারা খুটানো)
ঠুক	রা	ঠুকরা (ঠোঁট দ্বারা খুটানো)

রূপমূলের সঙ্গে আ, না, রা বদ্ধরূপমূল যুক্ত হয়ে নতুন অর্থ প্রকাশ করছে।

ধনাত্মক অব্যয় থেকে

ধনাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে বদ্ধরূপমূল 'ইরা', 'ইয়্যা' যুক্ত হয়ে বিশেষণের বিশেষণবাচক সাধিত রূপমূল গঠিত হয়।

ক্যারক্যার	ইরা	ক্যারক্যাইরা	(বাচাল/ঝগড়াটে)
মচমচ	ইয়্যা	মচমইচ্যা	(মচমচে)
খরখর	ইরা	খরখইরা	(শুকনা)
কনকন	ইয়্যা	কনকইন্যা	(অতিরিক্ত ঠাণ্ডা)
করকর	ইরা	করকইরা	(অতিরিক্ত ভাজা)
কচকচ	ইয়্যা	কচকইচ্যা	(কচি)
করকর	আ	করকরা	(অতিরিক্ত ভাজা)

ধনাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে 'ইরা' /আ/ যুক্ত হয়ে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করছে।

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষণ থেকে

জাত	কু	কুজাত	(খারাপ স্বভাব)
বাংগা (ভাঙ্গা)	আ	আবাংগা	(নিখুঁত/আস্ত/সম্পূর্ণ)
শিদদো	আ	আশিদদো	(কাঁচা/অসিদ্ধ)

'জাত' ও 'ভাঙ্গা' বিশেষণের সঙ্গে কু, আ যুক্ত হয়ে বিপরীত অর্থ প্রকাশ করছে। উল্লেখিত সব রূপমূলই বিশেষ্য ও সর্বনামের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

গ. শব্দের অবস্থান

বাংলা বাক্যের নির্দেশক ও বিশেষ্যের মাঝখানে বিশেষণ ব্যবহৃত হয়। কোনো বাক্যে নির্দেশক না থাকলে বিশেষ্যের আগে বিশেষণের ব্যবহারই হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। উদাহরণস্বরূপ–

এউগা...বিলাই গেলো গা।

উইয়ে...মানু হে কুনো সুময়...কাম করতো না।

উল্লেখিত বাক্য দুটির মধ্যে প্রথম বাক্যে 'এউগা'র পর 'কালা, সুন্দর, মোটা' ইত্যাদি রূপমূল ব্যবহৃত হতে পারে। দ্বিতীয় বাক্যে 'উইয়ে'র পরে 'ভালো, সৎ' ইত্যাদি 'সুময়ে'র পর 'খারাপ, মন্দ' ইত্যাদি রূপমূল ব্যবহৃত হতে পারে।

ঘ. অব্যয়মূলক রূপমূল

বিশেষণের পূর্বে গুণ সম্পর্কমূলক অব্যয়সূচক রূপমূল 'হুমানে (অনেক), চাইতে (চেয়ে)' ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের অর্থের সম্প্রসারণ ঘটায়। যেমন:

পুষ্কুনিত হুমানে মাছ (পুকুরে অনেক মাছ)

এখানে 'হুমানে' ব্যবহৃত হয়ে পুকুরের মাছের পরিমাণ বোঝাচ্ছে।

মেলাত ম্যালা মানু আইছে। (মেলায় অনেক মানুষ এসেছে)

এখানে 'ম্যালা' ব্যবহৃত হয়ে মেলায় মানুষের আধিক্য বোঝাচ্ছে।

তুই হ্যার চাইতে বালা (তুই তার থেকে ভাল)

এখানে 'চাইতে' রূপ ব্যবহৃত হয়ে দুজন মানুষের মধ্যে তুলনা বুঝানো হয়েছে।

৫.২.৪ চতুর্থ শ্রেণির রূপমূল ক্রিয়া বিশেষণ

ক. সম্প্রসারিত রূপ বৈশিষ্ট্য

মুক্তরূপমূল যখন বিভিন্ন বদ্ধরূপমূল সংযোগের মাধ্যমে বৃহত্তর রূপ পরিগ্রহ করে তখন এসব রূপমূলের ধ্বণি ও অর্থগত ভূমিকা বদলে যায়। ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় -এ, -ত, -আয় প্রত্যয়যোগে ক্রিয়া বিশেষণ গঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এ-যোগে গঠিত ক্রিয়া বিশেষণ

রূপমূল	প্রত্যয়	ক্রিয়া বিশেষণ	বাক্য
উপর	-এ	উপরে	তুমি উপরে ওঠো
নিচ	-এ	নিচে	তুই নিচে নাইম্যা আয়
আনন্দ	-এ	আনন্দে	আনন্দে হুমানে আসতাছে
গণ্ডগোল	-এ	গণ্ডগোলে	গণ্ডগোলের সময় পলায় আছিলো
শুক (সুখ)	-এ	শুকে (সুখে)	কত শুকে আছি দেহ না

-ত প্রত্যয়যোগে

নামা (নিচ)	-ত	নামাত (নিচে)	বইগুলান নামাত রাখ

-আয় প্রত্যয়যোগে

টনটন	-আয়	টনটনায়	আঙুল টনটনাইতাছে

উদাহরণে ক্রিয়া বিশেষণ গঠিত হবার সময় বদ্ধরূপমূল '-এ', '-ত', '-আয়' প্রত্যয় যোগে ক্রিয়া বিশেষণ গঠিত হয়েছে এবং রূপমূলে অর্থগত পরিবর্তন ঘটেছে। উপরে, নিচে, আনন্দে, গণ্ডগোলের, শুকে, নামাত, টনটনায় রূপমূল দ্বারা 'অবস্থা'গত দিক বোঝাচ্ছে। নিচে নেমে আসা, আনন্দে থাকা, গণ্ডগোলের অবস্থা, সুখে থাকার অবস্থা, ব্যথার অনুভূতি ইত্যাদি।

খ. সাধিত রূপ বৈশিষ্ট্য

বাংলা ক্রিয়াবিশেষণের ক্ষেত্রে অনেক সময় রূপমূলের সঙ্গে অন্য একটি মুক্ত বা বদ্ধ রূপমূলযোগে এই শ্রেণির রূপমূল গঠনের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। যেমন–হুনামাত্র, চিনামাত্র, নাছতে নাছতে, গানের লগে ইত্যাদি।

রূপমূল	মুক্ত/বদ্ধরূপমূল	ক্রিয়া বিশেষণ
হোনা (শোনা)	লগে/মাত্র	হোনার লগে/ হোনামাত্র
কওন (বলা)	লগে লগে	কওনের লগে লগে
কাশ (কাশি)	-তে	কাশতে কাশতে

গ. স্বরভঙ্গি

প্রমিত বাংলার ন্যায় ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায়ও ক্রিয়া বিশেষণের কোনো স্বতন্ত্র স্বরভঙ্গি নেই।

ঘ. রূপমূলের অবস্থান

প্রমিত ভাষার ন্যায় এ অঞ্চলের ভাষায়ও ক্রিয়াবিশেষণের অবস্থানগত বৈচিত্র্য বিদ্যমান। বাক্যে এ শ্রেণির রূপমূল একস্থান হতে অন্যস্থানে স্থানান্তর করা যায়। যেমন–

Dhaka University Institutional Repository

১. ক. বিরের লাগি গারিত উটতে পারি নাই (ভিড়ের জন্য গাড়িতে উঠতে পারিনি)।

খ. গারিত উটতে পারি নাই বিরের লাগি (গাড়িতে উঠতে পারিনি ভিড়ের জন্য)।

গ. যেশুমকা গারিত উটমু হেশুমকা খুব বির (যখন গাড়িতে উঠব তখন খুব ভিড়)।

রূপমূল স্বতন্ত্রভাবে যে অর্থ প্রকাশ করে এবং বৃহত্তর গঠনে সংবদ্ধ হওয়ার পর যে অর্থ প্রকাশ করে তখন তার অর্থের পরিসীমা বর্ধিত হয়। অর্থাৎ অর্থ ও ধ্বনিগত পরিবেশের দিক দিয়ে রূপমূলের ভূমিকা পরিবর্তিত হয়।

এখন রূপমূলের গঠনগত দিক সম্পর্কে যে ইঙ্গিত করা হয়েছে তা আলোচনা করা হল।

২. ক. পাগল মাইয়া
মামুর বাইত

খ. জাগা-জমির কতা
মাইয়াটা গুমাইছে

গ. হাছা কতা (সত্য কথা বল)
হুশ কইরা থাকিছ (সাবধানে থাকিস)

ঘ. হাগ আর বাত
বাটি আর মাছ

'বাক্যতত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উপরোক্ত রূপমূলগুলো হচ্ছে মৌল গঠনমূলক রূপমূল। বৃহৎ ভাষাতাত্ত্বিক গঠনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত শ্রেণির রূপমূলের সাহায্যেই ক্রিয়াশীল হওয়া সম্ভব।

ক. এ শ্রেণির রূপমূলগুলো গঠনগত দিকের বৈশিষ্ট্যের রূপান্তর। এ শ্রেণির উদাহরণে দুটি করে শব্দজোড় বিদ্যমান, প্রথমটি শীর্ষ (head), যথা–মাইয়া, বাইত, দ্বিতীয়টি রূপান্তর (modified), যথা– পাগলা, মামুর।

খ. দ্বিতীয় শ্রেণির উদাহরণে বিধেয়গত গঠনরূপ নির্দেশিত। দুটি শব্দ জোড়ের মধ্যে প্রথমটি উদ্দেশ্য, যথা– জাগা-জমি, মাইয়াটা এবং দ্বিতীয়টি বিধেয়, যেমন–কতা, গুমাইছে।

গ. গঠনগত পূরকতা লক্ষণীয় তৃতীয় শাখায়। এখানেও রূপমূল সংযুক্তির ক্ষেত্রে দুটি অংশ বিদ্যমান। প্রথমাংশে ক্রিয়াগত উপাদান, ক (বল), থাকিছ, দ্বিতীয়াংশে পূরক হাছা কতা, হুশ কইরা

ঘ. চতুর্থ শাখায় রূপমূলগুলোর মধ্যে একই ধরনের ব্যাকরণগত উপাদান আছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেগুলো অব্যয়মূলক রূপমূল দ্বারা সংযুক্ত হতে পারে বা নাও হতে পারে। এ ক্ষেত্রে বাক্যে গঠনগত ঐক্যগত দিক বিদ্যমান। যেমন–হাগ, বাত, বাটি, মাছ। এ দু' শ্রেণির রূপমূল সংযুক্ত হয়েছে 'আর' অব্যয় দ্বারা।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩ অব্যবহিত উপাদান গঠন (Immediate Constitution Structure)

সাংগঠনিক পদ্ধতি অনুযায়ী বাক্য বিশ্লেষণের জন্য 'অব্যবহিত উপাদান' পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। বাক্য সংগঠনের যেসব উপাদান অব্যবহিতরূপে একত্রিত হয়ে বৃহত্তর অর্থপূর্ণ একক গঠন করে সেসব উপাদানই হল অব্যবহিত উপাদান। এ উপাদান হচ্ছে দুটো বা তার বেশি উপাদান যা থেকে প্রত্যক্ষভাবে কোন গঠন নির্মাণ সম্ভব। বাক্যের গঠন বিভিন্ন উপস্তরে ভেঙে, ব্যাকরণগতভাবে প্রাসঙ্গিক দিকগুলোর ব্যাখ্যা দেওয়া হয় অব্যবহিত উপাদান গঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

বাক্য সংগঠন বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া হল :

১. অব্যবহিত উপাদান
২. অব্যবহিত গঠনসমূহের ক্রমস্তর বের করা
৩. অব্যবহিত উপাদানগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ
৪. অব্যবহিত উপাদানের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ অতিরিক্ত সম্পর্কসমূহ বর্ণনা করা

উদাহরণস্বরূপ :

পোলাডা বাজানরে একটা তফন দিছে। (ছেলেটা বাবাকে একটা লুঙ্গি দিয়েছে।)

পোলা (বিশেষ্য) ডা (বিশেষ্য উত্তর পদ) বাজান (বিশেষ্য) রে (বিশেষ্য উত্তর পদ) একটা (বিশেষ্য পূর্বপদ) তফন (বিশেষ্য) দিছে (ক্রিয়া)।

গঠনগত দিক থেকে বাক্য বিশ্লেষণ

বাক্যটিকে তিনটি স্তরে বিশ্লেষণ করা যায় :

(পোলাডা বাজানরে) (একটা তফন দিছে)

১. {(পোলাডা বাজানরে) (একটা তফন দিছে)}
২. [{(পোলাডা) (বাজানরে)} {(একটা তফন) (দিছে)}]
৩. [{(পোলা) (ডা)} {(বাজান (রে)} {(একটা) (তফন)} {(দিছে)}]

বাক্য বিবা বি-বি | বিউপ-বিউপ বিবা | বিবা বিউপ বিবা | বিবা বিপূপ-বিপূপ | বি-বি বিবা | ক্রিবা ক্রি-ক্রি ক্রিবা বাক্য।

প্রথম স্তরে বাক্যটিকে দুটি অব্যবহিত উপাদানে ভাঙা হয়েছে।

[বিবা : বিশেষ্য বাক্যাংশ, বি: বিশেষ্য, বিপূপ : বিশেষ্য-পূর্ব পদ,
বিউপ : বিশেষ্য উত্তর পদ, ক্রিবা : ক্রিয়া বাক্যাংশ, ক্রি : ক্রিয়া]

প্রথম স্তরে বাক্যটিকে দুটি অব্যবহিত উপাদানে ভাঙা হয়েছে 'পোলাডা বাজানরে' উদ্দেশ্যের অব্যবহিত উপাদান এবং 'একটা তফন দিছে' বিধেয়-এর অব্যবহিত উপাদান। উপাদান দুটি প্রত্যক্ষভাবে বাক্য গঠনে অংশগ্রহণ করেছে। দ্বিতীয় স্তরে অব্যবহিত উপাদান দ্বয়ের প্রত্যেকটিকে আবার দুটি করে বাক্যাংশে বিভক্ত করা হয়েছে। এই প্রত্যেক বাক্যাংশযুগল অব্যবহিতরূপে একত্রিত হয়ে গঠন করেছে প্রথম স্তরের

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিটি উপাদান। তৃতীয় স্তরের উপাদানের বিশ্লেষণ ক্ষুদ্রতম গঠন, শব্দ এমনকি রূপমূলের সীমানা পর্যন্ত গিয়েছে। ক্ষুদ্রতম পর্যায়ে বিশ্লেষিত উপাদান–শব্দ ও রূপমূলসমূহ পরস্পর সম্পৃক্ত হয়ে গঠন করেছে দ্বিতীয়স্তরের উপাদানসমূহ। আবার দ্বিতীয়স্তরের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে প্রথমস্তরের উপাদানদ্বয়। উক্ত উপাদান দুটিই আলোচ্য পূর্ণাঙ্গ বাক্যের রূপ নির্মাণ করেছে। বাক্যটি বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, ভাষাতাত্ত্বিক ক্ষুদ্রতম গঠন, পারস্পরিক সম্পর্কে বিন্যস্ত হয়ে ক্ষুদ্রতম উপাদান থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে বৃহত্তর উপাদান গঠন করে। শব্দ বা রূপমূল সমন্বয়ে বাক্যাংশ, বাক্যাংশ থেকে বাক্য এভাবেই ক্রিয়াশীল থাকে অব্যবহিত উপাদান প্রক্রিয়া। এ কারণেই বাক্য-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অব্যবহিত উপাদান গুরুত্বপূর্ণ। এ পদ্ধতিতেই বাক্যের বিভিন্ন গঠন অব্যবহিতরূপে ভাগ করে দেখানো যায়। অব্যবহিত উপাদানের সাহায্যে বাক্য বিশ্লেষণ দুটো বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে।

প্রথমত, জটিলতর গঠনরূপের ক্ষেত্রে বাক্যের বিভিন্ন উপাদানগত সম্পর্ক রেখাচিত্রের সাহায্যে স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, বাক্যের মধ্যে রূপমূলের পারস্পরিক ঐক্যগতদিক লক্ষ্য করে বিশ্লেষণ করা উচিত। যেমন–

১. আমগোর মায় রইদে বইয়া সাদিরে বাত খাওয়াইতাছে।
(আমাদের মা রোদে বসে সাদিকে ভাত খাওয়াচ্ছে।)
আমাগোর | মায় | রইদে বইয়া | সাদিকে | বাত | খাওয়াইতাছে |
| আমগোর মায় | রইদে বইয়া | সাদিরে বাত খাওয়াইতাছে |
| আমগোর মায় রইদে বইয়া | সাদিরে বাত খাওয়াইতাছে |
মায় রইদে বইয়া | সাদিরে বাত খাওয়াইতাছে |
আমগোর মায় | সাদিরে বাত খাওয়াইতাছে |
আমগোর মায় | রইদে বইয়া
মায় রইদে বইয়া
আমগোর মায় রইদে বইয়া সাদিরে ভাত খাওয়াইতাছে |

২. মাছ লইয়া মাছওয়ালা হেমুরা যাইতাছে।
মাছয়ালা মাছ লইয়া হেমুরা যাইতাছে।

১ নম্বর বাক্যে প্রমিত রীতির জটিল বাক্যের গঠনের ন্যায় ডেমরার ভাষায় জটিল বাক্যের গঠনরূপের উপাদানগত সম্পর্ক নির্দেশ করা হয়েছে।

২ নম্বর বাক্যে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে 'মাছ লইয়া' এবং 'মাছয়ালা' রূপমূলের পরম্পরা। এই উপাদানগত বিন্যাস রদবদল করেও বাক্যের অর্থের কোন পরিবর্তন হয়নি।

অব্যবহিত উপাদান প্রক্রিয়ায় প্রত্যেকটি বাক্যকে প্রথমে প্রধান বা বৃহত্তর অংশে উদ্দেশ্য ও বিধেয় উপাদানে ভেঙে নেয়া হয়। এরপর এই গঠনগত অব্যবহিত উপাদান আবার বিভিন্ন উপস্তরে ভাগ করে

Dhaka University Institutional Repository

প্রান্তীয় বা শেষ গঠনগত না পৌছানো পর্যন্ত বাক্যের বিভিন্ন গঠনের অংশকে অব্যবহিত উপাদানে বিভক্ত করা হয়। তারপর ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্রতর অংশে ভাঙতে ভাঙতে প্রান্তিক উপাদানে পৌছানো যায়।

৫.৪ কর্তনরীতি

ভাষাতাত্ত্বিকরা বাক্যের বিভিন্ন গঠন অব্যবহিত উপাদান প্রক্রিয়ায় বাক্য বিভক্তিকরণের জন্য অনুধাবনযোগ্য যুক্তিযুক্ত উপাদানরীতিকে 'কর্তনরীতি' বলেছেন। অব্যবহিত উপাদানের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তনরীতি নির্ভর করে প্রধানত দুটি বিষয়ের উপর। প্রথমত, রূপমূলের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের উক্ত প্রক্রিয়ায় বাক্যকর্তনে সঙ্গতি রক্ষার তাগিদে রূপমূলগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক এবং সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নিকটতম সম্পর্ক লক্ষ্য করা অবশ্যই প্রয়োজন। তা না হলে বাক্যকর্তনে বিভ্রান্তির আশঙ্কা থাকার ফলে বিভিন্ন বাক্যের গঠনগত সাদৃশ্য আত্মগোপন করে থাকতে পারে। কেননা, বাক্য কর্তনরীতিই ভাষারূপের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে থাকে।

ডেমরা অঞ্চলের শ্রমিকশ্রেণির ভাষার বাক্যসমূহের গঠনরূপ বিশ্লেষণে যেমন কর্তনরীতি প্রয়োগ করা যায়, তার মধ্যে সবচেয়ে সহজবোধ্য রীতি হচ্ছে বৃক্ষরীতি। যেমন :

ক. বৃক্ষরীতি

১. হেই বারির ছেরায় ছাদো ম্যালা মুরগি পালে।

(ঐ বাড়ির ছেলেটা ছাগে অনেক মুরগি পালে।)

২. হাউত পারার কাউয়ার মা পোশশুদিন বিশ খাইয়া মইরা গ্যাছে।

[সাউত (হাউত) পাড়ার কাউয়ার মা পরশুদিন বিষ খেয়ে মারা গেছে।]

খ. চিত্ররীতি

১ ও ২ নম্বর বাক্য একটি চিত্ররীতির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা যায় :

হেই	বাড়ির	ছেরায়	ছাদো	ম্যালা	মুরগি	পালে

হাউত	পারার	কাউয়ার	মা	পোশশু | দিন	বিষ | খাইয়া	মইরা | গেছে

Dhaka University Institutional Repository

অব্যবহিত উপাদানের এ রীতি/নকশা নেলসন ফ্রান্সিস 'চীনা বাক্স' বলে অভিহিত করেছেন। বাক্যের মধ্যকার গঠনের প্রতীক বাক্যের গঠন চিহ্নিত করে।

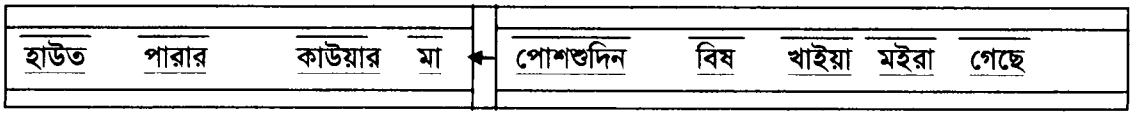

বিধেয়ের গঠন (উদ্দেশ্য) সর্বদা বিধেয়ের দিকে মুখ করে থাকে।

চীনা বাক্সের সাহায্যে জটিল বাক্যের কর্তনরীতি চিহ্নিত করা খুবই কঠিন। বিভিন্ন গঠনের পারস্পরিক স্থাপন বা অন্তর্ভুক্তি এই রীতি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে।

৫.৫ বাক্যের প্রকার

৫.৫.১ সরল বাক্য

ডেমরার শ্রমিকদের কথোপকথনের সময় ছোট ছোট সরল বাক্যের প্রচলন খুব বেশি দেখা যায়। বাক্য গঠনে SOV পদ্ধতিতে বাক্য গঠিত হয়। তবে প্রচলিত বাক্যে অনেক সময় কর্তা, কর্ম, ও ক্রিয়ার অবস্থান পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ বাক্যের রূপমূলগুলোর পারস্পরিক প্রতিস্থাপন সম্ভব। বাক্যে ব্যবহৃত কর্তা বা কর্ম আগে বা পরে ব্যবহৃত হতে পারে। এই স্থান পরিবর্তনের কারণে সাধারণত বাক্যের অর্থের পরিবর্তন ঘটে না। যেমন–

কর্তা	**কর্ম**	**ক্রিয়া**	**কর্ম**	**ক্রিয়া**	**কর্তা**
বাজান	বাজারো	গ্যাছে	বাজরো	গ্যাছে	বাজান
			কর্ম	**কর্তা**	**ক্রিয়া**
হেই	বাত	খাইবো	বাত	হেই	খাইবো
			কর্তা	**ক্রিয়া**	**কর্ম**
আহ বোইন	বেরাইবার	যাই	আহ বোইন	যাই	বেরাইবার

উল্লেখিত উদাহরণে কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়ার স্থান পরিবর্তন সত্ত্বেও বাক্যের অর্থের কোন পরিবর্তন হয়নি। ভাষাতত্ত্বে বাক্যের এ ধরনের পরিবর্তনের রীতিকে আরোহণ সূত্র বলে। এরকম সরল বাক্য ডেমরার আঞ্চলিক কথ্যভাষায় বহুল প্রচলিত।

৫.৫.২ প্রশ্নবোধক বাক্য

ডেমরার শ্রমিক শ্রেণির ভাষার বাক্য SOV পদ্ধতিতে গঠিত। ক্রিয়া বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়, তার পূর্বে বিশেষ্য বসে। আবার কখনও কখনও প্রশ্নবোধক বাক্যে ক্রিয়া নির্দেশক শব্দের আগে ও শেষে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন–

Dhaka University Institutional Repository

১. কাম করছো নি মিয়া? কাজ করছো নাকি মিয়া?

২. কিরে মেইলো গেছিলি? কিরে মিলে গিয়েছিলি?

৩. ক্যামনে যাবি? কেমন করে যাবি?

১ নম্বর উদাহরণে বক্তা বাক্যের শেষে সম্বোধনমূলক রূপমূল 'মিয়া' ব্যবহার করেছেন এবং তার নির্দেশিত কাজ সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন।

২ নম্বর বাক্যে 'কিরে' সম্বোধন করে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে।

৩ নম্বর বাক্যে 'ক্যামনে' প্রথমেই ব্যবহার করে কিভাবে যাবে সেই বিষয়টির উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

৫.৫.৩ শর্তমূলক বাক্য

বই পড়লে লেবেনচুস দিমু। (বই পড়লে লজেন্স দেবো।)

উদাহরণের বাক্য দ্বারা শর্ত বোঝানো হয়েছে। শর্তমূলক বাক্যে ক্রিয়া মাঝখানে বসে থাকে। এ ধরনের শর্তমূলক বাক্যের বহুল ব্যবহার দেখা যায় ডেমরার শ্রমিক শ্রেণির ভাষা এবং স্থানীয় ভাষায়ও।

৫.৫.৪ ধনাত্মক বাক্য

ধনাত্মক বাক্য ক্রিয়া বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন : হ আমি করছি। (হ্যাঁ আমি করেছি) অনেক সময় বক্তা শুধু একটি রূপমূল উচ্চারণ করে তা বাক্যরূপে ব্যবহার করেন। এ ক্ষেত্রে শুধু প্রশ্নের পর উত্তর দেবার প্রক্রিয়ার মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। যেমন–

তুই খাইছত? –খাইছি।

উপরের উদাহরণ শুধু প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রক্রিয়ার একটি রূপমূলই 'খাইছি' বাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

৫.৫.৫ না-বোধক বাক্য

প্রমিত বাংলার ঋণাত্মক বাক্যে না সাধারণত বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়। এই ব্যবহারের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায়। এখানে না-বোধক বাক্যের ক্ষেত্রে 'না' বাক্যের প্রথমে, মাঝে ও শেষে ব্যবহৃত হয়। বক্তা শ্রোতার কোন উক্তিতে বিরক্ত বা উত্তেজিত হলে বাক্যের প্রথমে বা মাঝে ও শেষে 'না' ব্যবহৃত হয়। বাক্যের প্রথমে 'না' ব্যবহৃত হলে তার পরবর্তী ক্রিয়াবাচক রূপমূলের পর 'না' ব্যবহৃত হয় এবং বাক্যের প্রথমে ক্রিয়াবাচক রূপমূল ব্যবহৃত হলে পরবর্তী রূপমূল ঋণাত্মক হয়ে থাকে। যেমন–

১. ক. না করতাম না।

খ. না করতারতাম না।

গ. কইলাম না যামু না।

এখানে ১ সংখ্যা ক ও খ উদাহরণে 'না' বাক্যের প্রথমে ও ১.গ উদাহরণ বাক্যের মধ্যে 'না' যেভাবে ব্যবহৃত হয় তা দেখানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২. ক. আমি যামু না। (আমি যাবো না)

খ. আমি খামু না। (আমি খাবো না)

গ. কইলাম না খামু না। (বললাম না খাবো না)

প্রমিত বাংলার ন্যায় ২ নম্বর উদাহরণে ক ও খ ঋণাত্মক বাক্যে 'না' বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়েছে। গ-এর উদাহরণে 'না' দুবার ব্যবহৃত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বক্তা শ্রোতার কোন উক্তিতে উত্তেজিত হয়েছেন। ফলে উক্ত ঋণাত্মক বাক্য প্রয়োগ করেছেন।

৫.৫.৬ যৌগিক বাক্য

ডেমরার শ্রমিকশ্রেণির ভাষায় যৌগিক বাক্যের তেমন প্রচলন নেই। মাঝে মাঝে তারা ছোট ছোট সরল বাক্যের সঙ্গে সংযোজক অব্যয় যোগ করে যৌগিক বাক্যে কথা বলে। যেমন–

'বাইয়ে মায়েরে কাফর দিছে আলা উয়ে খুশি অইছে।' এই বাক্যে 'আলা' সংযোজক অব্যয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

বাক্যাংশ গঠন সূত্র : বাক্য→ বাক্য (সংযোজক অব্যয়+বাক্য)

অর্থাৎ, একটি বাক্য একক বাক্য হিসেবে থাকতে পারে, অথবা একাধিক বাক্য মিলে একটি যৌগিক-বাক্য তৈরি হতে পারে যেগুলো সংযোজক অব্যয় দ্বারা পরপর সংবদ্ধ হবে। জটিল বাক্যের গঠন নিচের বৃক্ষচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল :

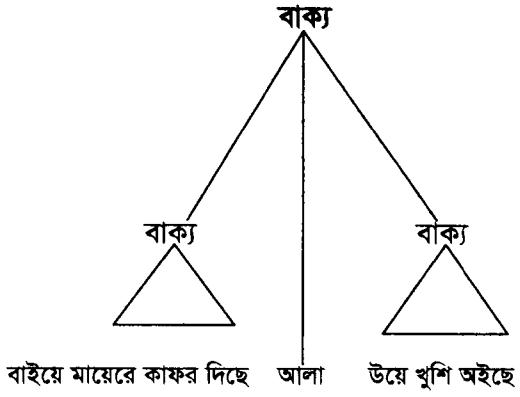

৫.৬ ক্রিয়ার ভাব (Mood)

ক্রিয়ার ভাব হল ক্রিয়া প্রকাশের রীতি। মনের ভাব বিভিন্নভাবে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে ক্রিয়া বাক্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ লাভ করে। ডেমরার শ্রমিক শ্রেণির ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের বাক্যে ক্রিয়ার ভাব দেখানো যায়।

ক. নির্দেশক ভাব –হে বাত খায়।

খ. প্রশ্নবোধক –তুই বাইত যাছ নাই?

গ. অনুরোধ –তুমি করবা।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ.	আদেশ	–হেই করুক।
ঙ.	উপদেশাত্মক	–বালা কইরা পর।
চ.	সম্ভাবনা	–বালা কইরা কতা কইতো তাইলে কামটা পাইতো।
ছ.	উদ্দেশ্য	–বালা কইরা পরলে পাশ দিবি।
জ.	রাগ বুঝাতে	–খাইলে খা। যাইলে যা।

ক নম্বর উদাহরণে বাক্য SOV পদ্ধতিতে গঠিত। এখানে সাধারণভাবে বাক্য প্রকাশ পেয়েছে। ক্রিয়া দ্বারা কাজের নির্দেশ বোঝানো হয়েছে।

খ নম্বর উদাহরণে প্রশ্নবোধক বাক্যে ক্রিয়া নির্দেশক 'নাই' বাক্যের শেষে ক্রিয়ার পরে ব্যবহৃত হয়েছে।

গ নম্বর উদাহরণে 'কর' ধাতুর সঙ্গে 'বা' যুক্ত করে 'করবা' রূপমূল প্রয়োগের মাধ্যমে অনুরোধসূচক অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছে।

ঘ নম্বর উদাহরণে 'করুক' ক্রিয়াপদের শেষে 'ক' এর উপর শ্বাঘাঘাত পড়ায় বাক্যটি দ্বারা বক্তার আদেশ করা বোঝানো হয়েছে।

ঙ নম্বর উদাহরণে বক্তা শ্রোতাকে ভাল করে পড়ার জন্য উপদেশ দেয়া বোঝাচ্ছে।

চ নম্বর উদাহরণে বক্তার সংশয় ভাব প্রকাশ পাচ্ছে।

ছ নম্বর উদাহরণে বক্তার উদ্দেশ্য প্রকাশে দুটো ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে বাক্যে। 'ভাল করে পড়া' এবং 'পরীক্ষায় পাশ করা' দুটো জিনিস প্রাধান্য পেয়েছে। 'পরীক্ষায় পাশ করা' লক্ষ্য এবং সেই উদ্দেশ্যে ভাল করে পড়ায় কথা বলা হয়েছে এবং একটি বাক্যে দুটি ক্রিয়া যুক্ত হয়েছে।

জ নম্বর বাক্যে বক্তার রাগ অভিব্যক্তি প্রকাশে বাক্যে দুটো ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। খাইলে খা। খাইলে যা। এখানে 'লে' যুক্ত ক্রিয়াপদের সঙ্গে 'খা', 'যা' ইত্যাদি সহায়ক ক্রিয়া যুক্ত হয়ে যৌগিক ক্রিয়াপদ তৈরি হয়েছে।

৫.৭ স্বরতরঙ্গ (Intonation)

প্রতিটি ভাষায় বাক্যে যে শব্দ সংযোজিত হয় তার সঙ্গে অতিরিক্ত একটা সুর যুক্ত থাকে। স্বরতন্ত্রীর কম্পনের দ্রুততার উপরেই সুরের পার্থক্য নির্ভর করে। শব্দের মধ্যে সুরের ওঠানামাকে সুরাঘাত বলে। সুর সম্বলিত শব্দ বাক্যে প্রযুক্ত হয়ে স্বরতরঙ্গের সৃষ্টি করে। ডেমরার প্রচলিত ভাষায় স্বরতরঙ্গের প্রভাব খুব বেশি। এ স্থানের মানুষ উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে। তবে এই সুরাঘাতের কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। বাক্যে স্বরতরঙ্গের পার্থক্যের জন্য অর্থের পার্থক্য ঘটে থাকে। ভাষাতাত্ত্বিক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদের মতে "স্বরতরঙ্গ হচ্ছে ভাষার উচ্চারণ প্রকৃতির স্বর। কথা বলার সময় স্বরতরঙ্গ লক্ষ্য করার বিশেষ দিক হল অক্ষরের মধ্যে গতির পরিবর্তন এবং কণ্ঠস্বরের উত্থান ও পতন"। *(আধুনিক ভাষাতত্ত্ব-১৯৯৭-২৩৫পৃ.)*

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা বাক্যের স্বরতরঙ্গের প্রকারভেদ প্রথম সূত্রবঙ্গ করেন চার্লস এ ফার্গুসন ও অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী। ভ্যানিয়েল জোনস কর্তৃক প্রদর্শিত স্বরতরঙ্গের রেখা চিহ্নের মাধ্যমে বাংলায় তিন প্রকার স্বরতরঙ্গের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন–

১. উর্ধ্ব থেকে নিম্নগামী বা অবরোহী

২. নিম্ন থেকে উর্ধ্বগামী বা আরোহী

৩. সমান্তরাল

স্বরতরঙ্গ বিচারের সময় সুরের ওঠানামার সাধারণ, উঁচু ও নিচু এই তিনটি মাত্রাভেদকে অধ্যাপক জোন্‌স নিম্নলিখিত স্তরে প্রদর্শন করেছেন।

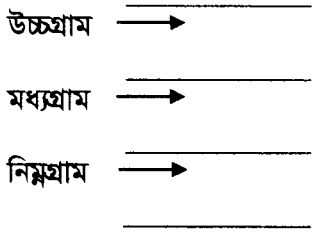

বিভিন্ন শ্রেণির বাক্যের সাহায্যে ডেমরার ভাষার সুরতরঙ্গের রেখাচিত্র নিচে দেখানো হল :

ক. সাধারণ বিবৃতিমূলক বাক্য (Assertive Sentence) : অবরোহী স্বরতরঙ্গ

বিবৃতিমূলক বাক্যে কোন বিশেষ শব্দের উপর জোর না দিয়ে অত্যন্ত সহজভাবে বলা হয়। বাক্যের শুরুর দিকে গলার স্বর উচ্চগ্রামে থাকে এবং ক্রমশ নিচে নেমে আসে বাক্যের শেষের দিকে। এ ক্ষেত্রে স্বরতরঙ্গ উর্ধ্ব থেকে নিম্নগামী হয়।

যেমন : হ্যায় কয় । (সে বলে)

আমি খাইতাম না। (আমি খাব না)

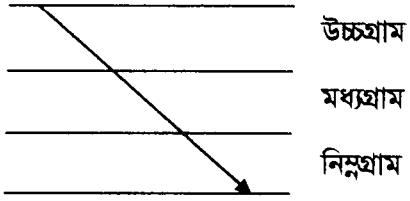

চিত্র : বিবৃতিমূলক বাক্যের সুরতরঙ্গ

Dhaka University Institutional Repository

খ. প্রশ্নবোধক বাক্য (Interrogative Sentence) :

প্রশ্নবোধক বাক্যে স্বরের ওঠানামা আছে। ধ্বনাত্মক বাক্য, সংশয়মূলক বাক্য ঋণাত্মক বাক্যে যে সুর থাকে প্রশ্নবোধক বাক্যে সে সুর থাকে না। ডেমরার প্রচলিত ভাষায় প্রশ্নবোধক বাক্য দু' ধরনের দেখতে পাওয়া যায়। যথা–

১. এক ধরনের প্রশ্নে শুধুমাত্র উত্তরদাতার কাছ থেকে হ্যাঁ বা 'না' উত্তর অথবা একটি 'শব্দের' মাধ্যমে উত্তর জানতে চাওয়া হয়।
২. প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতার কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য জানতে চাওয়া হয়।
এই দুই ধরনের প্রশ্নবোধক বাক্যে সুরতরঙ্গ দু' রকমের হয়।

প্রথম শ্রেণির স্বরতরঙ্গ নিম্ন থেকে উর্ধ্বগামী হয়।

যেমন : ক্যামনে যাবি? (কিভাবে যাবি?)

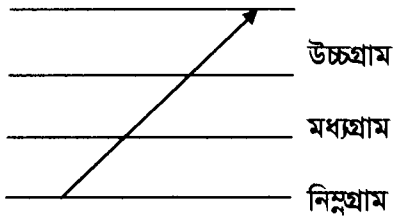

চিত্র : প্রশ্নবোধক বাক্যের স্বরতরঙ্গ

কখনো কখনো দেখা যায়, ক্রিয়ার উপর কম জোর দিয়ে কর্তার উপর বেশি জোর দিয়ে প্রশ্ন করা হয়। এ ধরনের বাক্যে স্বরতরঙ্গ প্রথমে উচ্চগ্রাম থাকে, পরে নিচে নেমে যায় এবং শেষে পুনরায় একটু উপরে উঠে যায়। যেমন–

সাদী কি খায়?

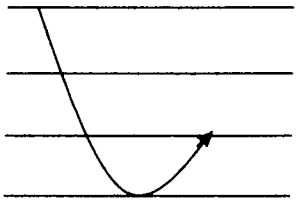

চিত্র : প্রশ্নবোধক বাক্যের স্বরতরঙ্গ

এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' বা 'না' অথবা একটি শব্দে দেয়া হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণির প্রশ্নে স্বরতরঙ্গ সাধারণ বিবৃতিমূলক বাক্যের মতই কিছুটা নিম্ন থেকে উচ্চ উঠে আবার উচ্চ থেকে নিম্নগামী হয়।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন–কি কইতে চাও কও? (কি বলতে চাও বল?)

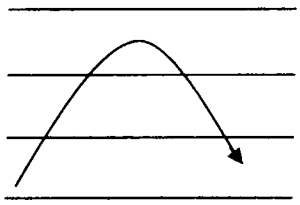

চিত্র : প্রশ্নবোধক বাক্যের স্বরতরঙ্গ

এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর এক শব্দে দেয়া যায় না উত্তরদাতার কাছ থেকে বিস্তারিত জানতে চাওয়া হয়।

ডেমরার প্রচলিত ভাষায় অনেক সময় এমন কিছু প্রশ্নবোধক বাক্যের প্রয়োগ দেখা যায় যার কোন উত্তর প্রত্যাশা করা হয় না। প্রশ্নকর্তাই সব জানে এমন ভাব প্রকাশিত হয়।

তুচ্ছার্থে নেতিবাচক কিছু বোঝাতে 'কি' শব্দ প্রয়োগ করা হয়। এ ক্ষেত্রে সুরতরঙ্গ উচ্চ থেকে নিম্নগামী হয়।

যেমন : উইয়ে কি কইবো? (সে কি বলবে?)

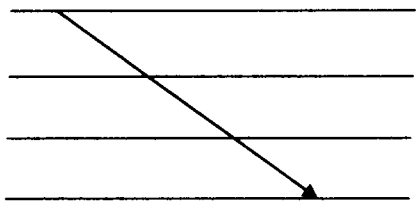

চিত্র : তুচ্ছার্থে নেতিবাচক প্রশ্নবোধক বাক্যের স্বরতরঙ্গ

গ. সংশয়মূলক বাক্য

মনের ভেতর কোন বিষয়ে সংশয় বা দ্বিধা নিয়ে বক্তা যখন বাক্য প্রয়োগ করে তখন সেই বাক্যে কোন স্বরতরঙ্গ ওঠা নামা করে না সাধারণত একই রকম থাকে। যেমন: রহিমে গাইতে জানে। (রহিমে গান জানে)

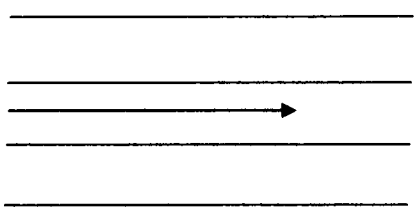

চিত্র : সংশয়মূলক বাক্যের ধ্বনিতরঙ্গ

Dhaka University Institutional Repository

নির্দেশমূলক বাক্য (Imperative Sentence)

ডেমরার প্রচলিত ভাষায় আদেশ, নির্দেশ ও অনুরোধসূচক বাক্যের সুরতরঙ্গ উচ্চ থেকে নিম্নগামী হয়, আবার কখনো নিম্ন থেকে উপরে উঠতে দেখা যায়। যেমন–

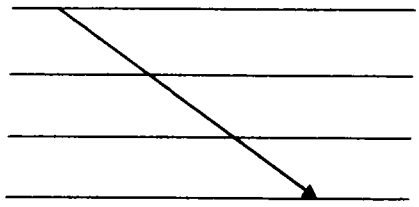

১. আয়েন তো, খাইয়া লন।

(আসেন তো, খেয়ে নেন)

চিত্র : অনুরোধসূচক বাক্যের স্বরতরঙ্গ

২. যাইতে কইছি, যা ।

(যেতে বলছি, যা)

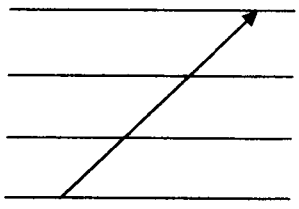

চিত্র : আদেশমূলক বাক্যের স্বরতরঙ্গ

৩. আহ, পরতে বও।

(আস, পড়তে বস)

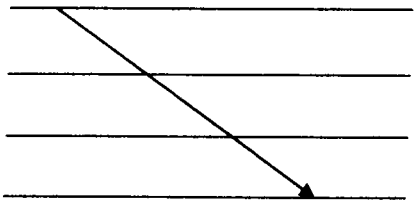

চিত্র : নির্দেশসূচক বাক্যের স্বরতরঙ্গ

৫.৮ বহিরাগত ভাষার সংমিশ্রন

জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে মানুষ স্থানীয়দের পাশাপাশি ঢাকায় বসতি স্থাপন করছে। ঢাকার ডেমরা অঞ্চলে বরিশাল, কুমিল্লা, চাঁদপুর, নোয়াখালী, রংপুর আরো বিভিন্ন জেলার মানুষ বসবাস করে আসছে। যেকোনো ভাষার বক্তাই তার প্রয়োজনে কথোপকথনে তার নিজস্ব ভাষার রূপমূল

Dhaka University Institutional Repository

এবং স্থানীয় ভাষার রূপমূলের সংমিশ্রনে বাক্যালাপ করে থাকে। ডেমরার থানার সারুলিয়া, ডেমরাঘাট এলাকায় বহিরাগত ভাষার সংমিশ্রনে বাক্যে ব্যবহৃত শেষ রূপমূলে অতিরিক্ত একটি টান পরিলক্ষিত হয়, যেটি স্থানীয় ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রতীয়মান। যেমন–

১. মাইয়োগো এনো আইয়োওওও (মাগো এখানে এসো)
২. তুমি হুমানে কানতাছো ক্যাএএএ (তুমি ক্রমাগত কাঁদছো কেন)

উপরোক্ত ১ নম্বর বাক্যের শেষ রূপমূল 'আইয়ো'–এখানে 'য়োওওও' এর ক্ষেত্রে একটি অতিরিক্ত টান পরিলক্ষিত হয়। অনুরূপভাবে ২ নম্বর বাক্যেও শেষ রূপমূল 'ক্যাএএএ' একই রকম টান দেখা যাচ্ছে।

ডেমরার শ্রমিকশ্রেণির ভাষায় ব্যবহৃত একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যে 'বিশেষ্য বাক্যাংশ' এবং 'ক্রিয়া বাক্যাংশ' বিদ্যমান। বিশেষ্য বাক্যাংশ বাক্যের কর্তা বা কর্মরূপে ক্রিয়াশীল। বিশেষ্য বাক্যাংশের মধ্যে একটি বিশেষ্যপদ ব্যবহৃত হয়, আবার সর্বনামপদও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ক্রিয়াবাচক অব্যয়ও অনেক সময় বিশেষ্যের কাজ করে থাকে। ক্রিয়া বাক্যাংশে একটি মূল ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়, তবে এর আগে বা পরে এক বা একাধিক অন্য বাক্যিক উপাদানও(বিশেষ্য বাক্যাংশ) ব্যবহৃত হয়। ডেমরার শ্রমিকশ্রেণির ভাষার বাক্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে ডেমরার ভাষায় বাক্য গঠনরীতি ও প্রয়োগরীতি প্রমিতভাষার বাক্য গঠনরীতি ও প্রয়োগরীতির অনুরূপ। ডেমরার ভাষায় স্বরভঙ্গির বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ অঞ্চলের মানুষের কথোপকথনে সবসময় উচ্চ স্বরভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। ডেমরার কোনো কোনো অঞ্চলে বহিরাগত ভাষার সংমিশ্রনে বাক্যে ব্যবহৃত শেষ রূপমূলে অতিরিক্ত একটি টানের প্রবণতা রয়েছে।

৫.৯.ক বাক্যাংশ গঠন সূত্র

ডেমরার উপভাষার বাক্যাংশ সূত্র চলিত সূত্র বাংলা ভাষার ন্যায়।

১. বাক্য
২. বাক্য⟶বিশেষ্য
৩. বিশেষ্য বাক্যাংশ⟶বিশেষ্য পূর্বপদ বিশেষ্যবচ বিশেষ্য উত্তরপদ
৪. বচন⟶ একবচন বহুবচন
৫. বাক্যাংশ⟶ সাহায্যকারী ক্রিয়া ক্রিয়া (বিশেষ্য বাক্যাংশ)
৬. সাহায্যকারী ক্রিয়া⟶ ক্রিয়ার কাল (ক্রিয়ার ভাব) (পুরাঘটিত) (ঘটমান)
৭. ক্রিয়ার কাল⟶ অতীত
৮. বিশেষ্য পূর্বপদ⟶ নির্দিষ্ট
৯. বিশেষ্য উত্তরপদ⟶ অনির্দিষ্ট[১]

[১]. আধুনিক ভাষাতত্ত্ব, ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, প্রথম প্রকাশ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা ১৯৯৭,পৃ. ৩৬১

Dhaka University Institutional Repository

৫.৯.খ বাক্যাংশ গঠন কাঠামো

১. বাক্য⟶ বিশেষ্য বাক্যাংশ ক্রিয়ার বাক্যাংশ

২. ক্রিয়া বাক্যাংশ⟶ ক্রিয়া

৩. ক্রিয়া বাক্যাংশ⟶ ক্রিয়া বিশেষ্য বাক্যাংশ

৪. ক্রিয়া বাক্যাংশ⟶ ক্রিয়া পদান্বয়ী অব্যয় বাক্যাংশ

৫. ক্রিয়া বাক্যাংশ⟶ ক্রিয়া বিশেষ্য বাক্যাংশ পদান্বয়ী অব্যয় বাক্যাংশ

৬. পদান্বয়ী অব্যয় বাক্যাংশ⟶ পদান্বয়ী অব্যয় বিশেষ্য বাক্যাংশ

৭. বিশেষ্য বাক্যাংশ⟶ বিশেষ্য

৮. বিশেষ্য বাক্যাংশ⟶ বিশেষণ বিশেষ্য

৯. বিশেষ্য বাক্যাংশ⟶ নির্দেশক বাক্যাংশ

১০. বিশেষ্য বাক্যাংশ⟶ নির্দেশক বিশেষণ বিশেষ্য[২]

ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় বাক্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায়, ডেমরার ভাষার রূপমূল আঞ্চলিক উচ্চারণে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ওই এলাকার বাক্য গঠন কাঠামো ও প্রয়োগরীতি প্রমিত ভাষায় বাক্য গঠন কাঠামোর ন্যায়।

[২] আধুনিক ভাষাতত্ত্ব, ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, প্রথম প্রকাশ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা ১৯৯৭,পৃ. ৩৬৩

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

অর্থতত্ত্ব (Semantic)

৬.০ ভূমিকা

ভাষার দু'টি দিক। একটি তার বাইরের প্রকাশ রূপ এবং অন্যটি তার ভেতরের ভাব বা অর্থ। ভাষার প্রকাশ রূপের তিনটি দিকধ্বনি, শব্দ ও বাক্য। এই তিনটি দিক নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানের তিনটি প্রধান বিভাগ–ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব।

একটি ধ্বনি বা একাধিক ধ্বনি সমন্বয়ে যে শব্দ বা রূপমূল গঠিত হয় তা কোনো একটি বস্তু বা ভাবকে বুঝিয়ে থাকে। রূপমূলের মূল রূপ নিহিত আছে তার অর্থে। ভাষার পরিবর্তন শুধু ধ্বনি এবং রূপমূলের পরিবর্তনেই শেষ হয় না। রূপমূলের অর্থের পরিবর্তনও ঘটায়। তাই বাক্যে ব্যবহৃত রূপমূলের অর্থগত দিক ভাষার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রূপমূলের অর্থগত দিক নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয় তা হল অর্থতত্ত্ব বা শব্দার্থতত্ত্ব।

রূপমূলের অর্থই হলো ভাষার প্রাণ। তাই ভাষাবিজ্ঞানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হলো অর্থতত্ত্ব। অর্থতত্ত্বে বাক্যে ব্যবহৃত রূপমূলের অর্থ নিরূপণ করে। আর এই অর্থ পরিবর্তন মানুষের চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত। দৈনন্দিন জীবনে কথোপকথনের ফলে রূপমূল নানাভাবে পরিবর্তিত হয়। বাক্যে ব্যবহৃত রূপমূলসমূহের অর্থ নির্ধারণ এবং অর্থগত পরিবর্তনের কারণ ও প্রকৃতি পর্যালোচনাই করা হয় অর্থতত্ত্বে। ভাষাবিজ্ঞানী স্টিপেন উলম্যান তাঁর গ্রন্থে *(শব্দার্থ বিজ্ঞানের মূলসূত্র, অনুবাদ জাহাঙ্গীর তারেক ১৯৯৩:২২)* শব্দের অর্থের ভূমিকার গুরুত্ব অনুধাবন করে শব্দার্থ বিজ্ঞানকে ভাষাবিজ্ঞানের প্রধান বিভাগগুলোর অন্যতম হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তাব করেছেন।

অর্থতত্ত্ব সাধারণভাবে অর্থ সমীক্ষারূপে গৃহীত হয়ে থাকে। অর্থের প্রকৃতি বিশ্লেষণ অর্থতত্ত্ববিদদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। রূপমূলের অর্থগত দিক সম্পর্কে বলা যায়, মানুষই নির্ধারণ করে রূপমূলের সাহায্যে বক্তব্য কিভাবে প্রকাশিত হবে, রূপমূল নয়। অর্থাৎ রূপমূল অর্থ প্রকাশ করে না, মানুষ রূপমূলের মাধ্যমে অর্থ প্রকাশ করে। রূপমূলের দিক থেকে অর্থবিচারে লক্ষ্য করা যায়, বিভিন্ন পর্যায়ে রূপমূলের অর্থের বিশেষ ভূমিকা বিদ্যমান। তাছাড়া, অর্থগত বিমূর্ততাও এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

৬.১ শব্দার্থ

অর্থবহ ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে শব্দ বা রূপমূল বলে। একটি ধ্বনি বা একাধিক ধ্বনি সমন্বেয়ে যে রূপমূল গঠিত হয় তার অর্থ কোনো একটি বস্তু বা ভাবকে বুঝায়। যায় একটি প্রতীক আমাদের মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। কোনো কোনো ধ্বনি সমনয় কী অর্থ বহন করে তা সেই ভাষার লৌকিক ব্যাপার। যেমন বাংলায় ব + অ + ই= 'বই' রূপমূলটি যে অর্থ প্রকাশ করে ইংরেজি ভাষা সম্প্রদায় সেই একই অর্থে B + o + o + k

Dhaka University Institutional Repository

= Book রূপমূল ব্যবহার করে। কাজেই রূপমূল কোন বস্তু বা ভাবের অর্থ সূচিত করে এবং সেই অর্থ নির্দিষ্ট ভাব সম্প্রদায় গ্রহণ করে। একেই শব্দার্থ বলে।

৬.২ মুখ্যার্থ ও গৌণার্থ

অর্থতাত্ত্বিকরা রূপমূলেরর দু' ধরনের অর্থের উল্লেখ করেছেন। যথা :

১. রূপমূলের আভিধানিক অর্থ বা মুখ্যার্থ

২. রূপমূলের পরিবেশগত অর্থ বা গৌণার্থ

মুখ্যার্থ : রূপমূলের সুস্পষ্ট নির্দিষ্ট যে আভিধানিক অর্থ থাকে তাই মুখ্যার্থ বা প্রধান অর্থ। যেমন–বই শব্দের মুখ্য অর্থ পুস্তক–ইংরেজি প্রতিশব্দ Book, মাথা শব্দের অর্থ 'শির' ইংরেজি প্রতিশব্দ Head.

গৌণার্থ : কথোপকথনে বা বাক্যে প্রয়োগকালে পরিবেশগত কারণে রূপমূলের আভিধানিক অর্থের অতিরিক্ত যে এক বা একাধিক অলঙ্কারিক অর্থ প্রকাশ করে তাই হল গৌণার্থ।

'মাথা' শব্দের আভিধানিক বা মুখ্যার্থ হল 'শির' আর গৌণার্থ নানা অর্থে প্রযুক্ত। বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক পরিবেশে ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় 'মাথা' রূপমূলটির 'গৌণার্থ' নিচে দেয়া হল :

১. 'মাথা' রূপমূলটির গৌনার্থ বা পরিবেশগত রূপ

(ক) (মেধা) পোলাডার মাতা বালা (ছেলেটির মেধা ভাল)
এখানে 'মাথা' রূপমূলের অর্থ মেধা।

(খ) (শুরু/শেষ) তুই সরকের মাতায় দারা (তুই রাস্তার শেষ/শুরুতে দাঁড়া)
এখানে 'মাথা' রূপমুলের অর্থ শুরু বা শেষ।

(গ) (প্রধান ব্যক্তি) আমজাদ আমাগোর গেরামের মাতা (আমজাদ আমাদের গ্রামের সম্মানিত ব্যক্তি)
এখানে মাথা রূপমূলের অর্থ প্রধান অথবা সম্মানিত ব্যক্তি।

২. 'লাগা' রূপমূলটির গৌণার্থ বা পরিবেশগত রূপ

(ক) (মনোযোগ) উইটা পইরা লাগ বালাবাবে পাশ করবি। (উঠে পরে লাগ ভালভাবে পাশ করবি)
এখানে 'লাগ' রূপমূলের অর্থ হল মনোযোগ দিয়ে পড়া।

(খ) (ঝগড়া) 'হ্যারা দুই বাই বইনে লাগছে' (তারা দুই ভাই বোন লেগেছে)।
এখানে 'লাগ' রূপমূলের অর্থ ঝগড়া।

(গ) (নজর লাগা) পোলাডা ক্যামুন হুগাই গেছে, চোখ লাগছে ।
এখানে 'লাগ' রূপমূলের অর্থ কারো খারাপ নজর লাগা।

(ঘ) (অসম্মান) এই কাম করলে মুহে চুনকালি লাগবো।
এখানে 'লাগ' রূপমূলের অর্থ অসম্মান হওয়া।

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) (ব্যথা) হাতে বর লাগছে।

এখানে 'লাগ' অর্থ ব্যথা পাওয়া।

উল্লেখিত বাক্যে 'লাগ' রূপমূলের পরিবেশগত কারণে মুখ্য অর্থ ছাড়াও ভিন্ন ভিন্ন গৌণার্থ প্রকাশ পেয়েছে।

ডেমরা অঞ্চলের ভাষায় ভাষায় এ ধরনের বহু রূপমূলের প্রচলন দেখা যায়। এ ধরণের অন্যান্য রূপমূলগুলো হল চোক (চোখ), মাতা (মাথা), পাকা, মুক (মুখ) ইত্যাদি।

আভিধানিক অর্থ রূপমূলের প্রধান অর্থ নির্দেশ করে। এ ক্ষেত্রে কোনো জটিলতার সৃষ্টি হয় না। বিভিন্ন পরিবেশে ব্যবহৃত সমশ্রেণির রূপমূলের অর্থ পরিবেশ অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে অর্থ নির্ধারণে মানুষের চেতনা ক্রিয়াশীল থাকে। তাই পরিবেশগত অর্থ নিরূপণে অনেক সময় জটিলতা সৃষ্টি হয়। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি তুলে ধরা হল :

৩. তকি আম পারছে (তকি আম পেরেছে)

৪. রনি মেইলো গ্যাছে (রনি মেইলে গিয়েছে)

৫. মায় পিডা বানাইতেছে (মা পিঠা বানিয়েছে)

ওপরের তিনটি বাক্যের বিভিন্ন অর্থ হতে পারে এবং অর্থের তারতম্যের জন্য জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। বাক্যগুলোর বিভিন্ন অর্থের ব্যাখ্যা নিচে দেখানো হল :

৩ নং বাক্যে বিভিন্ন ব্যাখ্যা যেমন :

ক. তকি গরেরতে বাইর অওনের আগে আম পারনের কতা কইয়া গ্যাছে। (তকি ঘরে থেকে বের হওয়ার আগে আম পারার কথা বলে গিয়েছে)

খ. আমি তকিরে আম পারতে দেকছি (আমি তকিরে আম পাড়তে দেখেছি)

গ. বাইরে যাওনের সম তকিরে গাছেত্তে আম পারতে দেকছি। (বাইরে যাবার সময় তকিরে গাছ থেকে আম পাড়তে দেখেছি)

উদাহরণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 'তকির' আম পারার তথ্য জানা যায়। তবে এ প্রক্রিয়ায় অর্থ নিরূপণে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে, কেননা ৩ (ক) বাক্যে তকির আম পারার কথা জানা যায়। এক্ষেত্রে তকি আম পারার কথা বললেও পরে সে তার সিদ্ধান্ত বদলাতে পারে। সে আম না-ও পারতে পারে। আম না পেরে অন্য কোথাও যেতে পারে। আর এ ধরনের বিভিন্ন অর্থের জন্য কোন সিদ্ধান্ত নেয়া বা সঠিক অর্থ অনুধাবনে জটিলতার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

৪নং বাক্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা সম্ভব। যেমন 'রনি মেইলো গ্যাছে'

ক. রনি মেইলো বেতন তুলতে গ্যাছে (রনি মিলে বেতন উঠাতে গিয়েছে)

খ. রনি মেইলো গুরতো গ্যাছে (রনি মিলে ঘুরতে গিয়েছে)

গ. রনি মেইলো কাম করতে গ্যাছে (রনি মিলে কাজ করতে গিয়েছে)

Dhaka University Institutional Repository

৫ নং বাক্যের অর্থগত বিভিন্ন ব্যাখ্যা নিরূপণ :

মায় পিডা বানাইছে

ক. মায় ব্যাছনের লাগি পিডা বানাইছে। (মা বিক্রি করার জন্য পিঠা বানিয়েছে)

খ. বইনের বারিত পাটাইবো হেলিগা মায় পিডা বানাইছে।
(বোনের বাড়িতে পাঠানোর জন্য মা পিঠা বানিয়েছে)

গ. মায় তঙ্গো লাগি পিডা বানাইতেছে। (মা তোমাদের জন্য পিঠা বানিয়েছে)

উদাহরণগুলোতে পরিবেশগত অর্থ নির্ধারণে মানুষের প্রজ্ঞা কাজ করে, তাই ব্যাখ্যাজনিত কারণে অর্থগত দিক যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে, তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

৬.৩ রূপমূলের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য : রূপমূলের শ্রেণিগত নাম এবং চিহ্ন ও প্রতীক

কোন রূপমূল যখন কোনো শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে, সেক্ষেত্রে সমষ্টিগতভাবে তার অর্থ প্রকাশ পায়। যেমন– 'ঘর'। এখানে 'ঘর' রূপমূলটি প্রতিটি ঘর অর্থে যার অস্তিত্ব ছিল এবং থাকবে তা নির্দেশ করছে। এক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব অনুভূতির অভিজ্ঞতা প্রযোজ্য।

রূপমূলের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য দুটো পর্যায়ে বিভক্ত–

১. 'ঘর' শ্রেণিভুক্ত নামের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে।

২. ব্যবহারকারীর মনে যেভাবে সেই বস্তু বা বিষয় 'ঘর' সম্পর্কে মনের আনুভূতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

সাধারণভাবে শ্রেণিগত নাম অর্থে রূপমূলের প্রকৃত বা উপযুক্ত অর্থগত দিক এবং স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য অর্থে রূপমূলের আনুভূতিক অর্থগত দিক নির্দেশিত। অন্যভাবে বলা যায়, রূপমূলের স্পষ্ট অর্থ ছাড়াও আরোপিত অর্থ প্রকাশিত।

রূপমূল যদি নামবাচক বিশেষ্য হয় তাহলে সেক্ষেত্রে শ্রেণিগত অর্থ লক্ষ্য করা যায়। কারণ–নামবাচক বিশেষ্যের ক্ষেত্রে প্রসঙ্গ নির্দেশিত হয়ে থাকে। যেমন–রুস্তম, শাইলক।

যখন কোন মানুষকে রুস্তম বা শাইলক নামে চিহ্নিত করা হয় তখন মানুষের মনে রুস্তম অর্থে অনেক শক্তিশালী, পালোয়ান, বা শাইলক নামে অনেক বুদ্ধিমান, ধূর্ত, মেধাবী ইত্যাদি গুণের কথা নির্দেশিত হয়।

নামবাচক বিশেষ্যমূলক রূপমূল ছাড়া অন্যান্য অনেক রূপমূল ব্যবহৃত হয়–যা কোন প্রসঙ্গ নির্দেশ করে না। যেমন–শুন্দর, ব্যতা, মন্দ ইত্যাদি রূপমূল ব্যক্তির মনের আভ্যন্তরীণ অনুভূতিক পর্যায় প্রকাশ করে। অবিচার, অসত্য রূপমূল মানসিক গঠন সম্পর্কেও অন্যান্য দিক নির্দেশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৪ বস্তুক ও নির্বস্তুক অর্থ

শব্দের অর্থ দু'রকমের হতে পারে, যথা–বস্তুক মূর্ত অর্থ (concrete) অন্যটি নির্বস্তুক বা বিমূর্ত (abstract) অর্থ। বস্তুক হল যা দৃশ্যমান, কোন কিছুর অস্তিত্ব প্রমাণ করে। যেমন–বাগুন (বেগুন) রহুন (রসুন), কাটল/কাডল (কাঁঠাল), দান (ধান) এই শব্দগুলো শোনার পর আমাদের চোখের সামনে ওই বস্তুর আকৃতি মূর্ত হয়ে ওঠে। এই দৃশ্যমান অস্তিত্বের ধারণাই হল শব্দের বস্তুক অর্থ। নির্বস্তুক বা বিমূর্ত ধারণা হল বস্তুবাচক ধারণার উপর আরোপিত ধারণা। যেমন : ম্যালা বাগুন (অনেক বেগুন) পছা রহুন (পঁচা রসুন) পছা কাডলডা হালায় দে (পঁচা কাঠালটা ফেলে দে) এখানে বেগুন, রসুন, কাঁঠাল প্রভৃতি বস্তু বিশেষের সংখ্যা গুণ, দোষ, উদ্দেশ্য, ক্রিয়া ইত্যাদি ধারণাকে নির্বস্তুক রূপমূলের মাধ্যমে নির্দেশ করা হয়েছে।

৬.৫ দ্ব্যর্থকতা ও অস্পষ্টতা

রূপমূলের অর্থগত দিকের দুটো বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। প্রথমত দ্ব্যর্থকতা ও দ্বিতীয়ত অস্পষ্টতা।

৬.৫.১ দ্ব্যর্থকতা

একটি রূপমূলের নানাবিধ অর্থ হতে পারে। সাধারণত একটি রূপমূলের দুটো অর্থ যখন ক্রিয়াশীল থাকে তখন তা দ্ব্যর্থক হিসেবে চিহ্নিত হয়। উদাহরণ–

৬. বুয়ায় কামের হিসাব করতাছে (বুয়া কাজের হিসেব করছে)

৭. তুমি আওনেনা দেকছি (তুমি আসাতে দেখছি)

ওপরের বাক্যদুটির একাধিক অর্থগত তাৎপর্য বিদ্যমান।

৬ নং বাক্যে :

ক. বুয়া তার নিজের কাজের হিসেব করছে। সে কি কি কাজ করেছে। এ অর্থ বোঝাতে পারে।

খ. অন্যজন কাজ করছে বুয়া সে কি কি কাজ করছে তার হিসাব রাখছে এ অর্থও হতে পারে।

৭ নং বাক্যে :

ক. একজন লোক আসাতে সে তাকে দেখতে পেয়েছে। আবার

খ. কোন কাজ বাকি ছিল লোকটি আসাতে সে কাজের প্রতি খেয়াল হয়েছে। এ অর্থও হতে পারে।

দুটি বাক্যেরই একাধিক অর্থ বিদ্যমান। রূপমূলের একাধিক অর্থ থাকলে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হয়। সেক্ষেত্রে সমগ্র বাক্যের অর্থ দ্ব্যর্থক হয়ে যায়।

'বাক্যের দ্ব্যর্থকতা দূরীকরণে সংযোগস্থলের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রূপমূল গঠনে সংযোগস্থলে ধ্বনিগত উপলব্ধিই প্রধান এবং সংযোগস্থল সংযুক্ত রূপমূল বাক্যে ব্যবহারের পর অর্থগত দিক অনুধাবন সহজ সাধ্য হয়।' *(মোরশেদ: ১৯৯৭:৪৩৮)*

Dhaka University Institutional Repository

যেমন : ৮. বাজান (বাবা)-না = বাজান না (বাবার প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে বাবা নয় কি)

৯. বাজান + না = বাজাননা (অনুরোধ করা অর্থে)

উদাহারণে সমশ্রেণির ধ্বনি দ্বারা গঠিত দুটো রূপমূল রয়েছে, যার দুটো অর্থও আছে, তাই আপাতদৃষ্টিতে রূপমূল দুটিকে দ্ব্যর্থক মনে হয়। একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, 'বাজাননা' রূপমূলের শেষের স্বরধ্বনি না-এর /আ/ এ বেশি স্বরাঘাত নেই। আবার 'বাজান-না' 'বাজান নয় কি' এই অর্থদ্যোতক রূপমূলের 'না' এর শেষের /আ/ স্বরের উপর বেশি স্বরাঘাত দেখা যায়। অপরদিকে 'বাজান-না' কোন সংযোগস্থল নেই। বাজান + না =বাজাননা রূপমূলে সংযোগস্থল রয়েছে। এ থেকে দুটো রূপমূলের পৃথক অর্থ উপলব্ধি করা যায়।

৬.৫.২ অস্পষ্টতা

রূপমূলের দ্ব্যর্থকতার পাশাপাশি অর্থের অস্পষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। কোন বাক্যে রূপমূল যখন নির্দিষ্ট কোন অর্থ প্রকাশ করে না, তখন বাক্যের অর্থ অনুধাবনে অস্পষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন–

১০. পোলাটা (ছেলেটা)

১১. পরায় পরায় এমুন অয় (প্রায় প্রায় এমন হয়)

এখানে 'পোলাটা' রূপমূল কি অর্থ প্রকাশ করছে তা স্পষ্ট নয়। তেমনি 'প্রায় প্রায় এমন হয়' এখানেও অর্থ স্পষ্ট নয়। এ ধরনের অর্থগত অস্পষ্টতার জন্য দুর্বোধ্যতার সৃষ্টি হয়।

একই বস্তু ও রূপমূলের একাধিক অর্থের জন্যও অর্থগত অস্পষ্টতা দেখা দেয়। যেমন–

১২.	**বস্তু**	**একাধিক নাম**
	ভাতের মার গালার পাত্র	মালসা, আতানি, ফের গালুনি
	রূপমূল	**একাধিক অর্থ**
	কোণা	ঘরের কোণা, কোন চিপাস্থান, কোন কিছুর প্রান্ত (শাড়ি, কাগজ, কাপড়)

৬.৬ অর্থ পরিবর্তনের ধারা

সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের ফলে পুরনো মূল্যবোধের অবলুপ্তি ঘটে। ফলে পূর্বের প্রচলিত ধ্যানধারণা ও বস্তুর ব্যবহার অপ্রচলিত হয়ে যায়, নতুন ধ্যানধারণা ও বস্তু ব্যবহার চালু হয়। এইভাবে ভাষার রূপমূলও অপ্রচলিত হতে হতে একসময় হারিয়ে যায় আবার নতুন রূপমূলও তৈরি হয়। আবার সুদূর ভবিষ্যতেও হয়ত সেটি থাকবে না। রূপমূল পরিবর্তনের মতোই অর্থেরও পরিবর্তন ঘটে। সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তনে, ভিন্ন পারিবেশিক কারণে, মানসিক ও অন্য অঞ্চলের ভাষার সান্নিধ্যলাভের ফলে রূপমূলের অর্থ পরিবর্তিত হয়। রূপমূলের অর্থের পরিবর্তন তিনটি ধারায় বিভক্ত। যথা–

Dhaka University Institutional Repository

১. অর্থপ্রসার (Expansion of Meaning)
২. অর্থসংকোচ (Contraction of Meaning)
৩. অর্থসংশ্লেষ (Transferring of Meaning)

ডেমরা অঞ্চলের ভাষায় রূপমূলের অর্থ পরিবর্তনে উপরোল্লিখিত তিনটি প্রক্রিয়াই কার্যকর।

৬.৬.১ অর্থপ্রসার (Expansion of Meaning)

কোন রূপমূলের মূল অর্থ যা ছিল এখন যদি আরও ব্যাপক অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয় তাকে শব্দের অর্থপ্রসার বলে। সাধারণত রূপক বা অতিশয়োক্তির প্রভাবে এরকম অর্থ প্রসার বা অর্থবিস্তার ঘটে থাকে। ভাষা ব্যবহারকারী রূপমূলগুলোকে অর্থের সীমিত গণ্ডি থেকে বিস্তৃত অর্থে প্রয়োগ করে। ডেমরার প্রচলিত ভাষায় এ ধরনের রূপমূলের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন –

১৩. 'পশশুকা' (পরশু) রূপমূলের অর্থ ডেমরা অঞ্চলে 'গতকালের আগের দিন' এবং 'আগামীকালের পর দিন' দুই অর্থেই প্রযুক্ত। মূলত বাংলা 'পরশু' রূপমূল সংস্কৃত পরশ্বঃ থেকে জাত যার আসল অর্থ ছিল 'আগামীকালের পর দিন', কিন্তু বর্তমানে ডেমরার স্থানীয় ভাষায় 'পরশু' বলতে 'গতকালের আগের দিন' এবং 'আগামীকালের পর দিনকেও বোঝায় এক্ষেত্রে অর্থ প্রসারিত হয়েছে।

ক. আমি পশ্শুকা যামু (আমি পরশু দিন যাবো) আগামীকালের পরের দিন অর্থে।
খ. পশশুকা কাম কইরা দিছি না (পরশু দিন কাজ করে দিয়েছি না) গতকালের আগের দিন অর্থে।

১৪. হাট (বাজার) সপ্তাহের এক বা একাধিক নির্দিষ্ট দিনে বেচাকেনার জন্য নির্ধারিত স্থান। ডেমরা অঞ্চলে হাটের অর্থ প্রসারিত হয়ে ব্যবহৃত হয়। যেমন : 'লোক সমাবেশ'–হাট রূপমূল ব্যবহার করে বোঝানো হয়।

যেমন : গল্পের আট বহাইছো (গল্পের হাট (আসর) বসিয়েছ)

'বেচাকেনা'–হাট রূপমূল ব্যবহার করে বোঝানো হয়।

যেমন : গরুর আটো যামু (গরুর হাটে যাবো)

সারুইলার আটো বাজার করতো গ্যাছে। (সারুলিয়ার হাটে বাজার করতে গিয়েছে)।

১৫. গর (ঘর) ডেমরায় 'ঘর' রূপমূলটির অর্থ নির্দিষ্ট কোন 'ঘর' নয়,–এখানে গর বলতে পরিবার, বংশ, সংসার, বাড়ি, ইত্যাদি বোঝায়।

ক. বালা গর দেইখ্যা মাইয়া বিয়া দিমু (ভাল ঘর দেখে মেয়ে বিয়ে দেবো)
এখানে 'গর' দ্বারা বংশমর্যাদা বোঝাচ্ছে।
খ. আমার 'গর' বালা কইরা শাজাইছি (আমার ঘর ভাল করে সাজিয়েছি)
এখানে 'গর' দ্বারা সংসার বোঝাচ্ছে।
গ. তোমার গরের কতা কও (তোমার ঘরের কথা বল)
এখানে 'গর' দ্বারা 'বাড়ি' বোঝাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. আমার গরের সবাই বেরাইবার গ্যাছে (আমার ঘরের সবাই বেড়াতে গিয়েছে)

এখানে 'গর' দ্বারা পরিবার বোঝাচ্ছে।

১৬. কোটিন (কঠিন)–কোটিন অর্থ শক্ত। ডেমরা অঞ্চলে 'কঠিন' রূপমূলের অর্থ বিস্তৃত হয়ে নানা অর্থ পরিগ্রহ করেছে। যেমন :

ক. কামাইল্যার লাহান কোটিন মানু দেহি নাই। (কামালের মত কঠিন মানুষ দেখি নাই)

এখানে 'কোটিন' দ্বারা নিষ্ঠুর ব্যক্তি বুঝানো হয়েছে।

খ. বুগোল অনেক কোটিন বিষয়। (ভূগোল অনেক কঠিন বিষয়)

এখানে 'কোটিন' দ্বারা জটিল অর্থ বোঝাচ্ছে।

গ. হেড ছারে অনেক কোটিন মানুষ (হেড স্যার অনেক কঠিন মানুষ)

এখানে কোটিন দ্বারা নীতিবান, উত্তম, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অর্থ প্রকাশ পায়।

১৭.বকা (অশ্লীল গালি) : বকার অর্থ এখন গালি নয় রাগ, ধমক, তিরস্কার সবই 'বকা' রূপমূল দ্বারা বোঝানো হয়।

১৮.ডেমরা অঞ্চলে পূর্বে অচতোর (অস্ত্র) অর্থ লোহার তৈরি তরবারিকে বোঝানো হত, বর্তমানে এই অর্থ প্রসারিত হয়ে যেকোন অস্ত্র–দা, বটি, ছুরি, চাকু, আগ্নেয়াস্ত্রকে 'অচতোর' দ্বারা বোঝানো হয়।

৬.৬.২ অর্থসংকোচ (Contraction of meaning)

কোন শব্দের বিভিন্ন অর্থের মধ্যে কালক্রমে কোন একটি অর্থ মুখ্য হয়ে উঠলে অন্যান্য অর্থগুলো ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। প্রধানরূপে প্রতীয়মান অর্থবিশিষ্ট শব্দে অর্থসংকোচ পরিলক্ষিত হয়। অর্থসংকোচনের এরকম উদাহরণ ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় দেখা যায়। ডেমরায় শব্দের অর্থসংকোচ দুটি প্রক্রিয়ায় হয়ে থাকে–

ক. সাধারণ (General) থেকে বিশেষ (Special) অর্থে পরিবর্তন

১৯. **কাফোর** (কাপড়) এর অর্থ যেকোন কাপড়। কিন্তু ডেমরা অঞ্চলে কাফোর (কাপড়) বলতে একমাত্র মহিলাদের পরিধান, অর্থাৎ শাড়িকেই কাপড় বলে।

২০. **খাওন** (খানা) অর্থ যেকোন খাবার। কিন্তু এ অঞ্চলে মৃত ব্যক্তির আত্মার কল্যাণ কামনায় মিলাদসহ যে ভোজ অনুষ্ঠান হয় তাকে 'খাওন' নামে অভিহিত করা হয়।

খ. ভাববাচকতা বা বিশেষ অর্থ থেকে বস্তুবাচকতা বা সাধারণ অর্থে রূপান্তরিত।

২১. **ফকির** অর্থ পুর্বে ছিল সংসারত্যাগী, মরমী সাধক, বর্তমানে ফকির শব্দের অর্থ সংকুচিত হয়ে 'ভিক্ষুক' অর্থে পরিণত হয়েছে।

২২.**অলুদ** (হলুদ) এর অর্থ রঙ বিশেষ। বস্তুবাচক অর্থে হলুদ এখন তরকারিতে ব্যবহার করার একধরনের মসলা হিসেবে পরিচিত।

Dhaka University Institutional Repository

২৩.**'জিয়াইল'** শব্দের অর্থ বাঁচিয়ে রাখা যায় এমন কোন জীব। ডেমরা অঞ্চলে শিং মাছকে 'জিয়াইল' মাছ বলে। কিন্তু কৈ, খইলশা, মাগুর ইত্যাদি মাছও পাত্রে পানি দ্বারা জিইয়ে রাখা যায় অনেক দিন, কিন্তু এ মাছগুলোকে জিয়াইল বলা হয় না, একমাত্র 'শিং' মাছকেই বলে।

৬.৬.৩ অর্থসংশ্লেষ (Transferring of Meaning)

রূপমূলের অর্থের ক্রমাগত প্রসারণ ও সংকোচনের ফলে কখনও কোন রূপমূলের এমন অর্থ তৈরি হয়, যার সঙ্গে মূল অর্থের কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না, একে অর্থসংশ্লেষ বলে। ডেমরা অঞ্চলে অর্থসংশ্লেষের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন :

২৪. 'ছায়া' রূপমূলের অর্থ কোন কিছুর প্রতিবিম্ব। কিন্তু বর্তমানে ডেমরায় 'ছায়া' বলতে স্ত্রীলোকে ব্যবহৃত পেটিকোটকে বোঝায়।

শুভাষণ : অসুন্দর, অমঙ্গল, দোষ-ত্রুটি, অশ্লীল অর্থকে সরাসরি প্রকাশ না করে ভদ্রোচিত সুন্দর ভাষায় প্রকাশরীতি শুভাষণ হিসেবে পরিচিত। ডেমরার ভাষায়ও এ শুভাষণরীতির প্রচলন আছে। যেমন–হউর বারি (শ্বশুরবাড়ি) কোন অপরাধীর বিচারে জেল হলে বলে, হউর বারি গ্যাছে (শ্বশুরবাড়ি গেছে) বলা হয়।

শুভাষণরীতি দুভাবে সম্পন্ন হয়। যেমন–

১. শব্দের ভালো অর্থের আবরণে খারাপ অর্থকে আচ্ছাদিতকরণ :

বিয়ের কনে দেখতে কালো হলে তার গায়ের বর্ণের কথা সরাসরি না বলে, ভদ্রতার আড়াল করে বলে মাইয়ার রঙ শ্যামলা/ময়লা (মেয়ের রঙ শ্যামলা/ময়লা)।

২. **শব্দের ভাল অর্থ খারাপ অর্থে নির্দেশিত :**

'পিরিত' অর্থ প্রেম। কিন্তু শুভাষণের ক্ষেত্র পিরিত বলতে অবৈধ প্রেমকে বোঝানো হয় যা এখানে অপ বা নিষেধ অর্থ নির্দেশ করে। তেমনি নাগর অর্থ নগরের লোক। কিন্তু এখন এর অর্থ হয়েছে 'অবৈধ প্রণয়'।

৬.৭. ভাষা পরিবেশ

মনের ভাব প্রকাশের জন্য বক্তা ও শ্রোতার প্রয়োজন। বক্তার মনে যে ছবি প্রতিফলিত হয় তিনি সেই ছবি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। শ্রোতা শব্দ শুনে শব্দের সাথে সম্পর্কিত ছবি মস্তিস্কে যায় এবং ধারণার জন্ম দেয়। অর্থাৎ শ্রোতা বস্তুটা চিন্তা করে করে ছবি আঁকে। অর্থাৎ বস্তুর নাম সম্পর্কে বক্তা চিন্তা করেন, পরে বলেন। মানুষের মস্তিস্কের সঙ্গে স্নায়ুর সম্পর্ক বিদ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

নাম ও অনুভূতির মধ্যে অর্থ একটি পারস্পরিক সম্পর্কের সৃষ্টি করে। একটা নাম ও একটা অনুভূতি যেভাবে পরিবেশগত দিকের সূচনা করে তার প্রকৃতি অনুসারে তাকে দুটো পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যেমন–

ক. বিভিন্ন নামের সঙ্গে একটি অনুভূতি : সমার্থক রূপমূল

খ. একটা নামের সঙ্গে বিভিন্ন অনুভূতি : প্রয়োগের পরিবর্তন, সমধ্বন্যাত্মক রূপমূল ও বিভিন্ন অর্থ

নিচের দু'টো পর্যায়ের বিভিন্ন দিকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

৬.৭.১ বিভিন্ন নামের সঙ্গে একক অনুভূতি

সম্পূর্ণ সমার্থের বিপরীতে দুটো শক্তি ক্রিয়াশীল, একটা হচ্ছে অনুভূতির অস্পষ্টতা এবং অন্যটা আনুভূতিক অতিরিক্ততা। এ দুটো দিক ছাড়া প্রদত্ত পরিবেশে যেসব রূপমূল অন্য রূপমূলের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে তাকেই সমার্থকরূপে গ্রহণ করা যায়।

২৫. মুক/মুহ (মুখ) রূপমূল যে অর্থে প্রযুক্ত হয় তা নিম্নরূপ :

কথা, অঙ্গবিশেষ, দিক, সম্মান, অপমান, গালি, সংযত, লজ্জা, আশীর্বাদ ইত্যাদি।

বাক্যে প্রয়োগ :

ক. তোর মুহে (কথা) কিন্তু আটকায় না (তোর মুখে কিছু আটকায় না)

খ. রইমা মুহে (মুখ অঙ্গ বিশেষ) দুক পাইছে (রইমা মুখে ব্যথা পেয়েছে)

গ. দহিন মুহি (দিক) গরো দেক (দক্ষিণ মুখের ঘরে দেখ)

ঘ. পোলায় বাফের মুক (সুনাম সম্মান) রাখছে (ছেলেটা বাপের মুখ রেখেছে)

ঙ. তর লাগি হগলতের মুহে (অপমান) চুনকালি পরছে। (তোর জন্য সকলের মুখে চুনকালি পড়েছে)

চ. ঐ বেডি মুক (গালি) খারাপ করছে। (ঐ মহিলা মুখ খারাপ করছে)

ছ. মুক (সংযত) সামলাইয়া রাক কইছি । (মুখ সমলিয়ে রাখ বলছি)

জ. বিয়ার কতা হুইনা মুক (লজ্জা) লুকাইছে (বিয়ের কথা শুনে মুখ লুকিয়েছে)

ঝ. তোর মুহের (আশীর্বাদ) কতা যেন হয়। (তোর মুখের কথা যেন হয়)

প্রমিত বাংলায় মতো ডেমরার প্রচলিত ভাষায়ও এধরনের বিভিন্ন নামের সঙ্গে একক অনুভূতিসম্পন্ন সমার্থক রূপমূলের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন–

মাতা (মাথা) আত (হাত), চোক (চোখ), কতা (কথা), পাকা ইত্যাদি।

সমার্থক রূপমূল আঞ্চলিক ভাষায় প্রয়োগের সময় আঞ্চলিক উচ্চারণে বাক্যে ব্যবহৃত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২৬. মাতা (মাথা)

অর্থগত দিক :

ক. (প্রধান)	খালেক আমগো গ্রামের মাতা (খালেক আমাদের গ্রামের মাথা)
খ. (বুদ্ধি)	শিফাতের মাতা বালা (সিফাতের মাথা ভাল)
গ. (প্রত্যঙ্গ)	কাক্কুর মাতাত চুল নাই (কাকার মাথায় চুল নাই)
ঘ. (সর্বনাশ)	আদর দিয়া পোলার মাতা খাইছত (আদর দিয়ে ছেলের মাথা খেয়েছ)
ঙ. (কসম)	মাতাত আত দিয়া ক তুই জাবি না (মাথায় হাত দিয়ে বল তুই যাবি না)
চ. (পরিশ্রম)	মাতার গাম ফালাইয়া টেকা আনি। (মাথার ঘাম ফেলে টাকা আনি)
ছ. (ক্রোধ)	হ্যার মাতা গরম কতা কম ক (তার মাথা গরম কথা কম বল)
জ. (শীর্ষে)	গাছোর মাতায় একটা আম দেহা যায় (গাছের মাথায় একটা আম দেখা যায়)
ঞ. (আদর)	ছোড পোলারে মাতায় তুইল্যা রাহে মায় (ছোট ছেলেকে মাথায় তুলে রাখে মায়)
ট. (হতাশ)	চুরির কতা হুইনা বাজানের মাতাত বাজ পরছে (চুরির কথা শুনে বাজানের মাথায় বাজ পড়েছে)

২৭. আত (হাত)

ক. (দক্ষতা)	হ্যার কামের আত বালা (তার কাজের হাত ভাল)
খ. (খ্যাতি)	হগল ডাকতরের আত হোমান না (সব ডাক্তারের হাত সমান না)
গ. (প্রত্যক্ষভাবে)	গাছতে আম পারতে গিয়া হাতেনাতে দরা। (গাছ থেকে আম পাড়তে গিয়ে হাতে নাতে ধরা)
ঘ. (দ্রুত)	সময় নাই আত চালা (সময় নেই হাত চালা)
ঙ. (বশ)	বুয়ারে আত করলে কাম অইবো (বুয়াকে হাত করলে কাজ হবে)
চ. (পকেট খরচ)	আমার আত খরচা নাই (আমার হাত খরচ শেষ)
ছ. (আরম্ভ করা)	খোদার নামে কামে আত দে (খোদার নামে কাজে হাত দে)
জ. (অধিকার)	মার কতার উপর আমার আত নাই (মার কথার উপর আমার হাত নেই)
ঝ. (অঙ্গ)	আমার আতটা বিশ করে (আমার হাতটা ব্যথা করে)
ঞ. (অভাব)	রহিমের আত টান হগল সমায় (রহিমের হাতটান সবসময়)

৬.৭.২ একই নামের সঙ্গে বিভিন্ন অনুভূতি

একই নাম একাধিক চেতনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তাই রূপমূলের অর্থ নির্ধারণে অনুভূতি বা চেতনার গুরুত্ব অনেক।

এক্ষেত্রে তিনটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান : যথা–

Dhaka University Institutional Repository

১. একই অনুভূতির একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি : প্রয়োগের পরিবর্তন। যেমন–শোন্দর বাড়ি (সুন্দর বাড়ি) শোন্দর মাইয়া (সুন্দরী মেয়ে)

২. একটা রূপমূলের একাধিক অনুভূতি : বিভিন্ন অর্থ। যেমন–আল্লার আত (আল্লাহর হাত) মাইনশের আত (মানুষের হাত)

৩. একাধিক রূপমূল : সমার্থক।
যেমন : পোলাডা খাইটটা (ছেলেটা বেটে) খাইটটা মরি (পরিশ্রম করে শেষ)

প্রয়োগের পরিবর্তন

একই রূপমূল প্রয়োগের ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন অনুভূতি ও চেতনা সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে একদিকে দ্বৈততা ও অন্যদিকে অস্পষ্টতা ও অনুভূতির স্থিতিস্থাপকতা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কখনও বস্তু বা বিষয়কে সরাসরি বিশেষণযুক্ত অর্থ প্রকাশ করতে। যেমন : লোহার শইল (লোহার শরীর) দেহকে বোঝাচ্ছে।

কখনও বা বিশেষণ এবং বিশেষ্য উভয় অংশ মিলে তৈরি এমন একটি অর্থ যা নিছক এ বস্তু বা বিষয়টিকে বোঝাচ্ছেনা অন্যকোন বিষয় নির্দেশিত হয়। যেমন–দয়ার শইল (দয়ার শরীর) মানবিকতাকে বোঝাচ্ছে শরীরকে নয়।

রূপমূল

২৮. শইল (শরীর)

লোআর শইল	(লোহার মতো শক্ত শরীর)
মানইশের শইল	(মানুষের শরীর)
দয়ার শইল	(দয়ার শরীর)
নরোম শইল	(নরম শরীর)
শুন্দর শইল	(সুন্দর শরীর)

২৯. গর (ঘর)

ইটার গর	(ইটের ঘর)
মাডির গর	(মাটির ঘর)
দালান গর	(ইটের তৈরি ঘর)
টিনের গর	(টিনের ঘর)
চালা গর	(টিনের ঘর)
সুন্দর গর	(সুন্দর ঘর)

Dhaka University Institutional Repository

৩০. গাট (ঘাট)

পুশ্‌কুনির গাট	(পুকুরের ঘাট)
শানবান্দাইনা গাট	(শানবাঁধা ঘাট)
গাঙ্গের গাট	(নদীর ঘাট)
খেয়া গাট	(নদীর ঘাট)

একটি রূপমূলের একাধিক অর্থ : অর্থতত্ত্ব বিশ্লেষণে একটা রূপমূলের একাধিক অর্থ একটা প্রধান দিক। অর্থগত দিক বিচারে একটি রূপমূলের একাধিক অর্থ থাকতে পারে। এক্ষেত্রে রূপমূলের আভিধানিক অর্থের সাথে পরিবেশগত নতুন নতুন অর্থ আরোপিত হয়। আর এই একাধিক নতুন অর্থ প্রকাশের পেছনের মূল কারণ দুটি–

প্রথমত, বিভিন্ন অনুভূতির মধ্যস্থিত সম্পর্ক

দ্বিতীয়ত, সামাজিক সম্পর্কগত দিক

অনেক সময় কোনো কোনো রূপমূলের মুখ্য অর্থ লুপ্ত হয়ে গিয়ে গৌণ প্রধান হয়ে উঠে। যেমন–ভাঙা ক্রিয়াপদের গৌণ অর্থেরই ব্যবহার বেশি। বক্তা কোন অর্থটি বোঝাতে চান তা নির্ভর করে তার এবং শ্রোতার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ও মনোভাবের ওপর।

ক্রিয়াপদের বিভিন্নার্থক ব্যবহার, যেমন–ভাঙা ক্রিয়াপদ

গর (ঘর) ভাঙা, করাল (প্রতিজ্ঞা) ভাঙা, দল ভাঙা, গাছ ভাঙা ইত্যাদি।

দুটো ভিন্নতর ভাষার সহঅবস্থানের ফলে দুটো ভিন্ন অনুভূতির মধ্যে সচেতনতা তাদের পাশাপাশি মানানসই অবস্থান সহজতর করে। সামাজিক সম্পর্কগত দিকে দুটো ভাষা সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত শ্রমিকশ্রেণির জনগণের ডেমরা অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাসের কারণে ডেমরা অঞ্চলের প্রচলিত ভাষার সাথে বহিরাগত শ্রমিকদের ভাষা পরস্পর মিলিত হয়। এই কারণে ডেমরা অঞ্চলে বহিরাগত ভাষার রূপমূলের প্রয়োগ দেখা যায়।

৩১. সম্বোধনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বহিরাগত রূপমূল যেমন–অই আহ, ও মনু। হেতি, হেতারা

বাক্যে প্রয়োগ–'অই মনু আহ'। এ বাক্যে ব্যবহৃত 'মনু' রূপমূলটি 'বরিশাল' অঞ্চলের শ্রমিকদের ভাষা থেকে আগত।

'হেতি বেবাগ লইয়া গেল গা' (সে সব নিয়ে চলে গেল) এ বাক্যে 'হেতি' (সে) এবং গেলগা (চলে গেল) দাউদকান্দি অঞ্চলের শ্রমিকদের ভাষা থেকে আগত।

৬.৮ বিপরীতার্থক রূপমূল

বিপরীতার্থক রূপমূল সমার্থক রূপমূলের বিপরীতধর্মী অর্থ নির্দেশ করে। বিপরীতার্থক রূপমূলে একটা রূপমূলের সঙ্গে অন্য একটা রূপমূলের অর্থগত বৈসাদৃশ্য নির্দেশ করে। যখন কোন একটা রূপমূল

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহৃত হয়, তখন তা বক্তা ও শ্রোতার কাছে তার একটা বিপরীত গঠন উপস্থাপিত হয়ে থাকে। রূপমূলের অর্থগত এই বৈপরীত্যই বিপরীতার্থক দিক হিসেবে চিহ্নিত। যেমন–শাদা-কালা, মাইয়া-পোলা ইত্যাদি। ডেমরা অঞ্চলের প্রচলিত ভাষায় কথোপকথনের সময় যেসব বিপরীতার্থক রূপমূল ব্যবহৃত হয় তার গঠন প্রণালী নিচে দেয়া হল :

বিপরীতার্থক রূপমূল নানাভাবে গঠিত হয়।

ক. ভিন্ন রূপমূল প্রয়োগ করে, যেমন–

হোমকে (সামনে) পাছে (পিছনে)

এখানে বিপরীত অর্থসূচক রূপমূল দুটোর মূলধ্বনি পৃথক।

খ. গঠনগত সাদৃশ্য রয়েছে এমন রূপমূলের পূর্বে 'বে', 'আ' উপসর্গ যোগ হয়ে বিপরীত অর্থে পরিবর্তিত হয়।

ডক (সুন্দর) বেডক (কুৎসিত), আকাম (কুকর্ম) কাম (কাজ)।

গ. রূপমূলের শেষে 'না' রূপমূল যোগ করে বিপরীত অর্থে পরিবর্তিত করে

হড্যাক (জাগা) গুমাইননা (ঘুমান)

৩২. ডেমরা অঞ্চলে প্রচলিত বিপরীতার্থক রূপমূলের তালিকা (সংক্ষিপ্ত) দেয়া হল :

মূল রূপমূল	**বিপরীতার্থক রূপমূল**	**বাক্যে প্রয়োগ**
আউলা-জাউলা (এলোমেলো)	গুছাইন্যা (গুছানো)	আউলা জাউলার চাইয়া গুছাইন্যা মাইয়া বালা(এলোমেলোর চেয়ে গুছানো মেয়ে ভাল)
ইটটু (অল্প)	বেশি	বেশি না ইটটু দেকমু (বেশি না অল্প দেখবো)
উছা (উঁচু)	নিছা (নিচু)	উছা নিছা পতে দেইখ্যা হাড (উঁচু নিচু পথ দেখে হাট)
হজাক (জাগা)	গুমাইননা (ঘুমান)	গুমাইননা মানুরে হজাক করিছ না। (ঘুমান মানুষকে সজাগ করিস না)
বিহান (সকাল)	হাইনজা/হানজা (সন্ধ্যা)	হাইনজার সম কান্দন বালা না (সন্ধ্যার সময় কান্না করা ভাল না)
হোমান (সোজা/সমান)	বেঙকা (অসমান)	হোমান কইরা বাগ কর। (সমান করে ভাগ কর)
হাছা (সত্য)	মিছা (মিথ্যা)	মিছার চাইয়া হাছা কতা, কওন বালা (মিথ্যার চেয়ে সত্য কথা বলা ভাল)
গোফাট (দূরে)	হুমকে (কাছে)	আমার হুমকেততে গোফাট যা (আমার কাছ থেকে দূরে যা)
নয়া (নতুন)	আগিলা (পুরান)	আগিলা বই থুইয়া নয়া বই ল

Dhaka University Institutional Repository

		(পুরনো বই রেখে নতুন বই নাও)
মুলাম (নরম)	টনক (শক্ত)	বাতটা টনক রাখিছ মুলাম করিছ না
		(ভাতটা শক্ত রেখ নরম কর না)
আন্দার (আঁধার)	ফশ্যা (আলোকিত)	আন্দারে বইছ না ফশ্যাত যা
		(অন্ধকারে বসো না আলোতে যাও)

৬.৯ বিশিষ্টার্থে রূপমুলের প্রয়োগ

এমন কিছু রূপমূল আছে যার অর্থ আভিধানিক অর্থকে অতিক্রম করে অন্য একটি বিশিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হয়। প্রমিত বাংলায় এইসব রূপমূলকে বাগধারা রূপে চিহ্নিত করা হয়। অর্থতত্ত্বের আলোচনায় এই রূপমূল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রমিত ভাষার ন্যায় ডেমরার প্রচলিত ভাষায় বিশিষ্টার্থে রূপমূলের প্রয়োগ দেখা যায়। ডেমরার ভাষায় প্রচলিত এসব রূপমূল প্রমিত ভাষার উচ্চারণ এবং আঞ্চলিক উচ্চারণ দুভাবে ব্যবহৃত হয়।

৩৩. বিশেষ বিশেষ অর্থে নিম্নলিখিত রূপমূলগুলো ব্যবহৃত হয়।

১. এলাহি বেকার (এলাহি কাণ্ড)
২. কোপাল খোলা (কপাল ফেরা)
৩. গাল ফুলান (রাগ করা)
৪. গুল্লি মারা (পাত্ত না দেয়া)
৫. পেখনা পাওয়া (জিদ করা)
৬. জিরে মাইরা বউরে হিগান (ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো)
৭. হাত তুলা (প্রহার করা)
৮. শইলো কাটা দেয়া (অত্যন্ত ভয় পাওয়া)
৯. শইলো হিবরি দেয়া (অত্যন্ত ভয় পাওয়া)
১০. কইলজাত লাগা (প্রাণে আঘাত বা কষ্ট পাওয়া)
১১. মাতা গরম (বদমেজাজী)
১২. পাক্কা (অকালপক্ক)
১৩. আজাইরা প্যাছাল (ভিত্তিহীন কথা)
১৪. আছমানতে পরা (বিস্মিত হওয়া)

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

রূপমূল ভাণ্ডার (Lexicon)

৭.০ ভূমিকা

সামাজিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক, পারিবারিক জীবন ও আঞ্চলিক পরিবর্তনের কারণে ভাষার ভেতর বৈচিত্র্য বিদ্যমান। কারণ ভৌগোলিক পরিবেশে সমাজবদ্ধ মানুষ দলবদ্ধ অবস্থায় নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী কতগুলো নির্দিষ্ট ধ্বনি, রূপমূল ব্যবহার করে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে। তাই কোনো ব্যক্তি জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে তার নিজস্ব সমাজ, অঞ্চল স্থানান্তরের সঙ্গে সঙ্গে তার ভাষাটিও বহন করে। ফলে স্থান-কাল-পাত্র পরিবেশ ভেদে ভাষার রূপান্তর ঘটে থাকে। এভাবে সাদৃশ্যের প্রভাবে ভাষায় নতুন নতুন রূপমূল সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

ডেমরা অঞ্চলে প্রচলিত ভাষার রূপমূল ভাণ্ডারে তিন শ্রেণির রূপমূল দেখা যায়। যথা :

১. মৌলিক রূপমূল বা ডেমরার নিজস্ব রূপমূল
২. আগন্তুক রূপমূল বা বহিরাগতদের কাজ থেকে কৃতঋণ রূপমূল
৩. বিদেশি রূপমূল।

ডেমরা থানার অন্তর্গত জনগোষ্ঠীর প্রতিদিনের জীবনযাপন কেন্দ্রিক মৌলিক শব্দ যা একান্ত ডেমরা অঞ্চলে প্রচলিত। ডেমরার আঞ্চলিক ভাষার নিজস্ব সম্পদ। নগরকেন্দ্রিক জীবনব্যবস্থা এবং উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণি বৈষম্যগত কারণ প্রভাবিত করছে ডেমরার আঞ্চলিক ভাষাকে। ফলে শব্দে লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া।

ডেমরার আঞ্চলিক ভাষার মৌলিক রূপমূল :

আঞ্চলিক	প্রমিত	উদাহরণ
অ (ɔ)		
অগা (ɔga)	বোকা	অগার লাহান চাইয়া রইছত ক্যা
অহন (ɔhɔn)	এখন	অহন এনতে যা
অকত (ɔktɔ)	সময় (নামাজের সময়)	নামাজের অকত অইছে
অকতা (ɔkɔta)	বাজে কথা	অকতা কুকতা কইছ না
অতিত (ɔtit)	অতিথি	বাইত অতিত আইছে
অহনতরি (ɔhɔntɔri)	এখন পর্যন্ত	অহনতরি গুমাইতাছত
অসতে (ɔʃte)	আস্তে/ধীরে/নিরবে	অসতে অসতে খা
অরগুমা (ɔrguma)	অনিদ্রা/সারারাত জেগে থাকা	অরগুমা থাকলে শইল খারাপ করবো
অরলিগা (ɔrliga)	তার জন্য	অরলিগা তুই কানতাছত
অরিন (ɔrin)	হরিণ	অরিন দেকছি টিফিত
অর (ɔr)	তার	অর লিগা এমুন কতা হুনতে অইল
অগো (ɔgo)	ওদের	অগো লগে চলি না

Dhaka University Institutional Repository

আচানক্ (acanɔk)	আশ্চর্য	কি আচানক্ কতাবাত্তি কয়
আথকা (athka)	হঠাৎ	আথকা মার শইল খারাপ করছে
আককোল (akkol)	বুদ্ধি	তোর আককোল অইত না
আকতা কুকতা (akɔta kukɔta)	বাজে কথা	এমুন অক্তা কুকতা মুহ আমিছ না
আনদাকুনদা (anda kunda)	অন্ধকার পাব	আনদাকুনদা কই যাছ।
আই (ai)	তৃপ্তি	পোলাটারে না মারলে আই মিডতো না ।
আজগা (aȷka)	আজ	আজগা জামুগা গো
আইটটা (aitta)	হেঁটে	আইটটা গেছিগো বুয়া।
আংগাইয়া (aŋgaiẹa)	আগুন লাগিয়ে দেব	কাটিডা আংগাইয়া দেতো।
আংলা (aŋla)	উঁচু করে ধরা	আমারে আংলাইয়া দর।
আওর (aor)	ছোট বিল	আওরে অনেক মাছ পরবো আজ।
আউলি (auli)	আড়াল	তুই আউলিত যা।
আওলা (aola)	নাড়াচাড়া	মুরি আওলাইয়া দে
আওলান (aolan)	গায়ে দেয়ার দামি চাদর	আমার আওলানডা দেতো মা।
আগেবাগে (agebage)	আগে আগে	আগেবাগে খাইছনা বিপদে পরবি।
আজার (aȷar)	খালি করা	পাতিল বাসন আজার কর।
আজাইরা কতা (aȷaira kɔta)	অর্থহীন কথা	হের আজাইরা কতা আজাইরা কাম।
আতাইল/আইল (atail/ail)	জমির পাশে উঁচু করা বাঁধ	আতাইলদা যা।
আদামাদা (adamaka)	অসম্পূর্ণ	আদামাদা কাম করবি না।
আথকা (athka)	হঠাৎ	অথকা গুমের মইদ্যে ডাক পারিছ না।
আনদা কুনদা (anda kunda)	অন্ধকার	আনদা কুনদা কই যাছ।
আমগর (amgɔr)	আমাদের	আমগোর বাইছাব (দুলাভাই)।
আমদুম (amdum)	তোলপাড়/হুলস্থুল	আমদুম কইরা কি করবি।
আলি (ali)	ধানের চারা	আলিগুলান জমিত লইয়া যা।
আল (al)	জমি চাষ করা	গরুর লইয়া খেতো অল চোয়াবি যা।

ই

ইজল (iȷɔl)	হিজল গাছ	ইজল গাছত বুত আহে
ইটটুহানি (ittuhani)	অল্প একটু	ইটটুহানি লইছি গো
ইডা/ইটা (ida/ita)	ঢিল	ইটা মারছ কেরে?
ইডা/ইট (ida/it)	ইট	ইটা দিয়া দালান তুলছে।
ইনজিশন (inȷiʃɔn)	ইনজেকশন	ইনজিশন মাইরা আইছি
হিশশা (hiʃʃa)	অংশ/সম্পত্তির ভাগ	আমার হিশশা বুজাই দে

Dhaka University Institutional Repository

ইশাব (iʃab)	হিসাব	ইশাব কইরা কতা ক
ইহর (ihɔr)	শিকর	গাছের ইহর চেইছা রস কর।

উ

উইডা (uiɖa)	ঐটা	উইডা কেডা
উনদা (unda)	ওখান দিয়ে	উনদা কেডা
উনা/উইনা (una/uina)	লবন কম	ছান উনা অইছে
উংগানি (uŋgani)	ঝিমানো	হের পরতে বইলেই উংগানি দরে
উইচতা (uicta)	করলা/উচ্ছে	উইছতা খাওন বালা
উগলানো (uglano)	বমি করা	সব উগলাইয়া দিছে
উগলা/হোগলা (ugla/hogla)	বেতের চাটাই	আপন উগলায় হুইয়া আছে
উটকি (utki)	বমি	উইয়ে উটকি পারতাছে।
উদাবুতা (udabuta)	এবরোথেবরো	কি উদাবুতা কুলা বানাইছত
উজাইরা (uɟaira)	অকর্মণ্য	তোর লাহান উজাইরা ছেরা দেহি নাই
উনো (uɲo)	ওখানে	উনো ব
উদলা/উদাম (udla/udam)	খালি গা	বাচ্চারে উদাম রাহিছ না।
উদাম	খোলা	বাতের পাতিল উদাম কর।
উনা উনা (una una)	কম আগুন	চুলা উনা উনা কইরা রাখ
উপাশ/উফাস (upaʃ/uphaʃ)	না খাওয়া	হে দুইদিন দইরা উপাশ
উফরি (uphri)	জ্বিনে-ভুতে ধরা ইত্যাদি বুঝাতে	অরে উফরি পাইছে
উফরানো (uphraɲo)	তুলে ফেলা	গাশগুলান উফরাই ল
উবুদ (ubud)	উল্টে রাখা	উবুদ অইয়া রইছত ক্যা
উমনি (umni)	খুদভাত	হুটকি বত্তা দিয়া উমনি বালা লাগে
উমুরা (umura)	ঐদিকে	উমুরা যা গা
উরা/পিরা (ura/pira)	মাটির ঘরের উঁচু জায়াগা	উরাত বইয়া থাক
উলুশ(uluʃ)	ছারপোকা	উলুশগুলান মাইরা হালা
উশার (uʃar)	বালিশের কভার	উশার দুইয়া হালা
উশটা (uʃta)	লাথি/হোঁচট	উশটা খাইয়া পরছে
উমাশ/উয়াশ (umaʃ/uĕaʃ)	নিঃশ্বাস	উয়াশ ছারতাছি না
উজুরি (uɟuri)	নাড়িভুড়ি	উজুরি ছিরা যাইতাছে
উরাদুরা (uradura)	প্রচণ্ড	বেশি কতা কইলে উরাদুরা মারুম

Dhaka University Institutional Repository

এ

এইবারকা (aibarka)	এইবার	এইবারকা তুই মাইর খাবি
এইককানো (aikkano)	হেঁচকি দিয়ে কান্না	দেকগা তোর মাইয়া এইককাইতাছে
এইডা (aiḍa)	এইটা	এইডা বালা কতা অইল না
এইতান (aitan)	এগুলো	এইতান বালা না
এনো (eno)	এখানে	এনো আহো তো বউ
এইতলাক (eitɔlak)	এই পর্যন্ত	আজগা এই তলাগ পরা
এইবারকা (eibarka)	এইবার	এইবারকা দান বালা অইছে।
এইলা (eila)	এইজন	এইলা আমার ঝি।
এউগা (eiga)	একটা	এউগা মাছ দাও
এমনৈ (emnoi)	এমনি	এমনৈ বইয়া লইছি
এমবৈ (emboi)	এমনি	এমবৈ বইয়া লইছি
এ্যাককেরে (ækkere)	একেবারে	এ্যাককেরে শেষ কইরা লামু।
এ্যাক গিড়ু (æk giḍu)	পায়ের গোড়ালি	একগিড়ু পানি অইছে
এ্যাকচাইটা (ækcaiṭa)	একচোটে/একতরফা	এ্যাকচাইটা বোট পাইছে।
এ্যাক পাটটি (æk paṭṭi)	একদল	মায়ে ঝিয়ে এ্যাক পাটটি অইছো
এ্যাচলানো (æclano)	ছড়ানো ছিটানো	পানি এ্যাচলাইয়া তোল।
এ্যাতাহানো (ætahano)	নানাস্থানে	এ্যাতাহানো কাপর ছরায় রাখছত ক্যা?
এ্যামবে (æmbe)	এমনি	এ্যামবে এ্যামবে সব অয় না
এমনে (emne)	এভাবে	এমনে কাটিছ না মাছডি
এইতরি (eitɔri)	এই পর্যন্ত	এতখন দইরা এইতরি লেকছত

ঐ

ঐতান (oitan)	ঐগুলো	ঐতান হেগর
ঐল (oilo)	হল	তর কতাই ঐল।

ও

ওংগানো (oŋgano)	ঝিমানো	পরাত বইয়া ওংগাছ কেরে
ওগলা (ogla)	হোগলার চাটাই	সাদি ওগলায় হুইয়া আছে
ওটকি (oṭki)	বমি ভাব	উয়ে ওটকি পারতাছে
ওনদা (onda)	ওখান দিয়ে	ওনদা যা
ওম্মা (omma)	ওমা (আশ্চর্য হয়ে গেলে)	ওম্মা কছকি
ওমুরা/হেমুরা (omura/hemura)	ঐদিকে	জিয়ায় ওমুরা গ্যাছে
ওরা (ora)	বেতের তৈরি গোল পাত্র	ওরাত মুরিল

Dhaka University Institutional Repository

ওরোলা (orola)	কাল রঙের বিষাক্ত বড় পিপড়া	ওরলায় কামরাইলে এমুন শক্ত অইয়া যায়
ওরা (ora)	মাটির ঘরের পাশের উঁচু স্থান	ওরাত ব
ওলান (olan)	গরুর দুধের বাট	গাইয়ের ওলান বারি অইছে
ওলান (olan)	গরম করা	মুরি ওলাই লো
ওশার (oʃar)	বালিশের কভার	ওশার দুইয়ালা

ক

কাছাইয়া (kachaiya)	গুছিয়ে নেওয়া/একত্রে করা	বাতগুলান কাছাইয়া ল
কাহাইল (kahailɔ)	গোলাকার কাঠের তৈরি পাত্র যেটিতে ধান/চাল গুড়া করা হয়	কাহাইলের চাল কাছাইয়া ল
কুচুইললা/ কুচাইললা (kucuilla/kucailla)	তেলকুচে পাতা	কুচুইললা বালা হাক
কেইটটা (keiʈʈa)	ছোট/চিকন	হের কেইটটা লাইগা রইছে, বারে না
কইতরি (kɔitɔri)	কোন পর্যন্ত	কইতরি যামু কইয়া দেন
কইতারতাম না (kitartam na)	বলতে পারব না	কি খামু কইতারতাম না
কাইচা (kaica)	সম্পূর্ণ মুছে	পাতিলতে ভাত কাইচা ল
কইববর (kibbɔr)	কবর	লাশডারে কবরে হুইয়া দিছে
কনকইনা (kɔnkina)	তীব্র ঠাণ্ডা	কনকইনা শিত পরছে রে
কত কাইল্যা (katɔlæ)	অনেক পুরনো	কত কাইল্যা দোছ তুই আমার
কইতন/কইত্তে/কোনতে (kɔitɔn/kɔitte/konte)	কোথা থেকে	কোনতে আইছো গো বুয়া
করকইরা (kɔrɔira)	বেশি শক্ত/বেশি ভাজা খাবার	মাছটা বেশি করকইরা করিছ
কইতর (kɔitɔr)	কবুতর	কইতরের ডিমটা কাইনজ্যা অইছে
কাইনজ্যা (kainɟæ)	নষ্ট ডিম	ডিম কাইনজ্যা অইছে
কাইডা (kaiɖa)	ঝগড়াটে	তোর লাহান কাইডা ছেরি দেহি নাই
কাইশটা (kaiʃʈa)	কৃপন	রইশ্যা বর কাইশটা
কুইশটা (kuiʃʈa)	কৃপন	রইশ্যা বর কুইশটা
কাইটা (kaiʈa)	কৃপন	রইশ্যা বর কাইটা
কাইটা/কাইডা (kaiʈa/kaiɖa)	কেটে ফেলা	গাছডা কাইটা ফেলা
কুইর‍্যাকাইচ্যা (kuirækaicæ)	জমানো/নিঃশেষ করে কেচে নেয়া	উডানতে দান কুইর‍্যা কাইচ্যা ল
কশাই (kɔʃai)	কষানো	মসললা কশাইলোরে
কশা (kɔʃa)	কঠিন/শক্ত	কশা কইরা বান বাশওলান
কাই (kai)	পিঠা তৈরির মণ্ড	মায় কাই করতাছে
কাহই/কাওই (kahɔi/kaoi)	চিরুনি	ছেরি অহনতরি মাতাত কাহই লাগাছ নাই

Dhaka University Institutional Repository

কামাই (kamai)	রোজগার	পোলার কামাই কয়জনে খাইতারে
কাম (kam)	কাজ	কোনো কাম করে না পোলায়
কালাই (kalai)	পিতলের পাত্রে প্রলেপ দেয়া	
কামলা (kamla)	ক্ষেতমজুর	কামলাগুলানরে বাত দে
কতা (kɔta)	কথা	
কঅন (kɔn)	কথা বলা	তোমার কঅনদা কতা তুমি কও
কয় (kɔĕ)	বলে	
ককায় (kɔkaĕ)	কাতরানো	
কচলান (kɔclan)	মাজা	শইলডা কছলাই দে তো মা
কচকচা (kɔckɔca)	খুব কচি অর্থে	
কটকট্যা (kɔtkɔʈæ)	ঝাঁঝালো গন্ধ	আছারের কটকট্যা গেরান বালাই লাগে
কটট্যা (kɔʈʈæ)	খুব লবণ	
কড়া (kɔɖa)	খুব লবণ	
কটা (kɔʈa)	খুব লবণ	
করা (kɔra)	কচি	করা/কররা আম খাইছ না
কররা (kɔrra)	কচি/অতি তীব্র	খুব কররা মাইর দিছি
করাল (kɔral)	অঙ্গীকার	করাল করলে কতা রাহন লাগে
করকরায় (kɔrkɔraĕ)	ডাকাডাকি	মুরগিডা করকরায়
কনচি (kɔnci)	বাঁশের কঞ্চি	কনচিদা মারমু কইলাম
কাউয়া (kauĕa)	কাক	
কাগো (kago)	কাদের	কাগো বাইত যাইবা
কোকায় (kokaĕ)	ব্যথায় কাতরানো	হারা রাইত মায়ে কোকাইছে
কাককু (kakku)	কাকা/চাচা	
কুচকুইচ্যা (kuckuicæ)	অনেক কালো	
কুচকুচানি (kuckucani)	শখ	যাওনের লাগি কুচকুচানি উঠছে
কুনো (kuno)	কোথায়	কুনো যামু
কুটকুট (kuʈkuʈ)	চুলকানি	গতর কুটকুট করতাছে
কেরকের (kerker)	বেশি কথা বলা/চিল্লাচিল্লি করা	উইয়ে বেশি কেরকের করে
কেওর (keor)	দরজা	
কোকরা (kokɔr)	কুঞ্চিত	ওর কোকরা চুল
		উয়ে কোকরা অইয়া রইছে শীতে
কোনডারে (konɖare)	দুজনকে/উভয়কে	

Dhaka University Institutional Repository

কাইক্কা (kaikka)	এক প্রকার মাছ	
কুয়ারা (kuĕara)	ন্যাকামি	বেশি কুয়ারা বালা না
কিরমি (kirmi)	কৃমি	

খ

খাইশটা (khaiʃʈa)	নোংরা	এমন খাইশটা ছেরি দেহি নাই
খুন খুইন্যা (khun khuinæ)	অতিরিক্ত বৃদ্ধ	দাদায় এককেরে খুন খুইন্যা অইয়া গেছে
খেইল/খেলন (kheil/khelɔn)	খেলা	আর খেনন লাগবো না
খাইছলত (khaichlɔt)	অভ্যাস	খাইছলত বদলা অহন
খনচা/খৈনচা (khɔnca/khoinca)	কাঠের তৈরি চামচ/পত্র	
খুনতি (khunti)	আগাছা কাটার কাঁচি	
খাউটা (khuʈa)	বাসিভাত দিয়ে রান্না করা খিচুড়ি বিশেষ	
খাউয়া বাউয়া (khuĕa bauĕa)	অমসৃণ	বাগুনটা খাউয়া বাউয়া
খাতির জমা (khatir ɟɔma)	ধীরে সুস্থে	খাতির জমা কাম কর (kɔr)
খারা (khara)	দাঁড়ানো	খারাই রইছত কে
খুরচুন/খুচরন (khurcun/khucrɔn)	খুন্তি	
খুয়া খুয়া মেগ (khuĕa)	গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি	
খুশে (khuʃe)	নিজের ইচ্ছায়	খুশে আইলে আহ নাইলে যাও গা
খেজি (kheji)	ধমক দেয়া	দাদায় খেজি দিছে
খ্যাশ (khæʃ)	আত্মীয়	হেরা আমগোর খ্যাশ
খৈয়া (khoiĕa)	খুলে যাওয়া	দরি খৈয়া গ্যাছে
খোলা (khola)	নাড়া দেয়া	করাই মাছটা খোলা দে

গ

গজাইয়া উঠছত (gɔjaiĕa uthchɔt)	আবির্ভাব হওয়া	নেতা কইত্তে গজাইয়া উঠছত
গপগপাইয়া (gɔpgɔpaiĕa)	তাড়াতাড়ি	গপগপাইয়া খাইয়া ল
গাইয়া (gaiĕa)	গ্রাম্য	গাইয়াগো মতো কতা কইছ না
গাও (gao)	ক্ষত/ঘা	পাওয়ের গাও হুগায় নাই
গচ্চা (gɔcca)	অকারণে নষ্ট হওয়া	কত টেকা গচ্চা দিমু ক
গজাইছে (gɔjaiche)	আবির্ভাব হওয়া	কত নেতা গজাইছে অহন
গদগদ করা (gɔdgɔd kɔra)	বেশি কথা বলা	বেশি গদগদ করিছ না
গপশা/গফশা	মোটা/ভারি	কাফরডা গপশা
গপগপাইয়া	তাড়াতাড়ি	গপগপাইয়া খাওন বালা না

Dhaka University Institutional Repository

গপশপ	গল্প করা	মার লগে গপশপ কর
গরন	চেহারা/গঠন	মাইয়াডার গরন বালা
গর	বিয়ের কথা প্রসঙ্গে	ওর বিয়ার গর আইছে
গরজ	উৎসাহ/আগ্রহ	তর গরজ থাকলে তুই যা
গলা	নরম	বাত গলা কইরা লইছে
গলগৈললা	বেশি নরম	আমডা পাইক্যা গলগৈললা অইছে
গাই	খোঁচা দেয়া	মাছটারে গাই দা দর
গাই	ছিদ্র	বইটা গাই কইরা দে
গাউরা	বদমেজাজী/একগুয়ে	গাউরা মাইশের লগে কতা কওন বালা না
গাবোর	নোংরা	পেকো হুইয়া রইছত গাবোর
কোহানকার		
গুইনযা	গুঁজে রাখা	কাপড়টা গুইনযা রাখ
গুনা	তার	গুনাদা বাইদ্যাল
গেডি	মাথা/ঘাড়	গেডিডা নোওয়া বইলাম
গিড়ু	পায়ের গোড়ালি	পায়ের গিড়ু বেদনা করে
গোপেগাপে	সুবিধামত/ফাঁক বুঝে	গোপেগাপে কাম কইয়া লইছ
গ্যান গ্যান	একই বিষয় নিয়ে বেশি কথা বলা	গ্যানগ্যান করা বালা না
গাবাগাবি	বেশি কথা বলা	এত গাবাগাবি বালা না/গাবাইছ না
গাগু	চালাক/অভিজ্ঞ	হেয় অনেক গাগু মানুষ
গেগ	গলাফুলা রোগ	মায়ের গেগ অইছে

চ

চাক্কা	ঢিল	চাক্কা দেয় কেডারে
চাইক্কা দেহা	খাবারের স্বাদ যাচাই করে দেখা	সালনডা চাইক্কা দেহি
চাইটাপুইটা	চেটে খাওয়া	পেলেট চাইটাপুইটা খা
চাইড্ডা	অল্প পরিমাণ	চাইড্ডা বাত দিবাগো মা
চাইয়া	তাকানো	অমুন কইরা চাইয়া রইছত ক্যা
চাইলল্যা	চোখের ক্ষীণ দৃষ্টি	
চলন	বিয়ে বরযাত্রা	কাক্কুর চলনো যামু
চোহরদি	সীমানা	আমার চোহরদি তরে যেমুন না দেহি
চাই	মাছ ধারার ফাঁদ	
চিককার/চিকখাইর	চিৎকার	পোলাডা চিককারইর পারতাছে
চুক্কা	টক	

Dhaka University Institutional Repository

চিলিক	হঠাৎ ব্যথা	পা চিলিকদা উঠছে
চেরাগ	বাতি/কুপি	
চক্কর	ঘুরা	মাতা চক্কর দিছে
চংগো	মই	চংগো কই রাখছত
চটান	রাগানো	অরে চটাইছ না
চাপটি পিডা	চালের গুড়ার দিয়ে মচমচে রুটি	চাপটি পিডা খাইচচছ
চাপিল	সরু/চিকন	এত চাপিল রাস্তাডায় হাটন যায় না
চারা	নখ	হাতের চারা কাটতাছি
চাছা/চাশা	কোনকিছু বেছে নেয়া	
চিটা/চিডা	যে ধানে চাল নেই	
চিতনা	চ্যাপটা	চিতনা পেলটে ডাইল খাওন যায় না
চিনচিন	হালকা ব্যথা/জ্বলা	
চিল	টুকরা	আমডা চিল চিল কইরা কাট
চুংগি	নাকফুল	নয়া বউয়ের চুংগি আনছত
চুদুরবুদুর	গরিমসি	খাওন লইয়া এত চুদুরবুদুর বালা না

ছ

ছতরবতর	তাড়াহুড়া	ছতরবতর কাম বালা অয় না
ছাইদারি	চুলার আগুন উঠাবার চামচ বিশেষ	
ছালুন/ছান	তরকারি	মাছের ছানও নুন কম অইছে
ছানদানি	রাগ	হের শইলে ছানদানি বেশি
ছাফা	পরিষ্কার	কাপর ছাপা কর
ছাপরা	টিনের বেড়া দ্বারা নির্মিত ঘর	হে ছাপরাত থাহে
ছ্যাবরা/ছোচা	অন্যের খাবারের প্রতি লোভ	ছ্যাবরা পোলাপান বালা না
ছিডাফোডা	সামান্য	বাফের চেরার ছিডাফোডাও পায় নাই
ছিটপরা/তিল্লাপরা	ছোট ছোট দাগ হওয়া	অর শাটো সিট পরছে
ছিদরি	ছিদ্র	ছিদরি দা পানি আইতাছে
ছুইত লাগা	নাপাক হওয়া	
ছুতা দেওয়া	ফাঁকি দেয়া	মায় ছুতা দিয়া গেছে গা
ছেনি	চামচ	
ছ্যাওয়া	ছায়া	ছ্যাওয়াত ব
ছ্যানছ্যান করা	খিটিমিটি করা	
ছ্যারাব্যারা	বিশৃঙ্খল	বইখাতা ছ্যারাব্যারা কইরা রাখছে
ছেমরি	মেয়ে (তুচ্ছার্থে)	অই চেমরি চুপ যা

Dhaka University Institutional Repository

ছেরা	ছেলে	
ছেরি	মেয়ে	

জ

জেয়াফত	নিমন্ত্রণ	মামানি জেয়াফত দিছে আমগো
জলা	হিংসা	উইয়ে হুইনা জলতাছে
জরাভাত	একমুঠো ভাত দলা করা	
জমা দেয়া	পরোয়া করা	তবে জমা দিয়া চলি না আমি
জন্মের মতন	জনমের মত	
জাফা	গাছে মাচা দেয়া	
জাহা	ঝাঁকা দেয়া	আমগাছে জাহা দে
জিগাও	জিজ্ঞাসা করা	আলা জিগাও ওরে
জিংলা	বাঁশের কঞ্চি	জিংলার মার খাবি
জিয়া	বড় চাচি	জিয়ায় মাছ কুটে
জিনালা	জানলা	জিনালা খোলায় চাইয়া রইছে
জিবলা	খাওয়ার লোভ	এত্যা জিবলা বালা না
জিয়া	বাঁচিয়ে রাখা	কোন রকমে জিয়া আছি
জুইত	ভাল	খাওন জুইতের অয় নাই
জুপ্পা জোপ্পা	থোকা থোকা	জুপ্পা জোপ্পা আম দরছে
জুলজুলা	ডোলা জামা	
জুলজুলা	ছেঁড়া/পুরনো	কাপরডা জুলজুলা অইয়া গেছে
জেতা	জীবিত	মাছ জেতা নি?
জেনতেন	যেমন তেমন	
জেরতেনে	যার কাছে	জেরতেনে মন চায় হেরতনে কগা কতা
জেশুম	যখন	জেশুমে ইচ্ছা হেশ্‌মে আয়

ট

টরটইরা	চালাক/দুষ্ট	পোলাটা টরটইরাও
টনক পারব	শক্ত	পোলাটা টনক অইছে, আলা বইতে
টনটন	খুব ব্যথা	হাতটা বেতায় টনটন করতাছে
টরটর করা	আগে আগে কথা বলা	এত টরটর করিছ না
টাইট	টানা দেয়া	এইমুরাততে হেইমুরা ছরি টাইট কর
টাক দরা/টাসকি	চিৎকার দিয়ে চুপ হয়ে থাকা	উইয়ে দি টাসকি লাইগা রইছে

Dhaka University Institutional Repository

টাগারি	বেতের তৈরি ঝুড়ি	
টেলকা	ঠান্ডা	হাতটা কি টেলকা
টেটায়/টাটায়	হিংসা	পরেরটা দেইখা চোখ টাটায় কে
ট্যাট্যা	কান্না করা	ট্যাট্যা করিছ না।
ট্যাটনামি	চালাকি ট্যাটনামি তো বালাই হিকছো	
টেরাং	টিনের বাক্স	
টেককাদেয়া	ভয় দেখানো (হুমকি দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত)	

ঠ

ঠুয়া/ডুয়া	মাথায় ধাক্কা দেওয়া	
ঠাডা	বাজ পরা	
ঠুলা/ঠুললা	ন্যাড়া মাথা	তুই ঠুললা অইল কবে
ঠেংগানো	লাথি দেওয়া	ওরে ঠেংগা
ঠ্যাং	পা	ঠ্যাং ভাইঙালামু
ঠোকর	খাবার খাওয়া	মাছে ঠোকর দিছে
ঠোকনা	মাথায় হাত দিয়ে মারা	ঠোকনা মারছ কে
ঠোলা পাইলা	মাটির হাঁড়ি পাতিল	

ড

ডকমতন	ঠিকমত/সুবিধামত	ডাকমতন থাহিছ কইলাম
ডনডি	জরিমানা	এত্তা ডনডি দিতাম না
ডলা	ইস্ত্রি করা	কাপর ডলা দিয়া দে
ডলডল্যা	ঢিলা/বড়	পিরানডা ডলডল্যা অইছে
ডাবাইয়া	বেশি করে খাওয়া	পেট ডাবাইয়া খা
ডাবাইয়া	পুতে ফেলা	গাছটা মাটিত ডাবাইয়া থু
ডাবৈর	মাটির পাত্র (হুকায় ব্যবহৃত হয়)	
ডোমা/ডুমা	ময়লা পরিষ্কার করার টুকরা কাপড়	ডুমাডা মুইছা ল
ডুলা/খালই	বাঁশের তৈরি ছিদ্রযুক্ত পাত্র	
ডেহি	ঢেঁকি	
ড্যাওন	কোন কিছুর ওপর দিয়ে ডিঙ্গিয়ে যাওয়া	খাওনের উপর দা ড্যাওন বালা না
ডাংগর	বড় হওয়া	বুয়ায়দি ডাংগর হইয়া গ্যাছে গা
ড্যানা	ডানা	মুরগার ড্যানাই লইও
ড্যাক্কা	ধাক্কা	ড্যাক্কা মারছ কে
ড্যারা	কুড়েঘর	

Dhaka University Institutional Repository

ডেলান	হেলান	বাফের পিডো ডেলান দা বইছে
ডোনডে	মুহূর্তে	এক ডোনডে যামু আর আমু
ডোংগা	ডিঙ্গি নৌকা	

ত

ততা	গরম	পাতিলডা ততা কইরা ল
তবন/তফন	লুঙ্গি	বাজানে তফন কিনছে
তলানি	নিচে জমা ময়লা	কলসির তলানির পানি লইয়ো না
তাওরাল	তলোয়ার	
তফাত	দূরে	তফাত যা কইলাম
তেলানো	তোষামোদ করা	জাওনের লাগি তেলাইতেছে
তালবান	গুছানো/সঠিক কথা	হের কতার কোন তালবাল নেই
তিয়াশ	তৃষ্ণা	খুব পানির তিয়াশ লাগছে
তুখখার	খুব পটু	ছেলে অংকে তুখখার
তুইতোকারি	বকা দেওয়া	
তুরতুর	চঞ্চল	
তেইর‍্যা	বাঁকা	বাশডা তেইর‍্যা কইরা দর
তেরিবেরি	গণ্ডগোল	
ত্যারা	একগুঁয়ে	মাইয়াটা জবর ত্যারা
ত্যালত্যালা	হৃষ্টপুষ্ট/তেল চিটচেট	
তৈ তৈ	হাঁস ডাকা	

থ

থাবরা	চড়	এক থাবরা দিমু
থাইক্যা	হতে	কাইল থাইক্যা হুইয়া রইছি
থাবাথাবি	কাড়াকাড়ি	
থিরবুড়িথির	প্রথম হাঁটা শেখানোর সময় ছোট শিশুকে বলা হয়	
থুক্কু	এ শব্দ বলে খেলা মাঝপথে বন্ধ করে দেওয়া	থুক্কু পানি খাইয়া লই
থুবাও	একত্রিত করা	দান গুলান থুবাও।
থোকনা	হাত দিয়ে থুতনিতে আঘাত করা	
থোতার জোর	কথা বলার জোর	বিনার থোতার জোর অনেক

দ

দোনাইল্যা	দুই মুখ ওয়ালা (বন্দুক)	

Dhaka University Institutional Repository

দোনোডা	দুইজন	
দর	কলিজা	দর ছিরালামু
দোয়া	মুছা/পরিষ্কার	
দোম দরা	চুপ করে বসে থাকা	
দোয়া পাকলি	ধোয়া-মোছার কাজ	
দোরপারা	দৌড়ানো	কাককু দৌর পারতাছে
দোফর/দুইফোর	দুপুর	দুইফোরে আমুনে
দুরমুর	আওয়াজ অর্থে	
দুয়া দেহা	বিপদের সময় চোখে মুখে অন্ধকার দেখা	
দুর দুর	ছি ছি	
দুলাইন	বিয়ের কনে	নতুন দুলাইন গরো
দেরাকতা/দেইরা কতা	বাজে কথা	দেইরা কতা কইছ না
দেইরা	কোণাকুণিভাবে ধরা	কাপরডা দেইরা কইরা দর
দেনু	ধনুক	
দ্যাত্ত	দৈত্য	
দ্যাও ডাকা	মেঘে গর্জন করা	
দ্যাতলামি করা	কথা না বলে চুপ করে থাকা	
দ্যানদামি	সব বুঝেও না বুঝার ভান করা	ওর দ্যানদামি কেডায় না বুজে
দ্যাহা	দেখা	
দ্যাহাহুনা	দেখাশুনা	
দৈর‍্যা	ধরে	
দোআইক্কা	দুমুখি চুলা	
দোজক	দোজখ	
দপপর/দফফর	পড়ে গেলে ব্যবহৃত হয়	হেয় দপপর দিয়া পরছে
দবদৈব্বা	অতিরিক্ত ফর্সা রঙ	মাইয়াডা দরদৈব্বা অইছে
দরফরানি	অস্থির হওয়া	এত্তা দরফরানি কে
দহিন মুক/মুহি	দক্ষিণ দিক	দহিনমুহি অইয়া ব
দাইরামি	বড়াই করা	উইয়ে বেশি দাইরামি করে
দক	মরিচ পুড়ার গন্ধ/ঝাঁঝ	মরিচের দকে গর বইরা গেছে
দরমা	মুরগির ঘর	দরমার কেউর লাগা
দরের পানি	কলিজার পানি/ভয় পাওয়া	দরের পানি হুগায় গেছে
দলান	দালান	নাছিরগো দলান উইডা গেছে
দলামুচরি	বিশৃঙ্খল/কুচকানো	বিছানা দলামুচরি কইরা রাকছে
দহিন মুরা	দক্ষিণ দিক	বাজানে দহিন মুরা বইয়া রইছে

Dhaka University Institutional Repository

দাওয়ানো	তাড়িয়ে দেওয়া	কাকগুলান দাওয়া তো
দাক্কা	ধাক্কা	
দাবরি/দামকি	ধমক	দাবরি খাওনের আগে বাগ
দারা	মেরুদণ্ড	
দামান	ননদের স্বামী	
দাফাদাফি	লাফালাফি	মাছে পানিত দাফাদাফি করতাছে
দেনদরবার	আলোচনা	করিমরে লইয়া দেনদরবার বইছে
দারুমদুরুম	জোরে জোরে	
দাফরান	ছটফট	
দারগা	দারোগা	দারগা আইছে
দিগল	লম্বা/সোজা	
দেদার	অনেক	গাছে দেদার আম অইছে
দিন উঠছে	বৃষ্টির পর রোদ উঠছে	আজকা দিন উঠছে
দিল উডা	মায়া মহব্বত কমে যাওয়া	হেরতেনে দিল উইডা গেছে
দিশা পাইনা	হুশ না পাওয়া	
দুইয়া	ধুয়ে	মাছ দুইয়া ল
দুনাইছে	কাটা/ফোড়া পাকা অর্থে	
দুইননাইত	পৃথিবীতে	বাজানে দুইনাইত নাই
দুক্কু/দুক	ব্যথা/মারা	উইয়ে দুক দিছে
দুয়ার	উঠান	দুয়ারে দান দিছে
দুগামি/দুগা/দুগ্গা	সামান্য	দুগামি চাল দে
দুমাইয়া	অনেক	দুমাইয়া মাছ উঠছে
দুনৈল্যা	দুনলা	দুনৈল্যা হাপ দেকছি
ন		
ন্যাওর	নতুন বাড়ির ভিত্তি স্থাপন	আজকা ন্যাওর খুদবো।
ন্যাওর	ফিতা	ছায়ার ন্যাওর গুইনজা লই
ন্যামত	নেয়ামত/দান	
ন্যাচ	নিচু	ডাইলডা ন্যাচ কর
ন্যাহা	লেখা	ন্যাহাপড়ার দরকার আছে
নকতা	ঢং	নকতা তো কম জানস না
নালায়েক	ছোট ছেলেমেয়ে	নালায়েক পোলাপানের কতা দরিছ না
নাল	সমান/সমতল	নাল খ্যাতের দান।

Dhaka University Institutional Repository

নাল	সোজা	রশি নাল কইরা দর
নাল	লাল রং	পিডাইয়া নাল কইরালামু।
নাগা	বন্ধ করা	ইছকুল নাগা করিস না।
নিংরান	পানি ঝরিয়ে নেয়া	কাফর নিংরাই ল
নিগরা	তলায় জমে থাকা/তলানি	নিগরার পানি খাইছ না
নিরাছারা	যার কেউ নেই	নিরাছারা পোলার লগে বিয়া দিবি
নিজনজাল	ঝামেলাহীন	মায়ে-পুতে নিজনজাল সংসার
নিডাল	চুপচাপ/নিস্তব্ধ	বারিডা নিডাল অইয়া রইছে
নয়া	নতুন	নয়া জামাডা লইয়া আয়
নিনদান	ঘৃণা করা	মাইনশের নিনদান বালা না
নিমচা শয়তান	ভেতরে ভেতরে শয়তানি	
নি	নাকি	তুই খাইছত নি
নুনতি	হাম/বসন্তরোগ	
নুছনি	ন্যাকড়া	
নেংগুর	লেজ	টিকটিকিডার নেংগুর নাই
নেংগুর	শয়তানের মূল	তুই অইলি আসল নেংগুর।
ন্যাওটা	পিছে পিছে ঘুরঘুর করা	তন্বী এককেরে মায়ের ন্যাওটা
নকতা	নেকামি	নকতা তো বালাই জানছ
নগে	সঙ্গে	বুয়ার লগে যামু
নাগল	সাক্ষাৎ/দেখা পাওয়া	দাদার নাগল পাই না।
নাডা	খাটো	পোলাটা নাডা
নলা	রুইমাছের বাচ্চা	নললি বাইঙগা দিমু
নললি	পায়ের গোড়ামি	
নাইকা/নাইক্যা	নাই	বাইয়ে গরে নাইক্যা
নাইরল	নারিকেল	
নাহাবি না	গোসল করবি না	তুই নাহাবি না
নাকে মুকে	তাড়াতাড়ি	নাকে মুকে খাই ওট
নাকউচা	অহংকার	জবর নাক উচা মাইয়া
নাঠি, নাডি	লাঠি	
নাডিগুডি	শয়তানি	তোর নাডিগুডি কেটায় দরবো
নাননাবাচ্চা	শিশুবাচ্চা (বড়দের শিশুদের মত আচরণের ক্ষেত্রে তুচ্ছার্থে ব্যবহার)	
নামান/পেট নামান	ডায়েরিয়া	পোলার পেট নামাইছে
নায় নাত কুর	নাতি	নায়নাতকুর লইয়া বালাই আছি

Dhaka University Institutional Repository

নারু/নাইরা	ন্যাড়ামাথা	নাইরা মাতা চাইবা না
নারা	নাড়ানো	দুদ নারা দে
নারা	খড়ের গাদা	নারাত আগুন লাগছে
প		
পচচিম	পশ্চিম	পচচিম দিকদা যাইছ না
পাচহানো	নানাদিকে	পাচহানো কতা কইলে তো অয় না
পটটি	ফাঁকি দেয়া	ওরে পটটি দিয়া আইছ
পতিবার	প্রত্যেকবার	
প্যানপ্যান	খুব ধীরে ধীরে	প্যানপ্যান কইরা কতা কইছ না
পয়লা	প্রথম	
পয়লা দিয়া	প্রথম দিকে	পয়লা দিয়া বালাই আছিল
পরক কইরা	পরীক্ষা করে	
পরছতাপ	বিয়ের প্রস্তাব	মাইয়ার পরছতাপ তো আইতাছে
পহর	পাহারা	কত আর পহর দিমু
পলাপলি খেলন	লুকোচুরি খেলা	
পোলাপান	ছোট ছোট ছেলেমেয়ে	
পলটি	উল্টে যাওয়া	
পলব	প্রলেপ	
পাইজন	পাচন	
পাইন্যা/পাইনসা	পানির মত তরল	
পানশা	জলবসন্ত	
পাইনসা	কম স্বাদযুক্ত খাবার	
পানশা	পানসে/লবন কম	
পাইলা	পাতিল	
পাউযদুয়ার	পেছনের দরজা	
পাচদুয়ার	ঘরের সামনের উঠান	সবাই পাচদুয়ারে বইয়া রইছে
পাকনামি	পাকামি করা	
পাখনা	চালাক	
পেখ/পেক	কাদা	বৃষ্টি অইলে রাস্তা পেক অইয়া যায়
পাগার	ময়লা ফেলার জায়গা/ ময়লা পানি ফেলার ভর্তি গর্ত	
পাছমোরা	দুহাত পেছনে বেধে রাখা	
পাছরাপাছরি	দুজনে জড়িয়ে ধরে মারামারি	

Dhaka University Institutional Repository

পাজরাপাজরি	হুরাহুরি	বাপে-পুতে পাজরাপাজরি করতাছে
পাট পাট কইরা	থরে থরে রাখা	লাকরি পাট পাট কইরা রাখ
পাটাইয়া	পাঠিয়ে	
পাড়িহাপটা/পাটিহাপড়া	পাটি সাপটা	
পাতাইল্যা	কোণাকুণি/আড়াআড়ি	
পাতালি রাস্তা	সোজা রাস্তা	
পাক মারা	মাথা ঘুরা	
পাউপা/পাউফা	পেঁপে	
প্যার প্যারাইয়া	তরতর করে ডুকা/তরতর করে ছিঁড়ে যাওয়া	
প্যারতেক	প্রত্যেক	
পুশকুনি	পুকুর	
পোংডা	দুষ্ট	
পোকতা	শক্ত করে	
পোয়ানো	পোহানো	
পোরানি	জ্বালা/যন্ত্রণা	
পোলা	ছেলে	
পোলডা/পোডলা	পুটুলি/পোটলা	
পৌরকা	পরশুদিন	
পিরোন	জামা	
পিপরি বাতাস	শরীর লাল হয়ে ফুলে উঠে চুলকানো অর্থে	
প্যারপ্যার	অতিরিক্ত কথা বলা	
পিলপিলায়	চুলকায়	
পিশ্যা	ভর্তা	
পিছন	পেছনে	
পিছা	ঝাড়ু	
পিছলা	কৃপণ	
পুইনযাল	মাথার ছোট উকুন	
প্যাচাল/প্যাছাল	অনর্থক কথা বলা	
পুড়ুর পুড়ুর	কুটনামি করা	
প্যান প্যান	ঘ্যান ঘ্যান করে কান্না	
পুইচা/পুইছা	মুছে	
পিনদি	কাপড় পড়া অর্থে	
প্যাক্কাপ্যাকিক	কাদা নিয়ে খেলা/কাদা ছোড়াছুড়ি	
প্যাখনা/প্যাকনা	ঢং করা	

Dhaka University Institutional Repository

প্যাচ	জটিলতা	এত প্যাচ দরিছ না কতার
প্যাতাপ্যাতা	ক্লান্ত/নড়বড়ে/অসহ্য	
প্যানের প্যানের	বিরক্তিকর কথাবার্তা	
প্যানাপ্যানি	রাগারাগি	
পাত থালা	ওর পাতে বাত দে	
পাথি	বাঁশের তৈরি পাত্র	
পানানো	গরুর দুধ দোয়ানো	
পেনা	কচুরিপানা	
পানির লাহান	খুব সোজা	
পান চিনি	বিয়ের পাকা কথা হওয়া	
পাউপ্পা/পাউফা	পেঁপে	
পারা স্তূপ	ধানের পারা	
পার	মার	
পারানি	পিটানি/প্রহার	
পলা	লুকানো	
পালডানো	পরিবর্তন করা	
পাশ	চওড়া	
পাসামুরা	পেছন দিক	
পাছাত	পেছনে	
পাহা	পাকা	
পাহা দালান	ইটের তৈরি ঘর	
পিচাশ	নোংরা	
পিত	পিত্তথলি	
পিডা	পিঠা	

ফ

ফিরাউলটা	বিয়ের পর বরের শ্বশুর বাড়ি যাওয়া
ফিরি	পিঁড়ি
এই ফিল	এদিকে
ফুকনি	লোহার নল
ফুফাইতাছে	শব্দ না করে কান্না
ফুটছে	উধাও হয়ে যাওয়া
ফতুর	নিঃস্ব হয়ে যাওয়া
ফুরন/বাগার	তেলে ভাজা

Dhaka University Institutional Repository

ফেইক্যা	ছুঁড়ে ফেলা
ফ্যাকরা	কোন কাজে অসম্মতি জ্ঞাপন
ফ্যাট	মিশ্রন করা
ফ্যাতা ফ্যাতা	ছিন্নভিন্ন/খুব ভালভাবে
ফ্যাপসা	ফুসফুস
ফৈরকা উডা	চমকে উঠা/শিহরিয়ে উঠা
ফুইল্যা	রেগে থাকা
ফরদো	তালিকা
ফটু/ফটো	ছবি
ফনফইন্যা/ফরফইর‍্যা	খুব পরিষ্কার
ফর ফর	চঞ্চল
ফরফরাহ	বাচাল
ফরমাইস	আদেশ
ফলি	চিকন চিকন করে কাটা শুকনো আম
ফলি	এক প্রকার মাছের নাম
ফলনা দফনা	অতিরিক্ত অনেক কিছু
ফশকা	ঢিলা
ফইর	ভিক্ষুক
ফোশফোশ	অতিরিক্ত রাগে গুম হয়ে থাকা
ফাইরা	ছেঁড়া
ফাগা	ফাঁক করা
ফারাক যা, ফারাগ	দূরে যাওয়া
ফাকফাত	সশব্দে
ফাত ফাত	জোরে শব্দ
ফাতরা লোক	অবিশ্বাসী লোক
ফালাইন্যা	ফেলে দেয়া
ফালদা উঠা	আনন্দে লাফালাফি
ফাল উডা	আনন্দ হওয়া

ব

বক্কর চক্কর	তালবাহানা
বংচং	ফাঁকিবাজি
বখাইট্টা	বখাটে ছেলে
বকতি	আগ্রহ/প্রবৃত্তি

Dhaka University Institutional Repository

বগর বগর/বগবগ করা	বেশি কথা বলা
বটকি	কান ধরে ওঠাবসা করা
বডি	দা/বটি
বেততমিজ	অসভ্য/ফাজিল
বনাবনতি	মিলমিশ
বনডক	ভাগ করা
বনদো	দূরের ক্ষেত
বননত	দ্রুত / চট করে
বয়রা (পুঃ) / বয়রি (স্ত্রী)	বধির
বরোগলা	উচ্চ স্বরে কথা বলা
বরর বরর	বাচাল/বেশি কথা বলা
বকরি/বকরি	ছাগল
বরতা	ভর্তা/চাটনি
বলক	বুদবুদ উঠা
বলে নাই	বড় না হওয়া/পরিপুষ্ট না হওয়া
বলদা	বোকা
বকশিছ	বখশিস
বশশের কাল/	
বয়সের কাল	যৌবনকাল
বহাবহি	বকাঝকা/তর্কবিতর্ক
বাইগুন/বাগুন	বেগুন
বাইগ্য	ভাগ্য
বাইজ্যা	ভেজে
বাইট্যা	কোমরের কালো সূতা
বাহি	বাসি
বাইল	ফাঁকি দেয়া
বাউর	ভাসুর
বাউজ	ভাবী
বাউয়া	যে বা হাতে কাজ ভরে
বাউল্যা	বেলে/নরম
বাও অবস্থা	হের বাও বেশি বালা মনে অয় না
বাও	ভাঁজ করা/ঠিক মতো রাখাকাপরডা বাও কর
বাও করা	হাত করা/মিল করা হেরে বাও কর
বাওতা	ফাঁকি দেয়া

Dhaka University Institutional Repository

বাংগা	ভাঙ্গা
বেকা	বাঁকা
বাগনদা	ভাগ্যবান
বাগি	বর্গা নেয়া (জমি)
বাগগি	ভাগ্য
বাজান	বাবা
বাজ্জিমারা	লাভ করা
বাট করা	ভাগ করা
বাট	অংশ
বাতি ইনদুর	ছোট ইঁদুর
বাতেনা/বাতিনা	হাতের চুড়ি
বাত	ভাত
বাততি	শক্ত/চালাক/ইচরে পাকা
বাদাইল্যা দিন	মেঘলা দিন
বাদাবাদি	ঝগড়া/রেষারেষি
বাদদর মাস	ভাদ্র
বানাইয়া	মিথ্যা বলা
বান	বর্ষা/বন্যা
বান মারা	কোন ব্যক্তিকে তাবিজ করা (মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে)
বানডো	পাত্র
বানতুফান	প্রবল ঝড়/বৃষ্টি
বিনদে	সূচালো কিছু দিয়ে আঘাত লাগা
বাহানা	ছলচাতুরি
বিননো	ভিন্ন/আলাদা
বিয়ানবেলা	সকালবেলা
বিরা	পানের আঁটি
বিরা ভারি	কিছু রাখার মোটা চাকতি
বিরিং	মারবেল
বিলাই	বিড়াল
বিলাতি দইনা	লম্বা ধনে পাতা
বিলাতি বাগুন	টমেটো
বিলাতি মাডি	সিমেন্ট
বিশ	ব্যথা/বেদনা
বিশম	খাবার সময় নাকে মুখে ওঠা

Dhaka University Institutional Repository

বিছান	বিছানা	
বিছা	বিছা/কোমরে দেয়ার অলংকার	
বিচ্ছা/ছেংগা	বিচ্ছু	
বিছরান	খুঁজে আনা	
বু/বুবু	দাদি	
বুইজা চলা	হিসাব মতো চলা	
বুইট্টা	খাটো	
বুইরা ডাংগর	বয়স্ক	
বুক লাগা	ক্ষুধা লাগা	
বোচা	চ্যাপটা নাক	
বুইজ্যা	ছোট ছিদ্র বন্ধ করে দেয়া অর্থে	
বিজা	ভেজানো	
বাপ	ভাপ	
বাফাপিডা	ভাপা পিঠা	
বাফ দেয়া	গরম করা	
বায়ে বায়ে	ঠিকমতো/সুযোগমতো	
বায়রা	বাইরে	
বায়রা	স্ত্রীর বোনের বর	
বারাবানা	ধানভানা/চাল গুড়া করা	
বারিক্কি	গম্ভীর	
বার মেঘলা	দিনডা বার করছে	
বালা	ভাল	
বাশ দেয়া	সর্বনাশ করা	
বাছকান	কম দামি কাপড়	
বাহার	সুন্দর	বাহারের জামা কিনছতরে
বিগার	রাগ উঠা	
বিচুইন/বিচৈন	হাতপাখা	
বিজাবিলাই	ধোকাবাজ	
বিটলামি	শয়তানি	
বিতলা	দুষ্ট	জবর বিতলা পোলাডা
বিদিকিছছি	বিশ্রী	
বুইগ্যা	ভুগে	রোগে ভুইগ্যা মরছে
বে/আবে	সম্বোধনে ব্যবহৃত হয়	
বেংগুরা	এবড়ো খেবরো	

Dhaka University Institutional Repository

বেহা/ব্যাকা	বাঁকা
বেটকি মারা	উচ্চৈঃস্বরে কাঁদা
বেতিশটা	বিতৃষ্ণা
বেলকি	ফাঁকি
বাও কুলকিনারা	কতার বাও বুজা মুশকিল
ব্যাংগানো	ভেংচি কাটা
বেবাগ	সব
ব্যাটকানি	হাসি
ব্যাডপ	অসুন্দর
বেবুদা	বোধহীন হওয়া
ব্যানদা	বোকা
ব্যবাগতে	সবাই
ব্যাফরানো	নাকডাকা (ঘুমের ভেতর)
ব্যারাব্যারা	বিশৃঙ্খল
ব্যারদে	ঘেরাও দেওয়া
ব্যাশকম	পার্থক্য
বৈয়ম/বয়াম	কাঁচের বয়ুম
বৈন	বোন
বৈয়া	বসে
বোগলামি	ঢং করা/ফাঁকিবাজি
বোটকা	মোটা
বোদাই	বোকা
বেহুদা	কারণ ছাড়া
ব্যাবাগতি	সবাই
ব্যাডক	অসুন্দর
ব্যাদনা	ব্যথা
ব্যানদা	বোকা
বৈরা জুড়ে/ব্যাপিয়া	বোয়ায় মাস বৈরা একলা থাকছে
বৌয়া	খুদের ভাত

ম

মইদ্যে	মাঝখানে
মৈতা	মেখে
মৈরা গেছে	মারা গিয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

মোটট্যে	মোটেও
মুরা দিক	
মোরামুরি	টালবাহানা
মওকা	সুযোগ
মগজ	বুদ্ধি
মযক	গরু/খাসি/মুরগির মগজ
মজজেনি	পেকেছে নাকি
মাততর	মাত্র/তখনই/তৎখনাৎ (যাওন মাত্তর আইয়া পরবি)
মদু	মধু
মটকা	মাটির বড় গোল পাত্র
মলাই	দুধের ছানা
মছকা	কাঠের চিরুনি
মহোদ্দমা	মোকদ্দমা
মশৈর/মহৈর	মশারি
মাইটা	মাটির
মাইনশের	মানুষের
মাইর‍্যা আহা	শরীর অবশ হয়ে আসা
মাতলা	শরীর ঝিমঝিম করা
মামানি	মামি
মামু	মামা
মায়গো বাড়ি	মায়ের বাড়ি
মারকি	কানের অলংকার
মালাউন	সনাতনী ধর্মের লোকদের সম্বোধন
মাহা	মাখানো
মাহোর	মাকড়সা
মিডাই/মিটাই	গুড়
মিঠুরি	গুড়ের পায়েশ
মিনতি/মুনি	কুলি/মজুর
মিন্নত/ম্যান্নত	পরিশ্রম
মিয়া বাই	বড় ভাই
মিয়া শাব	ভদ্রলোক
মিলজিল	মিলমিশে
মিহিন	পাতলা
মুরা	পায়ের গোড়ালি

Dhaka University Institutional Repository

মুরা	একপাশে/দিকে
মুকে মুকে	কথার সাথে সাথে
মুখখা	পাত্রের ডাকনি
মুহছতো	মুখস্থ
মেইরা	শুকনা
মেনদি	মেহেদি
ম্যাজবান	মেহমান
ম্যানমেইন্না	ভীতু
ম্যারম্যারা	দুর্বল
ম্যালা	অনেক
ম্যাসতরি	মিস্ত্রি
মৈচ	মরিচ

র

রহুন	রসুন
রাইযযের	অনেক
রাইত	রাত
রাও করা	শব্দ করা

ল

লোয়া	লোহা
লৌর	দৌড়
লৌ	রক্ত
লং	লুঙ্গি
লগে	সাথে/সঙ্গে
লগগি	লম্বা বাঁশ
লগ দরা	সঙ্গ নেয়া/সাথী হওয়া
লইটকা	ঝুলে থাকা
লরা	চুলের জট
লছরবছর	এলোমেলা
লছম	চেহারা
লছকা	একগুচ্ছ
লাইক	বড় হওয়া/বিবাহের উপযুক্ত হওয়া
লাগ	নাগাল

Dhaka University Institutional Repository

লাগি	জন্য
লার	নিকট
লুংগা	ছোট নালা
লুছনি	মোছার ন্যাকড়া
লুডি	রুটি
লুনদি	ভুড়ি
লেনযা	লেজ
লেইয়া	জিহ্বা দ্বারা চাটা
লেংডা	উলঙ্গ
লেংগুর দইরা	পেছনে লেগে থাকা
লেতুরফেতুর	কোন কাজের নয় এমন
লেম	বাতি
লেছুর দেওয়া	কাজ অর্ধেক রেখে ফাঁকি দেয়া
ল্যাওয়া	জিহ্বা দিয়ে চাটা
ল্যায্য	ন্যায্য ঠিক
ল্যাটকা	নরম
লেরি	ছাগলের লাদি
লেদান	গোবর
ল্যাপটান	মেখে ফেলা
ল্যাবর	লালা
ল্যারলেইরা	আলগা
ল্যাছুর দেওয়া	শুয়ে পড়া
ল্যাপপোছ	একদম নিঃশেষ পাতিতে লেপপোছ কইরা ল
লোকমা	ভাতের গ্রাস
লোটানি	চালের আটার তৈরি খাবার

শ

শাইরা	শেষ করা
শাবা	পরিষ্কার
শারেদিন/ছারেদিন	সারাদিন
শিদা	সোজা
শিয়ান	চালাক
শুলুক	ধাঁধা
শুকা	ঘ্রাণ নেয়া

Dhaka University Institutional Repository

শুনশান	নীরব	
শেনা	বড়, সেয়ানা	
শৈল	শরীর	
শাশায়	ধমক দেয়া	
শিজিলে	আস্তে	

হ

হাশুলি	গলার অলংকার	
হাগ	শাক	
হাটকাল	বধির	
হাডর বাংগা	ঘরের জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা	
হাতুর	সাঁতার	
হৌর হৌরি	শ্বশুর শাশুড়ি	
হৌমকে	সামনে	
হুইয়া	শুয়ে থাকা	
হোনদোল	গর্ত	
হ্যার	তার	
হ্যার	চাল মাপার বেতের তৈরি পাত্র (এক সের)	
হ্যায়	সে	
হ্যানে	এখানে	
হ্যাততেনে	সেই সময় হতে	হ্যাততেনে হেগো বাড়িত যাই না
হ্যাততেনে	তার কাছে	হ্যাততেনে চাবি আছে
হ্যাচ	সেচা (পানি)	
হ	হ্যাঁ	
হগল সময়	সবসময়	
হয	ধনিয়া	
হডল/হটল	হোটেল	
হদাই	সদাই	
হপতা	সপ্তাহ	
হপায়	এখুনি/সবেমাত্র	
হেবরি	ময়লা	
হরা	সরা/ঢাকনা	
হরি	শাশুড়ি	
হর	দুধের সর	

Dhaka University Institutional Repository

হলৈ	ছোট ইদুঁর
হোরা	ঝাড়ু দেয়া
হলাপিছা	বাঁশের চিকন শলার তৈরি ঝাড়ু
হাইযযা যাও	সেজে যাও
হাযন	সাজ
হাইরা	সেরে
হাইনযা	সন্ধ্যা
হাপটাইয়া	একত্রিত করা
হাইছ	ঘরের পেছন দিক
হাউশ	শখ
হিকর	শিকড়
হাপ	সাপ
হাগ	শাক

৭.১ আগন্তুক রূপমূল বা ভাষাঋণ

ভাষাঋণের মাধ্যমে এক ভাষা অন্য ভাষার কাছ থেকে শব্দ গ্রহণ করে প্রয়োজনের তাগিদে অথবা দুটি ভিন্ন অঞ্চলের ভাষা পাশাপাশি অবস্থানের ফলে পারস্পরিক লেনদেন, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ব্যবসায়িক কারণে শব্দ গ্রহণ করে তার নিজস্ব রূপমূল ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে তোলে।

সভ্যতা সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েই ভাষায় নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি হয় মানুষের ভাব প্রকাশের তাগিদে। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে ডেমরা অঞ্চলে দেশের অন্যান্য জেলা বিশেষ করে নোয়াখালী, কুমিল্লা, বরিশাল, রংপুর অঞ্চলের অনেক মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। স্থানান্তরের কারণে নতুন পরিবেশে খাপ-খাওয়ানো, ভাবের আদানপ্রদানের নতুন সম্বন্ধ স্থাপন ইত্যাদি নানাবিধ কারণের মধ্যদিয়ে ডেমরার আঞ্চলিক ভাষা বহিরাগত ভাষা দ্বারা প্রভাবান্বিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তেমনি বহিরাগতরাও ডেমরার ভাষা দ্বারা প্রভাবিত। অনেক ধ্বনি, রূপমূলের পারস্পরিক আদানপ্রদান ঘটেছে ফলে ডেমরার আঞ্চলিক রূপমূল ভাণ্ডারে প্রচুর বৈচিত্র্য এসেছে।

ও মনু (বরিশাল), হ্যাতে (নোয়াখালি), আঙ্গোর (আমাদের)

৭.২ বিদেশি রূপমূল

সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় প্রয়োজনে বিদেশি জনগোষ্ঠীর এদেশে আগমন ও বসবাসের ফলে বাংলার সমাজ সংস্কৃতিতে যেমন এসেছে পরিবর্তন তেমনি প্রাত্যহিক জীবনাচরণে ব্যবহৃত শব্দাবলিতে লক্ষ্য করা যায় বিদেশি ভাষার সুস্পষ্ট ছাপ।

বাংলাভাষার রূপমূল ভাণ্ডারে যেসব বিদেশি ভাষার রূপমূল অপরিবর্তিতভাবে বা কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে বাংলাভাষায় অনুপ্রবেশ করেছে সেগুলো হল : আরবি, ফারসি, ইংরেজি ইত্যাদি।

ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় উল্লেখিত বিদেশি ভাষার রূপমূল প্রচলিত।

Dhaka University Institutional Repository

৭.২.১ আরবি ও ফারসি রূপমূল

বিশেষত রাজনৈতিক, ধর্ম প্রচারের কারণে উনিশ শতকে আরবি, ফারসি ভাষার বহুল ব্যবহার ঘটেছে বাংলা ভাষায়। এভাবে বাংলা ভাষায় প্রচুর আরবি, ফারসি প্রবেশ করে বাংলার রূপমূল ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। নিচে ডেমরা অঞ্চলে প্রচলিত আরবি ফারসি রূপমূলের ব্যবহার দেখানো হল :

ডেমরার আঞ্চলিক ভাষা	প্রমিত বাংলা	আরবি
আক্কল (বুদ্ধি)	আক্কেল	আকল
অকতো (নামাজের সময়)	ওকত	ওয়াকত
উছিল্যা	ওসীলা	ওয়াসীলা
কিছ্ছা (গল্প)	কিস্‌সা	কিসসাহ
কেমত (শেষ বিচারের দিন)	কিয়ামত	কিয়ামাহ
কুরান (ধর্ম গ্রন্থ)	কোরান	কুরআন
খাইছলত (অভ্যাস)	খাসলত	খাসলত
খেন্যত	খিয়ানত	খিয়ানাহ
গোলাম (চাকর অর্থে)	গোলাম	গুলাম
গোস্যা (অভিমান)	গোসা	গমুসাহ
ছোয়াব	সওয়াব	ছাওয়াব
শালিশ	সালিস	ছালিছ
জবাব	জওয়াব	জাওয়াব
জমাত (মসজিদে একত্রে নামাজ)	জামাত	জামায়াত
তছবি/তবজি	তসবীহ	তাসবীহ
দরজাল/জরদাল	দজ্জাল	দজজাল
দুইন্যা	দুনিয়া	দুনইয়া
ফিরিছতা	ফেরেশতা	ফিরিশতাহ
ফুরছত	ফুরসাত	সুরসাত
মুলোবি	মৌলবী	মাওলবী
মাপ (ক্ষমা)	মাফ	মুআফ
মুয়াজ্জিম (যে আজান দেয়)	মুয়াজ্জিন	মুআযযিন
মুরুব্বি	মুরব্বি	মুরাব্বী
মঅরম	মহরম	মুহাররম
জবো	জবাই	যাবহ
জিফত/জেফত (নিমন্ত্রণ)	জিয়াফত	যিয়াফত
জেরত	জিয়ারত	যিয়ারত

Dhaka University Institutional Repository

ছদগা	সদকা	সাদাকাহ্
শোবুর/ছোবুর (ধৈর্য্য)	সবুর	সাবর
ছয়ি (শুদ্ধ করে)	সহীহ্	সাহীহ্

উল্লেখিত আরবি রূপমূলসমূহ ডেমরা অঞ্চলে উচ্চারণগত তারতম্যের কারণে ধ্বনিগত পরিবর্তিত লক্ষ্য করা যায়।

ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় প্রচলিত আদি প্রত্যয় হিসেবে ব্যবহৃত আরবি ও ফারসি ভাষার রূপমূল :

আদি প্রত্যয় (আরবি/ফারসি)	**ডেমরার আঞ্চলিক রূপ**
কার	কারসাজি
বদ	বদমাইশ
	বদরাগি
	বদজাত
বে	বেকুব
	বেকসুর
	বেয়াদব
	বেইজ্জত
	বেতুমিজ
	বেলাজা
	বেসবুর
	বেরাজ
না	নালায়েক
	নারাজ

ডেমরায় আঞ্চলিক ভাষায় প্রচলিত অন্ত্যপ্রত্যয় হিসেবে ব্যবহৃত আরবি ফারসি ভাষার রূপমূল :

আদি প্রত্যয় (আরবি/ফারসি)	**ডেমরার আঞ্চলিক রূপ**
বাজ	চাইলবাজ
খানা	জেলখানা, গোছলখানা
	পায়খানা
খোর	সুদখোর
গিরি	বাবুগিরি

বাণিজ্যিকসূত্রে পর্তুগিজ রূপমূল বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায়ও কিছু পর্তুগিজ রূপমূলের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বাংলা ভাষায় ধ্বনি প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পর্তুগিজ শব্দের কিছু উচ্চারণে ধ্বনিগত পরিবর্তন ঘটেছে। যথা :

ডেমরায় প্রচলিত পর্তুগিজ রূপমূলের বাংলা রূপ :

আনারছ (আনারস), আলকাত্তা (আলকাতরা), আইলপিন (আলপিন)

Dhaka University Institutional Repository

আলমিরা (আলমারি), কামিজ, ছাবি (চাবি), জিনালা (জানালা)
ফেরেক (পেরেক) তোয়াইলা (তোয়ালিয়া) বোয়াম (বয়াম)
বুতাম (বোতাম), ম্যাশতরি (মিস্ত্রি) তামুক (তামাক)
ছাবান (সাবান) ইত্যাদি।

৭.২.২ ইংরেজি রূপমূল

ইংরেজি প্রভাবিত বাংলা রূপমূল : দুই শতাব্দী ধরে বাংলায় ইংরেজ শাসনে প্রচুর ইংরেজি রূপমূল বাংলা রূপমূল ভাণ্ডারে প্রবেশ করেছে। কখনও রূপমূলগুলো অবিকৃতভাবে ভাষায় চলে এসেছে। কখনও নিজের ভাষায় গঠনের সঙ্গে মিলিয়ে কিছুটা পরিবর্তিত করে ব্যবহার করে। যেমন-

বাংলায় ইংরেজি রূপমূল স্কুল, কলেজ, বাস, পেনসিল, ডিস, প্লেট, কাপ, ইত্যাদি অবিকৃতভাবে প্রবেশ করেছে।

আবার কিছু রূপমূলে ধ্বনিগত পরিবর্তন লক্ষণীয়, যেমন–গেলাশ, ফিলিম, অপিশ

আঞ্চলিক	**প্রমিত**
ইসকুরূপ	স্ক্রু
কারেন	কারেন্ট
ডেইন	ড্রেন
পারাইবট	প্রাইভেট
মেইল	মিল
কুমিডি	কমিটি
কিরকেট	ক্রিকেট
অন্ডা	হুন্ডা
লেপটিন	লেট্রিন
লেম	ল্যাম্প

৭.৩ রূপমূলের বিলুপ্তি ও নতুন রূপমূলের উদ্ভাবন

কালের বিবর্তনের যেকোন ভাষার রূপমূল ভাণ্ডারের অবক্ষয় ও বিলুপ্তি ঘটে থাকে। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনবোধের পরিবর্তনের সঙ্গে অনেক রূপমূল অপ্রচলিত হতে হতে একসময় বিলুপ্ত হয়ে যায়। বর্তমান যান্ত্রিক যুগের হাওয়া বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার গ্রামের সমাজজীবনে যেমন প্রভাব বিস্তার করেছে তেমনি প্রভাব ফেলেছে ভাষার উপরও, এর ফলে হারিকেন, কুপির স্থান দখল করেছে বিদ্যুৎ। বিদেশে অবস্থানরত প্রিয় মানুষের চিঠির আশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে হয় না, তার স্থানে এসেছে মোবাইল ফোনের ম্যাসেজ পদ্ধতি। 'ডিশ' কালচারের প্রভাবে দুনিয়া এখন হাতের মুঠোয়। ধান ভানতে কেউ আর ঢেকির দ্বারস্থ হয় না। অল্প সময় লাগে বলে ধান ভাঙানোর মেশিন ঘরে যায়। এভাবেই পুরনো অনেক বিষয় বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। অবসর সময়ে ডেমরার মানুষ হুককা/হুক্কা খেত, বর্তমানে এর স্থান দখল করেছে বিড়ি-সিগারেট। শরফতের (শরবত) স্থান দখল করেছে কোলডিনক (কোলড্রিংকস)। এভাবেই প্রতিনিয়ত পুরনো ধ্যান-ধারণার বিলুপ্তি হচ্ছে এবং এর

Dhaka University Institutional Repository

স্থান দখল করছে নতুন নতুন বস্তু ও প্রযুক্তি এবং এই অভিব্যক্তি প্রকাশে ব্যবহার হচ্ছে নতুন নতুন রূপমূল।

বিনোদোন ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র

বিনোদনের ক্ষেত্রে পূর্বে ডেমরা অঞ্চলে জাতরা (যাত্রা পালা) মরাসুর বয়াতির গান, কবিগানের প্রচলন ছিল, বর্তমানে এর স্থানে এসেছে টিপি (টিভি), ছবি (সিমো), লেডিও (রেডিও), বিডিয়ু (ভিডিও)

খেলাধুলার ক্ষেত্রে

পূর্বে প্রচলিত হাড়ুডু, দাইরাবান্দার স্থান দখল করে নিয়েছে ফুটবল, কিরিকেট (ক্রিকেট), বেট (ব্যাটমিন্টন) ইত্যাদি।

এভাবেই প্রতিনিয়ত নতুন নতুন রূপমূল শব্দভাণ্ডারে প্রবেশ করে ভাষাকে সমৃদ্ধ করছে। ডেমরার আঞ্চলিক শ্রমিক শ্রেণির ভাষায় প্রমিত ভাষার প্রচুর রূপমূল হুবহু আবার কিছু পরিবর্তিত রূপে ব্যবহৃত হয়। আবার এমন কিছু রূপমূল আছে যা এই অঞ্চলের নিজস্ব রূপমূল। ডেমরার প্রচলিত ভাষায় বিদেশি রূপমূলের হুবহু ও পরিবর্তিত রূপে ব্যবহারও দেখা যায়। বিদেশি রূপমূলের ক্ষেত্রে আরবি ও ফারসি রূপমূলের ব্যবহার বেশি দেখা যায়, তবে বিদেশি রূপমূল এ অঞ্চলে আঞ্চলিক উচ্চারণে ব্যবহৃত হয়। আলোচনায় ডেমরার নিজস্ব রূপমূল ভাণ্ডারের তালিকা দেয়া হয়েছে। উল্লেখিত রূপমূল ভাণ্ডার পর্যালোচনার মাধ্যমে এ অঞ্চলের ভাষার বিশেষত্ব নির্দেশ করে অন্যভাষা থেকে এ ভাষার স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করা সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার

মুহম্মদ আবদুল হাই লিখেছেন, 'ঢাকা শহরে বাংলা ভাষার প্রধানত তিনটি উপভাষা প্রচলিত রয়েছে। স্ট্যান্ডার্ড কলোকুয়াল বা চলিত কথ্যভাষা, ঢাকাই কুট্টিদের উপভাষা এবং ঢাকা ও ঢাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রচলিত উপভাষা।...এ অঞ্চলের উপভাষাটি ধ্বনি ও গঠনগত দিক থেকে চলিত উপভাষার খুব নিকটবর্তী হলেও এর পার্থক্যটুকুই একে একটি স্বতন্ত্র উপভাষার মর্যাদা দিয়েছে।'[৩] (১৯৮৫ : পৃ. ৩০২)

আলোচ্য অভিসন্দর্ভে ঢাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রচলিত উপভাষা এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত ডেমরার আঞ্চলিক ভাষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা, থানার ভাষার স্বতন্ত্র গঠনগত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ঢাকার পূর্ব-উপকণ্ঠে অবস্থিত ডেমরা অঞ্চল। এ অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় প্রমিত ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকলেও ধ্বনি, রূপমূল ও বাক্য গঠনের দিক থেকে কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হওয়ায় ডেমরার ভাষাকে স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ডেমরা অঞ্চলে বসবাসকারী জনগণ বেশিরভাগই শ্রমজীবী। ডেমরা থানার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগৃহীত ভাষা ও শব্দের ব্যবহার কৌশল অনুসন্ধান করতে গিয়ে যেসব ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নিচে তা উল্লেখ করা হল :

৮.১ ডেমরার আঞ্চলিক ভাষার উদাহরণ

'বাবি বালাই আছেন গো। বননা খারাই রইছেন ক্যা। আরে নানি বহেন। কতাবাততি কিছু কন। আমি রুডি বিনাইছি, বউয়ে ছেকতাছে। আমারে ডাহনে লৌর পাইয়া আইছি। আমি মারে ডাকদা আনি। মায় হুইয়া রইছে।'

babi balai achen go. bɔnna kharai richen kæ. are nani bɔhen. kɔtabatti kichu kɔn. ami ruḍi banaichi bɔuye chektache. amare ḍahɔne lour paira aichi. ami mare ḍakda ani, may huiya rɔiche.

প্রমিত বাংলা

ভাবি ভালই আছেন। বসেন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? নানি বসেন। কথা বলেন। আমি রুটি বানিয়েছি, বউ ভাজছে/ছেকছে। আমাকে ডাকাতে দৌড়ে এসেছি। আমি মাকে ডেকে আনি। মা শুয়ে আছেন।

৮.২ ডেমরা অঞ্চলের শ্রমিকশ্রেণির ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. **স্বরধ্বনি :** প্রমিত বাংলার ন্যায় ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায়ও সাতটি স্বরধ্বনি ব্যবহৃত হয়। ই=i, এ=e, এ্যা=æ, আ=a, অ=ɔ, ও=o, উ=u।

---

[৩]. ঢাকাই উপভাষা–বাংলাভাষা, ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন, হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

Dhaka University Institutional Repository

২. উচ্চ মধ্য অর্ধসংবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি /এ/ /e/ ডেমরা অঞ্চলের ভাষায় নিম্ন-মধ্য অর্ধ-বিবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি /এ্যা/ /æ/ রূপে উচ্চারিত হয়।

যেমন : খেল>খ্যাল khel>khæl, e>æ

৩. প্রমিত বাংলার স্বরধ্বনির আনুনাসিকতা এ অঞ্চলের ভাষায় দেখা যায় না। কখনো কখনো নাসিক্য ব্যঞ্জন ধ্বনিও লোপ হয় না।

যেমন : পাঁচ>পাছ (pach)

চাঁদ>চান (can)

কাঁধ>কান্দ (kandɔ)

৪. ডেমরা অঞ্চলে বরিশাল, নোয়াখালী, কুমিল্লা এলাকার শ্রমিক বেশি। তাই এ অঞ্চলের ভাষায় কখনো কখনো স্বরধ্বনি উচ্চারণে ঐ এলাকার ধ্বনির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এখানে ব্যঞ্জনান্ত শব্দের পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির দীর্ঘ উচ্চারণ দেখা যায়।

প্রমিত **আঞ্চলিক**

যেমন : আলপিন আলফিইন (alphiin) 'ফি' উচ্চারণে ই স্বরধ্বনির দীর্ঘ উচ্চারণ হয়েছে। রূপমূলের আদ্য অবস্থানের 'আল' স্বরের উচ্চারণ হ্রস্বতম কিন্তু পরবর্তী ধ্বনি থেকে উচ্চারণ দীর্ঘ হয়েছে।

আম আআম (ăăm) /আ/ উচ্চারণ দীর্ঘ হয়েছে।

৫. বাংলা ক্রিয়াপদের ব্যঞ্জন সংযুক্ত আদি নিম্ন অর্ধ বিবৃত স্বরধ্বনি /অ/ /ɔ/ এ অঞ্চলের ভাষায় উচ্চ-মধ্য অর্ধ সংবৃত /ও/ /o/ কারান্ত উচ্চারিত হয়।

শব্দের আদ্যক্ষরে নিম্ন অর্ধ বিবৃত /অ/ ধ্বনি পরবর্তী উচ্চ সংবৃত /ই/ ধ্বনির প্রভাবে উচ্চ-মধ্য অর্ধ সংবৃত /ও/ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়েছে। উচ্চ-মধ্য অর্ধ সংবৃত /ও/ উচ্চারণ করার সময় চোয়ালসহ মুখের হা অর্ধ সংবৃত অবস্থায় থাকে। আর ওষ্ঠদ্বয় প্রায় পুরো গোলাকার রূপ ধারণ করে।

যেমন : করে >কোইরা অ>ও (kɔre>koira) ɔ>o

উদাহরণে উচ্চ সংবৃত /ই/ স্বরের আগম ঘটেছে এবং উচ্চস্বর উচ্চ-মধ্য অর্ধ সংবৃত /এ/, নিম্ন বিবৃত /আ/ -এ পরিণত হয়েছে।

করব>কোরমু ক>কো (kɔrb>kormu) ɔ>o

Dhaka University Institutional Repository

ডেমরার ভাষায় নিম্ন অর্ধ বিবৃত /অ/-/ɔ/কারের উচ্চারণ অনেকটা সংবৃত, অর্থাৎ উচ্চ-মধ্য অর্ধ সংবৃত /ও//o/ কাররূপে উচ্চারণ প্রবণতা দেখা যায়। যেমন–অসুখ>ওশুক (oʃuk), কদু>কোদু (kodu) অ>ও হয়েছে।

৬. শ্বাসাঘাতের ফলে শব্দের শুরুতে নিম্ন অর্ধ বিবৃত /অ//ɔ/ ধ্বনি কখনো কখনো নিম্ন বিবৃত /আ//a/ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন–

লম্বা>লাম্বা (lɔmba>lamba), অলস>আইলশা (ɔlɔʃ>ailʃa), অমাবশ্যা>আমাবোশ্যা (ɔmabɔʃæ> amaboʃæ)

৭. শব্দের আদি অক্ষরস্থিত নিম্ন অর্ধ বিবৃত /অ/ /ɔ/ ধ্বনি কখনো পশ্চাৎ সংবৃত /উ/ /u/ রূপে উচ্চারিত হয়।

যেমন : আদ্যস্বর নিম্ন অর্ধ বিবৃত /অ/ ও অন্ত্যস্বর নিম্ন বিবৃত /আ/ থাকলে কখনো কখনো আদ্য স্বরধ্বনি উচ্চ সংবৃত /উ/ ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন : ডগা>ডুগা (dɔga > duga) এখানে অ>উ (ɔ>u) হয়েছে।

শব্দ মধ্যস্থিত নিম্ন অর্ধ বিবৃত /অ/ /ɔ/ ধ্বনি উচ্চ সংবৃত /উ/ /u/হতে দেখা যায়।

বাসন>বাসুন (baʃɔn > baʃun), এমন>এমুন, (emɔn > emun)

শব্দের অন্তস্থিত নিম্ন অর্ধ বিবৃত /অ/ /ɔ/ অনেক সময় উচ্চ সংবৃত /উ/ /u/ হয়।

দুঃখ>দুকখু (duḥkh > dukkhu), ছোট>ছুডু (choṭɔ > chuḍu)।

৮. রূপমূলস্থিত উচ্চ-মধ্য অর্ধ সংবৃত /এ/ /e/ ধ্বনি কখনো নিম্ন অর্ধ বিবৃত /অ/ /ɔ/, নিম্ন বিবৃত /আ /a/, নিম্ন-মধ্য অর্ধ-বিবৃত এ্যা /æ/, রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন–

এখন>অহন (ekhɔn > ɔhɔn), এতগুলি>অতগুলান (etɔguli > ɔtgulan), এখানে এ>অ (e >ɔ) হয়েছে। এক্ষেত্রে পূর্বস্বর /এ/-র পর ব্যঞ্জনধ্বনি থাকায় আদিস্বর /এ/ /অ/রূপে উচ্চারিত হয়েছে।

আদ্যস্বর উচ্চ-মধ্য অর্ধ সংবৃত /এ/ - ধ্বনি হলে এবং পরবর্তীতে কোন ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে পূর্ববর্তী মধ্য অর্ধসংবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি /এ/ ধ্বনি নিম্ন-মধ্য অর্ধ-বিবৃত /এ্যা/ - ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন :

পেট>প্যাট (paṭ > pæṭ) এ>এ্যা (e > æ) হয়েছে।

মেঘ >ম্যাগ (megh>mæg) এ>এ্যা (e > æ) হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আদিস্বর মধ্য অর্ধসংবৃত সম্মুখ /এ/-ধ্বনি এবং অন্ত্যস্বর উচ্চ পশ্চাৎ গোলাকৃতি উচ্চ সংবৃত /উ/-ধ্বনি হলে আদিস্বর নিম্ন বিবৃত /আ/ স্বরধ্বনি হয়। যথা :

খেজুর>খাজুর (khejur>khajur) এ>আ হয়েছে।

৯. রূপমূলে ব্যবহৃত আদিস্বর উচ্চ-মধ্য অর্ধ সংবৃত /ও/ /o/-ধ্বনি কখনো কখনো উচ্চ সংবৃত /উ/ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়। যথা–বোতাম>বুতাম (botam>butam), ভোর>বুর (bhor>bur), ছোট>ছুদু (choto>chudu), তোমার>তুমার (tomar > tumar), চোর>চুর (cor > cur), এক্ষেত্রে ও>উ (o > u) হয়েছে।

উচ্চ সংবৃত /উ/ /u/-কারের উচ্চারণ অনেকটা বিবৃত উচ্চ-মধ্য অর্ধ সংবৃত /ও/ /o/-এর মতো উচ্চারিত হয়। যেমন–জুতা>জোতা (jута>jota), বুঝেছ>বোচছত (bujhech > bocchɔt)।

১০. ডেমরা অঞ্চলের উপভাষাতে অপিনিহিতি ব্যবহার দেখা যায়। এ অঞ্চলে ব্যবহৃত অপিনিহিতির বৈশিষ্ট্যগুলো হল :

ক. স্পষ্ট স্বরাগম লক্ষ্যণীয়। এক্ষেত্রে শব্দের স্বরাগমে দ্বিত্বতার প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন : খাইট্যা (khaiṯṯæ) (খেটে), লাইত্যা (laittæ) (লাথি দেওয়া), বাইট্যা (baiṯṯæ) (ভাগ করে দেওয়া), গুইট্যা (guiṯṯæ) (ঘুটে দেওয়া)।

খ. বিভক্তি লোপ পেয়েও অপিনিহিতি হয়ে থাকে। যেমন : বাড়িতে > বাইত (bait), গাড়িতে > গারিত (garit)। এখানে /এ/ /e/ লোপ পেয়েছে।

গ. নাসিক্যধ্বনির বিকল্পে অপিনিহিতি ব্যবহৃত হয়। যেমন : কেঁদে > কাইন্দা, রাঁধা > রাইন্দা।

ঘ. 'র' এবং 'ল' ব্যঞ্জন বর্ণ দুটির সঙ্গে 'আ' থাকলে এবং 'র' এবং 'ল'এর পূর্বে 'ই' বসে। যেমন : কাল > কাইল, চার >চাইর, চালতা >চাইলতা।

ঙ. নাম শব্দের বিকৃতিতে অপিনিহিতির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন : রশিদ > রইশ্যা, মুজিবর > মইজ্যা, রনি > রইন্যা, তকি > তইক্যা।

চ. অপিনিহিতি শব্দে দ্বৈতস্বরের গঠন নিয়মিত; তবে কিছুকিছু শব্দে দ্বৈতস্বরের দ্বিতীয় এককের স্বর সংকোচন দেখা দেয়, ফলে তার উচ্চারণ একক স্বরের পর্যায়ে পড়ে। যেমন : হোউরি > হো'রি /hɔ́ri/, কইগো > কো'গো /kɔ́go/.

ছ. বাক্য শব্দে অপিনিহিতি দেখা যায়। যেমন : কোথা থেকে > কইত্যে, কি জন্য > কি ল্যাগি। এক্ষেত্রে প্রলম্বিত বা দীর্ঘ /ই/ উচ্চারিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন–নাচ>লাচ (nac>lac), লম্বা>নম্বা (lɔmba>nɔmba), লাল>নাল (lal>nal) (রঙ), লাঙল>নাঙল (laŋɔl >naŋɔl), লেপ>নেপ (lep > nep)

১১. শব্দের শুরুতে /র/ /r/-কারের আগম ও লোপ এ অঞ্চলে শিশুদের ভাষার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। যেমন–রস>অশ (rɔʃ >ɔʃ), রাস্তা>আস্তা (raʃta > aʃta), রান>লান (ran > lan)

৮.৪ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ক্রিয়াবাচক বিভিন্ন মুক্তরূপমূলের সঙ্গে একই পুরুষে একই ক্রিয়া-বিভক্তি বা বদ্ধরূপমূল সংযুক্ত হয়ে সম্প্রসারিত রূপমূল গঠিত হয়।

১. ক্রিয়ার প্রতিটি কালের সম্মানার্থে মধ্যমপুরুষ এবং সম্মানার্থে নামপুরুষের ক্ষেত্রে একই বিভক্তি বা বদ্ধরূপমূল সংযোজনের মাধ্যমে সম্প্রসারিত রূপমূল গঠিত হয়। যেমন :

ক্রিয়ার কাল	**মধ্যমপুরুষ**	**নামপুরুষ**	
বর্তমানকাল	আপনে/আমনে করেন	উনি করেন	(kɔren)
অতীতকাল	আপনে/আমনে করছেন	উনি করছেন	(kɔrchen)
ভবিষ্যৎকাল	আপনে/আমনে করবেন	উনি করবেন	(kɔrben)

মধ্যম পুরুষের ক্ষেত্রে ধ্বনিগত বৈষম্য দেখা যায়। নিরক্ষরদের ভাষায় 'আমনে' এবং স্বল্প শিক্ষিতদের ভাষায় 'আপনে' উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে 'প' ধ্বনি 'ম' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়েছে।

২. বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়কালের সম্মানার্থে মধ্যমপুরুষের সাধারণ কাল এবং সম্মানার্থে মধ্যমপুরুষের অনুজ্ঞায় একই বদ্ধরূপমূল দ্বারা সম্প্রসারিত রূপমূল গঠিত হয়। যেমন–

বর্তমানকাল	সাধারণ	মধ্যমপুরুষ (সম্মানার্থে)	এন /en/, অন /ɔn/ বদ্ধরূপমূল, বলেন, করেন, কন (বলেন)
	অনুজ্ঞা	মধ্যমপুরুষ (সম্মানার্থে)	এন /en/, অন /ɔn/ বদ্ধরূপমূল
ভবিষ্যৎকাল	সাধারণ	মধ্যমপুরুষ (সম্মানার্থে)	ইবেন (iben) বদ্ধরূপমূল, আপনি কইবেন

Dhaka University Institutional Repository

অনুজ্ঞা মধ্যমপুরুষ (সম্মানার্থে) ইবেন (iben) বদ্ধরূপমূল,

৩. 'কর' (kɔr), 'বল' (bɔl) 'খা' (kha) ইত্যাদি ক্রিয়াবাচক মুক্তরূপমূলের সঙ্গে /tachi/ যুক্ত হয়ে ডেমরার আঞ্চলিক ভাষা অনেকটা সাধুভাষায় ব্যবহৃত রূপমূলের মত উচ্চারিত হয়। যেমন–খাইতাছি (khaitachi), করতাছি (kɔrtachi), কইতাছি (kɔitachi), লিখতাছি (likhtachi) ইত্যাদি।

৪. ক্রিয়ামূলের অন্ত্যপ্রত্যয় ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রমিত ও ডেমরা থানার স্থানীয় ভাষার মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়। নিম্নে প্রমিত ও ডেমরার স্থানীয় ভাষার ক্রিয়ারূপের বৈসাদৃশ্য তুলে ধরা হল :

বর্তমান কাল	মধ্যমপুরুষ সাধারণ		তুচ্ছার্থে		সম্মানার্থে	
	প্রমিত	ডে:ভা	প্রমিত	ডে: ভা	প্রমিত	ডে: ভা
নিত্যবৃত্ত	kɔro	kɔro	kɔr	kɔr	kɔren	kɔren
ঘটমান	korcho	kɔrtacho	korchis	kɔrtachɔt	korechen	kortachen
পুরাঘটিত	korecho	kɔrcho	korechis	kɔrchɔt	korechen	kɔrchen

ঘটমান বর্তমানকালের ক্রিয়ারূপে প্রমিতরীতিতে যেখানে 'করছো' ডেমরা অঞ্চলের ভাষায় 'করতাছো' হয়। এক্ষেত্রে ডেমরার ভাষায় অতিরিক্ত 'তা' /ta/ প্রত্যয় যুক্ত হয় এবং 'ও' স্থলে 'অ' হয়। পুরাঘটিত বর্তমানকালে প্রমিতরূপে ব্যবহৃত 'ই' /e/ প্রত্যয় ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় বাদ যায়। যেমন : korcho > kɔrtacho, korecho > kɔrcho.

৫. ক্রিয়ার রূপ বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎকাল ও পুরুষভেদে রূপান্তরিত হয়। তখন একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মে বা সূত্রানুসারে এর পরিবর্তন ঘটে। যেমন–

১. কর্তা অনুসারে ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তিত হয়;
২. বহুবচনের ক্ষেত্রে ক্রিয়ার বিভক্তি পরিবর্তিত হয় না;
৩. বিভিন্ন কাল নির্দেশে বিভিন্ন ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত হয়।

এ ক্ষেত্রে সাধারণত বর্তমানকালের উত্তমপুরুষে ই (i), ইতাছি (itachi), ইছি (ichi) অতীতকালে উত্তমপুরুষে ছি (chi), ছিলাম (chilam) ভবিষ্যতে উত্তমপুরুষে মু (mu), ইতে থাকুম (ite thakum) ইত্যাদি যোগ হয়ে থাকে।

৬. বর্তমান ও অতীতকালের রূপে ডেমরার সাথে প্রমিত বাংলার সাদৃশ্য থাকলেও ভবিষ্যৎকালের রূপে পার্থক্য লক্ষণীয়। প্রমিত বাংলার ভবিষ্যৎকালে উত্তমপুরুষে 'বো' /bo/ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় 'বো' /bo/-এর পরিবর্তে 'মু' /mu/ ব্যবহৃত হয়। যেমন–করবো, যাবো, বলবো স্থলে আমি করমু, আমি যামু। আমি কমু (বলবো)। প্রমিত বাংলার ভবিষ্যৎকালে নামপুরুষে 'বে' /be/ বিভক্তির স্থলে ডেমরায় 'ব' /b/ ও 'বো' /bo/ বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন–হে (সে) যাইবো (he jaibo)। হে খাইব (he khaibo), উইয়ে গুমাইব (uiye ghumaibo) ইত্যাদি।

৭. গৌণকর্মে 'রে' /re/ বিভক্তির প্রয়োগ লক্ষণীয়, যেমন–আমারে (amare), ওরে (ɔre), কারে (kare).

আমারে ডাক দেছ নাই কে ? (amare ḍak dech nai ke ?) অরে খাইতে দে (ɔre khaite de)। হ্যায় কারে চায় ? (hæĕ kare caĕ ?)

৮. বহুবচন নির্দেশক প্রত্যয় বিভক্তি 'রা' /ra/, 'এরা' /era/, 'গুলির' /gulir/ স্থলে 'গুলান' /gulan/, 'গুলা' /gula/ 'হগল' /hɔgɔl/ বা 'গুণ' /gun/ প্রয়োগ হয় অনেক সময়। যেমন–পোলাপাইনগুলান (polapaingulan)। এছাড়া -ডি, -লি প্রত্যয় যুক্ত হয়েও বহুবচন নির্দেশ করা হয় ডেমরার ভাষায়। যেমন–সবডি (সবগুলো), যতলি (যতগুলো) ইত্যাদি।

৯. করণকারকে অনুসর্গ হিসেবে 'সাথে'র পরিবর্তে 'লগে' (lɔge) প্রয়োগ হয়, যেমন–তোর লগে যামু (tor lɔge jamu)।

১০. কর্তৃকারকে /এ/ /e/ বিভক্তির প্রয়োগ রয়েছে। যেমন–বাফে ডাহে (ডাকে) (baphe dahe)। কাউছারে গেছে (kauchare geche)।

১১. কর্তৃকারক ভিন্ন অন্য কারকে বহুবচনে 'গো' (go), 'গোরে (gore)' বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন–কর্মকারক–আমগোরে কাফর (কাপড়) দাও।

১২. অধিকরণ কারকে প্রমিত রীতিতে যেখানে /এ/ /e/ ব্যবহৃত হয় সেখানে ডেমরা অঞ্চলে 'ত' /t/ বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। যেমন–বাইত (bait) যামু। হে বাইত নাই। হাটুত (haṭut) বেদনা। কোটাত (koṭat) (ঘরের ওপরে মাচা) দান (ধান), গলাত /gɔlat/ বেদনা।

১৩. বচন নির্দেশের ক্ষেত্রে একবচনে প্রমিত রীতিতে উচ্চারিত 'টা' /ta/ 'টি' /ti/–ডেমরার আঞ্চলিক রীতিতে 'ডা' /ḍa/তে রূপান্তরিত হয়। এক্ষেত্রে ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘোষীভবন লক্ষণীয়। যেমন–গাছটি (প্রমিত) গাছডি (gachḍi) (আঞ্চলিক) বইডা (bɔiḍa), মানুডা (manuḍa) (মানুষটি)

আঞ্চলিক রীতিতে 'জীব' এবং 'জড়পদার্থ' উভয় ক্ষেত্রে 'ডা' /ḍa/ 'ডি' /ḍi/ বদ্ধরূপমূল ব্যবহৃত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় সম্বোধন বাচক অব্যয় ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। প্রমিতরূপে 'সে' /ʃe/, 'তিনি' /tini/, 'তারা'র পরিবর্তে 'হে' /he/, 'হ্যায়' /hæy/, 'উইয়ে' /uiye/, 'অরা' /ɔra/, 'হ্যারা' /hæra/ ইত্যাদি রূপমূল প্রচলিত। যেমন–হে (he) যায়। হ্যারা (hæra) করে। বয়স্কদের ক্ষেত্রেও ডেমরা অঞ্চলে 'হে' /he/ 'হেয়' /hey/ রূপমূল ব্যবহৃত হয়। তিনি, আপনি রূপমূল খুব কম প্রচলিত। তবে এ অঞ্চলের মানুষ বয়স্কদের মুরুব্বি (murubbi) বলে সম্বোধন করে। মুরুব্বি রূপমূলটি সর্বনামের পরিবর্তে বসে।

১৫. ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় সর্বনামের ক্ষেত্রে আমি, আমার, তোমার ব্যবহৃত হয়। তবে সর্বনামমূলক রূপমূলের বহুবচনে যেখানে প্রমিত বাংলায় ব্যবহৃত হয় 'দের' রূপমূল সেখানে আঞ্চলিক ভাষায় ব্যবহৃত হয় 'গো' /go/, 'গর' /gɔr/ রূপমূল। যেমন–আমগো (amgo), আমগর (amgɔr) (আমাদের), তোমাগো (tomago), তোমগর (tomgɔr) (তোমাদের), হেগো (hego) (তাদের)

১৬. অপদান কারকে ব্যবহৃত amar theke, tomar theke, tar theke ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় amatte, tomatte, tatte রূপে ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে আমার (amar), তোমার (tomar), তার (tar) রূপমূলের /r/ বিলুপ্ত হয়েছে এবং 'থেকে' (theke) স্থলে 'আত্তে' (atte) ব্যবহৃত হয়েছে।

বাক্যতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. প্রমিতরীতির ন্যায় ডেমরার ভাষায়ও বাক্য সংগঠনে ক্রিয়া বাক্যের প্রথমে, মাঝে ও শেষে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

বাক্যের প্রথমে খাইয়া লইয়া কতা ক (khiya lɔiya kɔta kɔ) খেয়ে নিয়ে কথা বল

বাক্যের মাঝে আমি তো যামু হুনছ নাই (ami to jamu hunɔch nai) আমি তো যাব শুননি

বাক্যের শেষে আমগো বাইত যাইছ (amgo bait jaich) আমাদের বাড়িতে যেয়ো

শর্তমূলক বাক্যের ক্ষেত্রে ক্রিয়া প্রথমে ব্যবহৃত হয়। যেমন : পরলে খ্যালতে দিমু (pɔrle kælte dimu)

২. ডেমরার প্রচলিত ভাষায় ক্রিয়া উহ্য থেকেও বাক্য তৈরি হয়। যেমন–

হে আমার বইন (he amar bɔin) সে (হয়) আমার বোন।

এ বাক্যের বাইরের গঠনে কোন ক্রিয়াপদ নেই, কিন্তু অন্তর্ভাগীয় গঠনে ক্রিয়া আছে।

৩. এ অঞ্চলে প্রচলিত বাক্যে আলা (ala), ওবি (obi), তাইলে (taile), হেলিগা (heliga) ইত্যাদি ক্রিয়া সম্পৃক্ত অব্যয় ক্রিয়ার পূর্বে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

শিলু আলা যাইবো। (ʃilu ala jaibo)

মায় ওবি গেলগা। (may obi gelga)

Dhaka University Institutional Repository

৪. ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় না-বোধক বাক্যের ক্ষেত্রে 'না' বাক্যের প্রথমে, মাঝে ও শেষে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

৫. ডেমরা অঞ্চলের ভাষায় বক্তা সংক্ষেপে ছোট ছোট সরল বাক্যে বক্তব্য প্রকাশ করে।

৬. এ অঞ্চলের মানুষ কথায় কথায় গালি দিয়ে থাকে। এটা যে অশ্লীল সেটা তারা উপলব্ধি করতে পারে না। এটাকে তারা প্রাত্যহিক জীবনাচরণের মার্জিত ভাষা হিসেবে মনে করে। যেমন–
বিজরমায় করলো কি। (bijɔrmay kɔrlo ki)
হালার নানা হুইয়া রইছে। (halar nana huiya roiche)

৭. প্রমিত বাংলায় অধিকরণ কারকের ক্ষেত্রে 'তে' /te/ যুক্ত হয়। কিন্তু ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় 'তে'র স্থলে /এ/ /e/ ধ্বনি লোপ পেয়ে শুধু 'ত' /t/ ব্যবহৃত হয়। যেমন–
মায় বারিত (barit) মায় বারিতে
উল্লেখিত উদাহরণে বারিতে ব্যবহৃত /এ/ ধ্বনি লোপ পেয়েছে।

৮. ডেমরা অঞ্চলের ভাষায় রূপমূলের বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। এখানে এমন কিছু রূপমূল ব্যবহৃত হতে দেখা যায় যা প্রমিত ভাষায় নেই। এই রূপমূলগুলো হল এ এলাকার নিজস্ব সৃষ্টি। যেমন : 'ইশ্‌টি খাওন' যার অর্থ 'বৌ-ভাত'।

অর্থতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কালের প্রবাহে ভাষায় এসেছে পরিবর্তন। আধুনিক জীবন ও সংস্কৃতি, দ্রুত নগরায়ণ, তথ্য-প্রযুক্তির কল্যাণে ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় প্রতিনিয়ত নতুন নতুন শব্দ ও বিদেশি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটছে। যেমন–কিরকেট (kirket) ক্রিকেট, টিফি (ṭiphi) টিভি, ছবি (chɔbi) সিনেমা ইত্যাদি।

২. ডেমরার ভাষায় ব্যবহৃত রূপমূল মুখ্যার্থ ও গৌণার্থ দুটি দিক প্রকাশ করে থাকে। যেমন– আত (at) হাত, মাতা (mata) মাথা। 'মাতা' মুখ্যার্থ হল শির, এর গৌণার্থ নানাবিধ, যেমন–মেধা, প্রধান ব্যক্তি, শুরু বা শেষ ইত্যাদি।

৩. পরিবেশগত কারণে রূপমূলে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ পায় এবং অর্থের তারতম্যের জন্য প্রকৃত অর্থ অনুধাবনে জটিলতা সৃষ্টি হয়।

৪. ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় রূপমূলে অর্থ পরিবর্তনে অর্থ প্রসার, অর্থ সংকোচ ও অর্থ সংশ্লেষ এই তিনটি প্রক্রিয়াই কার্যকর। যেমন–পোশশুকা-poʃʃuka (পরশু) রূপমূলের অর্থ ডেমরা অঞ্চলে গতকালের আগের দিন এবং আগামীকালের পরের দিন উভয়ই বুঝিয়ে থাকে। কিন্তু 'পরশু' রূপমূলের আভিধানিক অর্থ আগামীকালের পরের দিন। এ ক্ষেত্রে ডেমরা ভাষায় রূপমূলের অর্থের প্রসার ঘটেছে।

৫. ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় অর্থ সংকোচ দুটি প্রক্রিয়ায় হয়ে থাকে। এক. সাধারণ থেকে বিশেষ অর্থে, যেমন–'কাপড়'-এর অর্থ যেকোন কাপড় বোঝায়। কিন্তু ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় 'কাফোর'-kaphor (কাপড়) বলতে মহিলাদের পরিধেয় শাড়িকে বোঝায়। দুই. বিশেষ অর্থ থেকে সাধারণ

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ বোঝায়, যেমন–'ফকির' অর্থ আগে ছিল সংসারত্যাগী সাধক মানুষ। বর্তমানে এর অর্থ সংকোচিত হয়ে ভিক্ষুকদের বোঝায়।

৬. অর্থসংশ্লেষ–রূপমূলের অর্থের ক্রমাগত প্রসারণ এবং সংকোচনের ফলে কখনো কোন রূপমূলের এমন অর্থ তৈরি হয়, যার সঙ্গে মূল অর্থে কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। একে অর্থ সংশ্লেষ বলে। যেমন–'ছায়া' অর্থ কোন কিছুর প্রতিবিম্ব। কিন্তু ডেমরা অঞ্চলে 'ছায়া' মহিলাদের পেটিকোট অর্থে ব্যবহৃত হয়।

৭. রূপমূলের অর্থ পরিবর্তনে শুভাষণ, অলংকরণ বিভিন্নার্থক ব্যবহার বিপরীতার্থক ইত্যাদি কারণে ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় শব্দার্থগত পরিবর্তন হয়ে থাকে।

ঢাকার উপভাষা সম্পর্কে মুহম্মদ আবদুল হাই, কাজী দীন মুহম্মদ, মনিরুজ্জামানসহ আরো অনেকে আলোচনা করেছেন, কিন্তু ঢাকার অভ্যন্তরে বহিরাগতদের আগমন এবং বসবাসের ফলে স্থানীয় ভাষা ও বহিরাগত ভাষার সংমিশ্রনে স্থানীয় ভাষার যে রূপ বা কাঠামো দাঁড়িয়েছে সেই সম্পর্কে আলোচনা ইতোপূর্বে হয়নি। ঢাকায় বসবাসরত শ্রমজীবী মানুষের মুখের ভাষা সম্পর্কেও বিশদ আলোচনা হয়নি। অন্যান্য উপভাষার সঙ্গে ডেমরার আঞ্চলিক উপভাষারও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচুর সাদৃশ্য রয়েছে। কেননা সব উপভাষাই অভিন্ন বাংলাভাষারই আঞ্চলিক রূপ। তাই এর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সব উপভাষার মধ্যেই বিদ্যমান।

প্রমিতভাষার সঙ্গে ডেমরার আঞ্চলিক ভাষার কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, যা ইতোপূর্বে কেউ উপস্থাপন করেননি। স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো হল–

ক. ডেমরার ভাষায় কথোপকথনের ক্ষেত্রে স্বরের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ অঞ্চলের মানুষের কথোপকথনে সবসময় উচ্চস্বর পরিলক্ষিত হয়।

খ. কথায় কথায় গালি দেয়া যেন এ অঞ্চলের মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এ গালি অশ্লীল অর্থে মনে হলেও তার অর্থ সবসময় অশালীন নয়। কোন কোন সময় এটা ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ, আবার কোন কোন সময় মনের ঝাল মেটাতে তারা এসব অশ্লীল শব্দের আশ্রয় নেয়।

গ. ডেমরা থানার কোন কোন অঞ্চলে বহিরাগত ভাষার সংমিশ্রণে বাক্যে ব্যবহৃত শেষ রূপমূলে অন্ত্যস্বরধ্বনি একটু দীর্ঘায়িত করে উচ্চারণ করা হয়। আজ থেকে বছরচারেক আগেও ভাষার ক্ষেত্রে এ বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করা যায়নি, বিশেষ করে বহিরাগত শ্রমিকদের ভাষার প্রভাবে ডেমরার স্থানীয় ভাষায় এই বৈশিষ্ট্যটি পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেমন–তুমি এনো কাম করতে আইছোও-ও-ও। 'আইছো' রূপমূলে 'ছো-ও-ও'–এক্ষেত্রে অন্ত্যস্বরধ্বনিটি দীর্ঘ উচ্চারণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায় সম্বোধনের ক্ষেত্রে প্রমিতভাষায় ব্যবহৃত 'আপনি', 'তিনি', 'সে' রূপমূলের পরিবর্তে 'হ্যায়' (hæy), 'উইয়ে' (uiye), 'হে' (he) রূপমূল ব্যবহৃত হয়। ছোট বড় সকলের ক্ষেত্রে এই রূপমূল প্রয়োগ হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্র

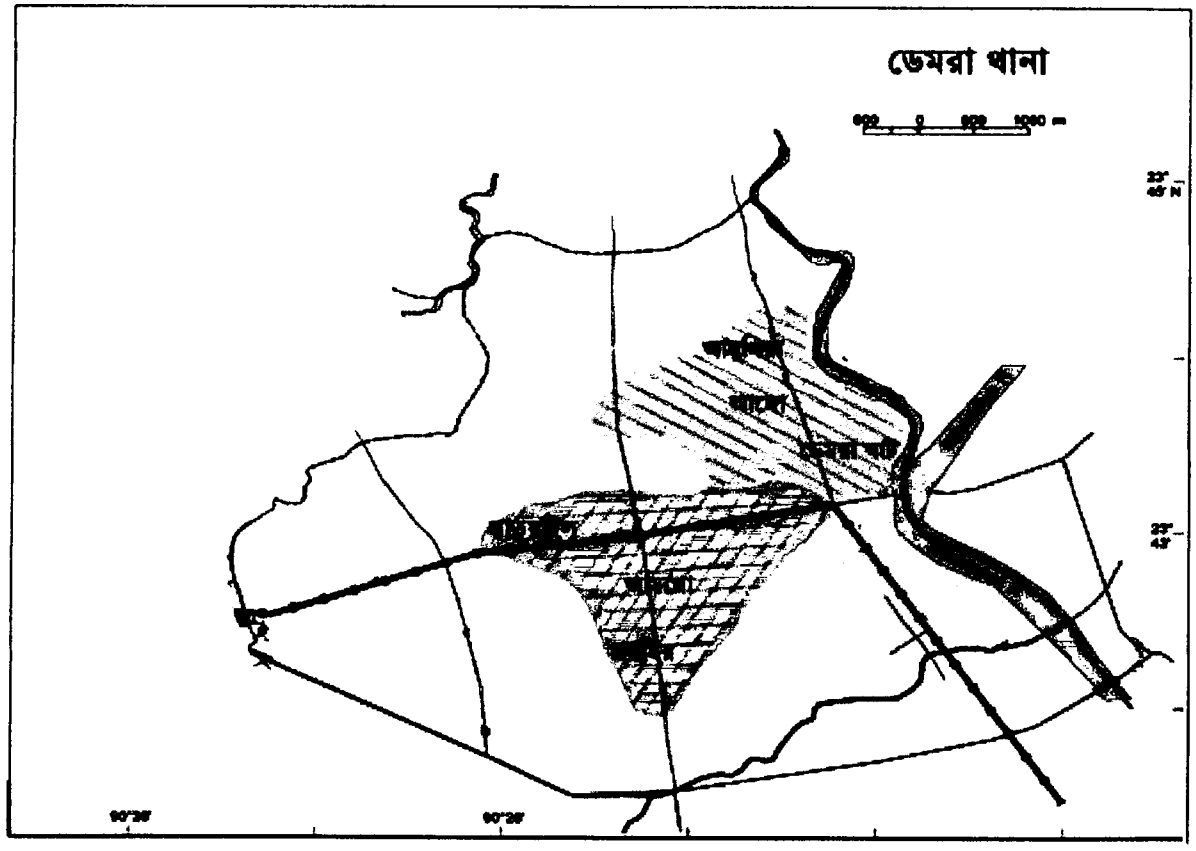

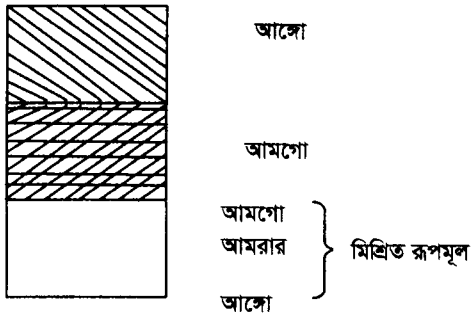

একই অর্থবোধক রূপমূল (উত্তম পুরুষে আমাদের/আমার) ডেমরা থানার অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলে নানাভাবে উচ্চারিত হয়। আমুলিয়া, ডেমরা, নরাইপুর অঞ্চলে 'আঙ্গো' রূপমূল ব্যবহৃত হয়। মাতুয়াইল, ডগাইর, দেল্লা অঞ্চলে 'আমগো' রূপমূল ব্যবহৃত হয়। এসব এলাকা বাদে অন্য এলাকায় আঙ্গো, আমগো, আমরার ইত্যাদি রূপমূল ব্যবহৃত হয়।

উত্তম পুরুষের সর্বনাম নির্দেশক রূপমূলের বৈশিষ্ট্য 'শব্দরেখামূলক মানচিত্রে'র মাধ্যমে নির্দেশিত হল।

Dhaka University Institutional Repository

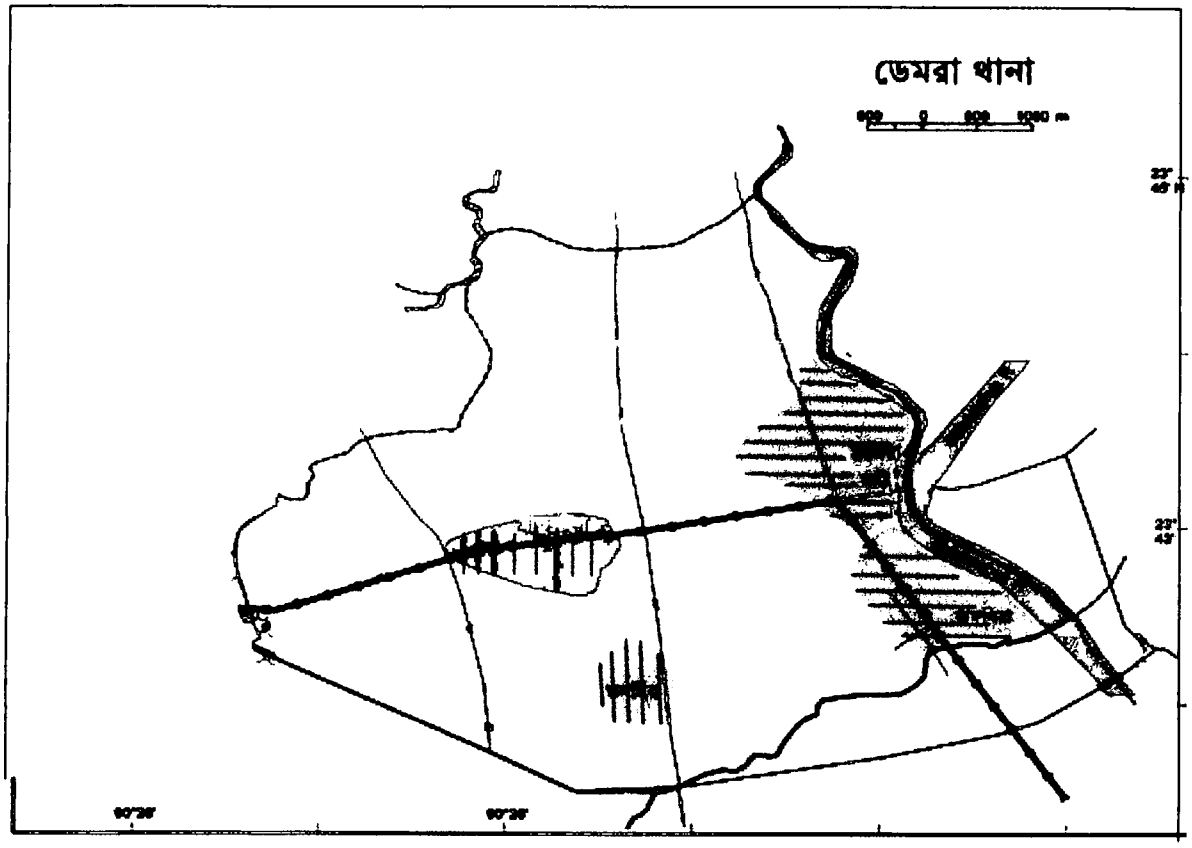

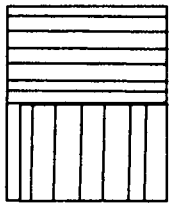

স্থানীয় ভাষার সঙ্গে বহিরাগত ভাষার সংমিশ্রণ

ঘৃষ্টধ্বনির উচ্চারণ (চ্চ, ছ্ছ, জ্জ)

১. ডেমরা ঘাট সংলগ্ন এলাকা এবং সারুলিয়া এলাকায় বহিরাগত শ্রমিকদের ভাষার সঙ্গে স্থানীয় ভাষার সংমিশ্রন বেশি পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। অন্যত্র ডেমরার স্থানীয় ভাষাই প্রচলিত।

২. মাতুয়াইল ও ডগাইর এলাকায় ঘৃষ্ট্যধ্বনির উচ্চারণ 'চ্চ', 'ছ্ছ', 'জ্জ' উচ্চারণ পরিলক্ষিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

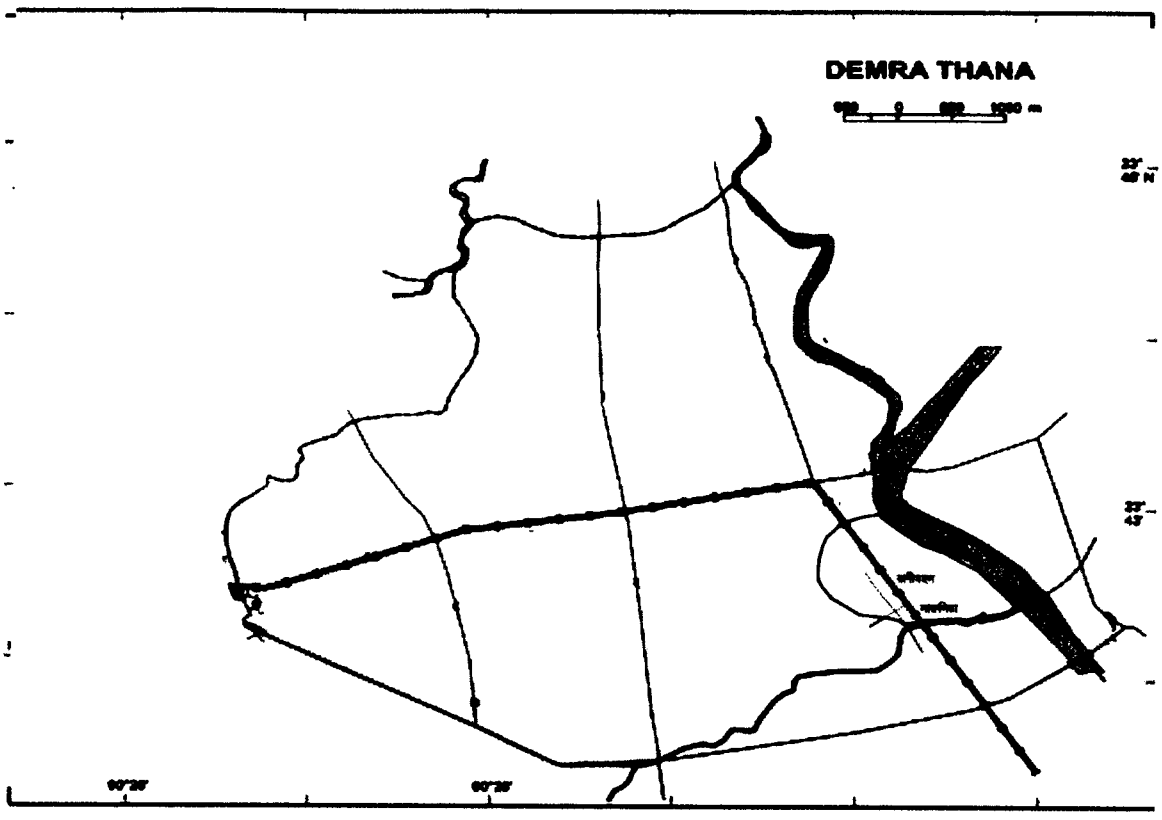

সারুলিয়া, রাণীমহল এলাকার চ, ছ, জ ধ্বনির উচ্চারণের ক্ষেত্রে জিভের পাতা দন্তমূলকে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে জিভের ডগাও দাঁতের মাড়িকে স্পর্শ করে থাকে যা প্রমিত উচ্চারণ থেকে আলাদা।

চ, ছ, জ, ঝ ধ্বনির প্রমিত উচ্চারণ হয় উপরের পাটির দন্তমূল ও মধ্য তালুতে জিভের পাতার স্পর্শে। প্রমিত রীতির এ উচ্চারণ সারুলিয়া ও রানীমহল ব্যতিত ডেমরা অন্যান্য অঞ্চলে বিদ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

সহায়ক গ্রন্থ

অতীন্দ্র মজুমদার, *ভাষাতত্ত্ব*, (জ্ঞানতত্ত্ব, ঢাকা, ১৩৭০ বাংলা)

অলিভা দাক্ষী, *বাংলা ভাষাবিজ্ঞান অভিধান*, (সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০০৩)

অশোক মুখোপাধ্যায়, *সংসদ ব্যাকরণ অভিধান*, (সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৫০)

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব*, (নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ১৯৯৭)

আশিসকুমার দে, সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, *লোকভাষা*, (পুস্তক বিপনি, কলকাতা,১৯৯৩)

কাজী রফিকুল হক, *ভাষা সন্দর্শন, ভাষাতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্ব*, (খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, বাংলাবাজার, ঢাকা ২০০১)

কাজী সিরাজ, *আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান*, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৭)

খন্দকার মোবারক আলী, *ভাষাতত্ত্ব*, (মুহাম্মদ ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা ১৯৯১)

জিনাত ইমতিয়াজ আলী, *ধ্বনিবিজ্ঞানের ভূমিকা*, (মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা ২০০১)

ডেবিড এবারক্রম্বি, *সাধারণ ধ্বনিতত্ত্বের উপাদান* খন্দকার আশরাফ হোসেন অনূদিত (বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৯)

নীলকমল বিশ্বাস, *সরল ভাষাতত্ত্ব*, (সঞ্চয়িতা, বাংলাবাজার, ঢাকা ১৯৮৪)

পবিত্র সরকার, *বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা*, (চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৮)

পবিত্র সরকার, *ভাষা মনন : বাঙালি মনীষা*, (পুনশ্চ, কলকাতা ১৯৯২)

পরেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলা ভাষা পরিক্রমা*, (দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৪)

পি এম সফিকুল ইসলাম, *রাজশাহীর উপভাষা*, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২)

মনিরুজ্জামান, *ভাষাতত্ত্ব অনুশীলন*, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪)

মনিরুজ্জামান, *উপভাষা চর্চার ভূমিকা*, (বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪)

মনসুর মুসা, *ভাষা পরিকল্পনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, (মুক্তধারা, ঢাকা, ২০০২)

মনসুর মুসা, *ভাষা পরিকল্পনার সমাজ ভাষাতত্ত্ব*, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৫)

মনসুর মুসা, *প্রায়োগিক ভাষাতত্ত্বের রূপরেখা*, (গ্লোব, ঢাকা, ২০০০)

মনোয়ারা হোসেন, *বাংলা শব্দের শ্রেণীবিচার ও প্রয়োগ বিশ্লেষণ প্রাচীন ও মধ্যযুগ*, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬)

মুহাম্মদ দানীউল হক, *ভাষাবিজ্ঞানের কথা*, (মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা ২০১১)

মুহাম্মদ দানীউল হক, *ভাষাবিজ্ঞানের সূক্ষ্মতর প্রসঙ্গ*, (বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৯৯৪)

Dhaka University Institutional Repository

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান,* (পুনমুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৩)

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাঙ্গালা ব্যাকরণ,* মাওলা ব্রাদার্স, (বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৮)

মুহম্মদ আবদুল হাই,*ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব,* (মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা ২০১০)

মোহা. শাহ কামাল ভূঞা, *সেনবাগের সমাজভাষা : রূপতাত্ত্বিক আলোচনা,* (মজান পাবলিশার্স, ঢাকা ২০০৯)

রফিকুল ইসলাম, *ভাষাতত্ত্ব,* চতুর্থ সংস্করণ, (বুকভিউ, ঢাকা, ১৯৯২)

রফিকুল ইসলাম, *ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলী,* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা,১৯৯৮)

রফিকুল ইসলাম, *ঢাকার কথা* (১৬১০-১৯১০), (আহমদ পাবলিশার্স হাউস, বাংলাবাজার, ঢাকা ১৯৮২)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *শব্দতত্ত্ব,* রবীন্দ্র রচনাবলী (খণ্ড ৬) পাঠক সমাবেশ, আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা ২০১১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বাংলাভাষা-পরিচয়,* রবীন্দ্র রচনাবলী (খণ্ড ১৩) পাঠক সমাবেশ, আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা ২০১২

রামেশ্বর শ', *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা,* (পুস্তক বিপনি, কলিকাতা, ১৯৯২)

রাশিদা বেগম, *বাংলা অনুসর্গের গঠন-প্রকৃতি ও বাক্যে অনুসর্গের ভূমিকা,* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯)

স্টিফেন উলম্যান, *শব্দার্থ বিজ্ঞানের মূলসূত্র* (জাহাঙ্গীর তারেক অনূদিত), (বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৩)

সৌরভ সিকদার, *ভাষাবিজ্ঞানের ভূমিকা ও বাংলাভাষা,* (অনন্যা, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০২)

সুকুমার সেন, *ভাষার ইতিবৃত্ত,* (আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৩)

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভাষা প্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ,* (রূপা অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৮৯)

হাকীম হাবীবুর রহমান, *ঢাকা পঞ্চাশ বছর আগে* (মো. রেজাউল করিম অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৫)

হুমায়ুন আজাদ *বাক্যতত্ত্ব,* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯০)

হুমায়ুন আজাদ, (*তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা,১৯৮৮)

হুমায়ন আজাদ, *বাঙলা ভাষা (প্রথম খণ্ড),* (আগামী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০১)

হুমায়ন আজাদ, *বাঙলা ভাষা (দ্বিতীয় খণ্ড),* (আগামী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০১)

হুমায়ুন আজাদ, *অর্থবিজ্ঞান,* (আগামী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৯)

হেলাল হামিদুর রহমান, *বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি,* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৪)

হোসেন জিল্লুর রহমান, *মাঠ-গবেষকের ডায়েরি,* (সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১২)

Dhaka University Institutional Repository

Archibald A. Hill (editor), *Linguistics,* (Voice of America Forum Lectures, 1975)

David Brazil, Malcolm Coulthard & Catherine Johns, *Discourse Intonation and Language Teaching,*(Longman Group Ltd., Longman House, Burnt Mill, Harlow, 1980)

John Lyons, *Language and Linguistics,* (Cambridge University Press, 2005)

Leonard Bloomfield, *Language,* (Holt, Rinehart and Winston, New York 1968)

Peter Trudgill, *Sociolinguistics An Introduction to Language and Society*, (Penguin Books Ltd, England, 1987)

R. H. Roins, *Genenral Linguistics. An Introductory Survey,* (Longman Group Limited, London, 1990)

R. L. Trask *Language and Liguistics-The Key Concepts* (editor Peter Stockwell), (Routldge, Taylor and Francis Group, London and Neu York, 2007)

Rajib Humayun, *Sociolinguistic and Descriptive Study Sandvipi : A Bangla Dialect,* (University Press Ltd., 114, Motijheel Commercial Area, Dhaka,1985)

U. J. Cook, *Chomsky's Universal Grammar : An Introduction,* (Basil Blackwell Ltd, 108 Cowley Road, Oxford, OX4 1JF, UK.1991)

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য প্রদানকারীদের তালিকা

নাম	এলাকা	বয়স	লিঙ্গ	পেশা
বানু	মীরপাড়া	৭০	নারী	গৃহিনী
নূরবানু	কামারপাড়া	৬৫	নারী	গৃহিনী
হাসনে আরা	ঠুলঠুইল্যা	৬০	নারী	গৃহিনী
আয়েশা	ঠুলঠুইল্যা	৫০	নারী	গৃহিনী
নুরুন্নাহার	ঠুলঠুইল্যা	৪৫	নারী	গৃহিনী
তহু	ডগাইর	৪৫	নারী	গৃহিনী
সিরাজুল	ডগাইর	৪৮	পুরুষ	রিকশাচালক
তোফাজ্জল	ডগাইর	৫০	পুরুষ	শ্রমিক
রাণী	ডগাইর	৪৫	নারী	গৃহিনী
জীবেদন	আমুলিয়া	৬৫	নারী	গৃহিনী
জিন্নাহ	আমুলিয়া	৫০	পুরুষ	ব্যবসায়ী
শাহিনা	আমুলিয়া	৪৪	নারী	গৃহিনী
সেলিনা	আমুলিয়া	৩০	নারী	গৃহিনী
ভুট্টো	আমুলিয়া	৪০	পুরুষ	ব্যবসায়ী
মঞ্জু	মাতুয়াইল	৫০	পুরুষ	ব্যবসায়ী
আলি হোসেন	মাতুয়াইল	৫৫	পুরুষ	চাকরি
বিউটি	মাতুয়াইল	৪৭	নারী	গৃহিনী
আলি হোসেন	দিতপুর	২২	পুরুষ	নৌকার মাঝি
আশরাফ	মাতুয়াইল	৭০	পুরুষ	অক্ষম
নাসিমা	মাতুয়াইল	৪৭	নারী	গৃহিনী
রিনা	মাতুয়াইল	৫০	নারী	গৃহিনী
মনির হোসেন	ঠুলঠুইল্যা	৩৫	পুরুষ	চাকরি

Dhaka University Institutional Repository

রহিম	সারুলিয়া	৩০	পুরুষ	পরিবহন শ্রমিক
মজনু	সারুলিয়া	৩০	পুরুষ	রিকশাচালক
আনোয়ার	রানীমহল	৪০	পুরুষ	রিকশাচালক
বাদশা	রানীমহল	৩২	পুরুষ	রিকশাচালক
সালাম	মেন্দিপুর	৪৬	পুরুষ	ফল বিক্রেতা
আজগর	খলাপাড়া	৪৫	পুরুষ	শ্রমিক
মনির	দুর্গাপুর	৪৮	পুরুষ	শ্রমিক
মফিজ	শুন্যা	৩৪	পুরুষ	শ্রমিক
নজির	নড়াইপুর	২৩	পুরুষ	শ্রমিক
আলি	বাউলের বাজার	৪৬	পুরুষ	শ্রমিক
মাহমুদ	পাইটি	৪৩	পুরুষ	শ্রমিক
শামসু	বামুইল	৫৬	পুরুষ	শ্রমিক
গফুর	দিল্যা	৪৫	পুরুষ	শ্রমিক
মমতাজ	বামুইল	৪৫	নারী	শ্রমিক
আনজিলা	সারুলিয়া	৩৪	নারী	শ্রমিক
শিমুল	রানীমহল	২৪	নারী	শ্রমিক
মহিউদ্দিন	ধার্মিকপাড়া	২৮	পুরুষ	শ্রমিক
হাসান	দেইল্যা	৫৫	পুরুষ	শ্রমিক
দিলীপ	ধার্মিক পাড়া	৪৩	পুরুষ	কৃষি মজুর
বাবুল	ধীৎপুর	২৪	পুরুষ	মাছ বিক্রেতা
নাহিদ	কামারগোফ	২৬	পুরুষ	শ্রমিক
আবদুল্লাহ	গোফ দক্ষিণ	৬৫	পুরুষ	ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী
শাহজাহান	দুর্গাপুর	২৬	পুরুষ	শ্রমিক
আশিক	শুন্যা	৩৪	পুরুষ	পরিবহন শ্রমিক

Dhaka University Institutional Repository

নান্নু	আমুলিয়া	১২	পুরুষ	পরিবহন শ্রমিক
রুহি	কোণাপাড়া	৪৩	পুরুষ	ব্যবসায়ী
শাহেদ	কোণাপাড়া	৬০	পুরুষ	নাপিত
কাদের	মাতুয়াইল	৪৬	পুরুষ	মুচি
ফরিদ	ডগাইর	২৪	পুরুষ	রাজমিস্ত্রি
মইনুদ্দিন	মাতুয়াইল	৪৭	পুরুষ	রঙমিস্ত্রি
জয়নুল	ডেমরা	৩৫	পুরুষ	শ্রমিক
মর্জিনা	ডেমরা	২৪	নারী	শ্রমিক
সাজেদা	ডেমরা	৩৫	নারী	শ্রমিক
ফরহাদ	স্টাফকোয়ার্টার	৪৫	পুরুষ	শ্রমিক
সাজ্জাদ	স্টাফ কোয়ার্টার	৩৪	পুরুষ	শ্রমিক
নাইম	স্টাফ কোয়ার্টার	৪৮	পুরুষ	শ্রমিক
বিউটি	নড়াইবাগ	৩৭	নারী	সবজি বিক্রেতা
রাশেল	মাতুয়াইল	৩৫	পুরুষ	ব্যবসায়ী (ক্ষুদ্র)

Dhaka University Institutional Repository

ডেমরা থানার ইউনিয়ন ও এলাকা

ডেমরা ইউনিয়ন

১. ঠুলঠুলিয়া
২. মেন্দিপুর
৩. কায়েতপাড়া
৪. আমুলিয়া
৫. দুর্গাপুর
৬. পাইটি
৭. নড়াইবাগ
৮. ডেমরা
৯. কামার গোফ
১০. গোফ দক্ষিণ
১১. ধীৎপুর

সারুলিয়া ইউনিয়ন

১. বামইল
২. ডগাইর
৩. সারুলিয়া
৪. শুন্যা

মাতুয়াইল ইউনিয়ন

১. মাতুয়াইল
২. ধার্মিকপাড়া
৩. দেইল্যা
৪. শুন্যা টেংরা

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার পূর্ব-উপকণ্ঠের ডেমরা থানার শ্রমিকশ্রেণীর ভাষা

ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(শুধু গবেষণাকাজের জন্য)

নাম : পেশা : বয়স :

শিক্ষাগত যোগ্যতা : পুরুষ : (টিক) ☐ মহিলা : (টিক) ☐

বসবাসকারী : স্থানীয় বাসিন্দা (টিক) ☐ বহিরাগত বাসিন্দা (টিক) ☐

বহিরাগত হলে কোন জেলা থেকে আগত : কত বছর ধরে বাস করছেন : ☐

এলাকার নাম :

.....

আপনার পরিবার এবং আত্মীয়স্বজনের সদস্যরা একে অপরকে কি নামে সম্বোধন করেন :

আপনার পরিবারে ব্যবহৃত ৫টি আসবাবপত্রের নাম বলুন :

আপনার পরিবারে ব্যবহৃত ৫টি জিনিসপত্রের নাম বলুন :

আপনারা যে পোশাক পরেন তার ৫টি নাম বলুন :

আপনার জানামতে মানুষ ও জীবজন্তুর দৈহিক অংশের নাম বলুন :

আপনার পেশাগত কাজের ৫টি শব্দের নাম বলুন :

Dhaka University Institutional Repository

আপনার আশেপাশে উৎপাদিত ৫টি ফলমূল, সবজি ইত্যাদির নাম করুন :

আপনি ৫টি প্রাণী/পাখির নাম বলুন :

আপনার স্থানীয় ভাষায় ৫টি মাছের নাম বলুন:

আপনার পরিবারে ব্যবহৃত খাদ্য ও তার প্রস্তুতপ্রণালীর ৫টি নাম বলুন :

আপনার জানামতে ৫টি রোগ ও ঔষধের নাম বলুন :

আপনার এলাকায় প্রচলিত বিভিন্ন খেলা এবং অনুষ্ঠানের নাম বলুন :

আপনার জানামতে ৫টি রঙের নাম বলুন :

যেকোনো বিষয়ে ৫টি বাক্য (বক্তব্য) বলুন (গবেষক বিষয় নির্ধারণ করে দেবেন) :